# সাধারণ জ্ঞান

## অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ

গুরুত্ব বুঝে অধ্যয়ন, নিত্য সবার প্রয়োজন


| অধ্যায়ের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| সাম্প্রতিক বিষয়াবলী | 220 |
| প্রাচীন বাংলা ও উপমহাদেশের ইতিহাস | 245 |
| বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস | 249 |
| বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি | 258 |
| ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও উপজাতি | 263 |
| বাংলাদেশের সংবিধান | 266 |
| বাংলাদেশের সরকার, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা | 269 |
| বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি | 275 |
| বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও যোগাযোগ | 278 |
| বাংলাদেশের সম্পদ | 283 |
| বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প | 288 |
| ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান | 291 |
| বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস | 296 |

| অধ্যায়ের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| বিশ্বের আলোচিত দেশসমূহ | 300 |
| আলোচিত যুদ্ধ, গেরিলা, গোয়েন্দা ও সামরিক সংগঠন | 311 |
| বিশ্বের আলোচিত সংস্থাসমূহ | 317 |
| আলোচিত চুক্তিসমূহ | 325 |
| বিশ্বের ভূ-প্রকৃতি ও অঞ্চল পরিচিতি | 332 |
| বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ ও উক্তি | 337 |
| শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গণমাধ্যম | 348 |
| গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ | 353 |
| কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি | 355 |
| খেলাধুলা | 359 |
| পুরস্কার ও সম্মাননা | 362 |
| মৌলিক বিষয়াবলি (বোর্ড বই ভিত্তিক) | 365 |


## সেন্ট্রালনলেজ বইটিতে সাধারণ জ্ঞান অংশটি যেভাবে সাজানো:

- ধাপ-০১: টপিক সিলেকশন
- ধাপ-০২: টপিকস অনুযায়ী ট্রিকসসহ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
- ধাপ-০৩: সবশেষে বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান
- ধাপ-০৪: সাজেশনভিত্তিক প্রাইম টেস্ট

CamScanner

# সাম্প্রতিক তথ্যে বাংলাদেশ

## বাংলাদেশের নতুন টাকার নোট

- বাজারে আসে: ০১ জুন, ২০২৫ (প্রাথমিকভাবে সীমিত পরিসরে ২০, ৫০ ও ১০০০ টাকার নোট বিতরণ শুরু হয়)।
- সরকারি নোট (৩টি): ১, ২ ও ৫ টাকা (স্বাক্ষর থাকে: অর্থসচিবের); মালিকানা: অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ব্যাংক নোট (৭টি): ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা (স্বাক্ষর থাকে: বাংলাদেশ ব্যাংকে গভর্নরের)।
- 'জুলাই-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা গ্রাফিতি-২০২৪' ছবি রয়েছে: ৫, ১০, ২০০ টাকার নোটে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গর্ভনর: আহসান এইচ মনসুর (১৩ তম)। বর্তমান অর্থসচিব: ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

**২ টাকার নোট**

সামনে: শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

পেছনে: রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

**৫ টাকার নোট**

সামনে: ঢাকার তারা মসজিদ

পেছনে: জুলাই-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'

**১০ টাকার নোট**

সামনে: বায়তুল মোকাররম মসজিদ

পেছনে: জুলাই-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'

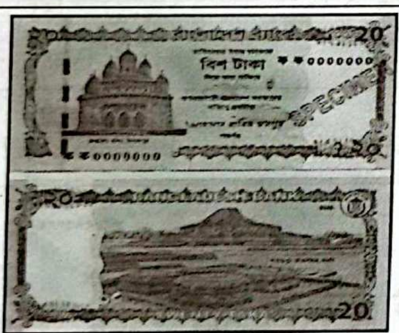

**২০ টাকার নোট**

সামনে: কান্তজিউ মন্দির

পেছনে: পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

**৫০ টাকার নোট**

সামনে: আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

পেছনে: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সংগ্রাম'-এর ছবি

**১০০ টাকার নোট**

সামনে: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ

পেছনে: সুন্দরবন

**২০০ টাকার নোট**

সামনে: অপরাজেয় বাংলা, ঢাবি

পেছনে: জুলাই-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের আঁকা 'গ্রাফিতি-২০২৪'

**৫০০ টাকার নোট**

সামনে: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

পেছনে: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

**১০০০ টাকার নোট**

সামনে: জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার

পেছনে: জাতীয় সংসদ ভবন ও

১৩টি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

## বাংলাদেশের ৫৪ তম বাজেট

- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়-Annual Financial Statement.
- বাজেট প্রণয়ন করে-অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশের অর্থবছরের সময়কাল: ১লা জুলাই থেকে ৩০ শে জুন।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট দেশের ৫৪তম বাজেট (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৫তম বাজেট)।
- ৫৪ তম বাজেট পেশ করেন ১৪ তম ব্যক্তি হিসেবে সালেহউদ্দিন আহমেদ (অর্থ উপদেষ্টা)।
- ৫৪তম বাজেটের শিরোনাম: বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়।

| ঘোষণা: ০২ জুন ২০২৫ | উপদেষ্টা পরিষদে বাজেট পাশ হয়: ২২ জুন ২০২৫ | কার্যকর হয়: ১লা জুলাই ২০২৫ |
|---|---|---|

- ৫৪তম বাজেটের আকার: ৭ লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা। যা জিডিপির ১২.৭০ %।
- মোট জিডিপির আকার: ৬২ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা।
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা: ৫.৫%।
- মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা: ৬.৫%।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

**বাজেটে বরাদ্দকৃত খাত:**

| | |
|---|---|
| সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত | পরিবহন ও যোগাযোগ (৫৮ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা) |
| দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত | বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (৩২ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা) |
| তৃতীয় বরাদ্দকৃত খাত | শিক্ষা ও প্রযুক্তি (২৮ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা) |
| চতুর্থ বরাদ্দকৃত খাত | গৃহায়ন ও গণপূর্ত (২২ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা) |
| পঞ্চম বরাদ্দকৃত খাত | স্বাস্থ্য (১৮ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা) |

- শীর্ষ পাঁচ খাতেই বরাদ্দ এডিপির ৭০% (প্রায়)।
- মোট ব্যয়: ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৭%।
- মোট আয়: ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯%।
- ঘাটতি বাজেট (ব্যয়-আয়): ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৩.৬%।

**করমুক্ত আয়সীমা:**

| | |
|---|---|
| সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা | ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা |
| মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি | ৪ লক্ষ টাকা |
| প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গ | ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা |
| যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা (গেজেটভুক্ত) | ৫ লক্ষ টাকা |

***নোট: নতুন করদাতাদের নূনতম করের পরিমাণ: ১০০০ টাকা।***

**বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য:**

- বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশকেই বলা হয়- বাজেট।
- বাজেট শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ- Boudgette থেকে, যার অর্থ- ব্যাগ বা থলে।
- এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল-১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে)
- ১ অর্থবছরে ২ বার বাজেট উপস্থাপন হয়-১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে।
- ১৯৭২ সালের ৩০ জুন প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী- তাজউদ্দিন আহমদ (৩ বার)।
- বাংলাদেশে সর্বাধিকবার (১২ বার) বাজেট পেশ করেন- এম সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- প্রথম বাজেটের আকার ছিল- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- প্রথম জেলা হিসেবে বাজেট পায়- টাঙ্গাইল।
- বাংলাদেশের বাজেটের ধরন- ঘাটতি বাজেট (Deficit Finance)
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে- মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

| | | |
|---|---|---|
| কর দিবস-৩০ অক্টোবর | আয়কর- ৩০ নভেম্বর | মূসক দিবস- ১০ ডিসেম্বর |
| আয়কর মেলা শুরু-২০১০ | e-Payment চালু-২০১২ | e-TIN চালু- ২০১৩ |

## এভারেস্ট জয়ীদের তালিকায় নতুন বাংলাদেশী

- এভারেস্ট জয়ী ৭ম বাংলাদেশী-ইকরামুল হাসান শাকিল (জন্ম: ১৯৯৪ সালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায়)।
- এভারেস্ট জয় করেন ১৯ মে, ২০২৫, সোমবার, বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে ৭ টায়।

***নোট:*** *তিনি ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের ইনানী সমুদ্র সৈকত থেকে যাত্রা শুরু করে ১৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মাত্র ৮৪ দিনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট এর চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ান। তিনি এই অভিযাত্রার নাম দেন 'সি টু সামিট'। যার অর্থ 'সমুদ্র থেকে শৃঙ্গ'।*

- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম ব্যক্তি- এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং শেরপা (১৯৫৩)।
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম নারী- জুনকো তাবেই (জাপান-১৯৭৫)।
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম বাঙালী নারী- শিপ্রা মজুমদার
- এভারেস্ট বিজয়ী ১ম বাঙালী পুরুষ- সত্যব্রত দাস।
- **এভারেস্ট জয়ী আরো ৬ জন বাংলাদেশি:**

| | |
|---|---|
| মুসা ইব্রাহীম | • বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী- মুসা ইব্রাহীম।<br>• এভারেস্ট জয় করেন- ২৩ মে, ২০১০ সালে।<br>• মুসা ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান- এভারেস্ট একাডেমি। |
| এম এ মুহিত | • বাংলাদেশের দ্বিতীয় এভারেস্ট জয়ী- মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।<br>• এভারেস্ট জয় করেন- ২১ মে, ২০১১ সালে।<br>• দুই বার এভারেস্ট জয় করেন- এম. এ মুহিত। |
| নিশাত মজুমদার | • বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট জয়ী- নিশাত মজুমদার (তৃতীয় বাংলাদেশি)।<br>• এভারেস্ট জয় করেন- ১৯ মে, ২০১২ সালে।<br>• তিনি আরো জয় করেছেন- কেওক্রাডং, মেরা পর্বত, সিঙ্গুলি। |
| ওয়াসফিয়া নাজরীন | • বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহী- ওয়াসফিয়া নাজরীন (৪র্থ বাংলাদেশি)।<br>• দেশের সেভেন সামিট জয়ী একমাত্র পর্বতারোহী- ওয়াসফিয়া নাজরীন।<br>• বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ "কে-২" জয় করেন- ২২ জুলাই, ২০২২।<br>• বাংলাদেশের একমাত্র পর্বতারোহী হিসেবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বর্ষসেরা অভিযাত্রী নির্বাচিত হন। |
| মো. খালেদ হোসেন | • এভারেস্ট জয়ী পঞ্চম ব্যক্তি- মোহাম্মদ খালেদ হোসেন।<br>• এভারেস্ট জয় করেন- ২০ মে, ২০১৩ সালে।<br>• এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে মৃত্যু হয়।<br>• খালেদ হোসেনের অনূদিত গ্রন্থ- পর্বতের নেশায় অদম্য প্রাণ। (মূল লেখক- এডমন্ড ভিস্টর্সেল)।<br>*Note: ১৩ মে, ২০২২ সালে প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছেন- আখলাকুর রহমান আকি। তিনি প্রথম ব্রিটিশ মুসলিম হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন। আখলাকুর রহমানের বাংলাদেশে পৈতৃক নিবাস- সিলেটের সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে।* |
| ডা. বাবর আলী | • ৬ষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন- ডা. বাবর আলী; জেলা- চট্টগ্রাম।<br>• তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পৌছান- ১৯ মে, ২০২৪।<br>• বাবর আলীর লিখিত গ্রন্থ- পায়ে পায়ে ৬৪ জেলা ও সাইকেলের সওয়ারি।<br>• তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লোৎসে সামিট জয় করেন।<br>• তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে- অন্নপূর্ণা-১ জয় করেন। |



CamScanner

## নতুন অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

- **বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ সম্মেলন:**
  - **আয়োজক:** বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (বিডা)।
  - **সময়কাল:** (৭-১০) এপ্রিল, ২০২৫।
  - **স্থান:** হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা।
  - **সম্মেলন উদ্বোধন করেন:** অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস।
  - **মোট বিনিয়োগকারী নিবন্ধন করেছে:** ৫০টি দেশের ২,৩০০ জন এর বেশি যার মধ্যে ৫৫০ জনের বেশি হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগকারী।
  - বিডার বর্তমান চেয়ারম্যান: মো. আশিক চৌধুরী।
  - সম্মেলনে সম্মানসূচক বাংলাদেশি নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় কিহাক সাং (দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইয়াং ওয়ান এর প্রতিষ্ঠাতা)।
- **শীর্ষ নিবন্ধিত দেশসমূহ:** চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সিঙ্গাপুর ও জাপান।
- **সামিটের মূল লক্ষ্য:**
  - বাংলাদেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরা।
  - জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রদর্শন করা।
  - দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সংযোগ তৈরি করা।
- **সম্মেলনে ৫টি সম্ভাবনাময় খাতের সুযোগ তুলে ধরা হয়েছে:**
  - নবায়নযোগ্য জ্বালানি
  - কৃষি প্রক্রিয়াকরণ
  - ফার্মাসিউটিক্যাল
  - ডিজিটাল ইকোনমি
  - টেক্সটাইল

## স্টারলিংক এর ইন্টারনেট সেবায় বাংলাদেশ

- **স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবার নাম-** স্টারলিংক।
- **স্টারলিংক ইন্টারনেটের বার্তা-** পৃথিবীর সকল জায়গায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করা।
- **বিডা (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) স্টারলিংককে ব্যবসা করার অনুমোদন দেয়-** ২৯ মার্চ, ২০২৫।
- **স্টারলিংকের ইন্টারনেটের ডাউনলোড গতি** ২৫-২২০ এমবিবিপিএস।
- **আপলোড গতি সাধারণত** ৫-২০ এমবিপিএসের মধ্যে।
- **স্পেসএক্স এর স্টারলিংক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়-** ২০১৫ সালে।
- **আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়-** ২০১৯ সালে।
- **স্পেসএক্স প্রথম ৬০টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে-** ২৩ মে, ২০১৯ সালে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ স্যাটেলাইট পৃথিবীর নিম্নকক্ষে স্থাপন করেছে স্টারলিংকের।
- **বর্তমানে স্টারলিংক সেবা দিচ্ছে-** বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে।
- **বিশ্বে প্রথম স্টারলিংক সেবা চালু হয়-** যুক্তরাষ্ট্রে (নভেম্বর, ২০২০)।
- **স্টারলিংক দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম চালু হয়-** মালদ্বীপ (১১ নভেম্বর, ২০২৩), দ্বিতীয়- ভুটানে (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)।
- **বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে স্টারলিংক চালু হয়-** ৯ এপ্রিল, ২০২৫ সালে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ২০ মে, ২০২৫।

## ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য

একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া, জলবায়ু, উৎপাদন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি অনন্য গুণসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাহলে সেটিকে ওই দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- **বর্তমানে বাংলাদেশের নিবন্ধিত জিআই পণ্য:** ৫৫টি।
- **বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্য:** জামদানি শাড়ি (২০১৬)।
- **নিবন্ধিত সর্বশেষ ৪টি জিআই পণ্য:**
  - **৫২ তম:** মুন্সিগঞ্জের পাতক্ষীর।
  - **৫৩তম:** নওগাঁর নাক ফজলী আম।
  - **৫৪তম:** টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ।
  - **৫৫তম:** ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ।
- **জিআই জার্নালে প্রকাশিত জিআই পণ্য (নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান):** ৬১টি।

## কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ২০২৪

- **Gen-Z**

| জেনারেশন | জন্মকাল |
|---|---|
| গ্রেটেস্ট জেনারেশন | ১৯০১-১৯২৭ |
| সাইলেন্ট জেনারেশন | ১৯২৮-১৯৪৫ |
| বেবি বুমার্স জেনারেশন | ১৯৪৬-১৯৬৪ |
| জেনারেশন এক্স | ১৯৬৫-১৯৮০ |
| জেনারেশন ওয়াই | ১৯৮১-১৯৯৬ |
| জেনারেশন জেড | ১৯৯৭-২০১২ |
| জেনারেশন আলফা | ২০১৩-২০২৪ |
| জেনারেশন বিটা | ২০২৫-২০৪০ |

- পূর্ণরূপ- Generation Z বা Generation Zoomers.
- প্রজন্ম সাল: ১৯৯৭-২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেন তারা Gen-Z এর অন্তর্ভুক্ত।
- বর্তমান বয়স- ১২-২৭ বছর।
- অন্য নাম- Zoomer (1st Gen to Zoom the Internet)

- Gen Z এর পরের জেনারেশন – Generation Alpha
- ডিজিটাল নেটিভস, 'হোমল্যান্ড জেনারেশন', True Generation বলা হয় Gen-Z কে।
- ১৯০১-২০২৪ সাল পর্যন্ত জেনারেশনকে ৭টি নির্দিষ্ট প্রজন্মে ভাগ করা হয়।
- বাংলাদেশের সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে আলোচনায় এসেছে - Gen-Z
- ১ জানুয়ারি ২০২৫-২০৪০ পর্যন্ত চলবে: Generation-β (বিটা)। যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য AI পরিচিতি।
- **বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন:**
  - পরিচয়- সাধারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন।
  - প্রতিষ্ঠিত হয়- ১লা জুলাই, ২০২৪ সাল।
  - উদ্দেশ্য- কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান।
  - সময়কাল- ১ জুলাই- ৫ আগস্ট, ২০২৪ সাল।
  - ১ জুলাই- চার দফা দাবি ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলন শুরু হয়।
  - ২-৬ জুলাই-দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মানববন্ধন মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।
  - ৭ জুলাই- সারাদেশে গণপরিবহন বন্ধ ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে যা 'বাংলা ব্লকেড' নামে পরিচিত।
  - ১৪ জুলাই- রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।
  - ১৬ জুলাই- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ শহিদ হন।
  - ১৮ জুলাই- 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি পালন করে। এই দিনে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (BUP) MBA এর শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ শহিদ হন।
  - ২১ জুলাই- ৯ দফা দাবি ঘোষণা দেয়।
  - ২৩ জুলাই- কোটা সংস্কার করে আদালত রায় দেয়।
  - ২৮ জুলাই- সারাদেশের দেয়ালগুলোতে গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখন কর্মসূচি পালন করে। এইদিন সরকার ও পুলিশের চাপে পুলিশি হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজ এই ঘোষণা প্রত্যাহার করে আন্দোলন করে।
  - ৩১ জুলাই- 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন।



CamScanner

- ২ আগস্ট- 'প্রার্থনা ও ছাত্র জনতার গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা।
- ৩ আগস্ট- অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এবং এক দফা দাবি সরকারের পতনের ডাক দেওয়া হয়।
- ৫ আগস্ট- লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি পালন ও সরকারের পতন হয়।
- ৮ আগস্ট- ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।
- ৩১ ডিসেম্বর- 'মার্চ ফর ইউনিটি' পালন করা হয়।

**অভ্যুত্থানে অগ্নিঝরা শব্দবন্ধ:**

| | |
|---|---|
| কমপ্লিট শাটডাউন (Complete Shutdown) | কমপ্লিট শাটডাউন বলতে বুঝায় সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। এ সময় হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলা হয় না। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি চলে না। সময়: ১৮-২২ জুলাই, ২০২৪। |
| রেজিস্ট্যান্স উইক (Resistance Week) | ১৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৪ দফা দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সারা দেশে সপ্তাহব্যাপী রকমারি কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয় 'রেজিস্ট্যান্স উইক' কর্মসূচি। |
| ৩৬ জুলাই** (36 July) | ৩৬ জুলাই বলতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কে নির্দেশ করে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস গণনা করার কথা জানান। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ৩৬ জুলাই বা দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে অভিহিত করে আন্দোলনকারীরা। |
| অসহযোগ আন্দোলন | অসহযোগ আন্দোলন বলতে বুঝায় সর্বক্ষেত্রে সরকারকে অসহযোগিতা করার আন্দোলনকে। ৩ আগস্ট, ২০২৪ অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। |
| ফ্যাসিবাদ | ফ্যাসিবাদ (Fascism) ইতালীয় শব্দ যা fascismo fascio শব্দ থেকে উদ্ভূত। ইতালির মুসোলিনি তার নিজের আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফ্যাসেস গ্রহণ করেন। ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য:<br>১. স্বৈরাচারী নেতৃত্ব, ২. বিরোধীদের জোরপূর্বক দমন, ৩. রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ইত্যাদি। |
| মব জাস্টিস (Mob Justice) | অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য। ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের পর তীব্র জনরোষে অনেকেই গণপিটুনির শিকার হয়। এসব ঘটনাগুলোকেই সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে মব জাস্টিস। |
| দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ | জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্রময় গ্রাফিতি চিত্রের সংকলন দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ। |
| জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন | ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে গঠন করে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হয় ২১ জন। সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস। |
| Gen Z (জেন জেড) | Gen-Z হলো Generation-Z এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৯৭-২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত। |

**জুলাই গণহত্যার বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) পুনর্গঠন**

- **পুনর্গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি হয়-** ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ (আইন মন্ত্রণালয়)।
- **কার্যক্রম শুরু হয়-** ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- **সদস্য সংখ্যা-** ৩ জন।
- **চেয়ারম্যান-** বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার।
- **দুই সদস্য-** বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
- **কাজ-** জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচার শুরু করার জন্য।
- **ICT এর পূর্ণরূপ-** International Crimes Tribunal (Bangladesh)।
- **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর-** অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম।

**শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ:**

- ট্রাইব্যুনাল গঠনের পাশাপাশি ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে এ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
- ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ২০২৪ এর ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট সময়কালে গণহত্যার ঘটনায় তথ্য চেয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।

## অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-২০২৪

৫ আগস্ট ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় এবং ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ শপথ গ্রহণ করেন।

| নাম | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
|---|---|
| ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা | ১. উপদেষ্টা পরিষদ বিভাগ<br>২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়<br>৩. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ<br>৪. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়<br>৫. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়<br>৬. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |

**অন্যান্য উপদেষ্টাগণ:**

| নাম | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
|---|---|
| জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ | ১. অর্থ মন্ত্রণালয়<br>২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
| ড. আসিফ নজরুল | ১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| জনাব আদিলুর রহমান খান | ১. শিল্প মন্ত্রণালয়<br>২. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
| জনাব মোঃ তৌহিদ হোসেন | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান | ১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়<br>২. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| শারমীন এস মুরশিদ | ১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ডা. বিধান রঞ্জন রায় | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| জনাব ফারুক-ই-আজম | ১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |
| ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন | ১. নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়<br>২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| সুপ্রদীপ চাকমা | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ফরিদা আখতার | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| নুরজাহান বেগম | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া | ১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়<br>২. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
| জনাব ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় |
| মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান | ১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।<br>২. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়<br>৩. রেলপথ মন্ত্রণালয় |
| আলী ইমাম মজুমদার | প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত |
| লে. জে. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী | ১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।<br>২. কৃষি মন্ত্রণালয়। |
| অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার | শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |



CamScanner

| নাম | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
|---|---|
| শেখ বশির উদ্দিন | ১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
| | ২. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় |
| | ৩. বিমান মন্ত্রণালয় |
| মোঃ মাহফুজ আলম | তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয় |

নোট: উপদেষ্টা পরিষদে বর্তমানে মোট উপদেষ্টা রয়েছেন ২৩ জন এবং এর মধ্যে নারী উপদেষ্টা রয়েছেন ০৪ জন, বর্তমানে ছাত্র উপদেষ্টা ২ জন।

## প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর ব্যক্তিগত জীবন

- **জন্ম:** ২৮ জুন, ১৯৪০ সালের চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীন ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল জয় করেন।
- **গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যক্রম:**
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে গরীব ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ৫.৩ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক "সংহতি দল" পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটি অনানুষ্ঠানিক ছোট দল একত্রে ঋ ণের জন্য আবেদন করে এবং এর সদস্যবৃন্দ একে অন্যের জামিনদার হিসেবে থাকে এবং একে অন্যের উন্নয়নে সাহায্য করে। ব্যাংকের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে গরিবদেরকে রক্ষা করার জন্য ব্যাংক অন্যান্য পদ্ধতিও প্রয়োগ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সাথে যোগ হয় গৃহঋণ, মৎস্য খামার এবং সেচ ঋণ প্রকল্প সহ অন্যান্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
- **ক্ষুদ্রঋণ:** ক্ষুদ্র ঋণ হলো দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের জন্য অতি ক্ষুদ্র ঋণের সম্প্রসারণ (মাইক্রোলোন) যাদের সাধারণত জামানত, স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং একটি যাচাইযোগ্য ক্রেডিট ইতিহাসের অভাব রয়েছে। এটি উদ্যোক্তাকে সমর্থন এবং দারিদ্রতা দূর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ একটি হাতিয়ার যা সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্রের হার কমাতে সহায়ক হতে পারে।
- **সামাজিক ব্যবসা:** ২০০৭ সালের ২৮ জুন ড. ইউনূস তার জন্মদিনে 'সামাজিক ব্যবসা' তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। এই ব্যবসায় বিনিয়োগকারী মূলধনের জন্য কোনো মুনাফা অর্জন করে না বরং মাসিক বেতন লাভ করে। ব্যবসার মুনাফা জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা নিরসনে ব্যয় করা হবে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপি ২৮ জুনকে সামাজিক ব্যবসা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এছাড়াও তার আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব 'তিন শূন্য নীতি'। তিন শূন্যের মাধ্যমে বোঝানো হয় শূন্য দারিদ্য, শূন্য বেকারত্ব, শূন্য কার্বন নিঃসরণ।

*নোট: ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক ব্যবসা তত্ত্বের জনক বলা হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে*

- **প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:**
  - Three Farmers of Jobra: Department of Economics
  - Planning in Bangladesh: Format, technique and Priority and other essays; Rural Studies Project
  - Grameen Bank, as I see it.
  - Banker to the poor: Micro-lending and the battle against World poverty.
  - A World of three Zeros (Three Zeros means- Zero Poverty, Zero Unemployment, Zero Carbon Emissions).
  - Building Social Business
- **উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ:**
  - প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৮)
  - রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৮৪)
  - কেন্দ্রীয় ব্যয় অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৫)
  - স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭)
  - আগা খান অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯)
  - কেয়ার পুরস্কার (১৯৯৩)
  - মানবহিতৈষণা পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৩)
  - মুহাম্মদ সাহেবুদ্দিন বিজ্ঞান (সামাজিক অর্থনীতি) পুরস্কার
  - শ্রীলঙ্কা রিয়াল এডমিরাল এম এ খান স্মৃতি পদক (১৯৯৩)
  - বাংলাদেশ বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৯৩)
  - নোবেল পুরস্কার (শান্তি) (২০০৬)
- অলিম্পিক লরেল পুরস্কার (২০২১)

## রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে ১১টি সংস্কার কমিটি

| সংস্কার | প্রধান |
|---|---|
| নির্বাচন ব্যবস্থা | বদিউল আলম মজুমদার |
| পুলিশ | সফর রাজ হোসেন |
| বিচার বিভাগ | বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান |
| স্বাস্থ্য | জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান |
| গণমাধ্যম | জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদ |
| দুর্নীতি দমন | ইফতেখারুজ্জামান |
| জনপ্রশাসন | আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী |
| সংবিধান | আলী রীয়াজ |
| শ্রমিক অধিকার | সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ |
| নারী বিষয়ক | শিরীন পারভীন হক |
| স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |

নোট: *'জাতীয় ঐক্যমত গঠন কমিশন' এর চেয়ারম্যান: ড. মুহাম্মদ ইউনূস।*

## বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল

১৯ আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২' সংশোধণ করে নির্বাচনে অংশ নিতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। এরপর 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২'-এর ৯০ অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৬ আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ জারি করে।

- দেশে মোট রাজনৈতিক দল- ৫৫টি।
- দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল- ৫০টি।
- নিবন্ধন বাতিল হওয়া দলের সংখ্যা- ৫টি।
- দেশের প্রধান দল হিসেবে নিবন্ধন পায়- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (২০ অক্টোবর, ২০০৮)।
- সর্বশেষ বা ৫৫তম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল- বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (BMJP)।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী দলটির উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে- ২৮ আগস্ট, ২০২৪।
- **সর্বশেষ নিবন্ধন পাওয়া ৫ রাজনৈতিক দল:**
  - ৫১তম দল- গণ অধিকার পরিষদ (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); সভাপতি- নুরুল হক নুর; প্রতীক- ট্রাক।
  - ৫২তম দল- নাগরিক ঐক্য (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); সভাপতি- মাহমুদুল রহমান মান্না; প্রতীক- কেটলি।
  - ৫৩তম দল- গণসংহতি আন্দোলন (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪); প্রধান সমন্বয়কারী- জোনায়েদ সাকি; প্রতীক- মাথাল।
  - ৫৪তম দল- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫); প্রধান সমন্বয়কারী- এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম চান; প্রতীক- ফুলকপি।
  - ৫৫তম দল- বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (৯ এপ্রিল-২০২৫); প্রতীক- রকেট।
  প্রধান সমন্বয়কারী- সুকৃতি কুমার মন্ডল।



CamScanner

## প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগ

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেন্ট মার্টিনে পর্যটক সীমিত করার উদ্যোগ নেন- ২০২৪ সালে, ২২ অক্টোবর।
- সেন্ট মার্টিনে পর্যটক নিয়ন্ত্রণের প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয়- ২০২৪ সালে।
- সেন্ট মার্টিনকে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৯ সালে ঘোষণা করেছিল- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে।
- পরিবেশ মন্ত্রণালয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সেন্ট মার্টিন সংলগ্ন ১৭৪৩ বর্গ কি.মি. এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করে- ৪ জানুয়ারি, ২০২৩।

## বর্তমানে দেশে নদী বন্দর ৫৫টি

- বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম ৬টি স্থানকে নদী বন্দর ঘোষণা করা হয়- ১৯৬০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।
- সর্বশেষ নোয়াখালীর হাতিয়াকে নদীবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে-৩ জুন ২০২৫। এটি দেশের সর্বশেষ বা ৫৫তম ও দ্বিতীয় উপকূলীয় নদীবন্দর।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড থেকে সন্দীপ পর্যন্ত ফেরি চলাচল শুরু হয় ২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রী.।
- সর্বশেষ ঘোষিত ৬টি নদী বন্দর:

| নদী বন্দরের নাম | প্রজ্ঞাপন | গেজেট |
|---|---|---|
| ভোলাগঞ্জ নদীবন্দর (সিলেট) | ৩১ জুলাই ২০২৪ | ৬ আগস্ট ২০২৪ |
| গোয়াইনঘাট নদীবন্দর (সিলেট) | ১ অক্টোবর ২০২৪ | ৭ অক্টোবর ২০২৪ |
| সিলেট নদীবন্দর (সিলেট) | ৮ অক্টোবর ২০২৪ | ১৫ অক্টোবর ২০২৪ |
| চিলমারী নদীবন্দর (কুড়িগ্রাম) | ১৪ অক্টোবর ২০২৪ | ১৬ অক্টোবর ২০২৪ |
| সন্দীপ নদীবন্দর (চট্টগ্রাম) | ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ | ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| হাতিয়া নদীবন্দর (নোয়াখালী) | - | ০৩ জুন ২০২৫ |

## গুম প্রতিরোধ সনদ

- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ২৯ আগস্ট, ২০২৪।
- বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (প্রধান উপদেষ্টা)।
- সনদে যুক্ত হয়েছে- ৭৬টি দেশ (বাংলাদেশ ৭৬তম)।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সনদটি গৃহীত হয়- ২০ ডিসেম্বর, ২০০৬।
- ৩২টি দেশের অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে সনদটি কার্যকর হয়- ২০১০ সালে।
- সনদে মোট অনুচ্ছেদ আছে- ৪৫টি।
- লক্ষ্য- গুম বন্ধের পাশাপাশি এই অপরাধের জন্য দায়মুক্তি বন্ধ করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়া।
- গুমের শিকার পরিবারগুলো নিয়ে গঠিত বাংলাদেশি সংগঠন- মায়ের ডাক।
- আন্তর্জাতিক গুমবিরোধী দিবস- ৩০ আগস্ট।
- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বর্তমান হাইকমিশনার- ভলকার তুর্ক (অস্ট্রিয়া)।
- গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করার মধ্যদিয়ে- বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ৯টি সনদের সবগুলোতেই স্বাক্ষর করেছে।

## ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশ

- বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করে বাংলাদেশ।
- দেশের মোট চাহিদার ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়।
- দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩২ প্রকার এবং সরকারি হাসপাতালে ১০৫ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে মিয়ানমারে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রীলংকায়।

- তিন রোগ নির্মূলের স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ:

| রোগের নাম | বাহক | নির্মূলের সাল |
|---|---|---|
| পোলিও | পোলিও ভাইরাস | ২৭ মার্চ, ২০১৪ |
| ফাইলেরিয়া (গোদ) | কিউলেক্স মশা | ১৩ মে, ২০২৩ |
| কালাজ্বর | স্ত্রী বেলে মাছি | ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ |

## ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা-২১০০

- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে- নেদারল্যান্ডের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুসারে।
- NEC অনুমোদন দেয়- ২০১৮ সালে।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে- পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতি বিভাগ।
- প্রধান লক্ষ্য- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।
- পরিকল্পনায় সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে- ৬টি হটস্পটে।
- পরিকল্পনায় চ্যালেঞ্জ- ১১টি।
- নির্দিষ্ট অভীষ্ট- ৬টি।
- মেয়াদের পর্যায়- ৩টি।
  - ✓ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা- ২০৩০ পর্যন্ত।
  - ✓ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা- ২০৫০ পর্যন্ত।
  - ✓ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা- ২১০০ পর্যন্ত।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দীর্ঘমেয়াদি যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে- বাংলাদেশ বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা- ২১০০।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ যে দেশের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হবে- নেদারল্যান্ডস।

**ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর ৬টি হটস্পট**

- ■ উপকূলীয় অঞ্চল (২৭,৭৩৮ বর্গকিলোমিটার)
- ■ বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল (২২,৮৪৮ বর্গকিলোমিটার)
- ■ হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল (১৬,৫৭৪ বর্গকিলোমিটার)
- ■ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার)
- ■ নদী ও মোহনা অঞ্চল (৩৫,২০৪ বর্গকিলোমিটার)
- ■ নগর অঞ্চল (১৯,৮২৩ বর্গকিলোমিটার)

## বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধানগণ

| প্রধান | ব্যক্তি |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | মো. সাহাবুদ্দিন (২২তম) |
| বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর | আহসান এইচ মনসুর (১৩তম) |
| মন্ত্রিপরিষদ সচিব | শেখ আব্দুল রশিদ (২৫তম) |
| প্রধান নির্বাচন কমিশনার | এ এম এম নাসির উদ্দীন (১৪তম) |
| দুদকের চেয়ারম্যান | ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন (৭ম) |
| অ্যাটর্নি জেনারেল | মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (১৭তম) |
| মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (CAG) | মো. নুরুল ইসলাম (১৩তম) |
| পুলিশ মহাপরিদর্শক (IGP) | বাহারুল আলম (৩৩তম) |
| র‍্যাব মহাপরিচালক | এ কে এম শহিদুর রহমান (১১তম) |
| নৌবাহিনী প্রধান | মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (১৭তম) |
| সেনাবাহিনী প্রধান | ওয়াকার-উজ-জামান (১৮তম) |
| বিমানবাহিনী প্রধান | হাসান মাহমুদ খান (১৭তম) |
| বিজিবি প্রধান | আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী |
| বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান | মোবাশ্বের মোনেম (১৪তম) |
| প্রধান বিচারপতি | সৈয়দ রেফাত আহমেদ (২৫তম) |
| বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) | এস.এম.এ ফয়েজ (১৫তম) |
| বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) সভাপতি | আমিনুল ইসলাম বুলবুল (১৮তম) |
| বাংলা একাডেমির সভাপতি | আবুল কাসেম ফজলুল হক (২৪তম) |
| বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক | ড. মোহাম্মদ আজম (১৯তম) |
| জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি | সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী (১৭তম) |
| জেনেভায় জাতিসংঘের দপ্তরগুলোর বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি | তারেক মো. আরিফুল ইসলাম ৯১৭তম) |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক | মোঃ মাহবুবুল আলম |



CS CamScanner

## কাশ্মীর সংকট: ভারত-পাকিস্তান ২০২৫

- **পহেলগাম:** কাশ্মীরের পহেলগাম জম্মু-প্রদেশের অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত। কাশ্মীরের ভাষায় নাগ মানে ঝর্ণা এবং অনন্ত মানে অসংখ্য। তাই অনন্তনাগ মানে 'অসংখ্য ঝর্ণা'। স্থানীয়রা একে ইসলামবাদ/পহেলগাঁও নামে ডাকে। কাশ্মীরি ভাষায় 'পহেলোগাম' অর্থ 'মেষপালকদের উপত্যকা'। সম্রাট আওরঙ্গজের ১৭০০ সালে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পরে মহারাজা গোরাব সিং ১৮৫০ সালের দিকে আবার এর নাম রাখেন পহেলগাম। শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে ধরে অনন্তনাগ হয়ে পহেলগাম পৌছাতে হয়। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ৯৬ কিমি।
- **সংঘাতের প্রেক্ষাপট:** ২২ এপ্রিল ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলাগামে ভয়াবহ হামলায় ২৮ জন পর্যটক নিহত হন। The Resistance Front (TRF) নামের একটি গোষ্ঠী এ হামলায় দায় স্বীকার করে। ধারণা করা হয়, গোষ্ঠীটি পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়েবার শাখা। এরপর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের পদক্ষেপ হিসেবে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ৭ মে ২০২৫ পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। পাল্টা প্রতিশোধে পাকিস্তান ১০ মে ২০২৫ ভারতের সামরিক স্থাপনায় সমন্বিত ও পরিকল্পিত হামলা চালায়।

- **অপারেশন সিঁদুর:** কাশ্মীরের পহেলগামে হামলায় যুক্ত হামলা চালায় ভারত। অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor)। অভিযানের নামকরণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহেলগামে ২৫ নারী বিধবা হন। ভারতের হামলার নাম অপারেশন সিঁদুর রাখা হয় মূলত ওই হামলায় স্বামী হারানো নারীদের ক্ষত এবং কষ্টের কথা তুলে ধরে।
- **দুই পক্ষের ক্ষতির চিত্র:**

| ক্ষতির ধরন | ভারত | পাকিস্তান |
|---|---|---|
| বেসামরিক মৃত্যু | ৩০ জন | ৬৫ জন |
| সামরিক মৃত্যু | ৫০-৭০ জন | ৩০-৪০ জন |
| আহত | ২০০ + | ২৫০ + |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্ত্র | রাফাল, এস-৪০০ রাডার, অস্ত্রাগার | ড্রোন ঘাঁটি, রাডার কমান্ড সেন্টার |
| ইন্টেলিজেন্স ক্ষতি | ১টি কেন্দ্র | সীমিত |
| ক্ষতির পরিমাণ | ৮,৩০০ কোটি ডলার | ৪০০ কোটি ডলার |

- **অপারেশন বুনিয়ানুম মারসুস:** ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' সেনা অভিযানের বিপরীতে পাকিস্তান 'বুনিয়ানুম মারসুস' (Operation Bunyanum Marsus) শুরু করে। এই সামরিক অভিযানের নাম নেওয়া হয় পবিত্রগ্রন্থ কুরআন থেকে। 'বুনিয়ানুম-মারসুস' অর্থ 'গলিত সীসা দিয়ে নির্মিত অভেদ্য প্রাচীর', যা শক্তি, সংহতি ও দৃঢ়তার প্রতীক। আক্ষরিক অর্থ 'লোহার প্রাচীর'। এটি কুরআনের সূরা আছ-ছফের ৪ নং আয়াতের অংশ, যার সম্পূর্ণ অর্থ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে এমন সুসংহতভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর'।
- **সার্জিক্যাল স্ট্রাইক:** Sergical Strike একটি সামরিক অভিযান, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত, সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। যেমন: শত্রুপক্ষের সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করা বা কোনো হুমকি নিরসন করা। এই ধরনের হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো আশপাশের অবকাঠামো, সাধারণ মানুষ বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-এটি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে ঘিরে পরিচালিত হয়।
- **যুদ্ধবিরতি:** পাল্টাপাল্টি হামলাকে কেন্দ্র করে দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১০ মে ২০২৫ বিকাল ৫টা থেকে উভয়পক্ষ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। তবে সংঘাতের এই কয়েক দিনে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়, তা দুই দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় একাধিকবার তাদের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়।
- **রণাঙ্গণে দুই দেশের অস্ত্র:**

| ভারত | পাকিস্তান |
|---|---|
| • ভারত এস-৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র)<br>• বারাক ৮ ডিফেন্স<br>• ড্রোনবিরোধী প্রযুক্তি<br>• রাফাল যুদ্ধ বিমান<br>• স্ক্যাপ ক্রুজ মিসাইল<br>• হ্যামার স্মার্ট অস্ত্র<br>• সেন্সর-সজ্জিত কামিকাজে ড্রোন। | • তুর্কি সশস্ত্র ড্রোন<br>• চীনের তৈরির পিএল-১৫ (আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র)<br>• জেএফ-১৭ যুদ্ধ বিমান<br>• নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতাহ-১, ফাতাহ-২ ক্ষেপণাস্ত্র (ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য)। |

## শান্তির বার্তা নিয়ে নতুন পোপ চর্তুদশ লিও

- **পুরো নাম:** রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট (ক্যাথলিক চার্চের দুই হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম কোনো মার্কিন নাগরিক পোপ নির্বাচিত হন)
- **জন্ম:** ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে।
- **পরিচয়:** তিনি ক্যাথলিক চার্চের প্রধান রোমের বিশপ এবং ভ্যাটিকান সিটির সার্বভৌম ক্ষমতাধর। তিনি ৮ মে ২০২৫ সালে পোপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৮২ সালে যাজক হিসেবে রোমান ক্যাথলিক চার্চে অভিষিক্ত হন এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আর্চ বিশপ হন। তাঁর কয়েক মাসের মধ্যেই পোপ ফ্রান্সিস তাঁকে কার্ডিনাল নিযুক্ত করেন।
- **তার নীতিবাক্য:** In illo Uno unum (একজনের মধ্যে এক)
- তিনি ভ্যাটিকান সিটির ২৬৭ তম প্রধান।
- **পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া:** ধর্মীয় সভা → কার্ডিনাল ভোটার → কনক্লেভ → ভোট → সাদা ধোঁয়া → নির্বাচিত পোঁপ দেখা দেন ব্যালকনিতে।

*নোট: পোপ হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাদ্রী ও খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। তিনি খ্রিষ্টানদের কাছে হলি ফাদার হিসেবে পরিচিত। তার অফিসের নাম প্যাপসি।*

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

- ৬০ তম যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ০৫ নভেম্বর, ২০২৪।
- ৬০ তম নির্বাচনে ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – ডোনাল্ড ট্রাম্প।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ৪৫ ও ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট। উভয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো নারী। প্রথম হিলারী ক্লিনটন ও দ্বিতীয়বার কমলা হ্যারিস।
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক দল – রিপাবলিকান পার্টি।
- রিপাবলিকান পার্টি থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – জেমস ডেভিড ভ্যান্স।
- যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটির অন্য নাম – রানিং মেট।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জয় লাভের পর শপথ গ্রহণ করেন- ২০ জানুয়ারি, ২০২৫।
- মার্কিন প্রেসিডেন্টকে শপথ পাঠ করান- মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

**নোট:** মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- প্রতি ৪ বছর পরপর নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর বি' আন্দোলন

- সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা গর্ভপাতের অধিকারের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করেন।
- 'ফোর বি' আন্দোলন প্রথম শুরু হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- 'ফোর বি' আন্দোলন হল একটি নারীবাদী আন্দোলন।
- 'ফোর বি' আন্দোলনের অপর নাম Four Nos.
- 'ফোর বি' আন্দোলনের কারণ: নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও সহিংসতা।



CamScanner

## মধ্যপ্রাচ্য সংকট: ফিলিস্তিন-ইসরায়েল

- ১৫ মাস পর গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ (দোহা, কাতার)।
- যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়- ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ (চুক্তি কার্যকর হবে ৩টি ধাপে)। ১ম ধাপ- ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতি।

- মধ্যস্থতাকারী- কাতার (অন্যতম), মিসর এবং যুক্তরাষ্ট্র।
- কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ১ম যুদ্ধবিরতি- ৪ দিনের যুদ্ধবিরতি হয় ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর।

| | |
|---|---|
| আয়রন ওয়াল | ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার ২ দিন পর ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ দখলকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থীশিবিরে 'অপারেশন আয়রন ওয়াল' নামক অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। |
| 2024 Beijing Declaration | Beijing Declaration on Ending Division and Strengthening Palestinian National Unity 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতা আন্দোলনসহ ১৪টি দলের সঙ্গে চুক্তি সই করে হামাস। চুক্তির স্থান- বেইজিং, চীন (২৩ জুলাই, ২০২৪)। মধ্যস্থকারী- চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। স্বাক্ষর করেন- মুসা আবু মারজুক (হামাস), মাহমুদ আল আলাওল (ফাতাহ) এবং ১২টি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। |
| আল-আকসা ফ্লাড | ৭ অক্টোবর, ২০২৩ দক্ষিণ ইসরায়েলের কিব্বুতজ রে'ইম অঞ্চলের নেগেভ মরুভূমিতে চলমান সঙ্গীত উৎসব 'সুপারনোভা ফেস্টিভালে 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড' নামে হামলা করে হামাস। |
| আয়রন সোর্ডস | ৮ অক্টোবর, ২০২৩ হামাসের হামলার প্রেক্ষাপটে অপারেশন আয়রন সোর্ডস নামে পাল্টা হামলা করে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। |
| Operation Prosperity Guardian | ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে লোহিত সাগরে ইসরায়েলের সঙ্গে যোগসূত্র থাকায় জাহাজে হামলা চালাচ্ছে। ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ যুক্তরাষ্ট্র লোহিত সাগরে হুতিদের আক্রমণ থেকে জাহাজগুলোকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১০টি দেশের নৌ-জোট নিয়ে গঠিত হয় 'Operation Prosperity Guardian'। এডেন উপসাগর ও দক্ষিণ লোহিত সাগরে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। |
| নর্দান অ্যারোস | ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইসরায়েল কর্তৃক লেবাননে স্থল হামলা শুরু করে অপারেশন নর্দান অ্যারোস নামে। |

- **'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা':**
  - ২৩ মার্চ ২০২৫ ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট অ্যাম্বুলেন্স, জাতিসংঘের একটি গাড়ি এবং গাজার সিভিল ডিফেন্সের একটি ট্রাক রাফার কাছে ইসরায়েলি হামলার স্বীকার হয় (এই হামলায় ১৫ জন প্যারামেডিক নিহত হন)। এই খবর ৬ এপ্রিল প্রকাশ পেলে এর প্রতিবাদে সারা পৃথিবী ব্যাপি ৭ এপ্রিল 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা' কর্মসূচি পালিত হয়।

  - ০৭ এপ্রিল ২০২৫ গাজায় ইসরাইলের সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সারা বিশ্ব ব্যাপি। 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা'।
  - বাংলাদেশে 'মার্চ ফর গাজা' অনুষ্ঠিত হয় ১২ এপ্রিল ২০২৫।

## সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির অবসান

- সিরিয়ায় (অ্যাশ-শাম) ১২ দিনের ঝড়ে ৫৩ বছরের (১৯৭১-২০২৪) ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির শাসনের অবসান ঘটে। সিরিয়ার ইদলিব নিয়ন্ত্রিত ইসলামপন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম/ Hayat Tahrir al-Sham (HTS)'র প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির নেতৃত্বে ২৭ নভেম্বর শুরু হওয়া অভিযানে ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারের পতন হয়। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের-

  - **প্রেসিডেন্ট:** আহমেদ হুসেইন আল-শারা (গেরিলা নাম: আবু মুহাম্মাদ আল-জোলানি); ২৯.০১.২০২৫ থেকে।
  - **প্রধানমন্ত্রী:** মোহাম্মদ আল-বশির।
  - **সিরিয়ান বাথ পার্টির শাসনামল (১৯৭১-২০২৪):**

| | | |
|---|---|---|
| ১ | *হাফিজ আল আসাদ (পিতা)* ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-১০ জুন ২০০০ | |
| ২ | *বাশার আল আসাদ (২য় ছেলে)* ১৭ জুলাই ২০০০-৮ ডিসেম্বর ২০২৪ | বাশার আল আসাদ পদত্যাগ করে রাশিয়ার আশ্রয় লাভ করে। |

- **ধর্মীয় সংখ্যালঘু সরকার:** সিরিয়ায় বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠী ৯৪.১৭% (সুন্নী ৭৯.১৯%, শিয়া ১৪.১০%)। সিরিয়ান বাথ পার্টি অর্থাৎ বাশার আল আসাদের পরিবার শিয়া মুসলিম। অর্থাৎ সিরিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সরকার হিসেবে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।
- **বাসার আল আসাদের পতনে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠীসমূহ:** হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS), সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (SNA) [তুরস্ক সমর্থনপুষ্ট], ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, আহরার আল-শাম [শরিয়াহ আইনভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়], ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (SDF) [কুর্দি যোদ্ধা (পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটের-ওয়াইপিজি নেতৃত্বে লড়াই করে); তুরস্ক এ জোটটিকে সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করে; মূলত মধ্যপ্রাচ্যের সশস্ত্র জঙ্গি দল আইএসআইএসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে SDF গঠিত হয়।]
- **Syrian civil war:** বাসার বিরোধী সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ১৫ মার্চ, ২০১১।
- **সিরিয়ার বৃহত্তম ৩টি শহর:** ১. দামেস্ক, ২. আলেপ্পো, ৩ হোমস।
- বিদ্রোহ দমনে আন্তর্জাতিকভাবে রাশিয়া ও ইরান বাসার আল আসাদকে সরাসরি সহযোগিতা করে। রাশিয়া সিরিয়ায় আসাদের পক্ষে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে: ২০১৫ সালে।
- সাদাল্লাহ আল-জাবিরি স্কয়ার অবস্থিত সিরিয়ার আলেপ্পোতে।
- **সিরিয়ার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র:** ৫টি (তুরস্ক, ইরাক, জর্ডান, ইসরায়েল, লেবানন)। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের অবস্থান। সিরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিলো। দক্ষিণ-পশ্চিমে: লেবানন, পশ্চিমে: ভূমধ্যসাগর, উত্তরে: তুরস্ক, পূর্বে: ইরাক, দক্ষিণে: জর্ডান এবং দক্ষিণ পূর্বে: ইসরায়েল।
- হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) বিদ্রোহ দমনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৭। এটি Organization for the Liberation of the Levant নামেও পরিচিত।
- আসাদের উৎখাতের পর সিরিয়ান উত্তরাঞ্চলে তুরস্ক সমর্থিত সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং কুর্দিদের নেতৃত্বে সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (SDF) সঙ্গে লড়াই সিরিয়ার উত্তরের শহর মানবিজ দখল করে। সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ইউফ্রেটিস নদীর ধরে পূর্ব দিকে (ইরাকমুখী) অগ্রসর হচ্ছিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়।
- তুরস্ক ওয়াইপিজিকে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) একটি বর্ধিত শাখা হিসাবে দেখে। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দল পিকেকে প্রায় ৪০ বছর ধরে তুরস্কের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে।



CS CamScanner

## কাশ্মীর সংকট: ভারত-পাকিস্তান ২০২৫

- **পহেলগাম:** কাশ্মীরের পহেলগাম জম্মু-প্রদেশের অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত। কাশ্মীরের ভাষায় নাগ মানে ঝর্ণা এবং অনন্ত মানে অসংখ্য। তাই অনন্তনাগ মানে 'অসংখ্য ঝর্ণা'। স্থানীয়রা একে ইসলামবাদ/পহেলগাঁও নামে ডাকে। কাশ্মীরি ভাষায় 'পহেলাগাম' অর্থ 'মেষপালকদের উপত্যকা'। সম্রাট আওরঙ্গজের ১৭০০ সালে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পরে মহারাজা গোরাব সিং ১৮৫০ সালের দিকে আবার এর নাম রাখেন পহেলগাম। শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে ধরে অনন্তনাগ হয়ে পহেলগাম পৌঁছাতে হয়। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ৯৬ কিমি।
- **সংঘাতের প্রেক্ষাপট:** ২২ এপ্রিল ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ হামলায় ২৮ জন পর্যটক নিহত হন। The Resistance Front (TRF) নামের একটি গোষ্ঠী এ হামলায় দায় স্বীকার করে। ধারণা করা হয়। গোষ্ঠীটি পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়েবার শাখা। এরপর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের পদক্ষেপ হিসেবে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ৭ মে ২০২৫ পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। পাল্টা প্রতিশোধে পাকিস্তান ১০ মে ২০২৫ ভারতের সামরিক স্থাপনায় সমন্বিত ও পরিকল্পিত হামলা চালায়।

- **অপারেশন সিঁদুর:** কাশ্মীরের পহেলগামে হামলায় যুক্ত হামলা চালায় ভারত। অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor)। অভিযানের নামকরণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহেলগামে ২৫ নারী বিধবা হন। ভারতের হামলার নাম অপারেশন সিঁদুর রাখা হয় মূলত ওই হামলায় স্বামী হারানো নারীদের ক্ষত এবং কষ্টের কথা তুলে ধরে।
- **দুই পক্ষের ক্ষতির চিত্র:**

| ক্ষতির ধরন | ভারত | পাকিস্তান |
|---|---|---|
| বেসামরিক মৃত্যু | ৩০ জন | ৬৫ জন |
| সামরিক মৃত্যু | ৫০-৭০ জন | ৩০-৪০ জন |
| আহত | ২০০ + | ২৫০ + |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্ত্র | রাফাল, এস-৪০০ রাডার, অস্ত্রাগার | ড্রোন ঘাঁটি, রাডার কমান্ড সেন্টার |
| ইন্টেলিজেন্স ক্ষতি | ১টি কেন্দ্র | সীমিত |
| ক্ষতির পরিমাণ | ৮,৩০০ কোটি ডলার | ৪০০ কোটি ডলার |

- **অপারেশন বুনিয়ানুম মারসুস:** ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' সেনা অভিযানের বিপরীতে পাকিস্তান বুনিয়ানুম মারসুস' (Operation Bunyanum Marsus) শুরু করে। এই সামরিক অভিযানের নাম নেওয়া হয় পবিত্রগ্রন্থ কুরআন থেকে। 'বুনিয়ানুম-মারসুস' অর্থ 'গলিত সীসা দিয়ে নির্মিত অভেদ্য প্রাচীর', যা শক্তি, সংহতি ও দৃঢ়তার প্রতীক। আক্ষরিক অর্থ 'লোহার প্রাচীর'। এটি কুরআনের সূরা আছ-ছফের ৪ নং আয়াতের অংশ, যার সম্পূর্ণ অর্থ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে এমন সুসংহতভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর'।
- **সার্জিক্যাল স্ট্রাইক:** Sergical Strike একটি সামরিক অভিযান, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত, সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। যেমন: শত্রুপক্ষের সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করা বা কোনো হুমকি নিরসন করা। এই ধরনের হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো আশপাশের অবকাঠামো, সাধারণ মানুষ বা অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-এটি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে ঘিরে পরিচালিত হয়।
- **যুদ্ধবিরতি:** পাল্টাপাল্টি হামলাকে কেন্দ্র করে দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১০ মে ২০২৫ বিকাল ৫টা থেকে উভয়পক্ষ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। তবে সংঘাতের এই কয়েক দিনে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়, তা দুই দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় একাধিকবার তাদের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়।
- **রণাঙ্গণে দুই দেশের অস্ত্র:**

| ভারত | পাকিস্তান |
|---|---|
| • ভারত এস-৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র)<br>• বারাক ৮ ডিফেন্স<br>• ড্রোনবিরোধী প্রযুক্তি<br>• রাফাল যুদ্ধ বিমান<br>• স্ক্যাপ ক্রুজ মিসাইল<br>• হ্যামার স্মার্ট অস্ত্র<br>• সেন্সর-সজ্জিত কামিকাজে ড্রোন। | • তুর্কি সশস্ত্র ড্রোন<br>• চীনের তৈরির পিএল-১৫ (আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র)<br>• জেএফ-১৭ যুদ্ধ বিমান<br>• নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতাহ্-১, ফাতাহ-২ ক্ষেপণাস্ত্র (ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য)। |

## শান্তির বার্তা নিয়ে নতুন পোপ চর্তুদশ লিও

- **পুরো নাম:** রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট (ক্যাথলিক চার্চের দুই হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম কোনো মার্কিন নাগরিক পোপ নির্বাচিত হন)

- **জন্ম:** ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে।
- **পরিচয়:** তিনি ক্যাথলিক চার্চের প্রধান রোমের বিশপ এবং ভ্যাটিকান সিটির সার্বভৌম ক্ষমতাধর। তিনি ৮ মে ২০২৫ সালে পোপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৮২ সালে যাজক হিসেবে রোমান ক্যাথলিক চার্চে অভিষিক্ত হন এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আর্চ বিশপ হন। তাঁর কয়েক মাসের মধ্যেই পোপ ফ্রান্সিস তাঁকে কার্ডিনাল নিযুক্ত করেন।
- **তার নীতিবাক্য:** In illo Uno unum (একজনের মধ্যে এক)
- তিনি ভ্যাটিকান সিটির ২৬৭ তম প্রধান।
- **পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া:** ধর্মীয় সভা → কার্ডিনাল ভোটার → কনক্লেভ → ভোট → সাদা ধোঁয়া → নির্বাচিত পোপ দেখা দেন ব্যালকনিতে।

*নোট: পোপ হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাদ্রী ও খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। তিনি খ্রিষ্টানদের কাছে হলি ফাদার হিসেবে পরিচিত। তার অফিসের নাম প্যাপসি।*

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

- ৬০ তম যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ০৫ নভেম্বর, ২০২৪।
- ৬০ তম নির্বাচনে ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – ডোনাল্ড ট্রাম্প।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ৪৫ ও ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট। উভয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো নারী। প্রথম হিলারী ক্লিনটন ও দ্বিতীয়বার কমলা হ্যারিস।
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক দল – রিপাবলিকান পার্টি।
- রিপাবলিকান পার্টি থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – জেমস ডেভিড ভ্যান্স।
- যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটির অন্য নাম – রানিং মেট।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জয় লাভের পর শপথ গ্রহণ করেন- ২০ জানুয়ারি, ২০২৫।
- মার্কিন প্রেসিডেন্টকে শপথ পাঠ করান- মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

নোট: মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- প্রতি ৪ বছর পরপর নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর বি' আন্দোলন

- সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা গর্ভপাতের অধিকারের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করেন।
- 'ফোর বি' আন্দোলন প্রথম শুরু হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- 'ফোর বি' আন্দোলন হল একটি নারীবাদী আন্দোলন।
- 'ফোর বি' আন্দোলনের অপর নাম Four Nos.
- 'ফোর বি' আন্দোলনের কারণ: নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও সহিংসতা।



CamScanner

## নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসছে সুইজারল্যান্ড

- প্রায় ৫০০ বছর পর সম্প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসছে সুইজারল্যান্ড।
- ১৫১৫ সাল থেকে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে সুইজারল্যান্ড।
- ২০২৫ সাল নাগাদ সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষ দেশের তকমা বাদ দিয়ে অনিরপেক্ষ দেশে পরিণত হবে।

## Artificial Intelligence (AI)'র Text Based Chatbot Application

Chatbot- এক ধরনের সফটওয়্যার যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- Artificial Intelligence (AI)'র সাহায্যে একজন মানুষ কথোপকথনের মাধ্যমে কোনো ডিভাইসের সাথে চ্যাট করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক- জন ম্যাকার্থি।

| দেশ | প্রতিষ্ঠান | চ্যাটবট |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র. | Open AI | Chat GPT |
| | Anthropic | Claude |
| | Microsoft | Copilot |
| | Google | Gemini |
| চীন | Deepseek | Deepseek AI |
| | Moonshot AI | KIMI K-1.5 |
| | ALIBABA AI | Qwen 2.5 Max |

**Deepseek**
- Model- Open-Source Large Language Models (LLMs)।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট- 'ডিপসিকের ২টি সংস্করণ বাজারে এসেছে (1. AI V3 মডেল, 2. AI R-1 মডেল)।
- সদর দপ্তর- হ্যাংজো, চচিয়াং, চীন। প্রতিষ্ঠাকাল- জুলাই, ২০২৩। প্রতিষ্ঠাতা- High-Flyer (CEO- প্রকৌশলী লিয়াং ওয়েনফেং)।
- বৈশিষ্ট্য- Chat GPT থেকে ৩০% কম শক্তি ব্যবহার করে একই রকম নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। Chat GPT সৃজনশীল লেখা, চ্যাটিং ও শিক্ষায় পারদর্শী। ডিপসিক স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ ও কৃষির মতো নির্দিষ্ট শিল্পের সক্ষমতা, নির্ভুলতা ও অভিযোজনে পারদর্শী।

**Moonshot AI (Chatbot: KIMI K-1.5)**
- Model- Multimodal Large Language Model; সদর দপ্তর- বেইজিং, চীন।
- বৈশিষ্ট্য- বার্তা, ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করতে পারে এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গণিতে পারদর্শী।

**Chat GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)**
- চালু হয়- ৩০ নভেম্বর, ২০২২। Chat GPT 'লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল টুলস' ব্যবহার করে কাজ করে।
- Chat GPT 4.0- কণ্ঠস্বর, ছবি কিংবা টেক্সট ইনপুট দিলেই সেবা দিতে সক্ষম। আত্মপ্রকাশ করে- ১৩ মে, ২০২৪।
- মাইক্রোসফট সমর্থিত ডিভাইস এবং সার্চ ইঞ্জিন Bing এ Bulid in করা হয় Chat GPT।
- উদ্ভাবক- Open AI। প্রতিষ্ঠাকাল- ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫ (প্রতিষ্ঠাতা- স্যাম অল্টম্যান, গ্রেগ ব্রোকম্যান, ইলন মাস্ক)।
- সদর দপ্তর- সানফ্রানসিস্কো, যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান CEO- স্যাম অল্টম্যান এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট- গ্রেগ ব্রকম্যান।

**Chatbot সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য:**
- Google Gemini- গুগলের জেনারেটিভ এআই চ্যাটবট বার্ড। গুগলের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট জেমিনি মডেল প্রকাশ করে ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩। সম্প্রতি বার্ডের নাম পরিবর্তন করে Gemini রাখা হয়।
- বিশ্বের প্রথম এআই সফটওয়্যার প্রকৌশলী- ডেভিন। উদ্ভাবক- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কগনিশন।
- মাইক্রোসফট, গিটহাব ও ওপেন এআই মিলে যে চ্যাটবট তৈরি করে- কোপাইলট।
- AI Chatbot- Ali Genie (Alibaba), Grok (ইলন মাস্ক), Alexa (amazon.com). ERNIE/ওয়েনক্সিন ইয়ান (Baidu)।

# সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন

## জি-৭ সম্মেলন ২০২৫

- **আয়োজন:** ৫১ তম।
- **অনুষ্ঠিত হয়:** কানাডার আলবার্টা শহরে।
- **আয়োজনকাল:** ১৬-১৭ জুন ২০২৫।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** এই সম্মেলনে জি-৭ এর শীর্ষ নেতারা ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন করেছেন।

## আর্থনা সম্মেলন ২০২৫

- **অনুষ্ঠিত হয়:** ২৩-২৪ এপ্রিল ২০২৫।
- **আয়োজক:** Earthna Center for a Sustainable Futeure.
- **ভেন্যু:** দোহা, কাতার।
- **প্রতিপাদ্য:** আমাদের উত্তরাধিকার গড়ে তোলা: স্থায়িত্ব, উদ্ভাবন ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান।
- **বিশেষ বক্তা:** বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** আমরা (বাংলাদেশ) পৃথিবীর জন্য আশার এক বাতিঘর হিসেবে দাঁড়াতে চাই-আর্থনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

## BIMSTEC-এর নতুন নেতৃত্বে বাংলাদেশ

- ৬ষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ৪ এপ্রিল, ২০২৫।
- আয়োজক দেশ- থাইল্যান্ড।

- ৬ষ্ঠ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়- আঞ্চলিক সংযোগ, বাণিজ্য সহযোগীতা জলবায়ু পরিবর্তন এং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।
- ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে পরবর্তী ২ বছরের জন্য বাংলাদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়।
- **বিমসটেক সম্পর্কিত বেসিক তথ্য:**
  - বর্তমান পূর্ণরূপ- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical And Economic Co-Operation.
  - বিমসটেক হলো- একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন।
  - সদর দপ্তর- ঢাকা, বাংলাদেশ।
  - প্রতিষ্ঠিত হয়- ৬ জুন, ১৯৯৭ এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৪টি।
  - বর্তমান সদস্য- ৭টি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান)।
  - মহাসচিব- ইন্দ্রমণি পান্ডে (ভারত)।
  - সভাপতি- বাংলাদেশ।


CamScanner

## জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ পরিষদের সম্মেলন-২০২৪

- সময়কাল- ১০ সেপ্টেম্বর- ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়)।
- অনুষ্ঠিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে (জাতিসংঘের সদর দপ্তরে)।

- অধিবেশনের স্লোগান- 'শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং সর্বত্র সকলের জন্য মানব মর্যাদার স্বার্থে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।
- জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য না হয়েও এবারের অধিবেশনের আসন পেয়েছে- ফিলিস্তিন (অর্থাৎ এত দিন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্যদেশগুলোর সারিতে বসতে পারতেন না। এখন থেকে সাধারণ পরিষদে অন্য সব সদস্যদেশের মতো প্রস্তাব ও সংশোধনী তুলতে পারবেন প্রতিনিধিরা)।
- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভবিষ্যতের জন্য অনুমোদিত চুক্তি- Pact for the Future.
- বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও অন্যান্য সাত সদস্য।
- **সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের অর্জন:**
  - ড. ইউনূস ১২টি দেশের সরকার প্রধানের সাথে একান্ত বৈঠক করেন।
  - সাইড লাইন বৈঠক হয় ৪০টি।
  - বিশ্বব্যাংক থেকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তা।
  - চীন নাবায়নযোগ্য জ্বালানি সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
  - সাম্প্রতিক বিপ্লবকে "মুনসুন রেভাল্যুশন" বা মুনসুন অভ্যুত্থান আখ্যায়িত করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- **জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর:**
  - সদস্যপদ লাভ করে- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে।
  - জাতিসংঘে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৭৫ সালে।
  - বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে- ১৯৭২ সালে।
  - পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ছিল- ২ বছর।
  - যে অধিবেশনে সদস্য পদ লাভ করে- ২৯ তম অধিবেশনে।
  - বাংলাদেশ- ১৩৬ তম সদস্য।
  - বাংলাদেশের সাথে যে ২ টি দেশ সদস্যপদ লাভ করে-গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ।
  - প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- এস. এ. করিম।
  - প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- ইসমত জাহান।
  - বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি-সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী।
  - জাতিসংঘ মহাসচিবের সহকারি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল- আমিরাহ (১ম বাংলাদেশি নারী)।
  - বাংলাদেশের পক্ষে সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে)।

## কপ-২৯ সম্মেলন ২০২৪

- **সম্মেলনের স্থান:** বাকু, আজারবাইজান, ১১-২২ নভেম্বর, ২০২৪
- **সভাপতি:** মুখতার বাবায়েভ।
- **উদ্দেশ্য:** বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করা।
- কপ-৩০ সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের ১০-২১ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলেম সিটিতে।

## ১৭তম ব্রিকস সম্মেলন ২০২৫

- স্থান: রিও ডি জেনিরিও, ব্রাজিল।
- সময়: ০৬-০৭ জুলাই, ২০২৫।
- থিম: "অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই গ্লোবাল সাউথ"।

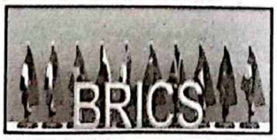


- **সভাপতিত্ব করেন:** লুলা ডি সিলভা (ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট)।
- উল্লেখ্য যে, ১৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাজান শহরে।
- ব্রিকস্ এর বর্তমান সদস্য দেশ- ১০টি, সর্বশেষ ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে।

নোট: ১৬তম সম্মেলনে ব্রিকসের অংশীদার দেশ হিসেবে ১৩টি দেশ যুক্ত হয়েছে (ব্রিকস প্লাস): আলজেরিয়া, বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম।

## ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫

- বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ২৪ - ২৫ জুন ২০২৫ (স্থান- হেগ, নেদারল্যান্ড)।
- ন্যাটোর বর্তমান সদস্য- ৩২টি (সর্বশেষ- সুইডেন); প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১২টি দেশ।
- **সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে:** ৩২ সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা।
- ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিব- মার্ক রুটে (নেদারল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।
- **আলোচনার বিষয়বস্তু:**
  - সদস্য রাষ্ট্রগুলির জিডিপির ৫% প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ।

## ডি-৮ সম্মেলন ২০২৪

- **সময়কাল:** ১৬-১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
- **স্থান:** কায়রো, মিশর
- **আয়োজন:** ১১তম
- **সম্মেলনে নতুন সদস্যপদ পায়:** আজারবাইজান (৯ম)
- **প্রতিপাদ্য:** ইনভেস্টিং ইন ইয়ুথ অ্যান্ড সার্পোটিং স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, শেপিং টুমরো'স ইকোনমি।
- **সদরদপ্তর:** ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

## OPEC এর সদস্য এখন ১২টি

- আফ্রিকার দেশ 'অ্যাঙ্গোলা' তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে- ১ জানুয়ারি ২০২৪।
- দেশটি কী পরিমাণ তেল উৎপাদন করবে সেই কোটা নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে জোটের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে ওপেক ছাড়ে দেশটি।
- ওপেক থেকে অ্যাঙ্গোলা বের হয়ে যাওয়ার ফলে সংগঠনটির সদস্য এখন- ১২টি দেশ।
- ভেনিজুয়েলার উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠাকালীন ৫টি (ইরান, ইরাক, ভেনিজুয়েলা, কুয়েত ও সৌদি আরব)।
- ওপেকের সদরদপ্তর- অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
- ওপেক কে বলা হয়- পেট্রোলিয়াম পণ্যের কার্টেল।

## বিভিন্ন সংস্থার বর্তমান সভাপতি দেশ

| সংস্থা | সভাপতি | সংস্থা | সভাপতি |
|---|---|---|---|
| BRICS | ব্রাজিল | GCC | সৌদি আরব |
| ADB | ইতালি | OIC | গাম্বিয়া (Adama Barrow) |
| G-20 | ব্রাজিল | G-77 | কিউবা |
| Commonwealth | যুক্তরাজ্য | BIMSTEC | বাংলাদেশ |
| D-8 | মিশর | PBC | ক্রোয়েশিয়া |

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ২০২৪-২৫

| তম | সম্মেলনের নাম | অনুষ্ঠিত স্থান | সময়কাল |
|---|---|---|---|
| ৩ | গণতন্ত্র সম্মেলন [আয়োজক- যুক্তরাষ্ট্র] | সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া | ২০ মার্চ, ২০২৪ |
| ৫ | QUAD | উইলমিংটন, ডেলাওয়ার, যুক্তরাষ্ট্র | ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ৬ | United Nations Environment Assembly (UNEA) | নাইরোবি, কেনিয়া | ২৬ ফেব্রুয়ারি- ১ মার্চ, ২০২৪ |
| ৬ | BIMSTEC | ব্যাংকক, থাইল্যান্ড | ০৪ এপ্রিল, ২০২৫ |
| ১১ | D-8 | কায়রো, মিসর | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| ১৫ | OIC | বানজুল, গাম্বিয়া | ৪-৫ মে, ২০২৪ |
| ১৭ | BRICS | রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল | ০৬-০৭ জুলাই, ২০২৫ |
| ১৯ | G-20 | রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল | ১৮-১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| | ২০তম সম্মেলন হবে দক্ষিণ আফ্রিকায় (২৭-২৮ নভেম্বর, ২০২৫) এবং ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। | | |
| ১৯ | NAM | কাম্পালা, উগান্ডা | ১৫-২০ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| ২৩ | SCO Council of Heads of Government Meeting | ইসলামাবাদ, পাকিস্তান | ১৫-১৬ অক্টোবর, ২০২৪ |
| ২৪ | SCO Summit (Annual) | আস্তানা, কাজাখস্তান | ৩-৪ জুলাই, ২০২৪ |
| ২৭ | কমনওয়েলথ | আপিয়া, সামোয়া | ২১-২৬ অক্টোবর, ২০২৪ |
| ৩১ | APEC | লিমা, পেরু | ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০২৪ |
| ৩৩ | আরব লীগ | মানামা, বাহরাইন | ১৬ মে, ২০২৪ |
| ৩৪ | NATO | হেগ, নেদারল্যান্ড | ২৪-২৫ জুন, ২০২৫ |
| ৩৭ | African Union | আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া | ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| ৫১ | G-7 [শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট] | আলবার্টা, কানাডা | ১৬-১৭ জুন, ২০২৫ |
| ৬০ | মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন | Hotel Bayerischer Hof, মিউনিখ, জার্মান | ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| ৭৯ | জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ১৪৮ | Inter-Parliamentary Union | জেনেভা, সুইজারল্যান্ড | ২৩-২৭ মার্চ, ২০২৪ |
| ৫৫ | World Economic Forum (WEF) | দাভোস, সুইজারল্যান্ড | ২০-২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ |

## পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ২০২৫-২৬

| তম | সংস্থা | স্থান | সময়কাল |
|---|---|---|---|
| ২৫ | SCO | চীন | ২০২৫ |
| ১২ | D-8 | ইন্দোনেশিয়া | ২০২৬-২৭ |
| ২৮ | কমনওয়েলথ | এ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা | ২০২৬ |
| ৩৪ | আরব লীগ | বাগদাদ, ইরাক | ২০২৫ |
| ৫২ | G-7 | ফ্রান্স | ২০২৬ |

## না ফেরার দেশে চলে গেলেন যাঁরা

| ব্যক্তি | তথ্য |
|---|---|
| <br>পোপ ফ্রান্সিস | • পুরো নাম: জর্জ মারিও বারগোগ্লিও।<br>• জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ (আর্জেন্টিনা)।<br>• মৃত্যু: ২১ এপ্রিল, ২০২৫ (কাসা সান্তা মার্তা, ভ্যাটিকান সিটি)।<br>• পরিচয়: তিনি ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের প্রধান রোমের বিশপ এবং ভ্যাটিকান সিটির সার্বভৌম ক্ষমতাধর। তিনি ২০ মার্চ ২০১৩ সালে পোপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেন এবং দায়িত্বে থাকাকালীন ২১ এপ্রিল ২০২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।<br>• তার নীতিবাক্য: Miserando atoque eligeno (করুনা এবং চয়নের সঙ্গে)<br>• তিনি ভ্যাটিকান সিটির ২৬৬ তম প্রধান ছিলেন।<br>• তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: 'হোপ' (প্রকাশকাল ২০২৫)।<br>• তিনি বাংলাদেশ সফর করেন ২০১৭ সালে (রোহিঙ্গা ক্যাম্পে)। তিনি রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তাদের অসহায় অবস্থায় জন্য বিশ্ববাসীর হয়ে রোহিঙ্গাদের কাছে ক্ষমা চান। |
| <br>হামিদুজ্জামান খান | • জন্ম- ১৬ মার্চ, ১৯৪৬, কিশোরগঞ্জ, মৃত্যু: ২০ জুলাই, ২০২৫।<br>• পরিচয়- একজন খ্যাতিমান বাংলাদেশি শিল্পী ও ভার্কর।<br>• উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- জাগ্রত বাংলা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), সংশপ্তক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), বিজয় কেতন (ঢাকা সেনানিবাস), স্বাধীনতা চিরন্তন (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), ফ্রিডম (কেআইবি), মৃত্যুঞ্জয়ী (সরকারি কর্মকমিশন), ইউটিনিটি (বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন)।<br>• পুরস্কার- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি-১৯৭৬ (২০১২), একুশে পদক (২০০৬), এসএম সুলতান স্বর্ণ পদক (২০১২), জয়নুল সম্মাননা (২০১৯)। |
| <br>হাসান নাসরাল্লাহ | • ইসরাইলের আক্রমণে নিহত হয়- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।<br>• তিনি ছিলেন হিজবুল্লাহর ৩য় মহাসচিব বা প্রেসিডেন্ট।<br>• যে দেশভিত্তিক সামরিক সংগঠন- লেবানন।<br>• হিজবুল্লাহকে সমর্থন করে- ইরান।<br>• হিজবুল্লাহর নতুন প্রেসিডেন্ট- নাইম কাশেম।<br>• হিজবুল্লাহ অর্থ- আল্লাহর দল। |

## ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস

- সম্প্রতি ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে-ইসরায়েলে।
- ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস (WNV) হলো-কিউলেক্স জাতীয় মশার কামড়ে ছড়ানো একটি ভাইরাস।
- এই ভাইরাসটি উগান্ডায় ধরা পড়ে-প্রথম ১৯৩৭ সালে।
- এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ সময়ই কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
- ২০% ক্ষেত্রে জ্বর, মাথাব্যথা এবং পরিস্থিতি জটিল হলে স্নায়ুবিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- এই ভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনো টিকা নেই।

## চাঁদিপুরা ভাইরাস

- সম্প্রতি চাঁদিপুরা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে- ভারতে।
- চাঁদিপুরা ভাইরাসের আসল নাম-চাঁদিপুরা ভেসিকুরোভাইরাস (CHPV)।
- চাঁদিপুরা ভাইরাস মহারাষ্ট্রের চাঁদিপুরা গ্রামে প্রথম শনাক্ত হয়- ১৯৬৫ সালে। সম্প্রতি গুজরাটে এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মশা, মাছি এবং বিভিন্ন পোকামাকড় দ্বারা এই ভাইরাস ছড়ায়। যদিও এই ভাইরাসটি ছোঁয়াছে নয়।
- আক্রান্তের লক্ষণ- হঠাৎ তীব্র জ্বর, মাথা ব্যাথা, পেশিতে ব্যথা; ঘন ঘন বমি, খিচুনি, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং গুরুতর ক্ষেত্রে রোগী কোমায় চলে যেতে পারে এবং মৃত্যু হতে পারে।

*নোট: চাঁদিপুরা ভাইরাস সম্প্রতি ভারতে প্রাদুর্ভাব ঘটে। এটি মশা ও পোকামাকড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।*

## চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর টিকা আবিস্কার

- বিশ্বে চিকুনগুনিয়ার প্রথম টিকা 'ইক্সচিক' (একক ডোজ)।
- টিকাটি তৈরি করেছে ফরাসি প্রতিষ্ঠান "ভালনেভা"।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরিচিত ডেঙ্গু টিকার নাম "টিভি-০০৫ (টেট্রাভেলেন্ট)"।
- এর আগে বিশ্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ২টি টিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল – ডেঙ্গু ভ্যাক্সিয়া ও কিউডেঙ্গা।
- বাংলাদেশের ডেঙ্গু রোগীদের জন্য মোবাইল অ্যাপ "ডেঙ্গু ড্রপস্"।

# গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট, সূচক, সমীক্ষা

## অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ (প্রকাশিত ২০২৫)

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১৭.১০ কোটি | মাথাপিছু জাতীয় আয় | ২৭৮৪ মার্কিন ডলার |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৩% | মোট শ্রমশক্তি (১৫+) | ৭.৩৫ কোটি |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার | ১১৭১ জন | খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত | কৃষি: ৪৫%; শিল্প: ১৭%; সেবা: ৩৮% |
| পুরুষ-মহিলা অনুপাত | ৯৬.৩ : ১০০ | আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র | ২৯টি (সর্বশেষ: ইলিশা-১, ভোলা) |
| স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) | ১৯.৪ জন | বেশি পণ্য রপ্তানি করে | প্রথম- যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয়- জার্মানিতে |
| স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে) | ৬.১ জন | বেশি পণ্য আমদানি করে | প্রথম - চীন; দ্বিতীয় - ভারত |
| শিশু মৃত্যুহার | ২৭ জন (এক বছরের কমবয়সী প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) | বেশি শ্রমিক প্রবাসে যায় | প্রথম- সৌদি আরব; দ্বিতীয়- মালয়েশিয়া |
| প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল | ৭২.৩ বছর (পুরুষ-৭০.৮ বছর ও মহিলা ৭৩.৮ বছর) | পণ্য হিসেবে বেশি রপ্তানি হয় | প্রথম- নিটওয়্যার, দ্বিতীয়- তৈরি পোশাক |
| সুপেয় পানি গ্রহণকারী | ৯৮.২% | বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানি করে | ১৫৭টি দেশে। |
| সাক্ষরতার হার (৭ বছর +) | ৭৭.৯% (পুরুষ: ৮০.১% ও মহিলা: ৭৫.৮%) | সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হয় | বিদ্যুৎ খাতে |
| দারিদ্র্যের হার | ১৮.৭% | দেশের মোট স্থুলবন্দরের সংখ্যা | ২৫টি |
| চরম/অতি/হত দারিদ্র্যের হার | ৫.৬% | কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে | ১৪২০০টি |
| মাথাপিছু জিডিপি | ২৬৭৫ মার্কিন ডলার | | |

## বাঘ গণনা রিপোর্ট ২০২৪

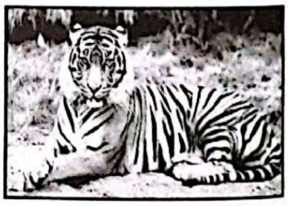

- বাংলাদেশে মোট বাঘের সংখ্যা- ১২৫ টি।
- বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি- ক্যামেরা ট্র্যাপিং। ব্যবহৃত ক্যামেরার সংখ্যা- ১২১০ টি।
- বনের ১০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় বাঘের ঘনত্ব- ২.৬৪%।
- সুন্দরবনে বাঘের কেল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে ঝড় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঘ রক্ষার জন্য।
- রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়- ৮ অক্টোবর, ২০২৪।
- আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস- ২৯ জুলাই। (২০১০ সাল থেকে শুরু হয়)

নোট: ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঘ রয়েছে (৭৫%)। ভারতে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ৩১৬৭টি।

## LDC ও বাংলাদেশ

- LDC এর পূর্ণরূপ- Least Developed Countries.
- LDC হলো- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘের গঠিত গ্রুপ।
- LDC গ্রুপ গড়ে ওঠে- ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১।
- বর্তমানে বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) রয়েছে- ৪৪টি।
- সর্বশেষ LDC এর তালিকায় যুক্ত হয়- দক্ষিণ সুদান (২০১২ সালে)।
- কোনো দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য ECOSOC সুপারিশ করে- উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP- Committee for Development Policy)।
- সর্বশেষ দেশ হিসেবে সাওটামো এন্ড প্রিন্সিপে বের হয়ে যায় ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪। ফলে LDC উত্তরণ হওয়া বর্তমান দেশ ৮টি।

## জনসংখ্যা পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

| পরিসংখ্যান | শীর্ষ বিভাগ | সর্বনিম্ন বিভাগ | শীর্ষ জেলা | সর্বনিম্ন জেলা |
|---|---|---|---|---|
| জনসংখ্যা | ঢাকা | বরিশাল | ঢাকা | বান্দরবান |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ঢাকা | বরিশাল | গাজীপুর | ঝালকাঠি |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ঢাকা | বরিশাল | ঢাকা | রাঙামাটি |
| সাক্ষরতার হার (৭+ বছর) | ঢাকা | ময়মনসিংহ | পিরোজপুর | জামালপুর |

| পরিসংখ্যান | শীর্ষ উপজেলা | সর্বনিম্ন উপজেলা |
|---|---|---|
| জনসংখ্যায় | সাভার (ঢাকা) | জুরাছরি (রাঙামাটি) |
| সাক্ষরতায় | নেছারাবাদ (পিজুরপুর) | রুমা (বান্দরবান) |

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা- ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন।
- বর্তমানে দেশের ইউনিয়ন সংখ্যা-৪,৫৯৬টি।
- ১৮৭২ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি চালু করে- লর্ড মেয়ো।

## জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ:
  - সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করে- সৌদি আরবে।
  - সর্বাধিক নারী জনশক্তি রপ্তানি করে- সৌদি আরবে।
  - জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ (শীর্ষ দেশ- ভারত)।
  - রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ৮ম (শীর্ষ দেশ- ভারত)।
  - রেমিট্যান্স প্রেরণে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
  - **বাংলাদেশ সর্বাধিক রেমিটেন্স আহরণ করে:**
    - সংযুক্ত আরব আমিরাত (সোর্স-অর্থ.সমীক্ষা-২০২৪) [পরিবর্তনশীল তথ্য]
    - সৌদি আরব (সোর্স-BMET; Dec'2023)

## রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ

- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ- ভারত (১১১.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান- অষ্টম (২১.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায়- সৌদি আরব থেকে।
- বর্তমানে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে-যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রনোদনা ২% থেকে বেড়ে হয় ৫% (সরকার ২.৫% এবং ব্যাংক ২.৫%)
- অভিবাসীদের গন্তব্যের শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র। অভিবাসী পাঠানো শীর্ষ দেশ- ভারত।
- অভিবাসী পাঠানোয় বাংলাদেশের অবস্থান- ষষ্ঠ।

## ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

| | | | |
|---|---|---|---|
| গণনার সময় | ১৫ থেকে ২১ জুন, ২০২২ | পুরুষ ও নারীর অনুপাত | ৯৮:১০০ |
| স্লোগান | জনশুমারি আয়োজন, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন | মোট ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী | ১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯ জন |
| প্রতিপাদ্য | জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন | প্রতি বর্গ কিমি বাস করে | ১১১৯ জন (প্রতি বর্গ মাইলে- ২৫২৮ জন) |
| পরিচালনা করে | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২২% |
| কারিগরি সহায়তা দিয়েছে | মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) | সাক্ষরতার হার | ৭৪.৬৬ |
| জনশুমারিতে ব্যবহার হয় | GIS(Geographical Information System)-MAP | খানা প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা | ৪.০ জন |
| বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা | ১৬ কোটি ৯৮ লাখ (চূড়ান্ত-৯ এপ্রিল, ২০২৩) | তথ্য সংগ্রহ করা হয় | ৩৫ ধরনের |
| পুরুষ | ৮ কোটি ৪০ লাখ ৭৭ হাজার ২০৩ জন (৪৯.৫০%) | পরবর্তী/৭ম জনশুমারি হবে | ২০৩১ সালে |
| নারী | ৮ কোটি ৫৬ লাখ ৫৩ হাজার ১২০ জন (৫০.৫০%) | এ পর্যন্ত জনশুমারি হয় | ৬ বার (১ম-১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২) |

- ৩৫ ধরনের তথ্যের মধ্যে এসডিজির সূচক-৯টি।
- জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী জনশুমারিতে গণনা অনুসরণ করা হয়- ৩টি পদ্ধতি।
- ৩টি পদ্ধতি হলো- (i) De Facto Method, (ii) De Jure Method, Modified (iii) De Facto Method।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ পরিচালনা করে- Modified De Facto Method এ।
- একটি দেশ বা সীমানাবেষ্টিত অঞ্চলের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশের সার্বিক প্রক্রিয়াই-জনশুমারি (জাতিসংঘের সংজ্ঞা)
- পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ অনুযায়ী "আদমশুমারি ও গৃহগণনাকে" নামকরণ করা হয়- জনশুমারি ও গৃহগণনা।

## GDP'র সামরিক হিসাব ২০২৩-২৪ (প্রকাশকাল: ২০ মে, ২০২৪)

- জনসংখ্যা (মিলিয়ন)- ১৭১.৫৯।
- GDP (মিলিয়ন টাকা)-৫০,৪৮০,২৭৪।
- GDP (মিলিয়ন ডলার)-৪৫৯,০৪৬।
- GNI (মিলিয়ন টাকা)-৫২,৫৩১,৩৩২।
- GNI (মিলিয়ন ডলার)-৪৭৭,৬৯৭।
- মাথাপিছু GNI-২৭৮৪ মার্কিন ডলার।
- মাথাপিছু GDP-২৬৭৫ মার্কিন ডলার।
- GDP'র প্রবৃদ্ধির হার-শিল্প খাতে।
- GDP তে অবদান সবচেয়ে বেশি যে খাতের- সেবা খাত (Service)
- GDP তে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি যে খাতের- শিল্প খাতে।
- GDP'র যে খাতে ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির হার- কৃষি।

## ৩৩ তম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

- প্রতিবেদন প্রকাশ করে- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)।
- প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ- আইসল্যান্ড।
- প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ-দক্ষিণ সুদান।
- বাংলাদেশের অবস্থান- ১৩০ তম (গড় আয়ু-৭৪.৭ বছর, মাথাপিছু আয়: ৮,৪৯৮ মা.ড.)।
- বাংলাদেশের পুরুষের গড় আয়- ৭৩ বছর; নারীদের- ৭৬.৪ বছর।
- গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ- মোনাকো (৮৬.৪ বছর)।
- গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ- নাইজেরিয়া (৫৪.৫ বছর)।
- মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ- লিচেনস্টাইন (১,৬৬,৮১২ মা.ড.)।
- মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ- দক্ষিণ সুদান (৬৮৮ মা.ড.)।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে শীর্ষ- শ্রীলংকা।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন- আফগানিস্তান।

## (UNEPA) বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৪

- প্রতিবেদন-৪৭তম।
- বিশ্বে মোট জনসংখ্যা- ৮১১.৯০ কোটি।
- বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ২.৩%।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক- নাইজার (৬.৬ জন)।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন- হংকং।
- পুরুষের গড় আয়ু- ৭১ বছর; নারীদের- ৭৬ বছর।
- জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ- ভারত (১৪৪ কোটি ১৭ লাখ)
- জনসংখ্যায় দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ- চীন (১৪২ কোটি ৫২ লাখ)
- জনসংখ্যায় তৃতীয় শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (৩৪ কোটি ১৮ লাখ)

নোট: *প্রতিবেদন প্রকাশ করে- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNEPA)।*

## তেল গ্যাস প্রতিবেদন ২০২৪

- তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ-যুক্তরাষ্ট্র।
- তেল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ- সৌদি আরব।
- তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ-ভেনেজুয়েলা।
- গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ-রাশিয়া।
- গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ-জার্মানি।
- তেল রপ্তনীতে অর্থকে বলে-পেট্রো ডলার।

## অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন ২০২৪

- অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষদেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ-ভারত।
- অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান-২৬তম।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে-চীন থেকে।
- সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ-যুক্তরাষ্ট্র।
- সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান-৫০তম।
- সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ-৩৭তম।
- সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ-আইসল্যান্ড।

## বিভিন্ন রিপোর্টে আলোচিত সূচকসমূহ (পরিবর্তনশীল তথ্য)

| সূচক | প্রকাশক | বাংলাদেশের অবস্থান (তম) | শীর্ষ দেশ | সর্বনিম্ন দেশ |
|---|---|---|---|---|
| প্রবাসী আয়-২০২৫ | KNOMAD, বিশ্বব্যাংক | ৮ | ভারত | - |
| সামরিক শক্তি-২০২৫ | Global fire Power-2025 | ৩৫ | যুক্তরাষ্ট্র | ভুটান |
| বিশ্বের শীর্ষ ঋণদাতা দেশ-২০২৫ | এএফপি | - | জার্মানী | - |
| বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০২৫ | Institute for Economics & Peace | ১২৫ | আইসল্যান্ড | রাশিয়া |
| পাসপোর্ট মূল্যায়ন-২০২৫ | দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স, যুক্তরাজ্য | ৯৩ | সিঙ্গাপুর | আফগানিস্তান |
| অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক-২০২৫ | The Heritage Foundation, USA | ১২২ | সিঙ্গাপুর | উত্তর কোরিয়া |
| বিশ্বে সুখী দেশ-২০২৫ | সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, জাতিসংঘ | ১৩৫ | ফিনল্যান্ড | আফগানিস্তান |
| মানব উন্নয়ন সূচক ২০২৪-২৫ | United Nations Development Programme | ১৩০ | আইসল্যান্ড | দক্ষিণ সুদান |
| বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক-২০২৫ | Reporters without Borders | ১৪৯ | নরওয়ে | ইরিত্রিয়া |
| খাদ্যে স্বয়ংস্বপূর্ণ দেশ-২০২৫ | ন্যাচার ফুড সাময়িকী | - | গায়ানা | আফগানিস্তান |
| বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচক-২০২৪ | ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস | ৩২ | বুরকিনাফাসো | - |
| বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচক | The Economist | ৮০ | ফিনল্যান্ড | সিরিয়া |



CamScanner

| সূচক | প্রকাশক | বাংলাদেশের অবস্থান (তম) | শীর্ষ দেশ | সর্বনিম্ন দেশ |
|---|---|---|---|---|
| বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২৪ | Concern worldwide | ৮৪ | সোমালিয়া | বেলারুশ |
| শান্তিতে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায়- ৩য় [দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ দেশ- ভুটান (২১তম); ২য় নেপাল (৮১তম); এশিয়ায় শীর্ষ- সিঙ্গাপুর] | | | | |
| বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচক-২০২৪ | বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম | ৯৯ | আইসল্যান্ড | সুদান |
| ই-গভর্নমেন্ট সূচক-২০২৪ | - | ১০০ | ডেনমার্ক | মধ্য আফ্রিকান প্রজা. |
| বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক-২০২৪ | World Intellectual Property Organization | ১০৬ | সুইজারল্যান্ড | অ্যাঙ্গোলা |
| ভ্রমণ ও পর্যটন সূচক-২০২৪ | ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম | ১০৯ | যুক্তরাষ্ট্র | মালি |
| বৈশ্বিক টেকসই প্রতিযোগিতামূলক | সোলাবিলিটি | ১১৬ | সুইডেন | মালি |
| আইনের শাসন সূচক | The World Justice Project, USA | ১২৭ | ডেনমার্ক | ভেনিজুয়েলা |
| মত প্রকাশের স্বাধীনতা সূচক | Article-19 | ১২৮ | ডেনমার্ক | উত্তর কোরিয়া |
| ব্যয়বহুল শহর-২০২৪ | যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Mercer | ১৪০ | হংকং | আবুজা, নাইজেরিয়া |
| দুর্নীতি ধারণা সূচক-২০২৪ | IT (Transparency International) | উর্ধ্বে- ১৪৯; নিম্ন- ১০ | ডেনমার্ক | সোমালিয়া |
| বিশ্ব বাসযোগ্য শহর-২০২৪ | ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট | ১৬৮ | ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) | দামেস্ক, সিরিয়া |
| প্রকৃতি সংরক্ষণ সূচক-২০২৪ | বায়ো ডিবি, যুক্তরাষ্ট্র | ১৭৩ | লুক্সেমবার্গ | কিরিবাতি |
| পোশাক রপ্তানিতে | ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল রিভিউ- WTO | ২ | চীন | |
| শান্তিরক্ষী প্রেরণে | United Nations Peacekeeping | ৩ | নেপাল | |
| বর্তমানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ৯টি দেশে মোতায়েন রয়েছে | | | | |
| [যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ ৩ দেশ: ১ ভিয়েতনাম, ২. চীন, ৩. বাংলাদেশ] | | | | |

বিশ্বের শীর্ষ জনবহুল শহর- টোকিও (জাপান)। ঢাকা- ৭ম।
ভ্রমণ ও পর্যটন সূচক ২য় শীর্ষ দেশ স্পেন [দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ দেশ ভারত (৩৯তম), সর্বনিম্ন বাংলাদেশ (১১৯তম)]।

## সমর বিষয়ক রিপোর্ট-সমীক্ষা

| | |
|---|---|
| সামরিক শক্তিতে শীর্ষ | ১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. রাশিয়া ৩. চীন ৪. ভারত ৫. দক্ষিণ কোরিয়া [বাংলাদেশ- ৩৫তম] |
| সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ | ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. চীন ৩. রাশিয়া ৪. ভারত ৫. সৌদি আরব [বাংলাদেশ- ৫৬তম] |
| অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ | ১. ভারত ২. সৌদি আরব ৩. কাতার ৪. ইউক্রেন ৫. পাকিস্তান [বাংলাদেশ- ২৬তম] |
| অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ | ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. রাশিয়া ৩. ফ্রান্স ৪. চীন ৫. জার্মানি |
| অস্ত্র উৎপাদনে শীর্ষ | ১. যুক্তরাষ্ট্র ২. চীন ৩. রাশিয়া |

# খেলাধুলা

## বাংলাদেশ T-20 ক্রিকেটে দুই ঐতিহাসিক বিজয়

**শ্রীলংকার সাথে বিজয়:**
- শ্রীলংকার মাটিতে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শ্রীলংকার বিপক্ষে টি-২০ সিরিজ জয়লাভ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।
- সর্বাধিক রান সংগ্রহ করে শ্রীলংকান ব্যাটার পাথুম নিশাঙ্কা (১২০ রান)।
- যৌথভাবে সর্বাধিক উইকেট শিকারী বোলার মাহেশ থিকসানা ও বিনুড়া ফার্নান্দো (৪টি)।
- সিরিজ সেরা খেলোয়াড়-লিটন কুমার দাস (ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ দল)।

**পাকিস্তানের সাথে বিজয়:**
- ঘরের মাটিতে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জিতে বাংলাদেশ।
- সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী বাংলাদেশী ব্যাটার জাকের আলী (৭১ রান)।
- সর্বাধিক উইকেট শিকারী পাকিস্তানি বোলার-সালমান মির্জা (৭টি)।
- সিরিজ সেরা খেলোয়াড়-জাকের আলী অনিক (বাংলাদেশ দল)।

## আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ২০২৫

- **আয়োজক:** পাকিস্তান (নিরপেক্ষ দেশ আরব আমিরাত)।
- **সময়কাল:** ১৯ ফেব্রুয়ারি - ৯ মার্চ ২০২৫।
- **চ্যাম্পিয়ন:** ভারত (৩য় বার)।
- **রানার্স আপ:** নিউজিল্যান্ড।
- **প্লেয়ার অব দ্যা টুর্নামেন্ট:** রাচিন রাবিন্দ্রা।
- **সর্বোচ্চ উইকেট:** ম্যাট হেনরি (১০)।
- **সর্বোচ্চ রান:** রাচিন রবিন্দ্র।
- **নতুন দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অভিষেক ঘটে:** আফগানিস্তানের।

## বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপ (২০২৩-২৫)

- **চ্যাম্পিয়ন:** দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **রানার্স আপ:** অস্ট্রেলিয়া।
- **সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক:** জো রুট (ইংল্যান্ড, ১৯৬৮ রান)।
- **সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার:** প্যাট কামিন্স (৮০ উইকেট)।
- **অংশগ্রহণকারী দল:** ০৯টি।
- এটি ছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ৩য় আসর। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন দেশ নিউজিল্যান্ড, দ্বিতীয় আসরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

## অনূর্ধ্ব ১৯ নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৫

- **আয়োজন:** ২য়, **সময়কাল:** ১৮ জানুয়ারি-০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- **অংশগ্রহণকারী দল:** ১৬টি।
- **স্বাগতিক দল:** মালয়েশিয়া।
- **চ্যাম্পিয়ন দল:** ভারত, **রানার্স আপ:** দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী:** গঙ্গাধি ত্রিসা (ভারত)।
- **সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী:** বৈষ্ণবী শর্মা (ভারত)।



CamScanner

## পুরুষ টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৪

- এটি আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপের- নবম আসর।
- ব্যাপ্তিকাল- ১ জুন ২০২৪ থেকে ২৯ জুন ২০২৪।
- অংশগ্রহণকারী দল সংখ্যা- ২০টি।
- স্বাগতিক দেশ- ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ভেন্যু সংখ্যা- ৯টি।
- টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং- আউট অব দিস ওয়ার্ল্ড।
- উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে (বিজয়ী- যুক্তরাষ্ট্র)।
- বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে জায়গা পেয়েছেন- শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত।
- বাংলাদেশ দল ১ম জয় পায়- শ্রীলংকার বিপক্ষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ- (রিশাদ হোসাইন)।

## প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪

- আসর- ৩৩তম (আয়োজক দেশ- ফ্রান্স)।
- মাসকট- Phryge (ফ্রিজ) - অ্যাথলেট: ১০ হাজার ৫০০ জন

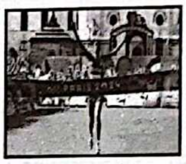

- অংশগ্রহণকারী দেশ- ২০৬টি।
- সময়কাল- ২৬ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪।
- স্লোগান- 'Games wide open'
- ইভেন্ট- ৩২৯টি।
- পদক জয়ী শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র; দ্বিতীয়- চীন; তৃতীয়- জাপান।
- প্রথম স্বর্ণ লাভ করে- চীন।
- প্রথম পদক লাভ করে- কাজাখস্তান।
- ৪০ বছর পর অলিম্পিকে পাকিস্তানের পক্ষে গোল্ড জয় করেছেন- আরশাদ নাদিম (জ্যাভেলিন থ্রো)।
- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ২০২৪ উদ্বোধন হয়- ২৬ জুলাই ২০২৪ (প্রথম বারের মত স্টেডিয়ামের বাইরে সিন নদীতে)।
- প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে- ৫ জন ক্রীড়াবিদ।
- মেয়েদের মধ্যে অলিম্পিক সাঁতারে সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছেন- চীনের নারী সাঁতারু ইয়ুকেই ঝ্যাং (১৩টি)।
- প্যারিস অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো সোনা জিতেছে- ৪টি দেশ (বোতসোয়ানা, ডমিনিকা, গুয়াতেমালা ও সেন্ট লুসিয়া)।
- প্যারিস অলিম্পিকের দ্রুততম মানব ও মানবী হলেন- নোয়াহ।
- প্যারিস অলিম্পিক প্রথম সামাজিক ব্যবসা মডেলে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক।

## প্যারিস অলিম্পিকে পাঁচ বাংলাদেশি

- ৩৩তম প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের ৫ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।
- প্যারিসে সরাসরি খেলেছে- আর্চার সাগর ইসলাম।
- ওয়াইল্ড কার্ডে সুযোগ পান বাকি ৪ জন।
  - শুটার রবিউল ইসলাম
  - ইমরানুর রহমান- দেশের দ্রুততম মানব
  - দুই সাঁতারু- সামিউল ইসলাম ও সোনিয়া আক্তার

## ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪

- আয়োজন- ১৭তম
- আয়োজক- Union of European Football Associations (UEFA)।
- স্বাগতিক দেশ- জার্মানি।
- অংশগ্রহণকারী দল- ২৪টি।
- চ্যাম্পিয়ন- স্পেন (৪র্থবার)।
- সেরা খেলোয়াড়- রদ্রিগো (স্পেন)।
- সেরা তরুণ খেলোয়াড়- লামিন ইয়ামাল।
- সেরা গোল রক্ষক- মাইক মাইগনান (ফ্রান্স)।
- ইউরো চ্যাম্পিয়নকে বলা হয়- উয়েফা চ্যাম্পিয়ন।
- উয়েফা চ্যাম্পিয়নশীপ শুরু হয়- ১৯৫৮ সালে।

## কোপা আমেরিকা ২০২৪

- আয়োজন- ৪৮তম
- আয়োজক- South American Football Confederation (CONMEBOL)

- স্বাগতিক দেশ- যুক্তরাষ্ট্র
- অংশগ্রহণকারী দল- ১৬টি
- চ্যাম্পিয়ন- আর্জেন্টিনা
- সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল্ডেন বুট) লাওতারো মার্টিনেজ (৬ গোল)।
- সেরা খেলোয়াড়- হামেস রদ্রিগেজ (কলম্বিয়া)
- সেরা গোলরক্ষক ও টুর্নামেন্ট সেরা- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা)
- ফাইনাল সেরা: ডি মারিয়া (আর্জেন্টিনা)

## বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে বাংলাদেশি প্রবাসী খেলোয়াড়দের আগমন

| তথ্যপ্রবাহ | হামজা দেওয়ান চৌধুরী | শমিত সোম | ফাহামিদুল ইসলাম |
|---|---|---|---|
| ধরন | মিডফিল্ডার | মিডফিল্ডার | ফরোয়ার্ড |
| ফিফার প্লেয়ার স্ট্যাটাস অনুমোদন | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ৬ মে, ২০২৫ | --- |
| যে ক্লাবে খেলেন | শেফিল্ড ইউনাইটেড (ধারে), ইংল্যান্ড, বর্তমানে পুরনো ক্লাব লিস্টার সিটি। | কানাডা জাতীয় দল ও কানাডিয়ান ক্যাভালরি এফসি | ওলবিয়া কালচো, ইতালি |
| বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক | ২৫ মার্চ, ২০২৫ (বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ) | ১০ জুন, ২০২৫ (বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর) | ৪ জুন, ২০২৫ (বাংলাদেশ ভুটান) |

*নোট:বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে ০৬ জন প্রবাসী খেলোয়াড় রয়েছে। জামাল ভুঁইয়া (ডেনমার্ক, ২০১৩), তারিক কাজী (ফিনল্যান্ড). কাজেম শাহ (কানাডা), হামজা চৌধুরী (ইংল্যান্ড), ফাহামিদুল ইসলাম (ইতালি) এবং শমিত সোম (কানাডা)।*

## এশিয়া কাপ ২০২৪ জিতলো বাংলাদেশ

- ভারতকে হারিয়ে ২য়বারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয় করলো- বাংলাদেশ।
- আয়োজক দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- মোট ম্যাচ- ১৫টি।
- ২০২৩ সালে বাংলাদেশ আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।
- ২০২৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতকে ৫৯ রানে হারিয়ে টানা ২য়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ।
- টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী- পাকিস্তানের শাহজাইব খান।
- চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক- আজিজুল হাকিম তামিম।
- টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেট শিকারী ও ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট- বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন।

## ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬

- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল হিসেবে তিনটি দেশে (কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- কানাডা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক হচ্ছে।
- প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে ৪৮টি দেশ ও নকআউট পর্ব শুরু হবে ৩২ দল নিয়ে।
- উদ্বোধনী ম্যাচ- ১১ জুন, ২০২৬ (আজতেকা স্টেডিয়াম, মেক্সিকো)। মোট ম্যাচ সংখ্যা- ১০৪টি (১৬টি স্টেডিয়ামে)।
- ফাইনাল ম্যাচ- মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র (১৯ জুলাই, ২০২৬)।
- প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের অফিশিয়াল লোগোয় ট্রফির ও আয়োজনের সাল ব্যবহার করা হয়।
- অফিসিয়াল ক্যাম্পেইন, হ্যাশট্যাগ, মোটো- WE ARE 26।

## খেলাধুলা বিষয়ক আগাম বার্তা

| সাল | খেলার নাম | তম | আয়োজক দেশ |
|---|---|---|---|
| ২০২৮ | অলিম্পিক গেমস | ৩৪ | লস এঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র |
| ২০৩২ | | ৩৫ | ব্রিজবেন, অস্ট্রেলিয়া (২৩ জুলাই-৮ আগস্ট) |
| ২০২৬ | বিশ্বকাপ ফুটবল | ২৩ | যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, [অংশগ্রহণ- ৪৮টি দেশ] |
| ২০৩০ | | ২৪ | মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল [অংশগ্রহণ- ৪৮টি দেশ] |
| ২০৩৪ | | ২৫ | সৌদি আরব |

**জেনে রাখা ভাল:** প্রথমবারের মতো ২০৩০ সালের ফুটবলের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ৩ মহাদেশে ৬টি দেশ। ফুটবল বিশ্বকাপের মূল আয়োজক মরক্কো, স্পেন এবং পর্তুগাল। প্রথম ৩টি ম্যাচ হবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়েতে। ১৯৩০ সালের প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ উরুগুয়েকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০৩০ সালে শতবর্ষী বিশ্বকাপ ফুটবল উরুগুয়েতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল উরুগুয়ে। সেই কারণে মেসির দেশেও ২০৩০ সাল হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ।

| সাল | খেলার নাম | তম | আয়োজক দেশ |
|---|---|---|---|
| ২০২৭ | নারী বিশ্বকাপ ফুটবল | ১০ | ব্রাজিল (১ম বারের মতো) |
| ২০২৬ | শীতকালীন অলিম্পিক | ২৫ | মিলান, ইতালি |
| ২০২৭ | বিশ্বকাপ ক্রিকেট | ১৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া |
| ২০৩১ | | ১৫ | ভারত বাংলাদেশ |
| ২০২৫ | নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট | ১৩ | আয়ারল্যান্ড |
| ২০২৯ | | ১৪ | ভারত |
| ২০২৬ | T-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট | ১০ | ভারত ও শ্রীলঙ্কা |
| ২০২৮ | | ১১ | অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড |
| ২০২৬ | T-20 নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট | ১০ | ইংল্যান্ড ও ওয়েলস |
| ২০২৬ | এশিয়ান গেমস | ২০ | আইচি ও নাগোয়া, জাপান |
| ২০২৭ | অনূর্ধ্ব-১৯ নারী T-20 বিশ্বকাপ | ৩ | বাংলাদেশ ও নেপাল |
| ২০২৭ | এশিয়া কাপ (ক্রিকেট) | - | বাংলাদেশ |
| ২০২৭ | ২য় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক- শ্রীলঙ্কা | | |

# পুরস্কার ও সম্মাননা

## স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৫

| ক্রম | ব্যক্তিগণের নাম | ক্ষেত্র |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর) | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি |
| ২ | মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (মরণোত্তর) | সাহিত্য |
| ৩ | নভেরা আহমেদ (মরণোত্তর) | সংস্কৃতি |
| ৪ | স্যার ফজলে হাসান আবেদ (মরণোত্তর) | সমাজসেবা |
| ৫ | মোম্মদ মাহবুবুল হক খান ওরফে আজম খান (মরণোত্তর) | মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতি |
| ৬ | জনাব বদরুদ্দীন মোহাম্মদ উমর | শিক্ষা ও গবেষণা |
| ৭ | আবরার ফাহাদ (মরণোত্তর) | প্রতিবাদী তারুণ্য |

**বিদ্র.:** শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (মরণোত্তর)- কে ২০০৩ সালে প্রদত্ত স্বাধীনতা পুরস্কার মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের যে রায়ের পটভূমিতে ২০১৬ সালে সরকার বাতিল করে, উক্ত রায়ে তাঁকে প্রদত্ত স্বাধীনতা পুরস্কার বাতিলের কোনো নির্দেশনা না থাকায় মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসাধারণ অবদান বিবেচনায় তাঁর স্বাধীনতা পুরস্কার বাতিলের উক্ত সিদ্ধান্ত সরকার রহিত করেছে।

## একুশে পদক ২০২৫

| ক্ষেত্র | ব্যক্তি |
|---|---|
| ক্রীড়া | বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল |
| ভাষা ও সাহিত্য | শহিদুল জহির (মরণোত্তর) ও হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর) |
| সাংবাদিকতায় | মাহফুজ উল্লাহ (মরণোত্তর) |
| সংগীত | উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর) ও ফেরদৌসি আরা |
| সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার | মাহমুদুর রহমান (আমার দেশ সম্পাদক) |
| সমাজসেবা | মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর) |
| গবেষণা | মঈনুল হাসান (মূলধারা ৭১ এর রচয়িতা) |
| সংস্কৃতি ও শিক্ষা | ড.শহিদুল আলম (ফটোগ্রাফার, মানবাধিকার কর্মী এবং দৃকের প্রতিষ্ঠাতা) |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | মেহেদি হাসান খান (অভ্র'র জনক) |
| চলচ্চিত্র | আজিজুর রহমান (মরণোত্তর) (ছুটির ঘণ্টা এবং আরও অনেক ছবি পরিচালক) |
| আলোক চিত্র | নাসির আলী মামুন |

**নোট:** মোট ১৪ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান/দল।



CamScanner

## কান উৎসব ২০২৫

- ৭৮ তম 'কান চলচ্চিত্র উৎসব' ২০২৫ হয়-ফ্রান্সের কান শহরে।
- **আয়োজনকাল:** ১৩ থেকে ২৩ মে ২০২৫।
- **সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার:** ইরানি চলচ্চিত্র পরিচালক 'জাফর পানাহি' এর 'ইয়েক তাসাদেফ সাদেহ' (ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট) সর্বোচ্চ পুরস্কার পাল্মদর অর্জন করে।
- **সেরা পরিচালক:** আরব ও টারজান নাসের (ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম ইন গাজা, ফিলিস্তিন)।
- **সেরা অভিনেতা:** ওয়াগনার মোরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট, ব্রাজিল)।
- **সেরা অভিনেত্রী:** নাদিয়া মেলিতি (দ্য লিটল সিস্টার, ফ্রান্স)।
- এই আসরের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শাখায় স্পেশাল মেনশন বিভাগে পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশি পরিচালক আদনান আল রাজীব পরিচালিত 'আলী' চলচ্চিত্রটি।

## অস্কার পুরস্কার ২০২৫

- **পুরস্কার প্রদানের সময়কাল:** ২রা মার্চ ২০২৫, আমেরিকার লস এঞ্জেলসে, ডল বি থিয়েটারে।
- **৯৭ তম অস্কার জয়ী সেরা চলচ্চিত্র:** আনোরা।
- **সেরা পরিচালক:** শন বেকার (আনোরা)।
- **সেরা অভিনেতা:** অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (দ্য ব্রুটালিস্ট)।
- **সেরা অভিনেত্রী:** মাইকি ম্যাডিসন।
- **৯৬তম অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র:** ওপেনহেইমার।
- অস্কার ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে শন বেকার একই চলচ্চিত্রের জন্য ০৪টি পৃথক বিভাগে পুরস্কার লাভ করেন।

## বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪

- **কবিতায়:** মাসুদ খান।
- **নাটক ও নাট্যসাহিত্যে:** শুভাশিস সিনহা।
- **প্রবন্ধ/গদ্য:** সলিমুল্লাহ খান।
- **অনুবাদ:** জি এইচ হাবীব।
- **গবেষণা:** মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া।
- **বিজ্ঞান:** রেজাউর রহমান।
- **ফোকলোর:** সৈয়দ জামিল আহমেদ।

**নোট:** বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪ এ ৭ জন ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করেন।

## ম্যাগসেসে পুরস্কার ২০২৪

- ২০২৪ সালে এশিয়ার নোবেল হিসেবে স্বীকৃত র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড পান- ৪ জন ব্যক্তি ও ১ টি প্রতিষ্ঠান।
- **পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-**
  ১. কর্মা ফুন্টশো (ভুটান)।
  ২. হায়াও মিয়াজাকি (জাপান)।
  ৩. এনগুয়েন থি এনার্জিওক ফুং (ভিয়েতনাম)।
  ৪. ফারউইজা ফারহান (ইন্দোনেশিয়া)
  ৫. Rural Doctors Movement (থাইল্যান্ডের সংস্থা)।
- ২০২৩ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি- করভি রাখসান্দ।
- প্রথম ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি- তাহরুনেসা আবদুল্লাহ (১৯৭৮ সালে)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনুস ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-১৯৮৪ সালে।
- ফজলে হাসান আবেদ ম্যাগসেসে পুরস্কার পান- ১৯৮০ সালে।
- পরিবেশ ও আইন বিষয়ক সংস্থা 'বেলা' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্তবর্তী সরকারের পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ম্যাগসেসে পুরস্কার পান-২০১২ সালে।
- ফেরদৌসী কাদরী ম্যাগসেসে পুরস্কার পান- ২০২১ সালে।

## পুলিৎজার পুরস্কার পুরস্কার ২০২৫

- ২০২৫ সালে সাংবাদিকতার নোবেল খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে ৩ প্রসিদ্ধ গণমাধ্যম।
- **পুরস্কারপ্রাপ্ত গণমাধ্যমগুলো হলো-**
  ১. মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।
  ২. ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
  ৩. মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
- ১৯১৭ সাল থেকে সাংবাদিকতার নোবেল হিসেবে এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে।
- প্রতি বছর এই পুরস্কার ঘোষণা করে-কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি।
- এ বছর পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ৫ মে, ২০২৫।
- সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার ২০২৫

- ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করেন-বানু মুশতাক (ভারত)।
- বানু মুশতাক কন্নড় ভাষায় লেখালেখি করেন। এ ভাষার লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন।
- তিনি যে গ্রন্থের জন্য পুরস্কার পান-হার্ট ল্যাম্প (১২টি গল্প)। যার অনুবাদক দীপা ভাস্তি।
- তাঁর এই লেখনিতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের কথা।
- আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার প্রদান করা হয়-১৯০৫ সাল থেকে।

## বুকার পুরস্কার ২০২৪

- ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার লাভ করেন- সামান্থা হার্ভে (যুক্তরাজ্য)
- যে উপন্যাসটির জন্য পান-Orbital| Orbital উপন্যাসের বিষয়বস্তু- ০৬ জন মহাকাশচারীর জীবনের গল্প।
- তাঁর অন্য আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ- The Wilderness।
- বুকার পুরস্কার প্রদান করা হয়- ১৯৬৯ সাল থেকে।
- প্রথম বুকার জয়ী সাহিত্যিক- পিএইচ নিউবাই (যুক্তরাজ্য)।

নোট: *সামান্থা হার্ভের লেখাকে ভার্জিনিয়া উলফের লেখার সাথে তুলনা করা হয়।*

## একনজরে নোবেল পুরস্কার ২০২৪

| ক্ষেত্র | নাম | দেশ | অবদান |
|---|---|---|---|
| শান্তি | নিহন হিদানকায়ো | জাপান | পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টার জন্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য যে পারমাণবিক অস্ত্র কখনোই পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়। |
| সাহিত্য | হান কাং হিউন | দক্ষিণ কোরিয়া | তাঁর রচিত কাব্যিক আবেদনময়ী ফিকশন রচনার জন্য যেগুলো তীক্ষ্ম ঐতিহাসিক মনোবেদনা তুলে ধরে এবং মানবজীবনের ভঙ্গুরতাকে প্রকাশ করে। |
| অর্থনীতি | ড্যারন এসেমোগু | যুক্তরাষ্ট্র | 'প্রতিষ্ঠানগুলো (অর্থনৈতিক) কীভাবে গঠন করা হয় এবং সমৃদ্ধির উপর তা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা অধ্যয়নের জন্য'। |
| | সাইমন জনসন | যুক্তরাষ্ট্র | |
| | জেমস এ. রবিনসন | যুক্তরাষ্ট্র | |



CamScanner

| ক্ষেত্র | নাম | দেশ | অবদান |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ভিক্টর অ্যামব্রোস | যুক্তরাষ্ট্র | মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার এবং এটি পোস্ট-ট্রান্সক্রিপশনাল (Post-tran-scriptional) জিন নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা। |
| | গ্যারি রুভকুন | যুক্তরাষ্ট্র | |
| পদার্থবিজ্ঞান | জন হোপফিল্ড | যুক্তরাষ্ট্র | কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য। |
| | জিওফ্রে হিন্টন | কানাডা | |
| রসায়ন | ডেভিড বেকার | যুক্তরাষ্ট্র | • ডেভিড বেকার: প্রোটিন ডিজাইনের কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য। • ডেমিস হ্যাসাবিস এবং জন এম. জাম্পার: প্রোটিনের কাঠামো অনুমানের যুগান্তকারী পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সম্মিলিতভাবে। |
| | ডেমিস হ্যাসাবিক | যুক্তরাজ্য | |
| | জন এম জাম্পার | যুক্তরাজ্য | |

## ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হান কাং হিউন

- ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং।
- হান কাং সাহিত্যে এশিয়ার নারী নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম।
- হান কাং আন্তর্জাতিক বুকার সাহিত্যে পুরস্কার পান ২০১৬ সালে।
- হান কাং এর লেখার প্রধান ধরন বা ধারা কল্পকাহিনী।
- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী- হান কাং।

**উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম**

- The Vegetarian
- Love in Yesu (১ম উপন্যাস)
- The White Book
- We Do Not Part
- Human Acts
- Greek Lessons

২০২৪ সালে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের সেরা ১০০ বইয়ের অন্যতম হলো হান কাং এর লেখা **The Vegetarian**।

*কর্মজীবনে হান কাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ৪১ বছর বয়স থেকে তিনি কল্পকাহিনীর সাথে বাস্তবজীবন মিশিয়ে লিখতে শুরু করেন। নোবেল কমিটি হান কাং এর লেখাকে তীক্ষ্ণ গদ্যময় ও কাব্যময় হিসেবে অভিহিত করেন। বর্তমানে হান কাং এর বয়স ৫৩ বছর।*

## ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সংস্থা নিহন হিদানকায়ো

- ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সংস্থা- নিহন হিদানকায়ো।
- নিহন হিদানকায়ো যে দেশের সংস্থা- জাপান।
- প্রতিষ্ঠা- ১০ আগস্ট ১৯৫৬।
- প্রতিষ্ঠাতা- হিবাকুশা (পারমাণবিক বোমার শিকার ব্যক্তিবর্গ)।
- সদর দপ্তর- শিবানদাইমন, মিনাতো, টোকিও।
- নির্বাহী পরিচালক- সুয়েইচি কিদো।

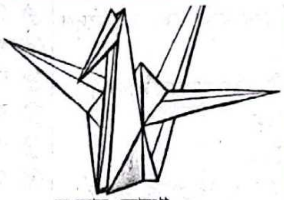

*সংস্থার লোগো*

*নিহন হিদানকায়ো সংস্থার মূল লক্ষ্য পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গঠনের প্রচেষ্টা এবং আর যেন কখনোই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার না করা হয় সেই লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানো।*

# একনজরে গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তথ্য [বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক]

## বাংলাদেশ

- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে নেপালের অন্নপূর্ণা-১ জয় করেন- বাবর আলী।
- দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন গ্রাম- কৈলান, চান্দিনা কুমিল্লা।
- রবীন্দ্রনাথের নামে যে ব্যাকটেরিয়ার নামকরণ করা হয়-প্যান্টোইয়া টেগরী।
- ২০২৫ সালের বর্ষপণ্য- ফার্নিচার বা আসবাবপত্র।
- 'পঞ্চব্রিহি' নামে ধান আবিষ্কার করেন- ড. আবেদ চৌধুরী।
- শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য তৈরি অ্যাপ- নৈপুণ্য।
- বাংলাদশের প্রথম ফিস্টুলা হাসপাতালে অবস্থিত- রামু, কক্সবাজার।
- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশ-১৩তম।
- বিশ্বে বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য-৩৩তম।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে হোয়াইট ব্যাজ এর স্বীকৃতি পান- মাসফিয়া আফরিন।
- প্রথম নারী হিসেবে বাংলাদেশি বিমান সংস্থার পরিচালক হলেন- ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম নারী পরিচালক-ক্যাপ্টেন তাসমিন দোজা।
- ৯৭তম অস্কারের জন্য মনোনীত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র- 'বলী; দ্যা রেসলার' চলচ্চিত্রটি।
- ২০২৫ সালে নজরুল পুরস্কার লাভ করেন-অধ্যাপক আনোয়ারুল হক ও শবনম মুশতারী।
- ২০২৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন-ড. অসীম দত্ত ও এ এম এম মহীউজ্জামান চৌধুরী।
- করোনার নতুন শনাক্ত হওয়া ধরণ এক্সএফজি। এটি ওমিক্রনের জেএন-১ ভ্যারিয়েন্টের একটি উপধরণ।
- 'হজ্জ লাব্বাইক' অ্যাপস উদ্বোধন করা হয়-২৮ এপ্রিল ২০২৫।
- দেশের প্রথম AI সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
- দেশের প্রথম ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত-রাজশাহীতে।
- এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণপদক জিতেছে বাংলাদেশের আব্দুর রহমান।
- BTRC 'স্টারলিংক সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিমিটেডকে লাইসেন্স প্রদান করে-১০ বছরের জন্য।
- সম্প্রতি বাংলাদেশিদের জন্য গ্রিন চ্যানেল চালু করেছে-চীন।
- দেশের প্রথম বাণিজ্যিক সাব-অরবিটাল রকেট 'বিদ্রোহী' উম্মোচন করে-ধূমকেতু এক্স।
- সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কি.মি দূরত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রথমবারের মতো কার্গো ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়-২৭ এপ্রিল ২০২৫।
- 'নাগরিক সেবা বাংলাদেশ' চালু হয়-১ মে, ২০২৫।
- বাংলাদেশের ১৩তম সিটি কর্পোরেশন হতে যাচ্ছে-বগুড়া পৌরসভা।
- প্রথম বাংলাদেশি অধিনায়ক হিসেবে একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন-নাজমুল হোসেন শান্ত।

- দেশে প্রথমবারের মত চালু হচ্ছে গুগলের ডিজিটাল পেমেন্ট প্লাটফর্ম 'গুগল পে'- ২৪ জুন ২০২৫।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দল (পুরুষ) টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার ২৫ বছর বা রজতজয়ন্তী পূরণ হয়-২৬ জুন ২০২৫।
- দক্ষিণ এশিয়ার ১ম ও বিশ্বে ৫৬ তম দেশ হিসেবে 'বাংলাদেশ জাতিসংঘ পানি কনভেনশনে যুক্ত হয়েছে-২০ জুন ২০২৫।
- 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৪' পাচ্ছেন-তেঁতুলিয়ার বই আর গাছ বিলানো- মাহমুদুল ইসলাম।
- সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থান পেয়েছেন- ড. মোহাম্মদ ইউনূস।
- সম্প্রতি নাসায় ৫৪তম হিসেবে 'আর্টেমিস একর্ডস' চুক্তি স্বাক্ষর করে- বাংলাদেশে।
- যমুনা রেলসেতুতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়- ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- বাংলাদেশে 'মার্চ ফর গাজা' পালিত হয়- ১২ এপ্রিল, ২০২৫।
- রাজশাহীতে দেশের প্রথম ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র চালু হয়- ১৫ এপ্রিল, ২০২৫।
- বাংলাদেশের বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সম্মানসূচক বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পান- দক্ষিণ কোরিয়ার কিহাক সাং।
- দেশের প্রথম 'ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন' নির্মাণ করা হচ্ছে- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- বাংলাদেশে পরিক্ষামূলক স্টারলিংকের যাত্রা শুরু হয়- ৯ এপ্রিল, ২০২৫।
- 'নোমাড শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক ২০২৫' এ বাংলাদেশের অবস্থান- ১৮১তম।
- 'বিশ্ব সুখী দেশ ২০২৫' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান- ১৩৪তম।
- বিমসটেকের ৬ষ্ঠ সম্মেলনে পরবর্তী ২ বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ।
- 'বিশ্ব নিরাপদ দেশ ২০২৫' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান- ১২৫তম।
- ঢাকায় বিনিয়োগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ৭-১০ এপ্রিল, ২০২৫।
- সম্প্রতি 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১।
- মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৫' পান- বুয়েটের শিক্ষার্থী শহিদ আবরার ফাহাদ।
- 'গণতন্ত্র সূচক ২০২৪' এ বাংলাদেশের অবস্থান- ১০০তম।
- ছাত্রদের রাজনৈতিক দল- জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)।
- 'আমি বাংলায় গান গাই' এর স্রষ্টা পুতুল মুখোপাধ্যায় মারা যান- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয়- ২,৭৩৮ মার্কিন ডলার।
- হেনলি ও পার্টনার্স এর রিপোর্ট অনুযায়ী শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান- ৯৩তম।
- 'অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু' হয়- ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- দেশের প্রথম ইউটিউব গ্রাম- শিমুলিয়া, খোকসা, কুষ্টিয়া।
- দেশের প্রথম স্মার্ট গ্রাম- হিজলী, হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ।
- দেশের প্রথম ডিজিটাল গ্রাম- তুলাতলী, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশকে Country of the year 2024 নির্বাচিত করেন- The Economist.
- মার্কিন সাময়িকী 'Nature' ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে উপাধি দিয়েছেন- 'The Revo-lutinary Economist' হিসেবে।
- ২০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে-১২১টি।
- শুল্ক ও কর সরাসরি জমা দেওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এর চালু করা সিস্টেমের নাম-ই চালান।
- দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নেপালের জলবিদ্যুৎ আমদানি হয়-১৫ জুন ২০২৫।
- দেশে প্রথম মনোরেল চালু হচ্ছে-চট্টগ্রাম।
- বর্তমানে মাথাপিছু আয়-২৮২০ মার্কিন ডলার।
- দেশের ২য় উপকূলীয় নদী বন্দর- হাতিয়া, নোয়াখালী।
- সম্প্রতি ১ম বারের মতো জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ।
- যমুনা রেলসেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলে- ৫ জানুয়ারি, ২০২৫।
- দেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা- ২৩২টি।
- বাংলাদেশিরা দ্বৈত নাগরিকত্ব নিতে পারবেন- ১০১টি দেশে।
- স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ১০৬তম।
- দেশের প্রথম স্পোর্টস ইনস্টিটিউট তৈরি ঘোষণা দেওয়া হয়- ১৮ আগস্ট, ২০২৪।
- শিল্পী এস.এম সুলতানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়- ১০ আগস্ট, ২০২৪।
- বর্তমানে বিশ্বের মোট চিংড়ির ২.৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়- বাংলাদেশে।
- বর্তমানে দেশের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি-১২০ দিন।
- দেশের প্রথম কৃষিবান্ধব সৌরবিদুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম।
- জীবন্ত সত্ত্বার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যে নদীকে- তুরাগ নদীকে।
- জাতীয় প্রবাসী দিবস- ৩০ ডিসেম্বর।
- সবচেয়ে বেশি নদীর প্রবাহিত জেলার নাম- সুনামগঞ্জ (৯৭ টি)।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের নাম- পদ্মা।
- বাংলাদেশে পুলিশের প্রথম নারী বৈমানিক- ফাতেমা তুজ জোহরা।
- বাংলাদেশ ৪০০তম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দ্য হেগ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন- ড. সুলতানা রাজিয়া।
- আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে- সিলেট।
- দেশের প্রথম LNG টার্মিনাল অবস্থিত- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- ১ অক্টোবর ২০২৪ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়- সুপারশপে।
- সম্প্রতি বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে- চীন।
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক বন্ডের নাম- সুকুক।
- নজরুল পুরস্কার- ২০২৪ লাভ করেন- অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা সূচক- ২০২৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান- ১২৮ তম।
- সেভেন সামিট জয়ী বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী- ওয়াসফিয়া নাজনীন।
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে-২০২৪ সালে স্থান পাওয়া সাহিত্য- Sultana's Dream.
- মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ২য়।
- দেশে বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য রয়েছে- ১৯টি।
- দেশে জাতীয় উদ্যান আছে- ১০টি।
- দেশে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা আছে- ২টি।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এর নতুন কোচ- ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্স।
- চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবল চালু হবে- ২০২৮ সালে।
- বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিল- ভারত।
- বাংলাদেশ মাছ রপ্তানি করে- ৫২ টি দেশে।
- দেশে বর্তমানে মোট উপজেলা রয়েছে- ৪৯৫টি।
- দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন অবস্থিত- তেজগাঁও, ঢাকা।
- 'পঞ্চব্রিহি' নামে ধান আবিষ্কার করেন- ড. আবেদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশের ৩য় চা নিলাম কেন্দ্র- পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানি করে- ১৫৭ টি দেশে।
- দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক দাবাড়ু মাস্টার- মনন রেজা নীড়।
- শিল্পকলা একাডেমির সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর)- ২০২৪ সালে।
- জুলাই ও আগস্ট গণহত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা-বাগানের সংখ্যা ১৭০টি।
- 'মুনসুন অভ্যুত্থান' জড়িত- বাংলাদেশের সাথে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে 'হোয়াইট ব্যাজ' এর স্বীকৃতি পান- মাসফিয়া আফরিন।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত- লুৎফে সিদ্দিকী।
- সম্প্রতি জার্মানির যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ চেয়ার স্থাপিত হয়েছে- হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২০২৩ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে- যুক্তরাজ্য (৬১৩.৯৩ মি.মা.ড)
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিম ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন- ড. মুহম্মদ ইউনূস।
- ৩ অক্টোবর ২০২৪, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে- নেপালের সাথে।
- আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান- বিচারপতি জিনাত আরা।
- বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে স্থান পাওয়া একমাত্র নারী ক্রিকেটার-নাহিদা আক্তার।
- সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য- ৩ জন।
- ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য- ৪৮০ কিলোমিটার।



CS CamScanner

- কালবৈশাখীর ইংরেজি প্রতিশব্দ- North Westerlies।
- বিশ্বে প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয়- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- টাইম ম্যাগাজিনের 'টাইম-১০০ নেক্সট' ২০২৪ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন- বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম।
- 'ছাত্র-জনতার' অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথম নারী জেলা প্রশাসক- শ্রাবন্তী রায় (জামালপুর)।
- দেশের প্রথম নারী বিভাগীয় কমিশনার- ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানম।
- দেশের বর্তমান ও তৃতীয় নারী নির্বাচন কমিশনার- বেগম তাহমিদা আহমদ।
- 'ফোর্বস এশিয়া ১০০ টু ওয়াচ' তালিকায় বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে- আইফার্মা।
- ILO এর গভর্নিং বডিতে ২০২৪-২৭ মেয়াদে সদস্য পদ লাভ করে-বাংলাদেশ।
- নতুন জাতের পাটবীজের নাম- BJRI তোষা পাট-৯ (সবুজ সোনা)
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি- আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- দেশের ১৪তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার- এম এম নাসির উদ্দীন।
- দেশের বর্তমানে পরিবেশবান্ধব কারখানা-২২৯ টি।
- বিশ্বের প্রথম কালাজ্বর নির্মূল করে- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক-অপরাজিতা।
- শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান-দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
- বাংলাদেশে প্রথম AI চালু করে- চ্যানেল ২৪।
- বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ক্লাউড চালু করে-৬ মে, ২০২৪।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে- সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে- ২০৩০ সালের মধ্যে।
- বিমানবন্দরের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জ উদ্বোধন হয়- ১১ নভেম্বর' ২০২৪।
- ২০২৫ সাল থেকে EPI তে যুক্ত হবে নতুন যে দুটি টিকা-টাইফয়েডের কনজুগেট ভ্যাকসিন এবং মশা বাহিত রোগের জন্য জাপানিজ এনকেফালাইটিস।
- দেশের প্রথম রোবট সার্জারি চালু হবে- রংপুরে।
- করোনা টিকা 'বঙ্গভ্যাক্স' আবিষ্কারক- কাকন নাগ ও নাজনীন সুলতানা।
- বাঘকে অতি সংকটাপন্ন প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে- IUCN।
- সুন্দরবনে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা- ১২৫ টি।
- দেশের প্রথম ক্রীড়ানিউজ পোর্টাল- 'খেলা ডট কম'।
- সুন্দরবনের যে বিষয়টি GI পণ্যের স্বীকৃতি পায়-মধু।
- সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান- অধ্যাপক আলী রিয়াজ।
- আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে- বাংলাদেশের তামজিদ রহমান।
- ২০২০ সালে শিশু শান্তি পুরস্কার পায়- বাংলাদেশের সাদাত রহমান।
- বাংলাদেশ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে-৪০ মেগাওয়াট।
- ফ্রান্সের 'গঞ্জ সুর সেন' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে- নির্বাণ (পরিচালক, আসিফ ইসলাম)।
- ০১ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে- পূর্বাঞ্চলে (২৯ তম)।
- টাইমস হায়ার র‍্যাঙ্কিং ২০২৫ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
- জাতীয় অ্যাথলেটিকে দ্রুততম মানব ইসমাইল এবং দ্রুততম মানবী- শিরিন।
- দুর্নীতি ধারণা সূচক-২০২৪ এবং বাংলাদেশ-১৪তম (শীর্ষ দেশ-সুদান, সর্বশেষ- ডেনমার্ক)।
- সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে সম্প্রতি চলমান- অপারেশন ডেভিট হান্ট (শুরু ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।
- দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন গ্রাম- কৈল্লাইন (চান্দিনা, কুমিল্লা)।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ-অদম্য-২৪ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
- যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পুরস্কার প্রেসিডেন্সিয়াল পদক পেয়েছেন বিজ্ঞানী এহসান হক।
- ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত 'উইজডেন'-২০২৪ এর বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে স্থান পান- তাসকিন আহমেদ।
- ম্রো ভাষায় মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠের জীবনী অনুবাদ করেছেন -ইয়াং জন।

## আন্তর্জাতিক

- ১৪ মে, ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের BRI তে যোগদান করে-কলম্বিয়া।
- কুখ্যাত আলাফট্রাজ কারাগার অবস্থিত-যুক্তরাষ্ট্রে।
- সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে-আফ্রিকার দেশ মালি।
- 'RS-24 Yars' ক্ষেপনাস্ত্রটি-রাশিয়ার।
- ১২ মে ২০২৫ নিষিদ্ধ হয় মধ্যপ্রাচ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠী-PKK।
- B-2 যুদ্ধ বিমানটি তৈরি করে-যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) তে যুক্ত হয়েছে- আফগানিস্তান।
- টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপ ২৩-২৫ চ্যাম্পিয়ন দল-দক্ষিণ আফ্রিকা।
- কমনওয়েলথের নতুন মহাসচিব-শার্লি আয়োরকর বোতচওয়ে।
- ক্যাথলিক চার্চ ও ভ্যাটিকান সিটির প্রধান পোপ ফ্রান্সিস মারা যান- ২১ এপ্রিল, ২০২৫।
- ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্যা ইয়ার '২০২৫' নির্বাচিত হয়- ফিলিস্তিনের শিশু 'মাহমুদ আজজুর ছবি'।
- সম্প্রতি ৭.৭ মাত্রায় ভূমিকম্প হয়- মিয়ানমারে।
- সম্প্রতি ওয়াকফ আইন পাশ হয়- ভারতে।
- নরওয়ে থেকে প্রদান করা গণিতের নোবেল খ্যাত 'অ্যাবেল পুরস্কার ২০২৫' পেয়েছেন- মাশাকি কাশিওয়ারার (জাপান)।
- সম্প্রতি বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে 'মাঙ্কিপক্স' টিকার ট্রায়াল করেছে- চীন।
- 'নোমাড' শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক ২০২৫ এ শূর্ষ দেশ- আয়ারল্যান্ড।
- 'বিশ্ব সুখী দেশ-২০২৫' সূচকে শীর্ষ দেশ- ফিনল্যান্ড (সর্বনিম্ন- আফগানিস্তান)।
- বিমসটেকের ৬ষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ৪ এপ্রিল, ২০২৫ (থাইল্যান্ডে)।
- 'বিশ্বের নিরাপদ দেশ সূচকে-২০২৫' এ শীর্ষদেশ- অ্যান্ডোরা।
- কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী- মার্ক কার্নি।
- জাতিসংঘের ৯ম মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতুরেস ২য় বারের মতো বাংলাদেশে পরিদর্শনে আসেন- ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- 'গণতন্ত্র সূচক ২০২৪' অনুযায়ী শীর্ষ দেশ- নরওয়ে (সর্বনিম্ন দেশ- আফগানিস্তান)।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান- তুলসি গ্যাবার্ড।
- হেনলি ও পার্টনার্স এর রিপোর্ট অনুযায়ী শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে শীর্ষ দেশ- সিঙ্গপুর।
- সম্প্রতি ট্রান্স নারীদের খেলাধুলায় নিষিদ্ধ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট- ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- বিশ্বের ১ম দেশ হিসেবে 6G ডিভাইস তৈরি করে- জাপান।
- ৮ম দেশ হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়েছে- সাও টোমে এন্ড প্রিন্সিপে।
- আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) জাতীয় পাখি- ঈগল।
- 'D-8' এর বর্তমান সদস্য-৯ সর্বশেষ- আজারবাইজান।
- ২০২৪-২৪ 'বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী'- কোপেনহেগেনবার্গ (ডেনমার্ক)।
- বর্ষসেরা কোচ- কার্লো আনচেলত্তি।
- সম্প্রতি 'বিশ্বের প্রথম' কার্বন নিরপেক্ষ শিশু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে- আদাভি (তামিলনাড়ু, ভারত)।
- ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী- ফ্রাঙ্কোইস বায়রো।
- ইতিহাসের ১ম দল হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৪ লাখ রান করেছেন- ইংল্যান্ড।
- যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' পেয়েছেন- লিওনেল মেসি।
- বর্তমানে শেনজেনভুক্ত দেশ- ২৯টি (সর্বশেষ যোগ দেয়- রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া)।
- বর্তমানে LDC-ভুক্ত দেশ- ৪৪টি (সর্বশেষ সদস্যপদ ত্যাগ করে- সাওটোমে এন্ড পিন্সিপে)।
- সম্প্রতি চীনে ধরা পড়েছে- 'হিউম্যান মেটা পনিউমো ভাইরাস (HMPV)।
- সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড আইন বাতিল করেছে আফ্রিকার দেশ- জিম্বাবুয়ে।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় নারী প্রার্থী- কমলা হ্যারিস (প্রথম ছিল হিলারি ক্লিনটন)।
- বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- ত্রিপুরার ডুম্বর বাঁধ যে নদীর তীরে- গোমতী।
- থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী- পেতংতান সিনাওয়াত্রা।
- দ. আফ্রিকার ১ম নারী বিচারক- মান্দিসা মায়া।



CamScanner

- সার্কের বর্তমান মহাসচিব- কে পি শর্মা অলি (নেপাল)।
- প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ- ভারত (বাংলাদেশ ৭ম)।
- নেক্সট এশিয়ান টাইগার- ভিয়েতনাম।
- ৫০ তম G-7 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ইতালিতে (১৩ জুলাই, ২০২৪)।
- বিশ্ব পানি সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকারী দেশে- সৌদি আরব।
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বোমারু বিমান 'বি-২১ রাউডার' তৈরি করেন- যুক্তরাষ্ট্র।
- টুইটারের বর্তমান মালিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)-ইলন মাস্ক।
- আবুগা অঞ্চলটি অবস্থিত- রাশিয়া।
- Theards' এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান- মেটা (Meta)
- ইরানের উদ্ভাবিত নতুন ড্রোনের নাম- মোহাজের-১০।
- বিশ্বের যে দেশের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ আজীবন-চীন।
- বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য- স্ট্যাচু অব ইউনিটি (গুজরাট, ভারত)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান- গার্টনার ।
- 'হারেৎজ' দেশভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম- ইসরাইল
- "Palestine: Peace Not Apartheid" গ্রন্থের লেখক- জিমি কার্টার।
- সম্প্রতি কোন দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ দেয়- ইসরাইল।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী নৌ প্রধান- অ্যাডমিরাল লিসা ফ্রানচেত্তি।
- সম্প্রতি হাইড্রোজেন ট্রেন চালু করে- ভারত।
- 'শিন বেট' যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা- ইসরাইল।
- বৈশ্বিক শরণার্থী গ্রহণে শীর্ষ দেশ- তুরস্ক।
- বৈশ্বিক শরণার্থী হওয়াতে শীর্ষ দেশ- সিরিয়া।
- বিশ্বের প্রথম বিষ্ঠা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়- জাপানে।
- মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পরিচালিত সংবাদপত্র- মিয়াওয়াদি।
- শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে- চীন।
- প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যান- রায়ানা বারনাওয়ি।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯ তম সম্মেলনের সভাপতি- ফিলেমন ইয়াং।
- ন্যাটোর নতুন মহাসচিব- মার্ক রুট (নেদারল্যান্ডসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।
- নিউজিল্যান্ডের নতুন মাওরী রানী- এনগা ওয়াই হোনোইতে পোপাদি।
- ইসরাইয়েলি হামলায় নিহত হয়- লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন 'হিজবুল্লাহ প্রধান' শেখ হাসান নাসরুল্লাহ।
- আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ- ২০২৬ সালে।
- বিশ্বের জনবহুল শহর- শীর্ষ শহর টোকিও (ঢাকা-৭ম)।
- হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইসরায়েলের হাতে নিহত হন- ১৬ অক্টোবর' ২০২৪।
- এমপক্স ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হয়- সমকামী পুরুষরা।
- বিশ্ব শান্তি সূচক- শীর্ষ দেশ সিঙ্গাপুর (সর্বনিম্ন ইয়েমেন), বাংলাদেশ ৯৩ তম।
- বিশুদ্ধ পানি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- হামাসের নতুন প্রধান- খালেদ মাশাল।
- বিশুদ্ধ পানি আমদানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও আমদানিতে ভারত।
- আফ্রিকা অঞ্চলের নতুন মরণব্যাধি ভাইরাস- মারবার্গ।
- সম্প্রতি গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে: দক্ষিণ আফ্রিকা
- নাসার মহাকাশে উদ্ভিদ জন্মানোর গবেষণা দল 'লা টেক বায়োমাস'- এর সদস্য নেত্রকোণার মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান।
- সম্প্রতি ফিলিস্তিনের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের ঘোষণা দিয়েছে- দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।
- Global Security Initiative (GSI) প্রস্তাবক দেশ- চীন।
- European Sky Shield Intitiative (ESSI) এর প্রস্তাবক-ওলাফ শলৎজ।
- খার্মাইট দ্বারা নির্মিত ইউক্রেনের ড্রোন- Dragon Drone।
- বিশ্বের যে দেশে প্রথম AI হাসপাতাল চালু হয়- চীন।
- ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : AIIB এর ৯৮তম সদস্যপদ লাভ করে- জিবুতি।
- ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU) বর্তমান সদস্য- ১৮১টি।
- "Business Ready" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে- বিশ্বব্যাংক।
- বিশ্বের ১ম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়- যুক্তরাজ্যে।
- ১লা অক্টোবর ২০২৪, ইরান-ইসরায়েলি ভূখণ্ডে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তার শিরোনাম- Operation true promise-2।
- "One Nation, One Election" নীতি জড়িত- ভারতের সাথে।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে 10G ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক চালু করবে-চীন।
- জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য দেশ না হয়েও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাধারণ অধিবেশনে স্থান পায়- ফিলিস্তিন।
- একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (রপ্তানিতে শীর্ষ- চীন)।
- সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি করেন- শুভমান গিল (ভারত)।
- মানুষের মস্তিষ্কে প্রথমবারের মতো তারবিহীন চিপ স্থাপন করে- নিউরালিংক প্রতিষ্ঠান।
- সবুজ জ্বালানির প্রথম ফ্লাইট যাত্রা শুরু হয়- যুক্তরাজ্যের 'হিথরো' বিমানবন্দর থেকে।
- বর্তমানে হংকংয়ের নতুন নির্বাহী প্রধান হলেন- জন লি কা চিউ।
- 'আনসারুল্লাহ মুভমেন্ট' যে দেশভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন- ইয়েমেন।
- ওয়াঘা সীমান্ত অবস্থিত- পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে।
- চীনের বৃহত্তম রণতরী- 'দ্য ফুজিয়ান'।
- 'নাপালি' সমুদ্র সৈকত অবস্থিত- মিয়ানমারে।
- 'ইয়ামাম টেরিজম ইউনিট' কোন দেশের স্পেশাল ফোর্স- ইসরায়েল।
- ১ম পুরো চোখ প্রতিস্থাপন করে সফল হয়েছেন- যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসক (নেতৃত্ব দিয়েছেন- এদুয়ার্দো রুদ্রিগেজ)।
- সম্প্রতি রশ্মি দিয়ে মহাকাশের স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করে- চীন।
- ভারতের প্রথম বেসরকারি সামরিক বিমান কারখানায় যৌথভাবে ভারত ও স্পেন সি-২৯৫ সামরিক বিমান তৈরি করবে।
- চীনের প্রথম ও সর্বকনিষ্ঠ নারী হিসেবে মহাকাশে পৌছান- ওয়াং হাওজেও।
- চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরী-লিয়াওনিং।
- ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী- নুসানতারা (বোর্নিও দ্বীপে)।
- লেবাননে পেজার বিস্ফোরণ হয়- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- রাশিয়ার লোহা আকরিকের প্রধান উৎপাদনস্থল- কুরস্ক অঞ্চল।
- পান্ডা কূটনীতির সম্পর্কিত দেশ- চীন।
- বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে- ভারতের গুজরাটের খাবড়া এলাকায়।
- বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মালিক- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- প্যারা অলিম্পিক ২০২৪ আয়োজন করে- ফ্রান্স (প্যারিস)।
- বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ক্রীড়াবিদ- মাইকেল জর্ডান।
- বিশ্বের স্বর্ণমজুদে শীর্ষদেশ- যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয়- জার্মানী)।
- বিশ্বের বায়ুদূষণে শীর্ষদেশ- বাংলাদেশ (শীর্ষ দূষিত রাজধানী-নয়াদিল্লি)।
- জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষদেশ- নেপাল (বাংলাদেশ তৃতীয়)।
- বিশ্বের ব্যস্ততম কন্টেইনার বন্দরের তালিকায় শীর্ষে- চীনের সাংহাই (চট্টগ্রাম ৬৭তম)।
- ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি-বার্নার্ড আর্নল্ট।
- সম্প্রতি অপরচুনিটি কার্ড চালু করে-জার্মানি।
- পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হন-মরিয়ম নওয়াজ।
- আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস- ৯ ডিসেম্বর।
- 'দ্য নেক্সট এশিয়ান টাইগার' হিসেবে আখ্যায়িত হয়- ভিয়েতনাম।
- তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট-লাই চিংতে।
- মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- ক্লডিয়া শেইনবম।
- ইসরাইলিদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছে- মালদ্বীপ।
- সম্প্রতি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া ইউরোপিয়ান দেশ- স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু-ভারতে।
- সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন-লি জা মিয়ং।
- সম্প্রতি ভারতে বিধ্বস্ত হয় এয়ার ইন্ডিয়ার-৭৮৭ মডেলের একটি বিমান।
- যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানের চালানো অপারেশনটির নাম-অপারেশন মিড নাইট।
- যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানো হয়-B2 sprit যুদ্ধ বিমান দ্বারা।
- সার্কভুক্ত দেশের জন্য ২০২৪-২৭ সাল মেয়াদে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা চালু করে- ভারত।
- ইরানের নতুন রাজধানী- মাক্রান।
- ADB এর বর্তমান সভাপতি- মাসাতো কান্ডা (জাপান)।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত জাতীয় গোয়েন্দা প্রধান- তুলসি গ্যাবার্ড।
- সম্প্রতি আন্ত-অপরাধ আদালত (ICC) এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে-ট্রাম্প।
- সম্প্রতি মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে নিউজিল্যান্ডের 'তারা নাকি'- পর্বত।
- সম্প্রতি স্থগিত করা হয় সিরিয়ার সংবিধান।
- সিরিয়ায় বিলুপ্ত হয় বাশারের বাথ পার্টি।

অধ্যায় ০১

# প্রাচীন বাংলা ও উপমহাদেশের ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

## প্রাচীন বাংলার ইতিহাস:

- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক জাতি হতে।
- সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
- আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম-বেদ।
- আর্য যুগকে বলা হয়- বৈদিক যুগ।
- প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম জনপদ- পুণ্ড্র।
- বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ যার রাজধানী ছিল– পুণ্ড্রনগর।
- সংকর বা নিষাদ জাতি নামে পরিচিত- বাঙালি জাতি।
- বঙ্গ জনপদ বলতে বুঝায়- বৃহত্তর ঢাকাকে।
- হরিকেল জনপদ বলতে বুঝায়- বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রামকে।
- বাংলায় আগমনকারী প্রথম পর্যটক/রাষ্ট্রদূত- মেগাস্থিনিস (গ্রিস)।
- মেগাস্থিনিসের লিখিত গ্রন্থ- ইন্ডিকা।
- মরক্কো থেকে আসা পরিব্রাজক- ইবনে বতুতা (গ্রন্থ- কিতাবুল রেহালা)।
- বাংলাকে "দোযখপুর নিয়ামত-ধনসম্পদপূর্ণ নরক" বলে- ইবনে বতুতা।
- চীন থেকে আসা প্রথম পরিব্রাজক- ফা হিয়েন (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে)।
- আলেকজান্ডার ছিল- ম্যাসিডন রাজা ফিলিপের পুত্র।
- আলেকজান্ডার সম্রাট ছিলেন- মেসিডোনিয়ার।
- আলেকজান্ডার কোন দেশের অধিবাসী - গ্রিসের।
- আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম- সেলিওকাস।
- প্লেটোর শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- একাডেমিয়া।
- এরিস্টটলের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম- লাইসিয়াম।
- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (প্রথম সম্রাট)।
- মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট- সম্রাট অশোক।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল– পাটালিপুত্র।
- বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়- সম্রাট অশোক।
- চাণক্য-এর ছদ্মনাম- কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত (ভারতের ম্যাকিয়াভেলি)।
- গুপ্ত সাম্রাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা – প্রথম চন্দ্র গুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা – সমুদ্রগুপ্ত।

**কালিদাসের মহাকাব্যের নাম মেঘদূত; তিনি ছিলেন গুপ্ত যুগের কবি। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয় গুপ্ত যুগকে।**

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং প্রথম বাঙালি রাজা – শশাঙ্ক।
- ৭ম শতকে প্রাচীন জনপদকে একত্রিত করে গৌড় নাম দেন - রাজা শশাঙ্ক।
- গৌড়ের রাজধানী ছিল – কর্ণসুবর্ণ।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে।
- বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ– পাল বংশ।
- পাল বংশের রাজারা বাংলা শাসন করেন– প্রায় চারশ বছর।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা – গোপাল।
- সোমপুর বিহার/ পাহাড়পুর– নওগাঁ জেলায়।
- পাহাড়পুর/সোমপুর বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা – ধর্মপাল।
- বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন- চর্যাপদ।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা – হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের শেষ হিন্দু রাজা – লক্ষণ সেন।
- পূর্বে বোলঘকপুর বা বিদ্রোহের দেশ নামে পরিচিত ছিল – বাংলাদেশ।
- অতীশ দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করে- মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগীনি গ্রামে।
- বল্লাল সেন প্রবর্তন করেন- কৌলিন্য প্রথা।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর শিক্ষা গুরু ছিলেন- শিলভদ্র।

## উপমহাদেশ ও বাংলার মুসলিম ইতিহাস:

- হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটান- মোহাম্মদ বিন কাশিম (৭১২ সালে)।
- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন - গজনীর সুলতান (আফগানিস্তান)।
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে - ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভা কবি ছিলেন - ফেরদৌসি।
- ফেরদৌসিকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- ফেরদৌসি রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম - শাহনামা।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার নাম করা দার্শনিক ও জোতির্বিদ- আল বেরুনী।
- ঘুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- সুলতান মোহাম্মদ ঘুরি (শিহাবউদ্দিন)।
- তরাইনের ২টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১১৯১ ও ১১৯২ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন -মুহাম্মাদ ঘুরী।
- মুহাম্মাদ ঘুরীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন -কুতুবউদ্দিন আইবেক।
- ভারতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- মুহাম্মাদ ঘুরী।
- ১২০৬ সালে দিল্লীর সালতানাতের শুরু করে- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবউদ্দীন আইবেকের জামাতা- ইলতুতমিশ (উপাধি- সুলতান ই আজম)।
- ১২৩৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণকারী প্রথম নারী- সুলতানা রাজিয়া।
- ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা - কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬)।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- দিল্লির কুতুব মিনার নির্মাণ করেন - কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- কুতুবউদ্দিন আইবেক কে বলা হয় - লাখবক্স।
- দিল্লি লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান - ইব্রাহিম লোদী।
- দিল্লীর সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা - সুলতান ইলতুতমিশ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে খিলজী বংশ সূচনা করেন- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী।
- ভারতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন- আলাউদ্দীন খিলজী।
- ইতিহাসে অন্ধকার যুগ- হাবসী কুশাসনের অন্ধকারময় যুগ।
- তুঘলক বংশের প্রথম শাসকের নাম - গিয়াস উদ্দীন তুঘলক।
- দিল্লী হতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন - মুহাম্মদ বিন তুঘলক।
- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান- মাহমুদ শাহ্।
- মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি- তৈমুর লং।
- পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন - সিকান্দার শাহ।
- গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তৈরি করেন - সিকান্দার শাহ।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁয়)।
- সুলতানি যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান হলো- গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

**ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচিত হয় গৌড়ের রাজা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে। ইরানের কবি হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। দু'জনের সাথে পত্র বিনিময় হতো।**

- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে একত্রিত করেন- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।
- "শাহ ই বাঙ্গালাহ বা বাংলার সুলতান" উপাধি- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের।
- বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন- সিকান্দার শাহ।
- চট্টগ্রাম হতে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন- আলাউদ্দীন হুসেন শাহ।
- প্রাচীনকালে বাংলা পরিচিত ছিল- গঙ্গারিডাই নামে (রোমান ও গ্রিকদের কাছে)।

## মুঘল শাসনের ইতিহাস:

- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা – সম্রাট বাবর (বাবর অর্থ- সিংহ)।।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করা হয়- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়– ১৫২৬ সালে।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়- বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে।
- বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট বাবর (১৫২৭)।
- বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- তুযুক ই বাবর/বাবরনামা।

**মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে সিন্ধু অববাহিকায়, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভাবিত ছিল পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা। এই সাম্রাজ্যের অন্যতম ভাষা ছিল ফার্সি, উর্দু, চাগাতাই ভাষা।**

- বাংলার নামকরণ করেন- জান্নাতাবাদ। হুমায়ুন শব্দের অর্থ- ভাগ্যবান।
- হুমায়ুন পরাজিত হন- শেরশাহ এর নিকট (১৫৪০ সালে)।



CamScanner

- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান- হুমায়ুন।
- শেরশাহ্ এর প্রকৃত নাম- ফরিদ (১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে)।
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন- শেরশাহ
- ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন- শেরশাহ
- কাশ্মীরের আকবর বলা হয়- জয়নুল আবেদীনকে।
- সম্রাট আকবর সিংহাসন আরোহণ করেন- ১৫৫৬ সালে (১৩ বছর বয়সে)।
- মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার করে- আকবরের রাজত্বকালে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন- সম্রাট আকবর।
- আকবরের অভিভাবক ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন- বৈরাম খান।
- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট আকবর (১৫৭৬)।
- প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হয়- সুবেদার।
- আকবর মৃত্যুবরণ করেন- ১৬০৫ সালে (সমাধিস্থল- সেকেন্দ্রায়)।
- নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল- মেহেরুন্নেছা (নূরজাহান অর্থ- জগতের আলো)।
- জাহাঙ্গীরের ডাকনাম ছিল- শেখ বাবা (প্রকৃত নাম সেলিম)।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করেন- ইসলাম খানকে।
- ভূঁইয়াদের দমন করা হয়- সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে (ইসলাম খাঁ কর্তৃক)।
- ঢাকার নামকরণ জাহাঙ্গীরনগর করা হয় - ১৬১০ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে।
- ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহলসহ বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণের জন্য 'Prince of Builders' বলা হয়- - সম্রাট শাহজাহানকে।
- সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হয়- ১৬৫৮ সালে।
- বাংলার যে স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ইংরেজরা- পিপিলাই।
- 'শাহজাহান' উপাধি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর (শাহজাহান অর্থ- বিশ্ব সম্রাট)।
- ময়ূর সিংহাসনের শিল্পী ছিলেন- পারস্যের বেবাদল খান।
- তাজমহল অবস্থিত- যমুনা নদীর তীরে।
- সম্রাট আওরঙ্গজেব পরিচিত ছিলেন- আলমগীর নামে।
- ২য় বাহাদুর শাহের সমাধি-রেঙ্গুনে (মায়ানমার)।
- আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেন- ১৬৫৮ সালে (ক্ষমতায় ছিলেন- ৪৯ বছর)।
- শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (জাফর)।
- সিপাহি বিদ্রোহে সমর্থন দিয়েছিলেন- ২য় বাহাদুর শাহ।

■ **মুঘল আমলের পানিপথের ৩টি যুদ্ধ:**

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম যুদ্ধ | সম্রাট বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে | ১৫২৬ সালে |
| দ্বিতীয় যুদ্ধ | আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁন এবং হিমুর মধ্যে | ১৫৫৬ সালে |
| তৃতীয় যুদ্ধ | আহমদ শাহ আবদালী এবং মারাঠাদের মধ্যে | ১৭৬১ সালে |

■ **উপমহাদেশের ইউরোপীয় ও ইংরেজ শাসন:**

- উপমহাদেশে আসা প্রথম ইউরোপীয় গোষ্ঠী- পর্তুগিজ।
- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্যা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে আসে- ১৪৯৮ সালের।
- পর্তুগিজদের বাংলায় আগমন ঘটে- ১৫১৬ সালে।
- ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন - আলবুকার্ক।
- ভারতের প্রথম পর্তুগিজ ভাইসরয় - ফ্রান্সিসকো ডি আল মিডা।
- পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হত - হার্মাদ।
- বাংলায় যে নামে পরিচিতি ছিল - ফিরিঙ্গি।
- পর্তুগিজদের সম্পূর্ণরূপে দমন করেন - সুবেদার শায়েস্তা খান।
- পর্তুগিজরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি পায় - সম্রাট আকবরের আমলে।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রামের সন্দীপ ও ভোলার মনপুরা দ্বীপে বসবাস করত।
- ডাচ বলা হয় - ওলন্দাজ (হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের)।
- ডেনিশ বলা হয় - ডেনমার্কের অধিবাসীকে (বাংলায় পরিচিত দিনেমার নামে)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় - ১৬০০ সালে (২১৮ জন অংশীদার)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসে - ১৬০৮ সালে।

**বাংলার প্রথম বই রোমান হরফে ছাপেন পর্তুগিজরা। "কৃপা শাস্ত্রের" অর্থভেদ নামক বইটির লেখক ম্যানোয়েল দা আসসুমাসাঁও।**

- ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন - সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে - দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে।
- বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে - সুরাটে।
- দ্বিতীয়বার এসে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান - জব চার্নক।
- ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে - ১৭০০ সালে।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন - জব চার্নক।
- ফরাসিরা বাংলায় আসেন -১৬৬৮ সালে।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেছিল - ফরাসিরা।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বশেষ উপমহাদেশে আগমন করে - ফরাসিরা।
- ফরাসিরা সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে - ১৬৬৮ সালে।
- ফরাসিরা তাদের ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে - চন্দন নগর।
- উপমহাদেশে যে দুই ভিন্ন জাতি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল - ইংরেজ ও ফরাসি।
- বাংলায় ফরাসিদের শ্রেষ্ঠ কুঠি ছিল - চন্দন নগরে।
- ১৭৬০ সালে বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট- ফরাসিরা পরাজিত হয়।
- ফরাসিরা তাদের বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে- ইংরেজদের কাছে।
- নীল চাষের নামে জেলার নামকরণ– নীলফামারী।
- নীল বিদ্রোহ নিয়ে নাটক ও গ্রন্থ– নীল দর্পণ (দীনবন্ধু মিত্র-১৮৬০)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ – নীল দর্পণ।
- নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদক – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাঁশেরকেল্লা নির্মাণ করেন- তিতুমীর (মীর নিসার আলী)।
- বাঁশেরকেল্লা ধ্বংস করেন- লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার লে. জেনারেল– স্যার ফ্রেডরিক জেমস হ্যালিডে (১৮৫৭)।
- নীল কমিশন গঠনের সময়– স্যার পিটার গ্যান্ট (১৮৬০)।
- বঙ্গভঙ্গ – স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (১৯০৫)।
- স্বদেশী আন্দোলন – স্যার অ্যান্ড্রু ফেজার (১৯০৬)।
- বঙ্গভঙ্গ রদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর– লর্ড কারমাইকেল (১৯১২)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা– লর্ড ডানডাস (১৯২১)।
- তেঁতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ– জন আর্থার হার্বার্ট (১৯৪৩)।
- দেশ ভাগ ও বাংলার সর্বশেষ গভর্নর– স্যার ফ্রেডরিখ বারোস (১৯৪৭)।
- দেশ ভাগের পর পূর্বে বঙ্গের প্রথম গভর্নর– স্যার ফ্রেডরিখ চালমার্স বোর্ন (১৯৪৭-৫০)।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের গভর্নর– স্যার ফিরোজ খান নুন (১৯৫০-৫৩)।
- সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৮৫ সালে।
- সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা - অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি - ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে গড়ে উঠেছিল– স্বদেশী আন্দোলন।
- পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয় - ঢাকা।
- বঙ্গভঙ্গের সময় লেফটেন্যান্ট গর্ভনর নিযুক্ত হন - ব্যামফিল্ড ফুলার।
- খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।
- নীল বিদ্রোহের সাথে জড়িত পত্রিকা- হিন্দু পেট্রিয়ট ও ইন্ডিয়ান ফিল্ড।
- উপমহাদেশে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে- ১৮৫৮ সালে।
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহিদ- মঙ্গল পাণ্ডে।
- মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধি গ্রহণ করে- রাজা রামমোহন রায় (১৮৩০ সালে)।
- বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত- হাজী মুহাম্মদ মুহসীন।
- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন- নওয়াব আব্দুল লতিফ।
- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে- সৈয়দ আমীর আলী (১৮৭৭ সালে)।
- সৈয়দ আমীর আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- The Spirit of Islam, A Short History of the Saracens।



CamScanner

- মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- স্যার সৈয়দ আহমদ (আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা)।
- অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৩৮) করে- শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- এ. কে. ফজলুল হক।
- রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক)।
- স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা- বিদেশি পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের ব্যবহার।
- স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- বরিশাল যে কবি স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন- চারণ কবি মুকুন্দ দাস।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ।
- খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে।
- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- খিলাফত ও অসযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করে- ১৯২২ সালে।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হয়- ১৯২০ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করে- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে।
- দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৩৯ সালে)।
- লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ (এ. কে. ফজলুল হক)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর হয় বাংলা- ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রি.)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস (নুরুল মোমেন)।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর ছবি একে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান- জয়নুল আবেদীন।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী- ইলা মিত্র।
- তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস- নাঢ়াই (রচয়িতা- শওকত আলী)।
- ইলামিত্রকে নিয়ে সেরিনা হোসেনের রচিত উপন্যাস- কাঁটাতারের প্রজাপতি।

## রাওলাট আইন

ব্রিটিশ জর্জ রাওলাট ১৯১৯ সালে পুলিশকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে নির্বাসন দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যে আইন করে, তাই রাওলাট আইন। এটি ভারতীয়দের দমনপীড়নের একটি কুখ্যাত আইন ছিল।

■ **একনজরে ব্রিটিশ সংস্কার:**

| সংস্কারসমূহ | সংস্কারক |
|---|---|
| দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি | ওয়ারেন হেস্টিংস |
| দশসালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা | লর্ড কর্ণওয়ালিশ |
| চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা | লর্ড কর্ণওয়ালিশ |
| অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি | লর্ড ওয়েলেসলি |
| কলকাতা মেডিক্যেল কলেজ | লর্ড বেন্টিঙ্ক |
| বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন | লর্ড ডালহৌসী |
| সতীদাহ প্রথা রদ | লর্ড বেন্টিঙ্ক |
| রেল যোগাযোগ উন্নয়ন | লর্ড হার্ডিঞ্জ |
| টাকার প্রচলন | লর্ড ক্যানিং |
| স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন | লর্ড ডালহৌসী |
| প্রথম আদমশুমারি | লর্ড মেয়ো |
| ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন | লর্ড কার্জন |
| বঙ্গভঙ্গ | লর্ড কার্জন |
| বঙ্গভঙ্গ রদ | লর্ড হার্ডিঞ্জ |
| দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর | লর্ড হার্ডিঞ্জ |
| এশিয়াটিক সোসাইটি | ওয়ারেন হেস্টিংস |

■ **বিভিন্ন আন্দোলন ও নেতৃত্বদাতা:**

| আন্দোলন/বিদ্রোহ | নেতৃত্ব দাতা | আন্দোলন/বিদ্রোহ | নেতৃত্ব দাতা |
|---|---|---|---|
| নীলবিদ্রোহ | দিগম্বর বিশ্বাস | আলীগড় আন্দোলন | স্যার সৈয়দ আহমদ খান |
| বারাসাত বিদ্রোহ | তিতুমীর | স্বরাজ আন্দোলন | চিত্তরঞ্জন দাস |
| নাচোলের বিদ্রোহ | ইলা মিত্র | অহিংস আন্দোলন | মহাত্মা গান্ধী |
| সলঙ্গা বিদ্রোহ | মাওলানা ভাসানী | সত্যাগ্রহ আন্দোলন | মহাত্মা গান্ধী |
| তেভাগা আন্দোলন | ইলা মিত্র | আইন অমান্য আন্দোলন | মহাত্মা গান্ধী |
| ওয়াহাবী আন্দোলন | তিতুমীর | স্বদেশী আন্দোলন | কবি মুকুন্দ দাস |

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যে আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন –** [DU-7Clg: 2023-24]

A. তেভাগা B. নকশাল C. স্বদেশি D. অসহযোগ

**Ans C Analysis** প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী একজন বাঙালি বিপ্লবী। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণকালে ঔপনিবেশিক পুলিশের হাতে ধরা পরে এবং আত্মহত্যা করেন।

**02. কুমিল্লা ও নোয়াখালী প্রাচীন যে জনপদের অংশ ছিল –** [DU-7Clg: 2023-24]

A. বঙ্গ B. রাঢ় C. সমতট D. পুণ্ড্র

**Ans C Analysis** প্রাচীন জনপদ সমতটের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হচ্ছে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট ভ্রমণ করেন ৭ম শতকে। বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ফরিদপুর। রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর, বাকুঁড়া ও দক্ষিণ কলকাতা এবং পুণ্ড্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বৃহত্তম বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী।

**03. 'টঙ্ক' আন্দোলন কী?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলন B. সাঁওতাল বিদ্রোহ
C. কৃষক আন্দোলন D. উপরের কোনটিই নয়

**Ans C Analysis** 'টঙ্ক আন্দোলন' বাংলার কৃষকদের অধিকার আদায়ের অন্যতম একটি আন্দোলন। উত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপক আকারে ধারণ করে এবং ১৯৫০ সালে টঙ্ক প্রথা ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**04. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. ১৭০৩ B. ১৭৭৩ C. ১৭৮৩ D. ১৭৯৩

**Ans D Analysis** লর্ড কর্ণওয়ালিস সূর্যাস্ত আইন বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তন করেন ২২ মার্চ ১৭৯৩ সালে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল- কোম্পানির জন্য স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

**05. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. লর্ড কার্জন B. লর্ড মাউন্টব্যাটেন
C. লর্ড বেন্টিংক D. লর্ড হেস্টিংস

**Ans B Analysis** ব্রিটিশ ভাইসরয় সংশ্লিষ্ট তথ্য:

| নাম | সংশ্লিষ্ট তথ্য |
|---|---|
| ওয়ারেন হেস্টিংস | বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শেষ গভর্নর ও প্রথম গভর্নর জেনারেল |
| লর্ড বেন্টিঙ্ক | বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শেষ ও ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল |
| লর্ড কার্জন | তিনি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেন |
| লর্ড মাউন্টব্যাটেন | ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় বা বড়লাট |



CamScanner

06. ফা হিয়েন কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? [DU-7Clg: 2022-23]
A. মরক্কো B. চীন C. মঙ্গোলিয়া D. আলজেরিয়া
**Ans B Analysis** ২য় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে ৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন চীনা পরিব্রাজক 'ফা হিয়েন'।

07. নাচোলের কৃষক আন্দোলনে নেতা কে ছিলেন? [DU-7Clg: 2022-23]
A. সূর্য সেন B. ইলা মিত্র
C. তিতুমীর D. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
**Ans D Analysis** তেভাগা আন্দোলন নিয়ে তথ্য:

| | |
|---|---|
| নেতৃত্ব দেন | ইলা মিত্র ও হাজি মুহম্মদ দানেশ |
| বিষয়বস্তু | মোট উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ পাবে চাষী ১ ভাগ পাবে জমির মালিক |
| সময়কাল | ১৯৪৬-১৯৪৭ সাল (দিনাজপুর ও রংপুর) |

08. অহিংস আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন– [DU-7Clg: 2021-22]
A. নেলসন ম্যান্ডেল B. মহাত্মা গান্ধী
C. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র D. মার্শাল টিটো
**Ans B Analysis** মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে প্রথম তার অহিংস আন্দোলনের মতাদর্শ প্রয়োগ করেন। লবণ করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ৪০০ কিলোমিটার পথে হাটেন, যা আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ।

09. প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীনতা সার্বভৌম শাসক ছিলেন– [DU-7Clg: 2020-21]
A. শশাঙ্ক B. ধর্মপাল C. হর্ষবর্ধন D. বল্লাল সেন
**Ans A Analysis** প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক ছিলেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিলো কর্ণসুবর্ণে। শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিস্টানদের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য স্থাপন করেন।

10. —— আমল ছিল ভারতের স্বর্ণযুগ- [DU-7Clg: 2019-20]
A. পাল B. সেন C. গুপ্ত D. মৌর্য
**Ans C Analysis** গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল একটি প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য। আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৩২০ থেকে ৫৫০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এই সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল।

11. লর্ড —— বঙ্গভঙ্গের কালে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন– [DU-7Clg: 2019-20]
A. কার্জন B. ক্লাইভ C. ক্যানিং D. বেন্টিংক
**Ans A Analysis** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রচণ্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়।

12. বাংলার 'ফকির আন্দোলনের' নেতা ছিলেন– [DU-7Clg: 2019-20]
A. আহমত শাহ B. মজনু শাহ C. দুদু মিঞা D. তিতুমীর
**Ans B Analysis** ফকির আন্দোলন বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম ফকির (সুফি) ও হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৭৬০ সালে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং চার দশকের অধিককাল স্থায়ী থাকে।

13. আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন– [DU-7Clg: 2018-19]
A. আবু জাফর আল-মনসুর B. আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ
C. হারুন অর রশীদ D. আল-মাহদী
**Ans A Analysis** আব্বাসীয় খিলাফত ইসলামি খিলাফতগুলোর মধ্যে তৃতীয় খিলাফত। বাগদাদ এই খিলাফতের রাজধানী ছিল। উমাইয়া খিলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু জাফর আল-মনসুর।

14. হিউয়েন সাঙ ছিলেন একজন– [DU-7Clg: 2018-19]
A. চিত্রকর B. চিকিৎসক C. বিজ্ঞানী D. পরিব্রাজক
**Ans D Analysis** হিউয়েন সাঙ ছিলেন বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত, পর্যটক এবং অনুবাদক। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে চীন থেকে মধ্য-এশিয়ার কুচ হয়ে উত্তর ভারতে পৌছান। ভারতে তিনি মহান ভারতীয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের আতিথ্য লাভ করেন।

15. বখতিয়ার খিলজি বাঙলা জয় করেন– [DU-7Clg: 2018-19]
A. ১২০২ খ্রিস্টাব্দে B. ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে
C. ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে D. ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে
**Ans B Analysis** ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ছিলেন একজন তুর্কি সেনাপতি। তিনি ১২০৪ সালের দিকে তৎকালীন বঙ্গের শাসক সেন রাজবংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন।

16. ভারতের শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন– [DU-7Clg: 2018-19]
A. বাহাদুর শাহ জাফর B. হুমায়ূন
C. শাহজাহান D. আকবর
**Ans A Analysis** সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর বা ২য় বাহাদুর শাহ্ মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। সিপাহি বিপ্লবের শেষে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে বিদ্রোহে সহায়তার দায়ে ক্ষমতাচ্যুত করে ও রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

17. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন– [DU-7Clg: 2018-19]
A. তিতুমীর B. হাজী শরিয়তুল্লাহ
C. হাজি দানেশ D. দুদু মিয়া
**Ans B Analysis** ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে সংগঠিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

18. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর খ্রিষ্টীয় সাল- [DU-7Clg: 2017-18]
A. ১৭৭০ B. ১৭৭৬
C. ১৮৭০ D. ১১৭৬
**Ans A Analysis** ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল বাংলা ১১৭৬ (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে)। এ সময় দ্বৈত শাসনপদ্ধতির কারণে নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে যান আর প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। এ অব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় অনাবৃষ্টি আর খরা। সবকিছু মিলিয়ে বাংলায় নেমে আসে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ।

19. বখতিয়ার খিলজি পরাজিত করেন– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ধর্মপালকে B. শ্রীচন্দ্রকে C. রামপালকে D. লক্ষণ সেনকে
**Ans D Analysis** ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ছিলেন তুর্কি সেনাপতি। তিনি ১২০৪ সালের দিকে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করেন। পরবর্তীতে নদীয়া ধ্বংস করে রাজধানী স্থাপন করেন গৌড়ের লক্ষণাবতীতে।

20. শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন– [DU-7Clg: 2017-18]
A. বাবর B. বাহাদুর শাহ জাফর
C. আওরঙ্গজেব D. শাহজাহান
**Ans B Analysis** ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম কামানের ব্যবহার করেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সম্রাট আকবর।

21. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. স্বামী বিবেকানন্দ
C. রাজা রামমোহন রায় D. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
**Ans C Analysis** ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সতীদাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক।

## IQA | IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম কারা ভারতে আসে?
A. পর্তুগিজ B. ব্রিটিশ C. ফরাসি D. ওলন্দাজ Ⓐ

02. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল–
A. ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে B. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে C. ১৮৭৬ বঙ্গাব্দে D. ১০৭৬ বঙ্গাব্দে Ⓑ

03. কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হয়–
A. ১৯১২ সালে B. ১৯১১ সালে C. ১৯০৫ সালে D. ১৯০৯ সালে Ⓐ



CamScanner

04. ১৯৪৬ সালে ভারতে প্রেরিত ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সদস্য কতজন ছিল?
A. ৪ জন B. ৩ জন C. ৫ জন D. ৬ জন **B**

05. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন নদীর তীরে ?
A. হুগলী নদী B. গঙ্গা নদী C. ভাগিরথী নদী D. দামোদর নদী **C**

06. 'পাল'দের পর কোন বংশ বাংলা শাসন করে?
A. খলজি B. তুঘলক C. সেন D. তুর্কী **C**

07. 'বগুড়া প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল?
A. বরেন্দ্র B. গৌড় C. হরিকেল D. পুণ্ড **D**

08. বাংলাদেশের প্রাচীতম জনপদ কোনটি?
A. ময়নামতি B. মহাস্থানগড় C. পাহাড়পুর D. উয়ারীবটেশ্বর **B**

09. ইবনে বতুতা কোন দেশের নাগরিক?
A. ব্যাবিলন B. সিরিয়া C. মরক্কো D. তিউনিসিয়া **C**

10. বিশ্বের কোন পরিব্রাজক সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন?
A. মার্কো পোলো B. হিউয়েন সাং C. ফা হিয়েন D. ইবনে বতুতা **D**

11. রাজা কণিষ্ক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
A. জরুথুস্ত্র B. বৌদ্ধ ধর্ম C. হিন্দু ধর্ম D. বাহাই **B**

12. রাজা 'কণিস্ক' কোন বংশের শাসক?
A. কুষাণ B. মৌর্য C. গুপ্ত D. দেব **A**

13. 'অর্থশাস্ত্র' বইটির লেখক কে?
A. মনমোহন সিং B. অমর্ত্য সেন C. পাণিনি D. কৌটিল্য **D**

14. শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী?
A. কর্ণসুবর্ণ B. কসবা C. পুন্ড্র D. গৌড় **A**

15. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে?
A. দেবপাল B. বিজয় সেন C. গোপাল D. শশাঙ্ক **D**

## PRIME TEST

01. 'ভারত শাসন আইন' কবে রাজকীয় সম্মতি লাভ করে?
Ⓐ ২ আগষ্ট ১৯৩৫ Ⓑ ২৫ আগষ্ট ১৯৩৫
Ⓒ ৭ নভেম্বর ১৯৩১ Ⓓ ১২ নভেম্বর ১৯৩১

02. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-
Ⓐ শশাঙ্ক Ⓑ গোপাল Ⓒ ধর্মপাল Ⓓ হর্ষবর্ধন

03. মাৎস্যন্যায় (Matsyanayam) বলা হয়-
Ⓐ রাজা গোপালের রাজত্বকালকে
Ⓑ প্রাচীনকালে বাংলা সৃষ্ট মৎস্যশূন্য অবস্থাকে
Ⓒ সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলায় নেমে আসা অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে
Ⓓ বরেন্দ্র বিদ্রোহকে

04. প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী ছিল-
Ⓐ পুন্ড্রনগর Ⓑ কনৌজ Ⓒ কর্ণাটক Ⓓ কর্ণসুবর্ণ

05. মৌর্য যুগে প্রদেশকে কী বলা হতো?
Ⓐ ভূক্তি Ⓑ নগর Ⓒ দেশ Ⓓ অহল

06. পাল বংশের সর্বশেষ রাজা কে?
Ⓐ রামপাল Ⓑ দেবপাল Ⓒ শূরপাল Ⓓ প্রথম মহিপাল

07. ভারতের শেষ মোঘল সম্রাট কে ছিলেন?
Ⓐ শাহজাহান Ⓑ আকবর Ⓒ হুমায়ুন শাহ Ⓓ ২য় বাহাদুর শাহ

08. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও- এর পতন করেন-
Ⓐ ঈশা খাঁ Ⓑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ আজম খান

09. যে মুঘল সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন-
Ⓐ প্রথম বাহাদুর শাহ Ⓑ দ্বিতীয় শাহ্ আলম
Ⓒ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ Ⓓ জাহান্দার শাহ

10. মারাঠা শাসকদের উপাধি কী ছিল?
Ⓐ রাজা Ⓑ পেশোয়া Ⓒ সম্রাট Ⓓ বাদশাহ

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A | 02. | A | 03. | C | 04. | D | 05. | A |
| 06. | A | 07 | D | 08. | A | 09. | C | 10. | B |

অধ্যায় ০২

# বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

## বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও সাহিত্যকর্ম:

- ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠান- তমুদ্দুন মজলিস
- তমুদ্দুন মজলিস যে ধরনের প্রতিষ্ঠান- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
- তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা- সৈনিক।
- তমুদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা লাভ- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ভাষা আন্দোলনের স্থপতি বলা হয়- অধ্যাপক আবুল কাশেম।
- "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়- অধ্যাপক নুরুল হকের নেতৃত্বে।
- উর্দুর পাশা পাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেন- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ভাষা আন্দোলনের শহীদ- ৮জন (প্রথম শহীদ- রফিক)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন- আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।

শহীদ মিনার ভাঙ্গার প্রতিবাদে বিখ্যাত কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভ" লিখেন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

- বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবস্থান- ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৫৪ সাল।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল – নৌকা।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।
- যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার ছিল– ২১ দফাভিত্তিক।
- ২১ দফার ১ম দফা ছিল– বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
- যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- কাগমারী সম্মেলন হয়– ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সালে।
- কাগমারী সম্মেলনের স্থান– টাঙ্গাইলের সন্তোষে (তৎকালীন সিরাজগঞ্জ জেলা)।
- ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন– যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হব।
- ছয় দফা উত্থাপনকারী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (লাহোর)।
- ছয়দফা দাবি সম্বলিত পুস্তিকাটির নাম- আমাদের বাঁচার দাবি।

## ভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্যকর্ম:

| বিষয় | শিরোনাম | রচয়িতা ও তথ্য |
|---|---|---|
| কবিতা | কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' | মাহবুবুল আলম চৌধুরী<br>পাঠ করেন– চৌধুরী হারুনুর রশীদ |
| গান | ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না | গীতিকার- গাজিউল হক।<br>সুরকার–নিজামুল হক। |
| নাটক | কবর | মুনীর চৌধুরি, (কারাগারে বসে)<br>রচনা ও মঞ্চস্থ– ১৯৫৩ সালে<br>প্রথম মঞ্চস্থ হয়– ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার |
| উপন্যাস | আরেক ফাল্গুন | জহির রায়হান |
| ১ম সংকলন | "একুশে ফেব্রুয়ারি" | সম্পাদনা– হাসান হাফিজুর রহমান |
| ১ম চলচ্চিত্র | 'জীবন থেকে নেয়া' | পরিচালক– জহির রায়হান<br>মুক্তি পায়– ১৯৭০ সালে<br>'আমার সোনার বাংলা' গানটি প্রথম ব্যবহার হয়– 'জীবন থেকে নেয়া'। |

## ভাষা আন্দোলনের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম:

- ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস- আর্তনাদ (শওকত ওসমান) এবং নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি ও যাপিত জীবন- সেলিনা হোসেন।
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একুশের গল্প লিখেছেন- জহির রায়হান।
- স্মৃতির মিনার কবিতার লেখক- আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতার কবি- শামসুর রাহমান।



CamScanner

■ **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা:**

- The Mother Language Lovers of the world গঠন করে- কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম (১৯৮৮) সাল।
- ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর।
- প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়- ২০০০ সালে।
- ইউনেস্কোকে একুশে পদক দেওয়া হয়- ২০০৩ সালে।
- জাতিসংঘ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পালন শুরু করে- ২০১০ সালে।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে কানাডার পার্লামেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিল পাস হয়- ২০২৩ সালের ৩০ মার্চ।

■ **ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি চলচিত্র:**

| চলচ্চিত্র | পরিচালক |
|---|---|
| জীবন থেকে নেয়া | জহির রায়হান |
| বাঙলা | শহীদুল ইসলাম খোকন |
| ফাগুন হাওয়ায় | তৌকীর আহমেদ |

■ **ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান:**

| গানের কলি | গীতিকার | সুরকার |
|---|---|---|
| ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায় | আবদুল লতিফ | আবদুল লতিফ |
| আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি | আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী | আলতাফ মাহমুদ প্রথম আবদুল লতিফ |
| রক্তে আবার প্রলয় দোলা | গাফ্ফার চৌধুরী | আবদুল লতিফ |
| সালাম সালাম হাজার সালাম | ফজলে খোদা | আব্দুল জাব্বার |

**ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত জননী ও গর্বিত বর্ণমালা ভাস্কর্য রয়েছে ঢাকার পরিবাগে। এর স্থপতি মৃণাল হক**

■ **তথ্য দর্পে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ:**

| সাল | তথ্য |
|---|---|
| ১৯৪৭ | পাকিস্তান ভারত বিভক্তি। |
| ১৯৪৮ | মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। |
| ১৯৪৯ | আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| ১৯৫০ | প্রজাস্বত্ব আইন বিলুপ্ত হয়। |
| ১৯৫২ | ১৪৪ ধারা ভেঙে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু। |
| ১৯৫৩ | ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। |
| ১৯৫৪ | ৮-১২ মার্চ; পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন। |
| ১৯৫৫ | আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। |
| ১৯৫৬ | বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি।<br>পূর্ব-বঙ্গ থেকে পূর্ব-পাকিস্তান নামকরণ।<br>পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়ন। |
| ১৯৫৭ | ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। |
| ১৯৫৮ | ৭ অক্টোবর, সমগ্র পাকিস্তানের সামরিক আইন জারি। |
| ১৯৬২ | ২৭ এপ্রিল, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের মৃত্যু এবং শিক্ষা আন্দোলন। |
| ১৯৬৩ | ৫ ডিসেম্বর, শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু। |
| ১৯৬৫ | ৬ সেপ্টেম্বর, পাক-ভারত দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু। |
| ১৯৬৬ | ২৩ মার্চ, লাহোরে ছয় দফার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং ছয় দফা ঘোষণা |
| ১৯৬৮ | ৩ জানুয়ারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের। |
| ১৯৬৯ | ২০ জানুয়ারি, পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন শুরু ও পুলিশের গুলি বর্ষণে আসাদের মৃত্যু এবং গণঅভ্যুত্থান। |
| ১৯৬৯ | ২২ ফেব্রুয়ারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ। |

| সাল | তথ্য |
|---|---|
| ১৯৬৯ | ২৩ ফেব্রুয়ারি: শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়।<br>৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামকরণ। |
| ১৯৭০ | ১২ নভেম্বর, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক নিহত।<br>ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসন লাভ। |
| ১৯৭১ | ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সভার আ.স.ম আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলা পতাকা প্রদর্শন ও উত্তোলন। |
| ১৯৭১ | ৩ মার্চ; বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক। |
| ১৯৭১ | ৭ মার্চ, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক। |
| ১৯৭১ | ২৩ মার্চ, নিজ বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। |
| ১৯৭১ | ২৫ মার্চ, রাত ১২টার পর থেকে সারাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু। |
| ১৯৭১ | ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। |
| ১৯৭১ | ২৭ মার্চ, চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার' চালু। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে, মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার। |
| ১৯৭১ | ১০ এপ্রিল, আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে বৈদ্যনাথ তলা, মেহেরপুর প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন। |
| ১৯৭১ | ১৭ এপ্রিল, আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ। |
| ১৯৭১ | ৬ ডিসেম্বর, ভুটান কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান।<br>১৬ ডিসেম্বর, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিজয় এবং নিয়াজির আত্মসমর্পণ। |

■ **মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ:**

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী ছিল- ২৬৬ দিন (প্রায় ৯ মাস)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ ১৯৭১ (উত্তোলনকারী- আ. স. ম. আব্দুর রব)।
- ইতিহাসে কালোরাত হিসেবে পরিচিত- ২৫ মার্চ।
- পাকিস্তান অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালায়- ২৫ মার্চ ১৯৭১ গভীর রাতে।
- বঙ্গবন্ধুকে যে অপারেশনের মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয়- অপারেশন বিগবার্ড।
- স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- শাজাহান সিরাজ।
- শাজাহান সিরাজ ইশতেহার পাঠ করেন - ৩ মার্চ ১৯৭১।
- ৭ মার্চের ভাষণ দেন- রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
- ৭ মার্চ ভাষণের সময়- ১৯ মিনিট (মতান্তরে ১৮ মিনিট)।
- ৭ মার্চ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র- তর্জনী।
- বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে- ১৯ মার্চ ১৯৭১।
- ক্র্যাক প্লাটুন হলো- মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী (২নং সেক্টর)।
- মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় গেরিলা বাহিনী- কাদেরীয়া বাহিনী (১১নং সেক্টর)।
- মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনী গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি প্রতিষ্ঠান- UNHCR, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ICRC, OXFAM এবং BBC।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তাকারী বৃহৎ শক্তি- রাশিয়া, ভারত।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থানকারী বৃহৎ শক্তি- যুক্তরাষ্ট্র, চীন।

**৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে।**

■ **স্বাধীনতার ঘোষণা:**

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন – ২৫ মার্চ রাত্রি বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।



CamScanner

- স্বাধীনতার ঘোষক- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি বিবিসির প্রভাতি অধিবেশনে প্রচারিত হয় – ২৬ মার্চ।
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন- ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর জারি করা মূল ঘোষণাটি ছিল- ইংরেজিতে।
- বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন – ২৬ মার্চ, ১৯৭১।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম প্রচার শুরু করে – কালুরঘাট থেকে, মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়।
- বাংলাদেশের জাতীয় দিবস/স্বাধীনতা দিবস – ২৬ মার্চ।
- ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়- ১৯৮০ সালে।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিত হয়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- স্বাধীনতা ঘোষণা সংবিধানে সংযোজিত হয় – পঞ্চদশ সংশোধনীতে {৫ম তফসিল ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ।}

■ **প্রবাসী মুজিবনগর সরকার:** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথ তলায় "এ সরকার শপথগ্রহণ করে" এবং শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

- গঠন- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- গঠন করেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- শপথ গ্রহণ- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে।
- শপথ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- প্রবাসী কার্যালয়- কলকাতার থিয়েটার রোড।
- রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক (Commander-in-chief)- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান- মওলানা ভাসানী।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিল- ৯ জন।
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সাধারণ সম্পাদক- তাজউদ্দিন আহমেদ।

■ **মুজিবনগর সরকারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ:**

| মন্ত্রণালয় | মন্ত্রী |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক) |
| ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি | সৈয়দ নজরুল ইসলাম |
| প্রধানমন্ত্রী | তাজউদ্দিন আহমদ |
| অর্থমন্ত্রী | এম মনসুর আলী |
| স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী | এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান |
| পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী | মোশতাক আহম্মেদ |
| মুক্তিবাহিনী প্রধান | কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী |
| মুখ্যসচিব | রুহুল কুদ্দুস |

**মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিল ৮নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর মুজিবনগর সরকার বিলুপ্ত হয় ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।**

■ **মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ:** ১১ জুলাই, ১৯৭১ থেকে ১৭ জুলাই, প্রবাসী সরকারের সচিবালয় ৮নং থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাবসেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

- দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলেন- তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক (Commander-in-chief)- শেখ মুজিবুর রহমান।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের চিফ অব স্টাফ ছিলেন- লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব।
- মুক্তিযুদ্ধের সামরিক বাহিনীর প্রধান – এম.এজি ওসমানী।

| সেক্টর | অঞ্চল | কমান্ডার |
|---|---|---|
| ১ | ফেনী নদী হতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পর্যন্ত | মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর রফিক (জুন-ডিসেম্বর) |
| ২ | নোয়াখালী, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, আখাউড়া-ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ। | মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ.টি.এম হায়দার (সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর) |
| ৩ | আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন থেকে পূর্বদিক কুমিল্লা জেলার অংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। | মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) |
| ৪ | সিলেটের পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক। | মেজর সি.আর.দত্ত |
| ৫ | সিলেটের পশ্চিম এলাকা সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তম ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। | মে. মীর শওকত আলী |
| ৬ | ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুর। | উইং কমান্ডার বাশার |
| ৭ | সমগ্র রাজশাহী বিভাগ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার অংশ বিশেষ। (ব্রহ্মপুত্র নদের তীর এলাকা ব্যতীত) | মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) মে. কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর) |
| ৮ | খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও ফরিদপুর ও সাতক্ষীরা জেলার অংশ বিশেষ এবং মুজিবনগর। | মে. আর ওসমান চৌধুরী মেজর এম.এ.মঞ্জুর |
| ৯ | সাতক্ষীরা, বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। | মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর) এম.এ.মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব ডিসেম্বর) |
| ১০ | অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল (চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর)। | মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ- কমান্ডারগণ |
| ১১ | কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল। | মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-৩ নভেম্বর) ফ্লাইট লে.এম.হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর- ডিসেম্বর) |

মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরে মোট সেক্টর কমান্ডার ১৬ জন।
১১টি সেক্টরের মধ্যে ৬৪টি সাব-সেক্টর ছিল।
সেক্টর কমান্ডারবিহীন সেক্টর ছিল ১০নং সেক্টর।

■ **মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব:** স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর ও বিগ্রেড থেকে পাওয়া খেতাবের জন্য এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়। ১৯৭৩ সালে ১৪ই ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চারটি ক্যাটাগরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের নামসহ ৬৭৬ জনকে খেতাব দেওয়া হয় (বর্তমানে ৬৭২ জন)।

| খেতাব | ১৯৭৩ সালে গেজেট (সংখ্যা) | বর্তমান (সংখ্যা) | তথ্যপ্রবাহ | বাতিলকৃত ব্যক্তি |
|---|---|---|---|---|
| বীরশ্রেষ্ঠ | ৭ | ৭ | সর্বোচ্চ খেতাব/সামরিক খেতাব/ সর্বোচ্চ পদমর্যাদার খেতাব | |

| খেতাব | ১৯৭৩ সালে গেজেট (সংখ্যা) | বর্তমান (সংখ্যা) | তথ্যপ্রবাহ | বাতিলকৃত ব্যক্তি |
|---|---|---|---|---|
| বীর উত্তম | ৬৮ | ৬৭ | জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক/উচ্চ পদমর্যাদার খেতাব | লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম |
| বীর বিক্রম | ১৭৫ | ১৭৪ | প্রশংসনীয় পদমর্যাদার খেতাব | এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী |
| বীরপ্রতীক | ৪২৬ | ৪২৪ | সর্বনিম্ন খেতাব/বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্রের খেতাব | রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দীন |

■ **মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিলে খেতাব সংখ্যায় পরিবর্তন:** সম্প্রতি ৪ জনের খেতাব হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয় ০৬ জুন, ২০২১। সুতরাং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যায় পরিবর্তন হয়। বর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ৬৭২ জন।

■ **খেতাবপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি:**

| | |
|---|---|
| ইউ কে চিং | মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম ইউ কে চিং মারমা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসে ১১নং সেক্টরে যোগ দেন। ২০১৪ সালে তিনি মারা যান। |
| ডা. সেতারা বেগম | মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত ২ জন মহিলা হলেন- (১) ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম (২নং সেক্টর) |
| তারামন বিবি | (২) তারামন বিবি (১১নং সেক্টর) |
| ডব্লিও এস ওডারল্যান্ড | একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক। জন্মগ্রহণ করেন নেদারল্যান্ডে। কিন্তু তার পিতৃভূমি ছিল অস্ট্রেলিয়া। |
| কাঁকন বিবি | খেতাববিহীন মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবির প্রকৃত নাম কাঁকাত হেনিনচিতা। তার জন্ম সিলেটে। তিনি খাসিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতেন। তিনি মুক্তি বেটি নামে পরিচিত। |

**সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম লালু (বয়স ১৩ বছর) সে যুদ্ধ করেছে ১১নং সেক্টরে কাদেরিয়া গেরিলা বাহিনীতে**

■ **৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ:**

| | | |
|---|---|---|
| ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ৭নং সেক্টর | জন্মস্থান | বরিশাল (১৯৪৯) |
| | মৃত্যু | ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহিদ) |
| | সমাধি | ছোট সোনামসজিদ প্রাঙ্গন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
| | কর্মস্থল | সেনাবাহিনী |
| | পদবি | ক্যাপ্টেন |
| সিপাহী হামিদুর রহমান ৪নং সেক্টর | জন্মস্থান | ঝিনাইদহ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) |
| | মৃত্যু | ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ |
| | সমাধি | প্রথমে ত্রিপুরার হাসিমারায়, পরবর্তীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান। মতিউর রহমানের কবরের পাশে। |
| | কর্মস্থল | সেনাবাহিনী |
| | পদবি | সিপাহী |
| সিপাহী মোস্তফা কামাল ২ নং সেক্টর | জন্মস্থান | ভোলা (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭) |
| | মৃত্যু | ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ)। |
| | সমাধি | আখাউড়ার দরুইন গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ। |
| | কর্মস্থল | সেনাবাহিনী |
| | পদবি | সিপাহী |
| মোহাম্মদ রুহুল আমিন ২ ও ১০ নং সেক্টর ও নৌবাহিনী | জন্মস্থান | নোয়াখালী (১ জুলাই, ১৯৩৫) |
| | মৃত্যু | ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ |
| | সমাধি | বাগমারা, রূপসা নদী তীর, খুলনা। |
| | কর্মস্থল | নৌবাহিনী |
| | পদবি | ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার |
| মতিউর রহমান | জন্মস্থান | পুরান ঢাকা (২৯ অক্টোবর, ১৯৪১) |
| | মৃত্যু | ২০ আগস্ট ১৯৭১ |
| | সমাধি | করাচি বিমান ঘাঁটি, পাকিস্তান। বর্তমানে মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে |
| | কর্মস্থল | বিমানবাহিনী |
| | পদবি | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট |
| মুন্সি আব্দুর রউফ ১নং সেক্টর | জন্মস্থান | ফরিদপুর (৮ মে ১৯৪৩) |
| | সমাধি | রাঙ্গামাটি- নানীয়ার চর (৮/২০ এপ্রিল ১৯৭১) |
| | কর্মস্থল | ইপিআর |
| | পদবি | ল্যান্স নায়েক |
| নূর মোহাম্মদ শেখ ৮নং সেক্টর | জন্মস্থান | নড়াইল (১৯৩৬) |
| | সমাধি | যশোর (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) |
| | কর্মস্থল | ইপিআর |
| | পদবি | ল্যান্স নায়েক |

■ **বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড:** ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মূলত দেশকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনীতিক চিন্তাবিদগণ এই পরিকল্পিত নিধনের শিকার হন।

- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ই ডিসেম্বর।
- সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বধ্যভূমি। ১৯৯০ সাল থেকে ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি বধ্যভূমি খোঁজার কাজ করছে। এখন পর্যন্ত তারা ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করতে পেরেছে।
- মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শহীদ দার্শনিক- জি.সি দেব।
- হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া নারী শহিদ বুদ্ধিজীবী- সেলিনা পারভিন (সাংবাদিক)।

**সম্প্রতি ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুসূদন দে'কে বুদ্ধিজীবির তালিকাভুক্ত করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

■ **মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ৫টি অপারেশন:**

| অপারেশন | ঘটনা |
|---|---|
| অপারেশন সার্চ লাইট (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে) | নিরীহ বাঙ্গালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে, তাকে অপারেশন সার্চলাইট বলে। অপারেশন সার্চলাইটের আসল উদ্দেশ্য ছিল **"২৬ মার্চের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সব বড়ো বড়ো শহর দখল করে নেওয়া এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধীদের একমাসের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া"**। অপারেশন সার্চ লাইট সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জে. টিক্কা খান। ঢাকা শহরের সার্চ লাইটের পরিকল্পনাকারী মেজর রাও ফরমান আলী। |
| অপারেশন জ্যাকপট ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য পরিচালিত অভিযানই হলো অপারেশন জ্যাকপট। |



CamScanner

| অপারেশন | ঘটনা |
|---|---|
| অপারেশন বিগ বার্ড ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর | বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নামই ছিল অপারেশন বিগ বার্ড। |
| অপারেশন চেঙ্গিস খান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর | পাকিস্তান ভারতের ওপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন চেঙ্গিস খান। এই অপারেশনে পাকিস্তান ভারতের অমৃতসর বিমানঘাঁটি, পাঠানকোট, আগ্রা ও শ্রীনগরের ওপর বিমান হামলা চালায়। |
| অপারেশন ক্লোজডোর মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যে অবৈধ অস্ত্রগুলো সারা দেশের মানুষের কাছে ছিল তা জমা নেওয়ার অভিযানের নামই হল অপারেশন ক্লোজডোর। |

■ **মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের অবদান:**

| নাম | তথ্য |
|---|---|
| ইন্দিরা গান্ধী (দেশ- ভারত) | তিনি বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষকে আশ্রয়, খাবারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। মার্কিন রক্তচক্ষুর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তিনি বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টাও চালিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' (মরণোত্তর) প্রদান করে। |
| আর্চার কেন্ট ব্লাড (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র) | ১৯৭১ সালে তিনি আমেরিকান কনস্যুলার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ"। |
| জর্জ হ্যারিসন (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র) | অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় Concert for Bangladesh -এর প্রধান শিল্পী।<br>**কনসার্ট ফর বাংলাদেশ :** ১লা আগস্ট ১৯৭১ পণ্ডিত রবি শংকরের অনুরোধে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" পরিবেশন করেন 'দ্য বিটলস' এর শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ও তার দল।<br>**আয়োজক :** ফোবানা।<br>**অনুষ্ঠান পরিচালক :** পল সুইমার।<br>**সহ শিল্পী :** পণ্ডিত রবিশংকর ও ববডিলান। |
| রবি শংকর (দেশ- ভারত) | বিখ্যাত সেতার বাদক ছিলেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় Concert for Bangladesh -এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক। মূলত তিনিই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন। |
| মাদার ম্যারিও ভেরনজি (দেশ- ইতালি) | মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন। |
| সাইমন ড্রিং (দেশ- ইংল্যান্ড) | ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। তিনি লন্ডনভিত্তিক বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এর একজন তরুণ সাংবাদিক ছিলেন। বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন। |
| অ্যালেন গিন্সবার্গ (দেশ- যুক্তরাষ্ট্র) | মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা অন্যতম কবিতা 'September on Jessore Road' (১৫২ পৃষ্ঠা)। |
| ইয়েভগান ইয়েভ তুশেঙ্কো (দেশ- রাশিয়া) | রাশিয়ান কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। |

| নাম | তথ্য |
|---|---|
| আন্দ্রে মায়ারো (দেশ- ফ্রান্স) | ফরাসি কবি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। |
| জগজিৎ সিং অরোরা (দেশ- ভারত) | ভারতের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন। |
| হোয়াইল হোমার ওডারল্যান্ড (দেশ- অস্ট্রেলিয়া) | মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বীর প্রতীক। ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড বিদেশি হয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কবর অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত। |

■ **বাংলাদেশের স্বীকৃতি:**

| দেশের নাম | সময়কাল |
|---|---|
| ভুটান | ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ |
| ভারত | ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ |
| পূর্ব জার্মানি | ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া | ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| মায়ানমার | ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| নেপাল | ১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) | ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| ফিজি | ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| সেনেগাল | ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| যুক্তরাজ্য | ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| অস্ট্রিয়া | ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| জাপান | ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| ফ্রান্স | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| কানাডা | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ |
| ভেনিজুয়েলা | ২ মে, ১৯৭২ |
| ব্রাজিল | ১৫ মে, ১৯৭২ |
| ইরাক | ৮ জুলাই, ১৯৭২ |
| ইরান ও পাকিস্তান | ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ |
| সৌদি আরব | ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫ |
| চীন | ৩১ আগস্ট, ১৯৭৫ |

■ **মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র:**

| চলচ্চিত্র | পরিচালক | সাল |
|---|---|---|
| জীবন থেকে নেয়া | জহির রায়হান | ১৯৭০ |
| খবঃ ঞযবৎব নব খরমযঃ | জহির রায়হান | - |

■ **মুক্তিযুদ্ধোত্তর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র:**

| চলচ্চিত্র | পরিচালক | সাল |
|---|---|---|
| ওরা ১১ জন (১ম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র) | চাষী নজরুল ইসলাম | ১৯৭২ |
| রক্তাক্ত বাংলা | মমতাজ আলী | ১৯৭২ |
| জয় বাংলা | ফখরুল আলম | ১৯৭২ |
| ধীরে বহে মেঘনা | আলমগীর কবির | ১৯৭৩ |
| আবার তোরা মানুষ হ | খান আতাউর রহমান | ১৯৭৩ |
| সংগ্রাম | চাষী নজরুল ইসলাম | ১৯৭৪ |
| আলোর মিছিল | মিতা ঘোষ | ১৯৭৪ |
| মেঘের অনেক রং | হারুনুর রশিদ | ১৯৭৬ |
| আদম সুরত | তারেক মাসুদ | ১৯৮৯ |
| আগুনের পরশমনি | হুমায়ুন আহমেদ | ১৯৯৪ |



CamScanner

| চলচ্চিত্র | পরিচালক | সাল |
|---|---|---|
| নদীর নাম মধুমতি | তানভীর মোকাম্মেল | ১৯৯৫ |
| হাঙ্গর নদী গ্রেনেড | চাষী নজরুল ইসলাম | ১৯৯৭ |
| নদীর পাড়ে | তানভীর মোকাম্মেল | ১৯৯৮ |
| মাটির ময়না | তারেক মাসুদ | ২০০২ |
| শ্যামল ছায়া | হুমায়ূন আহমেদ | ২০০৪ |
| জয় যাত্রা | তৌকির আহমেদ | ২০০৪ |
| ধ্রুবতারা | চাষী নজরুল ইসলাম | ২০০৬ |
| খেলা ঘর | মোরশেদুল ইসলাম | ২০০৬ |
| মেহেরজান | রুবাইয়াত হোসেন | ২০১০ |
| গেরিলা | নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু | ২০১১ |
| আমার বন্ধু রাশেদ | মোরশেদুল ইসলাম | ২০১১ |
| ৭১-এর মা জননী | শাহআলম কিরন | ২০১৪ |
| নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ | মাসুদ প্রতীক | ২০১৪ |
| অনিল বাগচীর একদিন | মোরশেদুল ইসলাম | ২০১৫ |

**১৯৮৯ সালে তারেক মাসুদ নির্মিত আদম সুরত হলো বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র।**

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

| চলচ্চিত্র | পরিচালক |
|---|---|
| আগামী | মোরশেদুল ইসলাম |
| হুলিয়া (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম স্বল্পদৈর্ঘ্য) | তানভীর মোকাম্মেল |
| স্মৃতি ৭১ | তানভীর মোকাম্মেল |
| প্রত্যাবর্তন | মোস্তফা কামাল |
| একাত্তরের যীশু | নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু |

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র:

| চলচ্চিত্র | পরিচালক |
|---|---|
| স্টপ জেনোসাইড (মুক্তিযুদ্ধের ১ম প্রামাণ্য চিত্র) | জহির রায়হান |
| লিবারেশন ফাইটার্স | আলমগীর কবীর |
| রিফিউজি ৭১ | বিনয় রায় |
| ডেড লাইন | ব্রেন টাগ |
| মুক্তির গান | তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ |
| মুক্তির কথা | |
| এ স্টেট ইজ বর্ন | জহির রায়হান |

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু গ্রন্থ:

- একাত্তরের দিনগুলো– জাহানারা ইমাম।
- একাত্তরের ঢাকা– সেলিনা হোসেন।
- একাত্তরের ডায়েরি - সুফিয়া কামাল।
- একাত্তরে গেরিলা– জহির রায়হান।
- একাত্তরের যীশু– শাহরিয়ার কবির।
- একাত্তরের চিঠি– পত্রসংকলন।
- মা– আনিসুল হক।
- ফেরারি ডায়েরি– আলাউদ্দীন-আল আজাদ।
- বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিলপত্র– অধ্যাপক আবু সাইয়্যিদ।
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন– হাসান হাফিজুর রহমান।
- এ গোল্ডেন এইজ– তাহমিনা আনাম।

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা:

- বাংলাদেশ– অমিয় চক্রবর্তী।
- মানচিত্র– রফিক আজাদ।
- September on Jessore Road- অ্যালেন গিন্সবার্গ, USA।

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস:

- রাইফেল, রোটি, আওরাত– আনোয়ার পাশা (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১ম উপন্যাস)।
- যাত্রা– শওকত আলী।
- ফেরারী সূর্য– রাবেয়া খাতুন।
- হাঙর নদী গ্রেনেড, কাঁটা তারের প্রজাপতি– সেলিনা হোসেন।
- দুই সৈনিক– শওকত ওসমান।
- নেকড়ে অরণ্য– শওকত ওসমান।
- জাহান্নাম হতে বিদায়– শওকত ওসমান।
- জলাঙ্গী– সৈয়দ শামসুল হক।
- নীল দংশন– সৈয়দ শামসুল হক।
- নিষিদ্ধ লোবান– সৈয়দ শামসুল হক।
- জোছনা ও জননীর গল্প– হুমায়ূন আহমেদ।
- শ্যামল ছায়া– হুমায়ূন আহমেদ।
- আগুনের পরশমনি– হুমায়ূন আহমেদ।
- উপমহাদেশ– আল মাহমুদ।
- দেয়াল– আবু জাফর শামসুদ্দিন।
- মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সামগ্রী– আমজাদ হোসেন।
- খাঁচায়– রশীদ হায়দার।
- জোসনা ও জননীর গল্প– হুমায়ূন আহমেদ।
- ১৯৭১– তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক:

- ছেঁড়া তাঁর– তুলসী লাহিড়ী।
- চাকা– সেলিম আল দীন।
- বাকী ইতিহাস– বাদল সরকার।
- কী চাহ্ শঙ্খচিল– মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।
- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়– সৈয়দ শামসুল হক।

### ■ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান:

| গান | কথা | সুর |
|---|---|---|
| শোনো একটি মুজিবরের থেকে | গৌরপ্রসন্ন মজুমদার | অংশুমান রায় |
| পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে | গোবিন্দ হালদার | সমর দাশ |
| নোঙ্গর তোল তোল | নঈম গহর | সমর দাশ |
| তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর | আপেল মাহমুদ | আপেল মাহমুদ |
| মা গো ভাবনা কেন | গৌরপ্রসন্ন মজুমদার | হেমন্ত মুখোপাধ্যায় |
| এক নদী রক্ত পেরিয়ে.... | খান আতাউর রহমান | খান আতাউর রহমান |
| এক সাগর রক্তের বিনিময়ে | গোবিন্দ হালদার | গোবিন্দ হালদার |
| মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব | গোবিন্দ হালদার | আপেল মাহমুদ |
| ধনধান্যে পুষ্পে ভরা | দ্বিজেন্দ্রলাল (ডি.এল) রায় | দ্বিজেন্দ্রলাল (ডি.এল) রায় |
| সালাম সালাম হাজার সালাম | ফজলে খোদা | আবদুল জব্বার |
| একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয় | গাজী মাযহারুল আনোয়ার | আনোয়ার পারভেজ |
| এই পদ্মা এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে | আবু জাফর | আবু জাফর |
| একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল | গাজী মাযহারুল আনোয়ার | সত্য সাহা |
| পদ্মা মেঘনা যমুনা | গোবিন্দ হালদার | সমর দাস |
| সব কটি জানালা খুলে দাও না | নজরুল ইসলাম বাবু | নজরুল ইসলাম বাবু |
| বাংলার মাটি বাংলার জল | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ও আমার বাংলা মা তোর | আবুল ওমরাহ মোঃ ফখরুদ্দিন | আলাউদ্দিন আলী |
| জয় বাংলা বাংলার জয় | গাজী মাযহারুল আনোয়ার | আনোয়ার পারভেজ |
| সার্থক জনম আমার | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |



CS CamScanner

■ **মুক্তিযুদ্ধকালীন মুদ্রা ও ডাকটিকেট:**
- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকেট প্রবর্তন করা হয়- ২৯জুলাই ১৯৭১।
- প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার
- বাংলাদেশের প্রথম (মুজিবনগর সরকার) ডাকটিকেট এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার ডাকটিকেট প্রকাশ করে – ৮ প্রকার।
- বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকেট একযোগে প্রকাশিত হয়- মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডনে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকেটের ডিজাইনার ছিলেন- রিপ্টি চিটনিশ।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটের মুল্য ছিল- ২০ পয়সা।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকেটের ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।

■ **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়:**
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম- মুক্তিবার্তা। তবে বাংলাদেশের অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- জয় বাংলা।

■ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:**

| স্থাপত্য ও ভাস্কর্য | অবস্থান ও স্থপতি |
|---|---|
| জাতীয় স্মৃতি সৌধ | অবস্থান- সাভার<br>স্থপতি- সৈয়দ মইনুল হোসেন |
| বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ | অবস্থান- মিরপুর, ঢাকা<br>স্থপতি- মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি |
| স্বোপার্জিত স্বাধীনতা | অবস্থান- টিএসসি সড়ক দ্বীপ, ঢাবি<br>স্থপতি- শামীম শিকদার |
| সংশপ্তক | অবস্থান- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়<br>স্থপতি- হামিদুজ্জামান খান |
| মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ | অবস্থান- মেহেরপুর<br>স্থপতি- তানভীর কবীর |
| জাগ্রত চৌরাঙ্গী | অবস্থান- জয়দেবপুর চৌরাস্তা<br>স্থপতি- আবদুল রাজ্জাক |
| বিজয় ৭১ | অবস্থান- বাকৃবি, ময়মনসিংহ<br>স্থপিত- রুপম রায় |
| চেতনা ৭১ | অবস্থান- শাবিপ্রবি<br>স্থপতি- মোবারক হোসেন নৃপাল |
| জয় বাংলা জয় তারুণ্য | অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>স্থপতি- আলাউদ্দিন বুলবুল |

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচিত্র ওরা ৭ জন এর পরিচালক খিজির হায়াত খান। ছবিটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালের ৩ মার্চ। **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্র 'একজন মহান পিতা' এর পরিচালক মির্জা শাখাওয়াত হোসেন।**

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা বাতিল হয় যে সালে –** [DU-7Clg: 2023-24]
A. ১৯৪৭ B. ১৯৪৮ C. ১৯৪৯ D. ১৯৫০

**Ans D Analysis** ১৮৮৫ সালের আইনে জমিদারদের সাথে রায়তের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে আইনটি জমিদারি প্রথা বাতিল করে এবং সমস্ত ভূমি ফেডারেল সরকারের অধীনে চলে যায়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় ১৯৫০ সালে।

**02. বিশ্বজনমত গঠনে মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ছিলেন–** [DU-7Clg: 2023-24]
A. আবু সাঈদ চৌধুরী B. ইউসুফ আলী
C. আবুল মাল আব্দুল মুহিত D. শাহ এ এম এস কিবরিয়া

**Ans A Analysis** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯২১ সালের ৩১ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের নাগবারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে। ঐ সময় তিনি সমগ্র বিশ্বে হাজার হাজার বিভক্ত বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়।

**03. ১৯৬৮ সালে ছাত্ররা কয় দফা দাবি পেশ করে?** [DU-7Clg: 2023-24]
A. ৬ B. ১১ C. ১৪ D. ১৯

**Ans B Analysis** ১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ প্রবল রূপ ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী পেশ করে। ১১ দফার মধ্যে ১ম দফা ছিল শিক্ষা সমস্যার সমাধান।

**04. 'সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা: বার্থ অব এ নেশন' বইটির লেখক কে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. সিদ্দিক সালিক B. রাও ফরমান আলী
C. এ এ কে নিয়াজী D. জে এফ আর জ্যাকব

**Ans D Analysis** মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডে চিফ অব স্টাফ ছিলেন মেজর জেনারেল জে.এফ.আর জ্যাকব। তিনি সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : বার্থ অব এ নেশন' গ্রন্থে নিজের সৈনিক জীবনের দিনগুলির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের নানান অজানা ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন ভূমিকার কথা বিশদ বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থটিতে।

**05. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোন সরকারের পতন ঘটে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. জুলফিকার আলী ভুট্টো B. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
C. আইয়ুব খান D. ইয়াহিয়া খান

**Ans C Analysis** গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনের মাধ্যমে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

**06. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. কুয়েত B. সিরিয়া C. ইরাক D. সৌদি আরব

**Ans C Analysis** প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ:

| বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী | দেশ ও সাল |
|---|---|
| প্রথম আরব দেশ | ইরাক (১৯৭২) |
| প্রথম অ-আরব মুসলিম দেশ | সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) |
| প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ | মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া (১৯৭২) |

**07. ১৯৭১ সালে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. নিউ ইয়র্ক B. শিকাগো C. সিডনি D. বার্সেলোনা

**Ans A Analysis** কনসার্ট ফর বাংলাদেশ বিষয়ক তথ্য:
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজিত হয়- নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে ১ আগস্ট ১৯৭১ সালে।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশের আয়োজক দেশ- ভারতীয় সেতারবাদক পণ্ডিত রবি শঙ্কর ও ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন।
- জর্জ হ্যারিসনের ব্যান্ডের নাম- দি বিটলস।

**08. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. কুমিল্লা B. ঢাকা C. গোপালগঞ্জ D. যশোর

**Ans D Analysis** ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে জেলা ছিল ১৯টি। এই ১৯টি জেলার মধ্যে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রথম শত্রুমুক্ত হয় যশোর জেলা। সর্বশেষ শত্রুমুক্ত হয় ঢাকা জেলা। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা হানাদার মুক্ত হয়।

**09. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. নীল বিদ্রোহ B. ভাষা আন্দোলন
C. তেভাগা আন্দোলন D. নাচোল বিদ্রোহ

**Ans B Analysis** পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮। ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাধিকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।



CamScanner

**10. বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে ধরনের রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. সাম্যবাদী রাষ্ট্র B. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র C. জাতিরাষ্ট্র D. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র

**Ans C Analysis** বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

**11. বাংলা ভাষা পাকিস্তানের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় যে সালে–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. ১৯৫২ B. ১৯৫৩ C. ১৯৫৫ D. ১৯৫৬

**Ans D Analysis** পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় ৯ মে ১৯৫৪ এবং পাকিস্তানের সংবিধান কর্তৃক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে।

**12. 'জয় বাংলা' হলো আমাদের–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. জাতীয় স্লোগান B. মৈত্রীর স্লোগান
C. রাজনৈতিক স্লোগান D. গণতান্ত্রিক স্লোগান

**Ans A Analysis** মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় বা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ২ মার্চ ২০২২।

**13. স্টপ জেনোসাইড তথ্যচিত্রের নির্মাতা–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. খান আতাউর রহমান B. জহির রায়হান
C. চাষী নজরুল ইসলাম D. আলমগীর কবীর

**Ans B Analysis** জহির রায়হানের 'Stop genocide' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামাণ্যচিত্র। তার আরেকটি প্রামাণ্যচিত্র Let there be light, এটিও মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার উপর নির্মিত।

**14. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. ৬ দফা B. ১১ দফা C. ৭ মার্চের ভাষণ D. ২১ দফা

**Ans A Analysis** ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফার দাবিসমূহ নিম্নরূপ :

১. প্রাদেশিক শাসন কাঠামো গঠন ২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা
৩. স্বতন্ত্র মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ৪. রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ৬. নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী গঠন

**15. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা শহরের গেরিলা দল যে নামে পরিচিত ছিল–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. আকবর বাহিনী B. বাতেন বাহিনী C. চুল্লু প্লাটুন D. ক্র্যাক প্লাটুন

**Ans D Analysis** ক্র্যাক প্লাটুন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টরের অধীন একটি স্বতন্ত্র গেরিলা দল যারা মূলত গণবাহিনীর অংশ হিসেবে পরিচিত। ক্র্যাক প্লাটুন গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন খালেদ মোশাররফ (বীর বিক্রম) এবং এটি এম হায়দার (বীর উত্তম)।

**16. মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর যে সেক্টরের অধীনে ছিল–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. ১১ B. ৮ C. ২ D. ১০

**Ans B Analysis** মুক্তিযুদ্ধকালে কর্নেল এম এ জি ওসমানী সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করেন। মুজিবনগর ছাড়াও কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, রাজবাড়ী, বাগেরহাট, বরিশাল (আংশিক), ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে ৮নং সেক্টর গড়ে ওঠেছিল।

**17. জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. লন্ডনে B. নিউইয়র্কে C. ওয়াশিংটনে D. প্যারিসে

**Ans B Analysis** ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশি শরণার্থীদের পক্ষে জনমত ও তহবিল সংগ্রহের জন্য নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কয়ারে আয়োজন করা হয় 'Concert for Bangladesh'। এই কনসার্ট ফর বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ছিলেন জর্জ হ্যারিসন এবং মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

**18. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে কয়টি ব্রিগেডে বিভক্ত ছিল–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ১১

**Ans B Analysis** মুক্তিযুদ্ধকালে সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী ৩ জন সেক্টর কমান্ডারের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে মুক্তিবাহিনীর ৩টি বিশেষ ফোর্স গঠন করেন। ফোর্স তিনটি যথাক্রমে জেড ফোর্স (মেজর জিয়াউর রহমান), এস ফোর্স (মেজর কে. এম শফিউল্লাহ) এবং কে ফোর্স (মেজর খালেদ মোশাররফ)।

**19. সম্প্রতি সাভার সেনানিবাসে স্থাপিত 'মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ' হলো–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. বিজয় কেতন B. শিখা অনির্বাণ C. শিখা চিরন্তন D. বিজয় চেতন

**Ans D Analysis** ঢাকার সাভারে সেনানিবাসের কোর অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার অ্যান্ড স্কুল (সিএমপিসিঅ্যান্ডএস) চত্বরে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ 'বিজয় চেতন'। সিএমপির ১৭জন শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত এই স্তম্ভের উদ্বোধন করা হয় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

**20. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রতীক ছিল-** [DU-7Clg: 2019-20]

A. গাড়ি B. ঘড়ি C. পাখা D. নৌকা

**Ans D Analysis** যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহোরাওয়ার্দী।

**21. স্বাধীনতা জাদুঘর অবস্থিত–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. আগারগাঁওয়ে B. সেগুনবাগিচায়
C. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে D. মতিঝিলে

**Ans C Analysis** স্বাধীনতা জাদুঘর বাংলাদেশের ঢাকায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত একটি জাদুঘর যা দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস চিহ্নিত করে। স্বাধীনতা জাদুঘর ২০১৫ সালের ২৫ মার্চে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

**22. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম যে খেতাবে ভূষিত হন-** [DU-7Clg: 2019-20]

A. বীরশ্রেষ্ঠ B. বীরউত্তম C. বীরবিক্রম D. বীরপ্রতীক

**Ans D Analysis** ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে সিতারা বেগম জন্মগ্রহণ করেন।

**23. 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা' গানটির রচয়িতা-** [DU-7Clg: 2019-20]

A. আবু জাফর B. আবদুল লতিফ C. সত্য সাহা D. অজিত রায়

**Ans B Analysis** আব্দুল লতিফ একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশি গীতিকার ও সুরকার। তিনি বাংলাদেশের জনপ্রিয় গান; যেমন: ওরা আমার মুখের ভাষা, আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা ইত্যাদির রচয়িতা।

**24. বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান হলো–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. পাহাড়পুর B. মহাস্থানগড় C. সোনারগাঁও D. ময়নামতি

**Ans B Analysis** মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। পাহাড়পুর নওগাঁ জেলায় ও ময়নামতি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন নিদর্শন।

**25. 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. ঢাকা B. খুলনা
C. চট্টগ্রাম D. রাজশাহী

**Ans D Analysis** 'সাবাস বাংলাদেশ' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকী ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্যটির স্থপতি শিল্পী নিতুন কুণ্ডু।

**26. 'অপারেশন সার্চ-লাইট' যে সালে সংঘটিত হয়-** [DU-7Clg: 2018-19]

A. ১৯৬৯ B. ১৯৭১
C. ১৯৭৫ D. ১৯৭০

**Ans B Analysis** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার মূল পরিকল্পনা করেন (১৮ মার্চ ১৯৭১) মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলির। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সংঘঠিত হওয়া গণহত্যাই অপারেশন সার্চ লাইট নামে পরিচিত।



CamScanner

27. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব হলো- [DU-7Clg: 2018-19]

A. বীরশ্রেষ্ঠ B. বীরপ্রতীক C. বীরউত্তম D. বরিবিক্রম

**Ans A Analysis** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের চার পর্যায়ের খেতাব প্রদানের বিধান করা হয়; (ক) সর্বোচ্চ পদ (বীরশ্রেষ্ঠ), (খ) উচ্চ পদ (বীর উত্তম), (গ) প্রশংসনীয় পদ (বীর বিক্রম), (ঘ) বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্র (বীর প্রতীক)।

28. —— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র- [DU-7Clg: 2018-19]

A. মাটির ময়না B. জয়যাত্রা
C. স্টপ জেনোসাইড D. ওরা এগারো জন

**Ans C Analysis** মাটির ময়না মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি ফিচার চলচ্চিত্র। জয়যাত্রা ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র। ওরা ১১ জন ১৯৭১ এ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত, স্বাধীনতাত্তোর প্রথম চলচ্চিত্র। স্টপ জেনোসাইড জহির রায়হান কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ২০ মিনিটের একটি প্রামাণ্য চিত্র।

29. ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হয়- [DU-7Clg: 2018-19]

A. ঢাকায় B. দিল্লিতে C. লাহোরে D. কলকাতায়

**Ans C Analysis** ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে '৬ দফা দাবি' পেশ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপন করা হয় লাহোর প্রস্তাবের সাথে মিল রেখে ২৩ মার্চ। ছয় দফা দিবস ৭ জুন।

30. ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন স্থাপনা যে রাজনৈতিক দলের গঠনের সঙ্গে যুক্ত- [DU-7Clg: 2018-19]

A. আওয়ামী লীগ B. মুসলিম লীগ
C. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি D. কমিউনিস্ট পার্টি

**Ans A Analysis** রোজ গার্ডেন প্যালেস বা রোজ গার্ডেন ঢাকা শহরের টিকাটুলি এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। এ ভবনেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এই বাড়িতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (বর্তমান আওয়ামী লীগ) গঠিত হয়।

31. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা সালের তারিখ ছিল- [DU-7Clg: 2018-19]

A. ৮ ফাল্গুন ১৩৫২ B. ৮ ফাল্গুন ১৩৫৯
C. ৯ ফাল্গুন ১৩৫২ D. ৯ ফাল্গুন ১৩৫৯

**Ans ✕ Analysis** ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর আগে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯, ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

32. বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- [DU-7Clg: 2017-18]

A. ১৯৭২ সালে B. ১৯৭৩ সালে C. ১৯৭৪ সালে D. ১৯৭৫ সালে

**Ans B Analysis** বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭৩। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয় এবং ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে। দ্বাদশ বা শেষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ জানুয়ারি ২০২৪।

33. 'কাঁকন বিবি হচ্ছেন- [DU-7Clg: 2017-18]

A. নারী উদ্যোক্তা B. এনজিও নেত্রী
C. লেখিকা D. মুক্তিযোদ্ধা

**Ans D Analysis** কাঁকন বিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৫নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। এছাড়া 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত দুইজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেন- তারামন বিবি (কুড়িগ্রাম) ১১নং সেক্টর ও সিতারা বেগম (কিশোরগঞ্জ) ২নং সেক্টর।

34. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি হচ্ছেন- [DU-7Clg: 2017-18]

A. হামিদুর রহমান B. নিতুন কুণ্ডু
C. জয়নুল আবেদীন D. কামরুল হাসান

**Ans A Analysis** গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য ও স্থপতি:

| ভাস্কর্য | স্থপতি | ভাস্কর্য | স্থপতি |
|---|---|---|---|
| জাতীয় স্মৃতি সৌধ | সৈয়দ মাইনুল হোসেন | সংশপ্তক | হামিদুজ্জামান খান |
| বলাকা | মৃনাল হক | জাগ্রত চৌরঙ্গী | আবদুর রাজ্জাক |
| স্বাধীনতা সংগ্রাম | শামীম সিকদার | অপরাজেয় বাংলা | সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ |

35. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়? [DU-7Clg: 2017-18]

A. ১৫ B. ১২ C. ১১ D. ১৩

**Ans C Analysis** মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। নৌবাহিনীর অধীনে ছিল ১০নং সেক্টর এবং সেখানে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না। ১নং সেক্টরে ছিল চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ঢাকা ছিল ২নং সেক্টরে। সুন্দরবন ছিল ৯নং সেক্টরে।

36. এদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিপ্রাপ্ত যিনি- [DU-7Clg: 2017-18]

A. মুন্সী আবদুর রহীম B. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
C. নূরুল ইসলাম D. আবুল বরকত

**Ans B Analysis** বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ১৯৪৯ সালের ৭ মার্চ বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মৃত্যু ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ বারঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তাঁর সম্মানে ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান ফটকের নাম "শহিদ জাহাঙ্গীর গেট" নামকরণ করা হয়েছে।

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত ছিল?
A. ১১ B. ৩ C. ৮ D. ২ **C**

02. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শিরোনাম কী ছিল?
A. The Proclamation of Bangladesh
B. The Proclamation of Independence
C. The Declaration of Independence
D. The Independence of Bangladesh **B**

03. বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী কখন স্বাধীন বাংলাদেশ ত্যাগ করে?
A. ১৭ই মার্চ ১৯৭২ B. ১৭ই এপ্রিল ১৯৭২
C. ৭ই নভেম্বর ১৯৭২ D. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ **A**

04. "সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটির রচয়িতা কে?
A. গুন্টার গ্রাস B. খুশবন্ত সিং
C. অ্যালেন গিন্সবার্গ D. জর্জ হ্যারিসন **C**

05. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র সংগ্রাম-এর পরিচালক কে ছিলেন?
A. চাষী নজরুল ইসলাম B. জহির রায়হান
C. মোরশেদুল ইসলাম D. তারেক মাসুদ **A**

06. পাকিস্তানের গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছিলেন কে?
A. আবুল হাশিম B. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
C. শেখ মুজিবুর রহমান D. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত **D**

07. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মর্যাদা অনুসারে বীরত্বসূচক খেতাবের ক্ষেত্রে তৃতীয় খেতাব-
A. বীর প্রতীক B. বীর বিক্রম C. বীরশ্রেষ্ঠ D. বীর উত্তম **B**

08. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম কোন সালে গ্রেফতার হন?
A. ১৯৩৬ B. ১৯৩৮ C. ১৯৫২ D. ১৯৬২ **B**

09. ভাষা আন্দোলনের নেতা ছিলেন...
A. হাবিবুল রহমান শেলী B. নুরুল আমিন
C. খাজা নাজিম উদ্দিন D. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ **A**



CamScanner

10. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
A. ঘানা B. নাইজেরিয়া
C. সুদান D. সিয়েরা লিওন **D**

11. একুশের প্রথম কবিতার রচয়িতা কে?
A. আলাউদ্দিন আল আজাদ B. আবদুল লতিফ
C. জহির রায়হান D. মাহবুব উল আলম চৌধুরী **D**

12. ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচিত প্রথম কবিতার কবি কে?
A. হাসান হাফিজুর রহমান B. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
C. মাহবুল উল আলম চৌধুরী D. হুমায়ূন আহমেদ **B**

13. 'তমুদ্দিন মজলিশ' সংগঠনটি কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
A. অলি আহমদ B. অধ্যাপক আবুল ফজল
C. অধ্যাপক আবুল কাসেম D. মোহাম্মদ তোয়াহা **C**

14. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
A. মাযহারুল ইসলাম B. হাসেম খান
C. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ D. হামিদুর রহমান **D**

15. 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার রচয়িতা-
A. মাহবুব উল আলম চৌধুরী B. জহির রায়হান
C. শামসুর রাহমান D. কাজী নজরুল ইসলাম **A**

## PRIME TEST

01. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কোন জাতীয়তাবাদ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল?
Ⓐ বাংলাদেশী Ⓑ বাঙালি
Ⓒ ধর্মীয় Ⓓ সাংস্কৃতিক

02. চরমপত্র কী?
Ⓐ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓑ বিবিসি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓒ বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓓ রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান

03. একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বঙ্গবন্ধু কোন কারাগারে ছিলেন?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ রাজশাহী Ⓒ ফরিদপুর Ⓓ নারায়ণগঞ্জ

04. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৬৯ Ⓑ ১৯৬৬ Ⓒ ১৯৬১ Ⓓ ১৯৬৮

05. বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয়-
Ⓐ ঢাকা বিমানবন্দর Ⓑ ধানমন্ডিতে
Ⓒ রেসকোর্স ময়দানে Ⓓ পল্টনে

06. কোনটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী-
Ⓐ আমার জীবনী Ⓑ আমার জীবনস্মৃতি
Ⓒ আমার একাত্তর Ⓓ অসমাপ্ত আত্মজীবনী

07. আগরতলা মামলায় (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) কতজনকে আসামি করা হয়?
Ⓐ 35 Ⓑ 36 Ⓒ 37 Ⓓ 32

08. যুক্তফ্রন্টের '২১ দফার' এক নম্বর দফা কী ছিল?
Ⓐ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন Ⓑ শহিদ মিনার নির্মাণ
Ⓒ অবাধ নির্বাচন Ⓓ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা

09. বাংলা ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে কোন দেশ?
Ⓐ ভারত Ⓑ সিয়েরা লিওন
Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ ব্রিটেন

10. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কোনটি?
Ⓐ ১৭ই মার্চ Ⓑ ১৭ই এপ্রিল
Ⓒ ১৭ই মে Ⓓ ১৭ই জুন

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A | 02. | A | 03. | C | 04. | D | 05. | C |
| 06. | D | 07 | A | 08. | D | 09. | B | 10. | A |

অধ্যায় ০৩

# বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

সাধারণ জ্ঞান

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশের অবস্থান | এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে, ওরিয়েন্টাল ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে। |
| অক্ষাংশ | ২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে। |
| দ্রাঘিমাংশ | ৮৮°০১′ পূর্ব থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে। |
| বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছে | কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৩০′ উত্তর বা ২৩.৫° উত্তর)। |
| পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি | ৪৪০ কিলোমিটার। |
| উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি | ৭৬০ কিলোমিটার। |
| মোট আয়তন | ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। (তবে যদি প্রশ্ন হয় ছিটমহল বিনিময়ের পরে আয়তন কত? তখন উত্তর হবে- ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি.মি.।) |
| বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন | ৯৪০৫ বর্গ কি.মি.। |
| বনাঞ্চলের আয়তন | ২.৫৭ মিলিয়ন হেক্টর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩) |
| বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে | ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বা 90°Degree East Longitude Line. |
| বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অতিক্রম করেছে। | কর্কটক্রান্তি রেখা বা Tropic of Cancer. |
| সীমান্তবর্তী দেশ | ২টি (ভারত, মায়ানমার)। |

- **প্রতিপাদ স্থান:** ঢাকার প্রতিপাদ স্থান চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- **কর্কটক্রান্তি রেখা:** বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এর অপর নাম ট্রপিক অব ক্যান্সার ।
- **৯০° দ্রাঘিমা রেখা:** বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ বরাবর শেরপুর এবং বরগুনা দিয়ে লম্বালম্বি যে রেখা অতিক্রম করেছে তা ৯০° দাঘিমা রেখা।

*৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা এবং কর্কটক্রান্তি রেখা মিলিত হয়েছে ফরিদপুর যেখানে বঙ্গবন্ধু মানমন্দির নির্মিত হচ্ছে।*

- **সীমান্তবর্তী জেলা:** বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। ভারতের সাথে ৩০টি এবং মায়ানমারের সাথে ৩টি।

| বিভাগ | জেলা |
|---|---|
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, বান্দরবান |
| রাজশাহী | রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ |
| রংপুর | কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর |
| খুলনা | সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা |
| সিলেট | সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর |

- **মোট সীমানা:** ৫,১৩৮ কি.মি. [যার স্থলসীমা-৪,৪২৭ এবং জলসীমা ৭১১/৭১৬ কি.মি.]

| বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য | | |
|---|---|---|
| সীমারেখা | বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ | মাধ্যমিক ভূগোল |
| বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা | ৫,১৩৮ কি.মি. | ৪,৭১২ কি.মি. |
| বাংলাদেশের স্থলসীমা | ৪,৪২৭ কি.মি. | ৩,৯৯৫ কি.মি. |
| বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য | ৭১১ কি.মি. | ৭১৬ কি.মি. |
| বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা | ৪,১৫৬ কি.মি. | ৩,৭১৫ কি.মি. |
| বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখা | ২৭১ কি.মি. | ২৮০ কি.মি. |

- **সীমা:** উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম ও মিয়ানমার (বার্মা)। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সম্পর্ক মনে রাখুন - আমিত্রি মেঘের পরে ।

(আ = আসাম, মি = মিজোরাম, ত্রি = ত্রিপুরা,মেঘের = মেঘালয়,পরে = পশ্চিমবঙ্গ)।



CamScanner

■ **ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা:** পশ্চিমবঙ্গের সাথে ১৫টি, আসামের সাথে ৪টি, ত্রিপুরার সাথে ৫টি, মেঘালয়ের সাথে ৪টি, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সাথে ১টি; মোট ৩০টি।

■ **বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভূ-খণ্ড**

| দিক | সীমান্তবর্তী স্থান | সীমান্তবর্তী উপজেলা | সীমান্তবর্তী জেলা |
|---|---|---|---|
| উত্তর | বাংলাবান্ধা/জায়গীরজোত | তেঁতুলিয়া | পঞ্চগড় |
| দক্ষিণ | ছেঁড়া দ্বীপ/সেন্টমার্টিন | টেকনাফ | কক্সবাজার |
| পূর্ব | আখাইনঠং | থানচি | বান্দরবান |
| পশ্চিম | (জমিনপুর) মনকশা | শিবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ |

- উত্তর-পূর্বের থানা-জকিগঞ্জ (সিলেট),
- দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- দক্ষিণ-পূর্বের থানা- টেকনাফ (কক্সবাজার) উত্তর-পশ্চিমের থানা- তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়)।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা-৩২টি।
- বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত জেলা ভারতের ৩০ এবং মায়ানমারের ৩টি।
- ভারত ও মায়ানমার উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে- রাঙামাটি জেলার।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ নেই – ৩৪টি জেলায়।
- বাংলাদেশের কতটি জেলার সাথে সীমান্ত সংযোগ নেই – ৬১টি জেলায়।

**সংযোগ তথ্য:** ১টি জেলা ভারত ও মায়ানমার উভয়ের সাথে হওয়ায় মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। লক্ষ্য করুন ভারত এবং মায়ানমার এর মধ্যে কমন বর্ণ র – আর র তে রাঙ্গামাটি।

- ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ নেই- ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রয়েছে- ৫টি রাজ্যের। যথা-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের জেলা-১৫টি।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের অচিহ্নিত সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ৬.৫ কি.মি.।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের অচিহ্নিত ফেনীর মুহুরীর চর অংশটুকু– ২ কি. মি.।

■ **সমুদ্র সীমানা**

- সমুদ্রসীমা পরিমাপের একক- নটিক্যাল মাইল।
- সমুদ্রে বাংলাদেশের মোট আয়তন- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.।
- রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা (Territorial Sea)- ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২ কি.মি.।
- অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone)- ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪ কি.মি.।
- মহীসোপান অঞ্চল (Continental Shelf)- ৩৫০ নটিক্যাল মাইল বা ৬৪৮.৫ কি.মি.।

*Note : ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কি.মি.।*

■ **বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)**

- ১০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা- ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরকে পৃথক করেছে।
- সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড- বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম। এর অন্য নাম 'গঙ্গাখাত'। এর প্রস্থ ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার এবং মহীসোপানের কিনারায় এ খাদের গভীরতা প্রায় ১২০০ মিটার। সোয়াচ অব নোগ্রাউন্ড প্লাইস্টোসিনকালে সৃষ্টি হয়েছে।
- উপকূলীয় দেশ- ৫টি (বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, ,থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা)।
- Ninety East Ridge- ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব। বঙ্গোপসাগর গঠিত হওয়ার প্রাথমিককালেই এটি অস্তিত্ব লাভ করে।
- আয়তন- প্রায় ২২ লাখ বর্গ কি.মি.।
- গড় গভীরতা- ৮,৫৩০ ফুট (২৬০০ মিটার)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম Bay উপসাগর- বঙ্গোপসাগর
- পৃথিবীর বৃহত্তম Gulf উপসাগর- মেক্সিকো উপসাগর।
- *সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ৭০ মিটার গভীর সমুদ্রের ১,৭৪৩ বর্গ কিমি এলাকাকে*
- *মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। এটি দেশের দ্বিতীয় মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া।*

■ **সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy):**

- সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) হলো- দেশের সামুদ্রিক পরিবেশ বা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- 'সুনীল অর্থনীতি' কিংবা 'ব্লু ইকোনমি'র অন্য নাম- সমুদ্র অর্থনীতি।
- এখানে 'ব্লু' অর্থে সমুদ্রের পানি এবং 'ব্লু ইকোনমি' হচ্ছে- সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি।
- 'ব্লু ইকোনমি' এর ধারণা দেন- অধ্যাপক গুন্টার পাউলি (টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব মডেল হিসেবে ধারণা দেন)।
- যে গ্রন্থে পাউলি ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেন- 'The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million Jobs'।

**Blue Economy বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে**

■ **সাতরঙা অর্থনীতি:**

০১. নীল অর্থনীতি- সমুদ্র অর্থনীতি।
০২. সবুজ অর্থনীতি- পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি।
০৩. লাল অর্থনীতি- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।
০৪. ধূসর অর্থনীতি- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (যারা কর ফাকি দেয়)।
০৫. বাদামি অর্থনীতি- উচ্চমাত্রায় দূষণ সৃষ্টিকারী অর্থনীতি।
০৬. কালো অর্থনীতি- আইন লঙ্ঘনকারী অর্থনীতি।
০৭. সাদা অর্থনীতি- মন্দা মোকাবিলাকারী অর্থনীতি।

■ **সেভেন সিস্টার্স:** ভারতের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ৭টি রাজ্যকে একত্রে সেভেন সিস্টার্স বলা হয়।

| রাজ্য | রাজধানী | রাজ্য | রাজধানী |
|---|---|---|---|
| আসাম | দিসপুর | মেঘালয় | শিলং |
| মিজোরাম | আইজল | ত্রিপুরা | আগরতলা |
| অরুণাচল | ইটানগর | মণিপুর | ইম্ফল |
| নাগাল্যান্ড | কোহিমা | | |

- ভারতের সেভেন সিস্টার্স নামে খ্যাত রাজ্যগুলো হলো আসাম, মিজোরাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল ও ত্রিপুরা।

**শর্ট টেকনিক:** আমেনাঅমিত্রিম

*সেভেন সিস্টার্স এর মধ্যে তিনটি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল।*

## ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্র বিজয়

■ **মায়ানমার:**

- মায়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়-১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে।
- রায় প্রদান করে- ITLOS (International Tribunal for the Law of The Sea).
- রায় প্রদান করেন- বিচারপতি হোসে লুই জেসাস।
- ITLOS এর সদর দপ্তর- হামবুর্গ, জার্মানি।
- বাংলাদেশ পায় ১,১১,৬৩১ কি.মি।

■ **ভারত:**

- মামলা রায় হয়-৭ই জুলাই, ২০১৪ সালে।
- রায় প্রদানকারী সংস্থা- PCA (Permanent Court of Arbitration).
- PCA এর সদর দপ্তর- দ্যা হেগ, নেদারল্যান্ড।



CamScanner

- এলাকার পরিমাণ- ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.।
- বাংলাদেশ পায়-১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি.।
- ভারত পায়- ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.।

■ নদ-নদী:
- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী রয়েছে- ৫৪টি।
- বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে - ৩টি।
- নদীর বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাকে বলে- Potomology
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট অবস্থিত- হারুকান্দি, ফরিদপুর।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- পদ্মা (৩৪১ কি.মি.)।
- বাংলাদেশের প্রশস্ততম/গভীরতম নদী- মেঘনা।
- বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী।
- ক্ষুদ্রতম নদী- গোবরা (৪ কি.মি.)।
- একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী- হালদা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম নদ- ব্রহ্মপুত্র।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম- ডিহি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় অংশের নাম- সানপো।
- নদী সিকস্তি কী- নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ।
- নদী পয়স্তী কারা- নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করে।
- উৎপত্তি স্থলে মেঘনার নাম- বরাক নদী।
- মেঘনা নদী পতিত হয়েছে- বঙ্গোপসাগরে। [যমুনা পতিত হয়েছে পদ্মায়]
- যমুনা নদীর পুরাতন নাম- জোনাই (সবচেয়ে বেশি চর যমুনা নদীতে)।
- পদ্মা নদীর অপর নাম- কীর্তিনাশা (বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের নদী)।
- ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম- লৌহিত্য।
- সবচেয়ে খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলি (বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী)।
- নদীর নামে জেলার নাম- ফেনী।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফলাইন বলা হয়- গড়াই নদীকে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- বাংলার সুয়েজ খাল বলা হয়- গাবখান নদীকে।
- বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা।
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৬৩ কি.মি.) [তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া]।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়নগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর- চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী হালদা।

■ বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে স্মৃতিবিজড়িত নদী:
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত- কপোতাক্ষ।
- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পদ্মা।
- কবি জসিমউদ্দীন- আড়িয়াল খাঁ।
- এসএম সুলতান- চিত্রা।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- পদ্মা।
- বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম- সুরমা।
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস।
- কবি আল মাহমুদ- তিতাস।

■ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নদীর উৎপত্তিস্থল:

| নদীর নাম | উৎপত্তিস্থল |
|---|---|
| গঙ্গা, পদ্মা | হিমালয়ের গঙ্গোত্রি হিমবাহ। |
| মেঘনা | আসামের নাগা মনিপুরের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় |
| ব্রহ্মপুত্র, যমুনা | তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর। |
| করতোয়া | সিকিমের পার্বত্য পাহাড় অঞ্চল। |
| তিস্তা | সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল। |
| কর্ণফুলি | মিজোরামের লুসাই পাহাড়। |
| সাঙ্গু | মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানায় আরাকান পর্বত থেকে। |
| হালদা | খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ। |
| ফেনী | পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে। |
| নাফ | মিয়ানমারের আরাকান পর্বত। |
| মহানন্দা | হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড়। |

■ বিশেষ কিছু নদীর মিলনস্থল/মোহনা:

| | | |
|---|---|---|
| পদ্মা + যমুনা | → | গোয়ালন্দ |
| পদ্মা + মেঘনা | → | চাঁদপুরে |
| সুরমা + কুশিয়ারা | → | আজমিরীগঞ্জ |
| বাঙ্গালী + যমুনা | → | বগুড়া |
| কালনী + পুরাতন ব্রহ্মপুত্র | → | ভৈরব |
| তিস্তা + ব্রহ্মপুত্র | → | চিলমারী |
| মহানন্দা + গঙ্গা | → | গোদাগাড়ী |
| তিতাস + মেঘনা | → | নবীনগর |

■ নদী তীরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর:

| শহর/বন্দর | নদী | শহর/বন্দর | নদী |
|---|---|---|---|
| বাংলাবান্দা/তেঁতুলিয়া | মহানন্দা | টঙ্গী | তুরাগ |
| বগুড়া/মহাস্থানগড় | করতোয়া | কুমিল্লা | গোমতি |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | মহানন্দা | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | তিতাস |
| রাজশাহী | গঙ্গা/পদ্মা | মংলা | পশুর |
| ঢাকা | বুড়িগঙ্গা | চন্দ্রঘোনা | কর্ণফুলি |
| সিলেট | সুরমা | কক্সবাজার | নাফ |
| জকিগঞ্জ | কুশিয়ারা | রংপুর | তিস্তা |
| খুলনা | রূপসা | গোপালগঞ্জ | মধুমতি |
| বরিশাল | কীর্তনখোলা | দৌলতদিয়া | পদ্মা |
| নড়াইল | চিত্রা | পঞ্চগড় | করতোয়া |
| ভৈরব | মেঘনা | টেকনাফ | নাফ |
| কাপ্তাই | কর্ণফুলী | মানিকগঞ্জ | যমুনা |
| পাবনা | ইছামতি | মাওয়া বন্দর | পদ্মা |
| নারায়ণগঞ্জ | শীতলক্ষ্যা | নাজিরগঞ্জ (৪৩তম) | পাবনা |

■ নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা:

| | |
|---|---|
| সোনারগাঁ- শীতলক্ষ্যা। | তিস্তা বাঁধ প্রকল্প- তিস্তা। |
| পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার- আত্রাই। | বাকল্যান্ড বাঁধ- বুড়িগঙ্গা। |
| মহাস্থানগড়- করতোয়া। | যমুনা সার কারখানা- যমুনা। |
| লালবাগের কেল্লা- বুড়িগঙ্গা। | গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভৈরব। |
| আহসান মঞ্জিল- বুড়িগঙ্গা। | ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা- কুশিয়ারা। |
| ফারাক্কা বাঁধ- গঙ্গা। | বাংলাবান্দা স্থলবন্দর- মহানন্দা। |

■ প্রধান প্রধান নদ-নদীর বাংলাদেশে প্রবেশ পথ:

| নদী | প্রবেশপথ | মনে রাখার সিরাপ |
|---|---|---|
| পদ্মা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | পদ্মা তুমি নবাব। |
| মেঘনা | সিলেট | মেঘনা সিলেট স্বভাব। |
| ব্রহ্মপুত্র | কুড়িগ্রাম | ব্রহ্মপুত্র কুড়ি |
| তিস্তা | নীলফামারি | তিস্তা লালমনি |
| কর্ণফুলী | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গা কর্ণফুলী। |



CS CamScanner

■ **নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস:**

| উপন্যাস | লেখক |
|---|---|
| পদ্মা নদীর মাঝি | মানিক বন্দোপাধ্যায় |
| তিতাস একটি নদীর নাম | অদ্বৈত মল্লবর্মন |
| নদী ও নারী | হুমায়ূন কবির |
| কর্ণফুলী | আলাউদ্দীন আল আজাদ |
| গঙ্গা | সমরেশ বসু |
| পদ্মার পলি | আবু ইসহাক |
| কাঁদো নদী কাঁদো | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ |
| ধলেশ্বরী | প্রবোধ বন্ধু অধিকারী |
| ইছামতি | প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় |
| হাঁসুলি বাঁকের উপকথা | তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় |

■ **পানি জাদুঘর:** বাংলাদেশের প্রথম পানি জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার পাখিমারা এলাকায়। মানুষের নদীকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়।

■ **নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট:** ১৯৭৭ সালে ঢাকায় নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে এটি গঠিত (হাইড্রোলিক রিসার্চ, জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ এবং অর্থ ও প্রশাসন অধিদপ্তর)। ১৯৮৮ সালে এটি ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়।

■ **নদী নিয়ে চলচ্চিত্র:**

| চলচ্চিত্রের নাম | পরিচালক |
|---|---|
| পদ্মা নদীর মাঝি | গৌতম ঘোষ |
| তিতাস একটি নদীর নাম: | ঋত্বিক ঘটক। |
| হালদা: | তৌকির আহমেদ। |

■ **নদী রক্ষার রিপোর্ট-২০২৩:** বাংলাদেশের নদীরক্ষা কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে দেশে নদ-নদীর সংখ্যা ১০০৮ টি। সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত জেলা সুনামগঞ্জ এবং সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত বিভাগ ঢাকা বিভাগ। দেশের ক্ষুদ্রতম নদী গাঙ্গিনা (ময়মিনসংহ)। মোট নদী পথের দৈর্ঘ্য ২২,০০০ কিলোমিটার।

■ **আন্তর্জাতিক নদ-নদীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- সবচেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয়- আমাজন নদী দিয়ে।
- এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী- ইয়াংসিকিয়াং।
- ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম- ভলগা।
- ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- মারে ডার্লিং।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম- নীলনদ।
- বিশ্বের আন্তর্জাতিক নদীর নাম- দানিয়ুব নদী।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীর নাম- ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- মিসিসিপি।
- ব্লু নীল বা হোয়াইট নীর নদের মিলনস্থল- খার্তুম শহরে।
- দজলা ও ফোরাত নদীর মিলিত প্রবাহ- শাত ইল আরব।
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- আমাজন।
- আমাজন নদীর দৈর্ঘ্য- ৬,৪০০ কি.মি.।
- আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- নীল নদ।
- নীল নদের দৈর্ঘ্য- ৬,৮৫৩ কি.মি.
- দিল্লি যে নদীর তীরে অবস্থিত- যমুনা।
- নিউইয়র্ক অবস্থিত- হাডসন নদীর তীরে।
- ভলগা নদীর উৎপত্তি- রাশিয়ার ভলদাই পাহাড় থেকে।
- মিয়ানমারের ইরাবতী নদীর উৎপত্তিস্থল- তিব্বতের মালভূমি থেকে।

■ **মহাদেশভিত্তিক বৃহত্তম নদী:**

| মহাদেশ | নদী |
|---|---|
| এশিয়া মহাদেশ | ইয়াংসিকিয়াং |
| আফ্রিকা মহাদেশ | নীলনদ |
| ইউরোপ মহাদেশ | ভলগা |
| উ. আমেরিকা মহাদেশ | মিসিসিপি-মিসৌরী |
| দ. আমেরিকা মহাদেশ | আমাজান |
| ওশেনিয়া মহাদেশ | মারে ডালিং |

■ **দ্বীপ, পাহাড়-পর্বত ও জলপ্রপাত**

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড় অবস্থিত– ময়মনসিংহ (গারো পাহাড়)।
- বাংলাদেশের যে পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে– মৌলভিবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- চিম্বুক পাহাড় অবস্থিত– বান্দরবান (পাহাড়ের রানি বা কালা পাহাড় নামে পরিচিত)।
- লালমাই পাহাড় অবস্থিত– কুমিল্লার ময়নামতি (প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন)।
- হিন্দুদের জন্য তীর্থস্থান- চন্দ্রনাথের পাহাড় (চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড)।
- চীনামাটির পাহাড় অবস্থিত – বিজয়পুর, নেত্রকোণা।
- বাংলাদেশের বিখ্যাত জলপ্রপাত– মাধবকুন্ড (মৌলভীবাজারের বড়লেখায়)
- হামহাম জলপ্রপাতটি অবস্থিত– শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার
- শুভলং ঝরনা অবস্থিত- রাঙামাটি।
- বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত চর- নির্মল চর।
- দুবলার চরের অপর নাম- জাফর পয়েন্ট।
- একমাত্র গরম পানির ঝরণা– চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড।
- বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত– হিমছড়ি (কক্সবাজার)
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিংডং বা বিজয় (১২৩১ মিটার, বান্দরবান)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।
- কক্সবাজারে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ- সেন্টমার্টিন।
- বাংলাদেশর একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ- মহেশখালী।
- মনপুরা দ্বীপে অবস্থিত- ভোলা জেলায়।
- বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর অবস্থিত- চট্টগ্রামে।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রধান স্থলবন্দর- বেনাপোল (যশোর)।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল- চলনবিল (পাবনা ও নাটোর জেলা)।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড়- হাকালুকি (মৌলিভীবাজার)।
- বাংলাদেশের পাহাড় গঠিত হয়- টারশিয়ারি যুগে।
- লালমাই পাহাড় অবস্থিত- কুমিল্লা।
- কাপ্তাই লেক অবস্থিত- রাঙামাটি (বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়)।
- সাজেক ভ্যালি অবস্থিত- বাঘাইছড়ি (রাঙামাটির ছাদ বলা হয়)।
- সাঙ্গু ভ্যালি অবস্থিত- চট্টগ্রামে।
- হালদা ভ্যালি অবস্থিত- খাগড়াছড়িতে।
- দেশের একমাত্র পক্ষিশালা- শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি এন্ড ইকোপার্ক (রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ- মহেশখালী।
- তালপট্টি দ্বীপটি আবিষ্কৃত হয়- ১৯৭০ সালে (অপরনাম- পূর্বাশা)।
- উচ্চতায় বিশ্বের বড় পাহাড় জলপ্রপাত- অ্যাঞ্জেল ফলস্।
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত- নায়াগ্রা জলপ্রপাত।
- ডেড সী- জর্ডান ও ইসরাইলের মধ্যে অবস্থিত।
- উত্তমাশা অন্তরীপ বা Cape of Good Hope অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- কন্যাকুমারী অন্তরীপ অবস্থিত- তামিলনাড়ুর প্রলম্বিত অংশে (ভারত)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি- সাহারা মরুভূমি (অপরনাম- সাহেল)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ- গ্রিনল্যান্ড (মালিকানা- ডেনমার্ক)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম প্রণালি- তাঁতার প্রণালি (রাশিয়া-শাখালিন)।
- মরক্কো ও স্পেনকে বিভক্তকারী প্রণালি- জিব্রাল্টার।



CamScanner

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. যমুনা নদীর উৎপত্তি কোথায়? [DU-7Clg: 2023-24]
A. গঙ্গোত্রী হিমবাহ B. নাগা-মনিপুর
C. লুসাই পাহাড় D. মানস সরোবর

**Ans D Analysis** বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল:
- পদ্মা: হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ।
- মেঘনা: আসামের নাগা মণিপুরের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়।
- যমুনা/ব্রহ্মপুত্র: তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর।
- তিস্তা/করতোয়া: সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে।

02. ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত রেকর্ড অনুসারে বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা – [DU-7Clg: 2023-24]
A. সাতক্ষীরা B. ফরিদপুর
C. খুলনা D. চুয়াডাঙ্গা

**Ans D Analysis** ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল। এইদিন চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ৪৩.৭° সেলসিয়াস।

03. বাংলাদেশের কোন জেলা দুই দেশের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত? [DU-7Clg: 2023-24]
A. রাঙামাটি B. বান্দরবান
C. খাগড়াছড়ি D. কক্সবাজার

**Ans A Analysis** বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। এর মধ্যে ভারতের সাথে রয়েছে ৩০টি এবং মায়ানমারের সাথে রয়েছে ৩টি। রাঙামাটি জেলা ভারত ও মায়ানমার উভয় সীমান্তের সাথে সংযুক্ত।

04. ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয় – [DU-7Clg: 2023-24]
A. MOFDM B. CPP
C. WAPRO D. SPARRSO

**Ans D Analysis** SPARRSO এর পূর্ণরূপ Space Research and Remote Sensing organization। এটি বাংলাদেশের একমাত্র আবহাওয়া ও দুর্যোগ পূর্বাভাস কেন্দ্র। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।

05. বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো প্রশাসনিক বিভাগ – [DU-7Clg: 2023-24]
A. কুমিল্লা B. বরিশাল
C. সিলেট D. রংপুর

**Ans C Analysis** আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক বিভাগ চট্টগ্রাম। এর আয়তন ৩৩,৭৭১ বর্গকি.মি.। আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ ময়মনসিংহ যার আয়তন ১০,৬৬৯ বর্গ কি.মি। প্রশ্নে উল্লেখিত অপশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ সিলেট।

06. 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর সাথে সম্পর্কিত – [DU-7Clg: 2023-24]
A. জলবায়ু পরিবর্তন B. ভূ-রাজনীতি
C. গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া D. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

**Ans A Analysis** 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো। এই পরিকল্পনার মোট অভীষ্ট ৯টি (জাতীয় পর্যায়ে ৩টি ও নির্দিষ্ট অভীষ্ট ৬টি)। ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নে ৬টি হটস্পট: উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল ও মোহনা এবং নগর এলাকা।

07. নিচের কোনটি গ্রিনহাউস গ্যাস নয়? [DU-7Clg: 2022-23]
A. নাইট্রাস অক্সাইড B. কার্বন ডাই অক্সাইড
C. অক্সিজেন D. মিথেন

**Ans C Analysis** যেসকল গ্যাস গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো হলো- কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস। অক্সিজেন গ্রিন হাউস গ্যাস নয়।

08. 'অশনি' একটি — এর নাম– [DU-7Clg: 2021-22]
A. ভবন B. ঘূর্ণিঝড়
C. প্রতিষ্ঠান D. চলচ্চিত্র

**Ans B Analysis** ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'অশনি'। অশনি নামকরণ করে শ্রীলংকা, এটি সিংহলী ভাষার শব্দ যার অর্থ ক্রোধ বা রাগ। সর্বশেষ আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর অর্থ 'পাতা' (ভিয়েতনামিজ ভাষা)।

09. বাংলাদেশে সম্প্রতি আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের নাম- [DU-7Clg: 2019-20]
A. সিডর B. আইলা
C. সুনামি D. বুলবুল

**Ans × Analysis** ২৪ অক্টোবর ২০২২ বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের নাম সিত্রাং যার অর্থ পাতা (ভিয়েতনামিজ শব্দ)।

10. সাজেক উপত্যকা যে জেলায় অবস্থিত– [DU-7Clg: 2019-20]
A. রাঙামাটি B. বান্দরবান
C. খাগড়াছড়ি D. ফেনী

**Ans A Analysis** সাজেক ভ্যালি বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত পর্যটন আকর্ষণ। সাজেক ভ্যালি রাঙামাটির ছাঁদ হিসেবে পরিচিত।

11. 'রিখটার স্কেল' যা পরিমাপে ব্যবহার করা হয়- [DU-7Clg: 2018-19]
A. টর্নেডো B. সুনামি
C. বন্যা D. ভূমিকম্প

**Ans D Analysis** রিখটার স্কেল ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক এক ধরনের মানদণ্ড। মার্কিন পদার্থবিদ চার্লস ফ্রান্সিস রিখটার এই স্কেল আবিষ্কার করেন। এটি একটি ১০-ভিত্তিক লগারিদমীয় পরিমাপক স্কেল। এখানে মাত্রা সিসমোমিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

12. 'তিতলি' হচ্ছে একটি- [DU-7Clg: 2018-19]
A. দ্বীপ B. পাহাড়
C. ঘূর্ণিঝড় D. নদীবন্দর

**Ans C Analysis** 'তিতলি' ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারত মহাসাগরে জন্ম নেয়া ঘূর্ণিঝড়। তিতলি শব্দের অর্থ 'প্রজাপতি'। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঘূর্ণিঝড় সমূহের নাম দিয়ে থাকে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ। ক্রান্তীয় সাইক্লোন তিতলির নাম দিয়েছে পাকিস্তান। সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং শব্দের অর্থ- 'পাতা'।

13. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী যে গ্যাস– [DU-7Clg: 2018-19]
A. মিথেন
B. নাইট্রোজেন
C. কার্বন ডাই অক্সাইড
D. হিলিয়াম

**Ans C Analysis** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা Global Warming হলো জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বিশেষ ঘটনা। এর জন্যে দায়ী গ্যাসগুলো হলো- কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফারের অন্যান্য অক্সাইডসমূহ, নাইট্রিক অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি।

## IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. 'বগালেক' কোন জেলায় অবস্থিত?
A. রাঙ্গামাটি B. বান্দরবান C. ঢাকা D. ফেনী **B**

02. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?
A. যমুনা নদীতে B. বঙ্গোপসাগরে
C. মেঘনার মোহনায় D. সন্দ্বীপ চ্যানেলে **B**

03. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত?
A. বান্দরবান B. রাঙ্গামাটি C. মৌলভীবাজার D. সিলেট **B**

04. সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম কী?
A. নারিকেল জিঞ্জিরা B. নারিকেল জিঞ্জিরা
C. নারিকেল বাগান D. মহেশখালী **B**

05. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
A. সন্দ্বীপ B. ভোলা
C. হাতিয়া D. মনপুরা **B**

06. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম–
A. সন্দ্বীপ B. নিঝুম দ্বীপ
C. ছেঁড়াদ্বীপ D. দক্ষিণ তালপট্টি **D**



CamScanner

08. 'হাদি' যে নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েদের পোশাক-
A. গারো B. মারমা C. চাকমা D. রাখাইন Ⓒ

09. 'ওয়াঙ্গালা' উৎসব উদযাপন করে-
A. চাকমারা B. মণিপুরিরা C. গারোরা D. রাখাইনরা Ⓒ

10. মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ-
A. গারো ও খাসিয়া B. গারো ও রাখাইন
C. খাসিয়া ও মনিপুরি D. চাকমা ও খাসিয়া Ⓐ

11. বাংলাদেশের মারমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা বিদ্যমান?
A. ট্রাইবাল চীফ শাসিত B. মাতৃপ্রধান
C. গোষ্ঠীপ্রধান D. পিতৃপ্রধান Ⓓ

12. জলকেলি কাদের উৎসব?
A. ত্রিপুরা B. চাকমা C. গারো D. রাখাইন Ⓓ

13. মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী?
A. বিজু B. রাশ C. সাংগ্রাই D. বাইশু Ⓒ

14. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মনিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে?
A. সিলেট B. মৌলভীবাজার C. হবিগঞ্জ D. সুনামগঞ্জ Ⓐ

15. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?
A. রাখাইন B. মারমা C. পাঙন D. খিয়াং Ⓒ

## PRIME TEST

01. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৭২ সালে Ⓑ ১৯৭৩ সালে
Ⓒ ১৯৭৪ সালে Ⓓ ১৯৭৫ সালে

02. বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়?
Ⓐ বান্দরবান Ⓑ ময়মনসিংহ Ⓒ রাজশাহী Ⓓ দিনাজপুর

03. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা–
Ⓐ ২০ Ⓑ ৪৮ Ⓒ ২৫ Ⓓ ৫০

04. 'বৈসাবি' কোন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব?
Ⓐ ময়মনসিংহ Ⓑ রংপুর
Ⓒ পার্বত্য চট্টগ্রাম Ⓓ সিলেট

05. ওরাও জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে?
Ⓐ রাজশাহী-দিনাজপুর Ⓑ বরগুনা-পটুয়াখালি
Ⓒ রাঙামাটি-বান্দরবান Ⓓ সিলেট-হবিগঞ্জ

06. বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার নাম 'আচিক খুসিক' (মান্দি খুসিক)?
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ চাকমা
Ⓒ গারো Ⓓ মারমা

07. 'ওয়াংগালা' উৎসব কাদের?
Ⓐ কুকিদের Ⓑ গারোদের
Ⓒ চাকমাদের Ⓓ মারমাদের

08. কোন নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন 'সাংগ্রাই' (জল উৎসব) পালন করে?
Ⓐ মারমারা Ⓑ গারো
Ⓒ মুরং Ⓓ চাকমা

09. কোন উপজাতিটির আবাসস্থল 'বিরিশিরি' নেত্রকোণায়?
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ গারো
Ⓒ খাসিয়া Ⓓ মুরং

10. গারো উপজাতি কোন জেলাই বাস করে?
Ⓐ পার্বত্য চট্টগ্রাম Ⓑ ময়মনসিংহ
Ⓒ সিলেট Ⓓ টাঙ্গাইল

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | 02. | A | 03. | D | 04. | C | 05. | A |
| 06. | C | 07 | B | 08. | A | 09. | B | 10. | B |

অধ্যায় ০৫

# বাংলাদেশের সংবিধান

সাধারণ জ্ঞান

- বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করে- ১১ জানুয়ারি ১৯৭২।
- গণপরিষদ থেকে সংবিধান আদেশ জারি হয়- ২৩ মার্চ ১৯৭২।
- গণপরিষদে সংবিধান গৃহিত হয়- ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর।
- সংবিধান কার্যকর হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল- ৩৪ জন।
- সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান ছিলেন- ড. কামাল হোসেন।
- সংবিধান রচনা কমিটিতে একমাত্র নারী সদস্য ছিল- রাজিয়া আক্তার বানু।
- বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল- সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
- গণপরিষদের প্রথম সভাপতি- মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ।
- গণপরিষদের প্রথম স্পীকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার- মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের সংবিধান।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

■ বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক তথ্যকণিকা

| নাম | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ |
|---|---|
| ইংরেজি নাম | People's Republic of Bangladesh |
| পূর্ণ নাম | • বাংলায়- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ- ১৫৩ (১))<br>• ইংরেজিতে- The Constitution of People's Republic of Bangladesh, |
| প্রস্তাবনা | ১টি। |
| প্রকৃতি | লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় |
| ভাষা | • দুটি: বাংলা ও ইংরেজি।<br>• ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিরোধ হলে বাংলা গণ্য হবে।<br>• সংবিধান ইংরেজিতে রচনা করেছেন- ড. কামাল হোসেন। |
| অনুবাদ | • সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করেন- ড. আনিসুজ্জামান। |
| মূলনীতি | ৪টি। যথা: ১. জাতীয়তাবাদ, ২. সমাজতন্ত্র, ৩. গণতন্ত্র ও ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা। |
| তফসিল | ৭টি। |
| অধ্যায় বা ভাগ | ১১টি। |
| সংশোধনী | মোট ১৭টি। |
| সংরক্ষিত আসন | ৫০ জন |
| সংসদে কোরামের সদস্য | ৬০ জন |
| হস্তলেখা সংবিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা | ৯৩টি |
| হস্তলিখিত সংবিধানের লেখক | এ.কে.এম আব্দুর রউফ |
| হস্তলিখিত সংবিধানের ডিজাইনার | জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী হাশেম খান |
| স্বাক্ষরসহ হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা | ১০৮টি |
| অনুচ্ছেদ | ১৫৩টি |
| নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংখ্যা | ৩০০ জন |



CS CamScanner

■ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ:

| অনুচ্ছেদ | বিষয় |
|---|---|
| ১ | প্রজাতন্ত্র |
| ২ক | রাষ্ট্রধর্ম |
| ৩ | রাষ্ট্রভাষা |
| ৪ | জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক |
| ৫ | রাজধানী |
| ৬ | নাগরিকত্ব |
| ৭ | সংবিধানের প্রাধান্য |
| ৮ | মূলনীতিসমূহ |
| ১৪ | কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি |
| ১৭ | অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা |
| ১৮ | জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা |
| ১৮ক | পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন |
| ১৯ | সুযোগের সমতা |
| ২২ | নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ |
| ২৩ | জাতীয় সংস্কৃতি |
| ২৩ক | উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি |
| ২৪ | জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি |
| ২৫ | আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন |
| ২৭ | আইনের দৃষ্টিতে সমতা |
| ২৮ | ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য |
| ৪৮ | রাষ্ট্রপতি |
| ৬৫ | সংসদ-প্রতিষ্ঠা |
| ৭৪ | স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার |
| ৭৭ | ন্যায়পাল |
| ৯৪ | সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা |
| ৯৫ | বিচার নিয়োগ |
| ১০৮ | "কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট |
| ১১৭ | প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ |
| ১১৮ | নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা |
| ১২৭ | মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা |
| ১২৮ | মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব |
| ১৩৭ | কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা |
| ১৪১ক | জরুরী-অবস্থা ঘোষণা |
| ১৪৫ক | আন্তর্জাতিক চুক্তি |
| ১৫২ | ব্যাখ্যা |
| ১৫৩ | প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ |

■ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনী :

| সংশোধনী | বিষয় |
|---|---|
| প্রথম | যুদ্ধাপরাধী এবং অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)। |
| দ্বিতীয় | 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিধান সম্বলিত (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)। |
| অষ্টম | (i) ঢাকার বাইরে হাইকোর্টে বেঞ্চ স্থাপন, (ii) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চালু, (iii) Dacca থেকে Dhaka হয়, (iv) Bengali থেকে Bangla হয় (গৃহিত হয়- ১৯৮৮ সালে)। |
| নবম | রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (গৃহিত হয়- ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই)। |
| দ্বাদশ | সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন। |
| ত্রয়োদশ | তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন (গৃহিত হয়- ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ)। |
| চতুর্দশ | বিচারপতির অবসর বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করাসহ মোট সাতটি পরিবর্তন আনা হয় (গৃহিত হয়- ২০০৪ সালে)। |
| পঞ্চদশ | নারী আসন ৫০টি করা, নির্বাচন কমিশনের সদস্য অনধিক ৫ জন করা, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, ৮ নং ধারা ফিরিয়ে এনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়, বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। |
| সপ্তদশ | (i) সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বর্ধিত করা হয়েছে- ২৫ বছর (২০৪৪ পর্যন্ত), (ii) বর্ধিত ২৫ বছরের দিনক্ষণ শুরু হয়- একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে (গৃহিত হয়- ৮ জুলাই, ২০১৮ সালে)। |

■ সাংবিধানিক পদসমূহ:
- রাষ্ট্রপতি।
- স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার।
- প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি।
- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী।
- সংসদ সদস্যগণ।
- নির্বাচন কমিশনার।
- সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।

■ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান:
- নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ।
- আইন বিভাগ।
- বিচার বিভাগ।
- নির্বাচন কমিশন।
- সরকারি কর্মকমিশন।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

**অলিখিত সংবিধানের দেশ স্পেন, নিউজিল্যান্ড, সৌদিআরব, ইসরাইল।**

■ সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পেশ:

| পদত্যাগ | নিকট |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | স্পিকারের |
| সংসদ সদস্য | স্পিকারের |
| প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দ | রাষ্ট্রপতির |
| স্পিকার | রাষ্ট্রপতির |

■ সংবিধান অনুযায়ী শপথ পাঠ:

| যিনি পড়াবেন | যে শপথ পড়বেন |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও প্রধান বিচারপতিকে |
| স্পিকার | রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যকে |
| প্রধান বিচারপতি | অন্যান্য বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে |
| প্রধানমন্ত্রী | সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে |
| স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সাংসদদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারবেন। | |

■ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক শব্দ:

| শব্দ | অর্থ | বিশেষ তথ্য/সংজ্ঞা |
|---|---|---|
| Ombudsman | ন্যায়পাল | পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা থাকলেও এখনো নিয়োগ হয়নি। |
| Crossing the Floor | দল ত্যাগ | দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো সাংসদ দল ত্যাগ করলে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে crossing the floor বলে। |



CamScanner

■ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ:

| অনুচ্ছেদ | বিষয় |
|---|---|
| ১ | প্রজাতন্ত্র |
| ২ক | রাষ্ট্রধর্ম |
| ৩ | রাষ্ট্রভাষা |
| ৪ | জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক |
| ৫ | রাজধানী |
| ৬ | নাগরিকত্ব |
| ৭ | সংবিধানের প্রাধান্য |
| ৮ | মূলনীতিসমূহ |
| ১৪ | কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি |
| ১৭ | অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা |
| ১৮ | জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা |
| ১৮ক | পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন |
| ১৯ | সুযোগের সমতা |
| ২২ | নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ |
| ২৩ | জাতীয় সংস্কৃতি |
| ২৩ক | উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি |
| ২৪ | জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি |
| ২৫ | আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন |
| ২৭ | আইনের দৃষ্টিতে সমতা |
| ২৮ | ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য |
| ৪৮ | রাষ্ট্রপতি |
| ৬৫ | সংসদ-প্রতিষ্ঠা |
| ৭৪ | স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার |
| ৭৭ | ন্যায়পাল |
| ৯৪ | সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা |
| ৯৫ | বিচার নিয়োগ |
| ১০৮ | "কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট |
| ১১৭ | প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ |
| ১১৮ | নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা |
| ১২৭ | মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা |
| ১২৮ | মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব |
| ১৩৭ | কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা |
| ১৪১ক | জরুরী-অবস্থা ঘোষণা |
| ১৪৫ক | আন্তর্জাতিক চুক্তি |
| ১৫২ | ব্যাখ্যা |
| ১৫৩ | প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ |

■ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনী :

| সংশোধনী | বিষয় |
|---|---|
| প্রথম | যুদ্ধাপরাধী এবং অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)। |
| দ্বিতীয় | 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিধান সম্বলিত (গৃহিত হয়- ১৯৭৩ সালে)। |
| অষ্টম | (i) ঢাকার বাইরে হাইকোর্টে বেঞ্চ স্থাপন, (ii) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চালু, (iii) Dacca থেকে Dhaka হয়, (iv) Bengali থেকে Bangla হয় (গৃহিত হয়- ১৯৮৮ সালে)। |
| নবম | রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (গৃহিত হয়- ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই)। |
| দ্বাদশ | সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন। |
| ত্রয়োদশ | তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন (গৃহিত হয়- ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ)। |
| চতুর্দশ | বিচারপতির অবসর বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করাসহ মোট সাতটি পরিবর্তন আনা হয় (গৃহিত হয়- ২০০৪ সালে)। |
| পঞ্চদশ | নারী আসন ৫০টি করা, নির্বাচন কমিশনের সদস্য অনধিক ৫ জন করা, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, ৮ নং ধারা ফিরিয়ে এনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়, বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। |
| সপ্তদশ | (i) সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বর্ধিত করা হয়েছে- ২৫ বছর (২০৪৪ পর্যন্ত), (ii) বর্ধিত ২৫ বছরের দিনক্ষণ শুরু হয়- একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে (গৃহিত হয়- ৮ জুলাই, ২০১৮ সালে)। |

■ সাংবিধানিক পদসমূহ:

- রাষ্ট্রপতি।
- স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার।
- প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি।
- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী।
- সংসদ সদস্যগণ।
- নির্বাচন কমিশনার।
- সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান।

■ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান:

- নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ।
- আইন বিভাগ।
- বিচার বিভাগ।
- নির্বাচন কমিশন।
- সরকারি কর্মকমিশন।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

অলিখিত সংবিধানের দেশ স্পেন, নিউজিল্যান্ড, সৌদিআরব, ইসরাইল।

■ সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পেশ:

| পদত্যাগ | নিকট |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | স্পিকারের |
| সংসদ সদস্য | স্পিকারের |
| প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দ | রাষ্ট্রপতির |
| স্পিকার | রাষ্ট্রপতির |

■ সংবিধান অনুযায়ী শপথ পাঠ:

| যিনি পড়াবেন | যে শপথ পড়বেন |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও প্রধান বিচারপতিকে |
| স্পিকার | রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যকে |
| প্রধান বিচারপতি | অন্যান্য বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে |
| প্রধানমন্ত্রী | সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে |
| স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সাংসদদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারবেন। | |

■ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক শব্দ:

| শব্দ | অর্থ | বিশেষ তথ্য/সংজ্ঞা |
|---|---|---|
| Ombudsman | ন্যায়পাল | পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা থাকলেও এখনো নিয়োগ হয়নি। |
| Crossing the Floor | দল ত্যাগ | দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো সাংসদ দল ত্যাগ করলে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে crossing the floor বলে। |



CamScanner

| শব্দ | অর্থ | বিশেষ তথ্য/সংজ্ঞা |
|---|---|---|
| Casting Vote | সিদ্ধান্ত ভোট | স্পিকারের ভোট |
| Quorum | ন্যূনতম সদস্য | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৬০ জনের কম উপস্থিত থাকলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত বা বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করেন। |
| Indemnity | দায়মুক্তি | কাউকে নিরাপদ করা বা নিরাপত্তা বিধান করা। অর্থাৎ অপরাধের দায় থেকে মুক্তি প্রদান। বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের দায়মুক্তির জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর তা বাতিল হয়। |
| Bill | আইনের খসড়া | • সরকারি বিল: মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল। • বেসরকারি বিল: এমপি কর্তৃক উত্থাপিত বিল। |

■ **অ্যাটর্নি জেনারেল:**

- পরিচয়- রাষ্ট্রের প্রধান আইনজীবী (সরকারের প্রধান ও মুখ্য আইন পরামর্শক)।
- কাজ- তিনি সংবিধান, রাজস্ব, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন এবং ওই সব বিষয় সংক্রান্ত মামলায় আদালতে উপস্থিত থাকেন।
- প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল- এম.এইচ খন্দকার (বর্তমান- মোঃ আসাদুজ্জামান)।
- নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' – বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম ভাগের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রয়েছে?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. ১ B. ৩ C. ৫ D. ৬

**Ans B Analysis** বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অনুচ্ছেদ:

- অনুচ্ছেদ (৩) → প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
- অনুচ্ছেদ ৬(২) → বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি।
- অনুচ্ছেদ (১৭) → অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার।
- অনুচ্ছেদ (১৯) → সুযোগের সমতা।
- অনুচ্ছেদ (২৭) → আইনের দৃষ্টিতে সমতা।

**02. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. অনুচ্ছেদ ৪৮ B. অনুচ্ছেদ ২৮
C. অনুচ্ছেদ ৩৮ D. অনুচ্ছেদ ৪৪

**Ans A Analysis** সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ :

| অনুচ্ছেদ | অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু |
|---|---|
| ২৮ | ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ প্রভৃতি কারণে বৈষম্য |
| ৩৮ | সংগঠনের স্বাধীনতা |
| ৪৪ | মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ |
| ৪৮ | রাষ্ট্রপতি |

**03. সংসদের একটি অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর, সর্বোচ্চ — মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন আহ্বান করতে হয়।** [DU-7Clg: 2021-22]

A. ৯০ দিনের B. ৮০ দিনের
C. ৭০ দিনের D. ৬০ দিনের

**Ans D Analysis** বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২(১) উপ-দফায় বলা হয়েছে- 'সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন; সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না'।

**04. বাংলাদেশ সরকারের এটর্নি জেনারেল কাজ করেন যে বিভাগের অধীনে–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. শাসন বিভাগ B. বিচার বিভাগ C. আইন বিভাগ D. জনপ্রশাসন বিভাগ

**Ans A Analysis** 'অ্যাটর্নি জেনারেল' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এবং এটি একটি সাংবিধানিক পদ। অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারকে সংবিধান, সাধারণ আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান করেন। সংবিধানের ৬৪নং অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ রয়েছে।

**05. নিচের যেটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. সরকারি কর্মকমিশন B. নির্বাচন কমিশন
C. দুর্নীতিদমন কমিশন D. ট্যারিফ কমিশন

**Ans D Analysis** বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হলো-

১. নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ ২. আইন বিভাগ
৩. বিচার বিভাগ ৪. নির্বাচন কমিশন
৫. সরকারি কর্ম কমিশন ৬. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

**06. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. স্পিকার B. মন্ত্রিসভা C. জাতীয় সংসদ D. রাষ্ট্রপতি

**Ans D Analysis** বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হলেন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি। অন্যভাবে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ও সর্বোচ্চ বিচারপতি। বর্তমান প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান (২৪তম)।

**07. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা?** [DU-7Clg: 2018-19]

A. ৩০০ B. ৩৩০ C. ৩২০ D. ৩৫০

**Ans D Analysis** জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা। এককক্ষ বিশিষ্ট এ আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০; যার মধ্যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।

**08. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন।** [DU-7Clg: 2018-19]

A. স্পিকার B. প্রধানমন্ত্রী C. চিফ হুইপ D. রাষ্ট্রপতি

**Ans D Analysis** সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। মাননীয়, স্পিকার হলেন সংসদের সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদের নেতা।

**09. একটি রাষ্ট্রে জরুরি অবস্থা ঘোষনা করেন–** [DU-7Clg: 2018-19]

A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্পিকার D. সেনাপ্রধান

**Ans A Analysis** জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১(ক) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে জরুরি অবস্থা জারির প্রয়োজন মনে হয় তাহলে তিনি অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য জরুরি-অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

**10. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক-** [DU-7Clg: 2017-18]

A. শাপলা ফুল B. গোলাপ ফুল C. পদ্ম ফুল D. সূর্যমুখী ফুল

**Ans A Analysis** জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত। প্রতি নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য ও সংরক্ষিত ৫০টি নারী সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

## IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

**01. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?**

A. চতুর্দশ সংশোধনী B. পঞ্চদশ সংশোধনী
C. ষষ্ঠদশ সংশোধনী D. দ্বাদশ সংশোধনী **B**

**02. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?**

A. সংসদ B. মন্ত্রীসভা C. হাইকোর্ট D. সুপ্রিম কোর্ট **D**

**03. নবম জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা কত?**

A. ৩০০ B. ৩১৫
C. ৩৩০ D. ৩৫০ **D**



CamScanner

04. বাংলাদেশের সংবিধানে অভিভাবক কে/কোনটি?
A. জাতীয় সংসদ  B. সুপ্রীম কোর্ট  C. রাষ্ট্রপতি  D. প্রধানমন্ত্রী  Ⓑ

05. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলো কতজন?
A. ৩২ জন  B. ৩৩ জন  C. ৩৪ জন  D. ৩৫ জন  Ⓒ

06. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি গুলোর একটি হল:
A. ধনতন্ত্র  B. একনায়কতন্ত্র  C. গণতন্ত্র  D. রাজতন্ত্র  Ⓒ

07. বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় কোন সালে?
A. ১৯৭১  B. ১৯৭৫  C. ১৯৭৩  D. ১৯৭৪  Ⓓ

Note: বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে।

08. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন?
A. ৬(২)  B. ৫(১)  C. ৭  D. ৮  Ⓐ

09. কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ সম্পর্কিত বিধান সন্নিবেশিত হয়?
A. চতুর্দশ  B. পঞ্চদশ  C. ষোড়শ  D. সপ্তাদশ  Ⓑ

10. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো বর্ণিত আছে যে ভাগে-
A. ২য়  B. ৩য়  C. ৪র্থ  D. ৫ম  Ⓑ

## PRIME TEST

01. 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ অনুচ্ছেদ ৩৮  Ⓑ অনুচ্ছেদ ৫০  Ⓒ অনুচ্ছেদ ৪১  Ⓓ অনুচ্ছেদ ১০০

02. নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা করতে পারেন?
Ⓐ ৪৪  Ⓑ ৪৭  Ⓒ ১০২  Ⓓ ১০৩

03. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?
Ⓐ জাতীয় সংসদ  Ⓑ শাসন বিভাগ  Ⓒ সুপ্রিম কোর্ট  Ⓓ আইন মন্ত্রণালয়

04. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি বর্ণিত আছে?
Ⓐ ১৭  Ⓑ ১৫  Ⓒ ১৬  Ⓓ ১৮

05. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য কোন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে?
Ⓐ অনুচ্ছেদ-২০  Ⓑ অনুচ্ছেদ-২১
Ⓒ অনুচ্ছেদ-২২  Ⓓ অনুচ্ছেদ-২৩

06. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে কত অনুচ্ছেদে?
Ⓐ অনুচ্ছেদ-৮  Ⓑ অনুচ্ছেদ-৯  Ⓒ অনুচ্ছেদ-১০  Ⓓ অনুচ্ছেদ-১১

07. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদের উল্লেখ আছে?
Ⓐ ৯ম ভাগ  Ⓑ ৭ম ভাগ  Ⓒ ৮ম ভাগ  Ⓓ ১০ম ভাগ

08. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে?
Ⓐ ২৯ (২)  Ⓑ ২৮ (২)  Ⓒ ৩৯ (২)  Ⓓ ৩৯ (১)

09. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবৃতির কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ ৮১  Ⓑ ৮৫  Ⓒ ৮৭  Ⓓ ৮৮

10. বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার নিম্ন বয়স কত?
Ⓐ ১৮  Ⓑ ২০  Ⓒ ১৯  Ⓓ ২১

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | 02. | C | 03. | C | 04. | A | 05. | B |
| 06. | A | 07 | C | 08. | B | 09. | C | 10. | A |

অধ্যায় ০৬ — সাধারণ জ্ঞান

# বাংলাদেশের সরকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

## বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হলেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী আনা হয় যা সংসদীয় ব্যবস্থা রহিত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করে। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয় এটি গণভোটে পাশ হলে রাষ্ট্রপতি ১৮ সেপ্টেম্বর তাতে সম্মতি দেন। ফলে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।

■ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তিন স্তরে বিভক্ত:

সরকার-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ
← আইন বিভাগ: আইন প্রণয়ন
→ বিচার বিভাগ: আইনের ব্যাখ্যা
↓ শাসন বিভাগ: আইন প্রয়োগ

| সরকারের বিভাগ | বিভাগের পরিচয় | বিভাগের কাজ |
|---|---|---|
| আইন বিভাগ (সংসদ) | • স্পিকারের অধীন।<br>• কেন্দ্রস্থল: জাতীয় সংসদ/আইনসভা।<br>• মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দায়ী থাকে- আইনসভার নিকট। | • আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে।<br>• সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। |
| শাসন/নির্বাহী বিভাগ (মন্ত্রণালয় ও সচিবালয়) | • নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়- রাষ্ট্রপতির নামে।<br>• নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়- প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে।<br>• মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবালয় নিয়ে গঠিত। | • আইন প্রয়োগ করে।<br>• অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করে।<br>• পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করে। |
| বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্ট) | • অধীন-প্রধান বিচারপতির।<br>• সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হল বিচার বিভাগ বা সুপ্রীম কোর্ট।<br>• গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। | • বিচার কাজ পরিচালনা ও আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান করা।<br>• সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করে। |

## এক নজরে জাতীয় সংসদ ভবন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। ১৯৬১ সালে সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর সাত্তার।

জাতীয় সংসদের চিত্র

লুই আই কান

| | |
|---|---|
| স্থপতি | প্রফেসর লুই আই কান (যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক)। তিনি জন্মগ্রহণ করেন এস্তোনিয়ায়। |
| ডিজাইন | হেনরি এন উইলকটস |
| সংসদের এলাকার আয়তন | ২১৫ একর |
| ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন | আইয়ুব খান |
| উচ্চতা | ৯ তলা [এক কক্ষ বিশিষ্ট] |



CamScanner

- সংবিধানের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যাকারক– সুপ্রিমকোর্ট।
- সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের চাকরির সময়সীমা– ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি– বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।
- সুপ্রিমকোর্টের বর্তমান বিচারপতি–সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগদেন– রাষ্ট্রপতি (সংবিধান অনুচ্ছেদ ৯৫-১)।

■ **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল:** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (International Crimes Tribunal) ১৯৭৩ সালে সংবিধানের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত একটি আইন। ২০১০ সালের ২রা মার্চ ট্রাইব্যুনাল আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়।

## বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন ও পাশের সন

| আইন | পাশের সন |
|---|---|
| পুলিশ আইন (The Police Act ) | ১৮৬১ সালে |
| অস্ত্র আইন (The Arms Act) | ১৮৭৮ সালে |
| বাল্যবিবাহ আইন | ১৯২৯ সালে (সংশোধন১৯৮৪) |
| ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট(The Trade Marks Act) | ১৯৪০ সালে |
| মুসলিম পারিবারিক আইন | ১৯৬১ সালে |
| বিশেষ ক্ষমতা আইন | ১৯৭৪ সালে |
| বাংলাদেশ শিশু আইন | ১৯৭৪ সালে |
| বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন | ১৯৭৪ সালে (সংশোধন ১৯৭৫) |
| যৌতুক নিরোধ আইন | ১৯৮০ সালে (সংশোধন ১৯৮৬) |
| মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন | ১৯৯০ সালে |
| মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন | ৭ এপ্রিল ২০০২ |
| দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল আইন | ১ ডিসেম্বর ২০০২ |
| জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন | ২ ডিসেম্বর ২০০৪ (সংশোধন ২জুন ২০০৬) |
| বাংলাদেশ শ্রম আইন | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ |
| ভ্রাম্যমাণ আদালত অধ্যাদেশ | ১ নভেম্বর ২০০৭ |
| তথ্য অধিকার আইন | ২৯ মার্চ ২০০৯ |
| ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন | ১ এপ্রিল ২০০৯ |
| বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন | ২০১৭ |
| ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন | ২০১৮ |
| সড়ক পরিবহন আইন | ২০১৮ |

## টপিক পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

■ **পররাষ্ট্রনীতি:** ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে, কারও প্রতি বৈরী আচরণ সমর্থন করবে না। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"-এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ হবে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যামের সম্মেলনে বলেন, "পৃথিবী আজ ২ ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি, আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতদের দলে।" বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় দেশের সংবিধান দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতিমালা সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে।

■ **বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান দিকগুলো হলো-**

- সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরীতা নয়।
- অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।
- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।
- বিশ্বশান্তি।

■ **বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন:** বর্তমানে বাংলাদেশের বিদেশে মিশন রয়েছে মোট ৮০টি, যা ৬০টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন দুটি- নিউইয়র্ক ও জেনেভা।

- একাধিক মিশন আছে - ১২টি দেশে।
- সর্বাধিক মিশন আছে - ভারতে (৫টি), যুক্তরাষ্ট্রে (৫টি)।
- দক্ষিণ এশিয়াতে মিশন আছে - ১১টি।
- দক্ষিণ এশিয়াতে যে দেশে মিশন নেই - আফগানিস্তান।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩টি দেশে বাংলাদেশের মিশন নেই– লাওস, কম্বোডিয়া ও তিমুর লিস্তে।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই- ইসরাইল।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক থাকলেও কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
- জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন ২টি– ১. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ২. জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

## সেনাবাহিনী

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় | ২৬ মার্চ, ১৯৭১ |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্বনাম | ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট |
| ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা | মেজর গণি |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্লোগান | সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে। |
| বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির স্লোগান | চির উন্নত মম শির |
| বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত | চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে- (পূর্বে ছিল কুমিল্লায়) |
| 'টাস্কফোর্স' | সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দল |
| বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্রিগেডিয়ার | সুরাইয়া বেগম। |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম | সেনাবার্তা। |
| বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সামরিক মহড়া | সি-ব্যাট |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথম জাতিসংঘ মিশনে যোগ দেয় | ১৯৮৮ সালে। |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ | ৩ জন। মোস্তফা কামাল, সিপাহী হামিদুর রহমান, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। |
| প্রথম 'সোর্ড অব অনার'এ ভূষিত মহিলা | মারজিয়া ইসলাম |
| প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান এম. এ. জি ওসমানি | বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান |

## নৌ-বাহিনী

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় | ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২ |
| বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রথম রণতরী | বিএনএস পদ্মা |
| বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ | বিএনএস বঙ্গবন্ধু |
| বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত | চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় |
| নৌ-বাহিনীর স্লোগান | 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়' |
| নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর | ঢাকায় |
| বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রথম জাতিসংঘে যোগ দেয় | ১৯৯৩ সালে |
| বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ | ১ জন, মোহাম্মদ রুহুল আমিন |
| নৌ-বাহিনীর প্রথম প্রধান নুরুল হক | নৌ-বাহিনীর বর্তমান প্রধান মো. নাজমুল হাসান |

## বিমান বাহিনী

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় | ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর | ঢাকা সেনানিবাস |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্লোগান | বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত |
| এয়ারফোর্স ট্রেনিং একাডেমি | যশোর |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম | ঈগল |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ষান্মাসিক পত্রিকা | বিমান সেনা |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ | ১ জন, ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান |
| বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান এ. কে খন্দকার | বিমান বাহিনীর বর্তমান প্রধান হাসান মাহমুদ খান |



CamScanner

## পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড, আনসার ও কোস্ট গার্ড

### বাংলাদেশ পুলিশ

| | |
|---|---|
| Police-শব্দটি এসেছে | ইংরেজি ভাষা থেকে |
| বাংলাদেশ Police এর মূলনীতি | শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতি |
| উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় | ১৮৬১ সালে |
| উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় | লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনামলে |
| পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদবি | আইজিপি |
| দেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি | সারদা, রাজশাহী। |
| পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার | ৪টি-নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, খুলনা ও রংপুর |
| বাংলাদেশে প্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগ হয় | ১৯৭৪ সালে |
| **প্রথম পুলিশ প্রধান আব্দুল খালেক (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন)** | **বর্তমান পুলিশ প্রধান মোঃ বাহারুল আলম** |

### র‍্যাব- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

| | |
|---|---|
| আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনে গঠিত বাহিনী | র‍্যাব |
| র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হয় | ২৬ মার্চ, ২০০৪ সালে |
| র‍্যাবের স্লোগান | বাংলাদেশ আমার অহংকার |
| যে আইন সংস্কার করে র‍্যাব গঠন হয় | আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এ্যাক্ট-১৯৭৯ |
| র‍্যাবের সদর দপ্তর | উত্তরা, ঢাকা |
| র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক | এ কে এম শহিদুর রহমান |

### বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নাম | বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) |
| বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পূর্ব নাম | বাংলাদেশ রাইফেলস- (বিডিআর) |
| **স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্ব পদক প্রাপ্ত বিডিআর সদস্য** | **২ জন বীরশ্রেষ্ঠ (ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ, ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ), বীর উত্তম ৮ জন, বীর বিক্রম ৩২ জন এবং বীর প্রতীক ৭৮ জন** |
| বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বর্তমান মহাপরিচালক | মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম |

■ **বাংলাদেশ কোস্টগার্ড:**
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ সালে।
- গঠনের উদ্দেশ্য: উপকূলীয় নিরাপত্তা ও নৌযান গুলোকে জলদস্যুদের হামলা থেকে রক্ষা করা।
- সদর দপ্তর: আগারগাঁও, ঢাকা।
- জাটকা নিধন বন্ধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান হলো: অপারেশন জাটকা।

■ **বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী:**
- গঠিত হয়: ১৯৪৮ সালে।
- স্লোগান: শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা।
- প্রথম নারী আনসার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক: রাশেদা বেগম।
- আনসার বাহিনীতে নারী নিয়োগ দেয়া হয়: ১৯৭৬ সালে।

## আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ প্রথম যে সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে- কমনওয়েলথ। সদস্য পদ লাভ করে- ১৮ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে (৩২তম সদস্য)।বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এ যোগদান করায় কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছিল - পাকিস্তান।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে- ২৯তম অধিবেশনে (১৩৬ তম সদস্য)।
- বাংলাদেশ OIC এ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে (বাংলাদেশ OIC এর ৩২ তম সদস্য)।
- জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সবচেয়ে বেশি সৈন্য - বাংলাদেশের।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের ১ম মিশন- UNIMOG
- বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন যে বাংলাদেশি – আমিরা হক।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রথম বাংলাদেশি নারী প্রতিনিধি- ইসমাত জাহান।
- জাতিসংঘের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি-আব্দুল মুহিত।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন- মার্চ ২০০০ এবং জুন ২০০১ সাল।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করেন- আনোয়ারুল করিব চৌধুরী (২০০১)।
- বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়- ৪১তম অধিবেশনে।
- সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন- হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (১৯৮৬)।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্তি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্য হয় ২ বার- (১৯৭৯-৮০), (২০০০-০১)।

■ **শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ:**

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী | ১৯৮৮ |
| বাংলাদেশ পুলিশ | ১৯৮৯ |
| বাংলাদেশ নৌবাহিনী | ১৯৯৩ |
| বাংলাদেশ বিমানবাহিনী | ১৯৯৩ |

## বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ

| বিভিন্ন সংস্থার নাম | সদস্যপদ লাভ |
|---|---|
| কমনওয়েলথ | ১৮এপ্রিল ১৯৭২ সাল |
| বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) | ১৭ মে ১৯৭২ সাল |
| আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা | ২২ জুন ১৯৭২ সাল |
| আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) | ১০ মে ১৯৭২ সাল। |
| ILO | ২২ জুন ১৯৭২ সালে |
| জাতিসংঘ | ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সাল |
| UNESCO | ২৭ অক্টোবর ১৯৭২ |
| NAM (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন) | ১৯৭২ সাল |
| IAEA | ১৯৭২ সালে। |
| ADB | ১৪ ই মার্চ ১৯৭৩ |
| FAO | ১২ নভেম্বর ১৯৭৩ |
| UPU | ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সাল। |
| OIC | ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ |
| Interpol | ১৪ অক্টোবর ১৯৭৪ |
| WTO | ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ |
| FIFA | ১৯৭৪ সাল |

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01.** স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কৌশলগত ভিত্তি কয়টি? [DU-7Clg: 2023-24]
A. ৪ B. ৫ C. ৬ D. ৭

**Ans A Analysis** স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কৌশলগত ভিত্তি হচ্ছে ৪টি। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট গভর্নমেন্ট। স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস ১২ ডিসেম্বর।

**02.** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের স্তম্ভ কয়টি? [DU-7Clg: 2023-24]
A. ৩টি B. ৪টি
C. ৫টি D. ৬টি

**Ans A Analysis** বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের স্তম্ভ ৩টি। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৮৩ সালে। উপজেলা পরিষদ চালু হয় ১৯৮৩ সালে (প্রবর্তক-সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ) এবং প্রথম জেলা পরিষদ চালু হয় ১৯৬৬ সালে।



CS CamScanner

**03. বর্তমানে বাংলাদেশের —— সংসদ বিদ্যমান।** [DU-7Clg: 2023-24]

A. ১২ তম B. ১১ তম
C. ১৪ তম D. ১৫ তম

**Ans × Analysis** বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। পরবর্তীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।

**04. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি অবস্থিত–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. চট্টগ্রাম B. খুলনায়
C. ঢাকার D. যশোর

**Ans D Analysis** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এই বাহিনীর প্রতীক উড়ন্ত ঈগলের ওপরে শাপলা এবং দু'পাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা। এই বাহিনীর স্লোগান 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বিমান বাহিনীর সদরদপ্তর ঢাকা সেনানিবাসে এবং বিমান বাহিনী একাডেমি যশোরের মতিউর রহমান বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত।

**05. বাংলাদেশে বিভাগ আছে-** [DU-7Clg: 2019-20]

A. ৪টি B. ৬টি
C. ৭টি D. ৮টি

**Ans D Analysis** বর্তমানে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ এর অন্তর্গত ৬৪টি জেলা রয়েছে। ৮টি বিভাগ হলো: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

**06. 'বিজিবি' যে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী-** [DU-7Clg: 2018-19]

A. বাংলাদেশ B. ভারত
C. চীন D. মিয়ানমার

**Ans A Analysis** ভারতের সীমান্ত প্রহরী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি), চীনের সীমান্ত প্রহরী সংস্থা পিপল'স আর্মড পুলিশ।

**07. সরকার ঘোষিত বাংলাদেশের অষ্টম সিটি কর্পোরেশন-** [DU-7Clg: 2017-18]

A. ময়মনসিংহ B. রংপুর
C. কিশোরগঞ্জ D. ফরিদপুর

**Ans × Analysis** ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে 'ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে' উন্নীত করা হয় ১৯৯০ সালে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম সিটি মেয়র-মোহাম্মদ হানিফ। বর্তমান সিটি কর্পোরেশন ১২টি। দেশের অষ্টম সিটি কর্পোরেশন নারায়ণগঞ্জ। বাংলাদেশের সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন ময়মনসিংহ (১২ তম)।

## IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

**01. অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কোন অংশের কর্মকর্তা?**
A. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় B. বিচার বিভাগ
C. নির্বাহী বিভাগ D. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ **C**

**02. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়?**
A. আইনের প্রয়োগ B. আইনের ব্যাখ্যা
C. সংবিধানের ব্যাখ্যা D. সংবিধান প্রণয়ন **D**

**03. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালে জারি হয়?**
A. ১৯৮০ সালে B. ১৯৮১ সালে C. ১৯৮৫ সালে D. ১৯৯১ সালে **C**

**04. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসাবে গণ্য–**
A. লেবার পার্টি B. জজ কোর্ট C. হাই কোর্ট D. সুপ্রীম কোর্ট **D**

**05. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি–**
A. এককেন্দ্রিক B. যুক্তরাষ্ট্রীয় C. রাজতন্ত্র D. রাষ্ট্রপ্রতি শাসিত **A**

**06. ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র কে ছিলেন?**
A. আনিসুল হক B. সাইদ খোকন
C. সাদেক হোসেন খোকা D. মোহাম্মদ হানিফ **D**

**07. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে?**
A. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান B. মোহাম্মদউল্লাহ
C. তাজউদ্দীন আহমদ D. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী **A**

**08. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হবার ন্যূনতম বয়স কত?**
A. ৩৫ বছর B. ২৫ বছর C. ২০ বছর D. ৩০ বছর **B**

**09. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার ন্যূনতম বয়স?**
A. ৩০ বছর B. ৩৫ বছর C. ৪০ বছর D. ৪৫ বছর **B**

**10. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা?**
A. আই মন্ত্রণালয়ের B. রাষ্ট্রপতির
C. স্পিকারের D. জাতীয় সংসদের **D**

**11. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়?**
A. ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ B. ১ নভেম্বর, ২০০৭
C. ১৬ মার্চ, ২০০৭ D. ১৬ এপ্রিল ২০০৮ **B**

**12. জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং' ভোট কি?**
A. সংসদ নেতার ভোট B. হুইপের ভোট
C. স্পিকারের ভোট D. রাষ্ট্রপতির ভোট **C**

**13. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন-**
A. লক্ষ্মীপুর জেলা B. মেহেরপুর জেলা
C. ঝালকাঠি জেলা D. রাঙ্গামাটি জেলা **D**

**14. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট?**
A. এক কক্ষ B. দুই বা দ্বিকক্ষ C. তিন কক্ষ D. বহুকক্ষ **A**

**15. ECNEC- এর সভাপতি বা চেয়ারম্যান কে?**
A. অর্থমন্ত্রী B. প্রধানমন্ত্রী C. পরিকল্পনা মন্ত্রী D. স্পিকার **B**

**16. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ কবে পৃথক করা হয়?**
A. ৩১-১০-০৭ B. ১-১১-০৭ C. ৩-১১-০৭ D. ১-১০-০৭ **B**

**17. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী?**
A. সৈয়দ নজরুল ইসলাম B. তাজউদ্দিন আহমেদ
C. শেখ মুজিবুর রহমান D. ক্যাপটেন মনসুর আলী **C**

**18. প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন?**
A. প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ B. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
C. অডিটর জেনারেল নিয়োগ
D. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ **B**

**19. কতজন ব্যক্তি নিয়ে গ্রাম সরকার গঠিত?**
A. ৯ জন B. ১১ জন C. ১৩ জন D. ১৫ জন **D**

**20. বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে?**
A. ৩ B. ৪ C. ৫ D. ৬ **A**

**21. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি কখন পাস হয়েছিল?**
A. ১৯৯২ সালে B. ১৯৯৩ সালে C. ১৯৯১ সালে D. ১৯৯০ সালে **A**

**22. ঢাকা পৌরসভা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?**
A. ১৯০৬ সালে B. ১৮৬৪ সালে C. ১৯১৯ সালে D. ১৯৪০ সালে **B**

**23. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কত তারিখে শুরু হয়?**
A. ৭ এপ্রিল, ১৯৭২ B. ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
C. ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩ D. ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩ **C**

**24. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?**
A. মাজহারুল হক B. লুই আই কান
C. এফ আর খান D. নভেরা আহমেদ **B**

**25. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা-**
A. আইন মন্ত্রণালয়ের B. রাষ্ট্রপতির
C. স্পিকারের D. জাতীয় সংসদের **D**

**26. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তির সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে-**
A. ৫০ বছর B. ৪০ বছর C. ৩৫ বছর D. ৩৩ বছর **C**

**27. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সর্বোচ্চ বয়স কত বছর?**
A. ৬৫ B. ৬৭ C. ৬৯ D. ৬২ **B**

**28. 'Persona non grata' কাদের সাথে সম্পর্কিত?**
A. রাজনীতিবিদ B. কূটনীতিবিদ
C. খেলোয়াড় D. লেখক **B**



CamScanner

29. বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
A. পতেঙ্গা B. মংলা C. কক্সবাজার D. কুয়াকাটা **A**

30. বাংলাদেশ কবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
A. ১৯৯১ B. ১৯৯৮ C. ১৯৯২ D. ১৯৯৫ **D**

31. হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডরের মধ্যে পার্থক্য কি?
A. প্রথমজন কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন কমনওয়েলথ বহির্ভূত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
B. প্রথমজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিনিধি
C. প্রথমজন কূটনীতিক ও অপরজন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
D. কোনো পার্থক্য নেই **A**

32. বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রথম নারী মেজর জেনারেল হলেন-
A. গীতি সুসানে B. সুসানে গীতি C. গীতি আরা সুসানে D. গীতি আরা **B**

33. বাংলাদেশ যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য নয়-
A. সার্ক B. আসিয়ান C. ন্যাম D. ডি-৮ **B**

34. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর কততম সদস্য রাষ্ট্র?
A. ৩৫তম B. ৩২তম
C. ৩০তম D. ৪০তম **B**

## PRIME TEST

01. 'অ্যামিকাস কিউরি'র অর্থ কী?
Ⓐ আদালতের বন্ধু Ⓑ আদালত উপদেষ্টা
Ⓒ বিজ্ঞ আদালত Ⓓ আদালতের বিচারক

02. প্যারোল কী?
Ⓐ মামলা বাতিল ও মুক্তি Ⓑ আদালতের আদেশে মুক্তি
Ⓒ নির্বাহী আদেশে মুক্তি Ⓓ জামিনে মুক্তি

03. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে কার?
Ⓐ প্রধানমন্ত্রীর Ⓑ চিফ হুইপের
Ⓒ স্পিকারের Ⓓ বিরোধীদলীয় নেতার

04. নিচের কোনটিকে প্রশাসনের 'স্নায়ুকেন্দ্র' বলা হয়?
Ⓐ মন্ত্রণালয় Ⓑ জাতীয় সংসদ
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় Ⓓ সচিবালয়

05. লুই আই কান যে ভবনের স্থপতি-
Ⓐ গণভবন Ⓑ জাতীয় সংসদ ভবন
Ⓒ বঙ্গভবন Ⓓ কার্জন হল

06. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তীর সাল-
Ⓐ ২০২১ Ⓑ ২০২২
Ⓒ ২০২৩ Ⓓ ২০২৪

07. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অনধিক কত দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন?
Ⓐ ১২০ Ⓑ ৯০
Ⓒ ১৫০ Ⓓ ১৯০

08. বাংলাদেশে কত সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে?
Ⓐ ১৯৭৩ Ⓑ ১৯৭৫
Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৭৬

09. বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ঢাকা জেলার সাভারে Ⓑ চট্টগ্রাম জেলার ভাটিয়ারি
Ⓒ কুমিল্লা জেলার ময়নামতি Ⓓ রাজশাহী জেলার সারদা

10. বাংলাদেশ রাইফেলস- এর সর্বপ্রথম গঠনকালীন নাম কী ছিল?
Ⓐ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারস ফোর্স Ⓑ আসাম বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারস ফোর্স
Ⓒ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস Ⓓ রামগড় লোকাল ব্যাটেলিয়ান

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A | 02. | A | 03. | C | 04. | D | 05. | B |
| 06. | C | 07 | A | 08. | C | 09. | D | 10. | D |

## অধ্যায় ০৭ বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী

সাধারণ জ্ঞান

■ **বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি:**

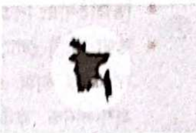
(প্রথম জাতীয় পতাকা)

- **ডিজাইনার:** শিব নারায়ণ দাস।
- **ডিজাইন করেন:** ০৬ জুন ১৯৭১
- **প্রেক্ষাপট:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল বর্তমানের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬ নম্বর রুমে বসে রাত ১১ টার পর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইন করা হয়। এই পতাকায় সবুজ জমিন এবং রক্তবর্ণের বৃত্তের মাঝে সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। তিনি মারা যান ১৯ এপ্রিল ২০২৪।

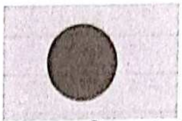
(বর্তমান জাতীয় পতাকা)

- **ডিজাইনার:** পটুয়া কামরুল হাসান।
- **পতাকা গৃহীত হয়:** ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২।
- **প্রেক্ষাপট:** মূলত মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকাকে সর্বসাধারণের জন্য সহজ করতে জাতীয় পতাকার মাঝখান থেকে মানচিত্র বাদ দেওয়া হয় এবং এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত নির্ধারণ করা হয় ১০ : ৬ বা ৫ : ৩। প্রথম ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের বটতলায় তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব এই পতাকা উত্তোলন করেন। এই জন্যই ২রা মার্চকে জাতীয় পতাকা দিবস বলা হয়। ৩রা মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রথম জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে (ধানমন্ডির নিজ বাসভবন)।
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে)

■ **জাতীয় সংগীত:**

- **রচয়িতা:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **পটভূমি:** বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫।
- **প্রেক্ষাপট:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালের জাতীয় সংগীত রচনা করলেও এর সুর নেওয়া হয় বাউল শিল্পী গগন হরকরার "আমি কোথায় পাবো তারে" গান থেকে। ১৯০৫ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় আমাদের জাতীয় সংগীত। এটি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান কাব্যগ্রন্থের স্বরবিতান কবিতার অংশ। এই কবিতার মোট লাইন ২৫টি হলেও জাতীয় সংগীত হিসেবে নেওয়া হয় প্রথম ১০ চরণকে। যেকোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের ১০ চরণ গাওয়া হয় এবং যন্ত্র সংগীতে ৪ চরণ বাঁজানো হয়।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান।
- জাতীয় সংগীত সরকারিভাবে গৃহীত হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বাংলার প্রকৃতি।

■ **রণ সংগীত:**

- **রচয়িতা:** কাজী নজরুল ইসলাম।
- **পটভূমি:** তরুণ সমাজকে উদ্দীপ্ত করতে।
- **প্রেক্ষাপট:** ১৯২৮ সালে শিখা পত্রিকায় সর্বপ্রথম **"চল চল চল"** সংগীতটি প্রকাশিত হয়। যা কাজী নজরুল ইসলামের সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাপতি এমএজি ওসমানী এই সংগীতটিকে তৎকালীন সেনাবাহিনীর মার্চ সংগীত হিসেবে অনুমোদন দেন। ১৯৭২ সালে এই সংগীতটি রণ সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- উৎসব অনুষ্ঠানে রণ সংগীতের বাজানো হয়- প্রথম ২১ চরণ।
- প্রথম যে শিরোনামে রণ সংগীত প্রকাশিত হয়- নতুনের গান।

■ **জাতীয় প্রতীক:**

- **ডিজাইনার:** পটুয়া কামরুল হাসান
- **তথ্য:** জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করার অনুমতি পান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় প্রতীকে রয়েছে একটি শাপলা, দুইটি ধানের শীষ, তিনটি পাটপাতা, চারটি তারকা ও



CS CamScanner

পাঁচটি ঢেউ। শাপলা এবং ঢেউ নির্দেশ করে বাংলাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে। ধান এবং পাট নির্দেশ করে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। চারটি তারকা নির্দেশ করে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতি এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

■ **রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম**

- **ডিজাইনারঃ** নিত্যানন্দ সাহা (এনএন সাহা)
- **তথ্যঃ** রাষ্ট্র লোগো বা রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম সরকারি যেকোনো দাপ্তরিক কাজ এবং নথিপত্রে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় লোগো ব্যবহার করতে পারেন।

■ **জাতীয় বিষয়:**

| | |
|---|---|
| জাতীয় ভাষা | বাংলা |
| জাতীয় রাষ্ট্রধর্ম | ইসলাম |
| জাতীয় সংগীত | আমার সোনার বাংলা |
| জাতীয় পাখি | দোয়েল |
| জাতীয় ফুল | শাপলা |
| জাতীয় পশু | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |
| জাতীয় বন | সুন্দরবন |
| জাতীয় বৃক্ষ | আমগাছ |
| জাতীয় সংবাদ সংস্থা | বাসস (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা) |
| জাতীয় ফল | কাঁঠাল |
| জাতীয় মাছ | ইলিশ |
| জাতীয় মসজিদ | বায়তুল মোকাররম |
| জাতীয় বিমানবন্দর | হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর |
| জাতীয় কবি | কাজী নজরুল ইসলাম |
| জাতীয় খেলা | কাবাডি |
| জাতীয় স্মৃতিসৌধ | সম্মিলিত প্রয়াস |
| জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস | ২৬ মার্চ (১৯৮০ সালে ঘোষণা) |
| জাতীয় উৎসব | বাংলা নববর্ষ |
| জাতীয় জাদুঘর | জাতীয় জাদুঘর, শাহ্‌বাগ, ঢাকা |
| জাতীয় খেলার মাঠ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম |
| জাতীয় উদ্যান | সোহরাওয়ার্দী উদ্যান |
| জাতীয় মন্দির | ঢাকেশ্বরী মন্দির |
| জাতীয় চিড়িয়াখানা | ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর |
| জাতীয় পরিচয়পত্র | কার্যক্রম শুরু ২০০৭ সালে (অপারেশন নবযাত্রা) |

| প্রতীকী চিত্র (জাতীয় বিষয়) | তথ্য |
|---|---|
| জাতীয় জাদুঘর | জাতীয় জাদুঘর অবস্থিত - শাহবাগ, ঢাকা। এর স্থপতি মোস্তফা কামাল। জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মার্চ ১৯১৩ সালে এবং ৭ আগস্ট ১৯১৩ সালে লর্ড কারমাইকেল উদ্বোধন করেন। তবে বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (১৯১০)। |
| জাতীয় বিমানবন্দর | বাংলাদেশের জাতীয় বিমানবন্দর হলো- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। স্থপতি- লারোস। ২০০৮ সালে এর বর্তমান নামকরণ করা হয়। |
| জাতীয় গ্রন্থাগার | ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শাখা হিসেবে (বুকস্ এন্ড নিউজ পেপারস্ কালেকশন ব্রাঞ্চ) নামে জাতীয় গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটি ঢাকার আগারগাঁও এর শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। |

| প্রতীকী চিত্র (জাতীয় বিষয়) | তথ্য |
|---|---|
| জাতীয় স্মৃতিসৌধ | জাতীয় স্মৃতিসৌধের অপর নাম সম্মিলিত প্রয়াস। সাভারের নবীনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত। এর স্থপতি- সৈয়দ মইনুল হোসেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৮২ সালে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর উদ্বোধন করেন। ১৫০ ফুট উঁচু এ সৌধটিতে সাতটি স্তম্ভ আছে যা ইতিহাসের সাতটি বিষয়কে নির্দেশ করে।<br>৭টি বিষয়-<br>১. ভাষা আন্দোলন (১৯৫২)<br>২. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪)<br>৩. শাসনতন্ত্র আন্দোলন (১৯৫৬)<br>৪. শিক্ষা আন্দোলন (১৯৬২)<br>৫. ৬ দফা আন্দোলন (১৯৬৬)<br>৬. গণ অভ্যুত্থান (১৯৬৯)<br>৭. মহান মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)<br>*জাতীয় স্মৃতিসৌধের পাশে ১১টি কবর রয়েছে। |

■ **ক্রীড়া সংগীত:**

- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের প্রথম দুই লাইন– বাংলাদেশের দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্গম দুর্জয়, ক্রীড়াজগতের শীর্ষে রাখবো আমরা শৌর্যের পরিচয়।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের রচয়িতা – সেলিমা রহমান।
- ক্রীড়া সঙ্গীতের সুরকার- খন্দকার নুরুল আলম।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীত– ১০ চরণবিশিষ্ট।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের শেষ চরণটি- 'বিশ্বে ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের নাম হবে গৌরবময়'।

## PYQ — PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01.** নারী বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ সেবায় ব্যবহৃত হেল্পলাইন নম্বর- [DU-7Clg: 2023-24]
A. ১০৯২১ B. ৩৩৩ C. ১২৮০ D. ১২৩৩৮

**Ans A Analysis** কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেল্পলাইন নম্বর:
- ৯৯৯ = জাতীয় জরুরি সেবা।
- ১৬২৬৩ = স্বাস্থ্য বাতায়ন।
- ১৬৪৩০ = সরকারি আইন সেবা।
- ১০৫ = জাতীয় পরিচয়পত্র।
- ১০৯ = নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল।

**02.** লুই আই কান যে ভবনের স্থপতি– [DU-7Clg: 2023-24]
A. গণভবন B. জাতীয় সংসদ ভবন
C. বঙ্গভবন D. কার্জন হল

**Ans B Analysis** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং শেষ হয় ১৯৮২ সালে। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর সাত্তার এটি উদ্বোধন করেন। এর স্থপতি প্রফেসর লুই আই কান এবং ডিজাইনার হেনরি এন উইলকটস।

**03.** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত কত? [DU-7Clg: 2023-24]
A. ১০ : ৮ B. ১০ : ৬ C. ১২ : ৬ D. ১১ : ৬

**Ans B Analysis** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬ বা ৫ : ৩। এই পতাকার ডিজাইনার পটুয়া কামরুল হাসান।

**04.** বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হেল্পলাইন হলো'– [DU-7Clg: 2020-21]
A. ১০৯ B. ১০৩ C. ৯৯৯ D. ৩৩৩

**Ans D Analysis** বাল্য বিবাহ বন্ধে ১২ এপ্রিল ২০১৮ সালে চালু হয় সরকরি হেল্পলাইন ৩৩৩ যা তথ্যসেবা সেবা নামে পরিচিত। এই নম্বরে দেশের যেকোনো জায়গা থেকে ফোন করে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ জানানো যাবে। অপরদিকে ১০৯ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং ৯৯৯ জরুরি সেবা বিষয়ক হেল্প নম্বর।



CamScanner

05. 'স্বাস্থ্য বাতায়ন'-এর জরুরি সেবা নম্বর হলো- [DU-7Clg: 2019-20]
A. ১৬২৬৩ B. ৩৩৩
C. ১০৬ D. ১০০

**Ans A Analysis** স্বাস্থ্য বাতায়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রণালয়ের' আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একটি সেবা। আরোও কয়েকটি জরুরি সেবা নম্বর হলো:
- জাতীয় জরুরি নম্বর-৯৯৯
- দুদক-১০৬
- জাতীয় পরিচয় পত্র বিষয়ক সেবা-১০৫

06. বাংলাদেশের জরুরি সেবা নম্বর হলো- [DU-7Clg: 2018-19]
A. ৭৭৭ B. ১১১
C. ৯৯৯ D. ১০০

**Ans C Analysis** ৯৯৯ জরুরি সেবা বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে পরিচালিত একটি টোল ফ্রি জরুরি কল সেন্টার। এখান থেকে জরুরি পুলিশ, জরুরি ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়। সার্বক্ষণিক কার্যকর এই সেবা ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক চালু হয়।

07. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত- [DU-7Clg: 2018-19]
A. ১০:৭ B. ১০:১
C. ১০:৬ D. ১০:৯

**Ans C Analysis** ভবনের জন্যে পতাকা ব্যবহারের স্বীকৃত মাপগুলো হল- ১০ বাই ৬ ফুট, ৫ বাই ৩ ফুট এবং ২.৫ বাই ১.৫ ফুট। মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো ১৫ বাই ৯ ইঞ্চি বা ১০ বাই ৬ ইঞ্চি। আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য টেবিল পতাকার মাপ হলো ১০ বাই ৬ ইঞ্চি।

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত জনে?
A. ৫৫ B. ৭৫
C. ৬০ D. ৫০ **C**

02. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
A. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান B. তাজউদ্দিন আহমদ
C. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী D. সৈয়দ নজরুল ইসলাম **B**

03. বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কয়টি?
A. ১০ B. ১৫
C. ৪ D. ১১ **D**

04. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা কে প্রণয়ন করেছেন?
A. জয়নুল আবেদিন B. কামরুল হাসান
C. শাহাবুদ্দিন আহমেদ D. এস. এম. সুলতান **B**

05. বাংলাদেশের রণ সংগীতের রচয়িতা কে?
A. আব্বাস উদ্দীন B. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
C. কাজী নজরুল ইসলাম D. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **C**

06. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় কোন সালে?
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৩
C. ১৯৭৪ D. ১৯৭৫ **B**

07. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
A. জয়নুল আবেদীন B. কামরুল হাসান C. হামিদুর রহমান D. হাশেম খান **B**

08. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
A. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর B. কবির চৌধুরী
C. সৈয়দ আলী আহসান D. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী **C**

09. উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কত চরণ বাজানো হয়?
A. প্রথম চার চরণ B. প্রথম দশ চরণ
C. প্রথম ছয় চরণ D. শেষ চার চরণ **A**

10. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতির নাম কী?
A. লুই আই কান B. ফজলুর রহমান খান
C. রবিউল হোসাইন D. মাজহারুল ইসলাম **A**

11. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত?
A. ৩০০ B. ৩৫০
C. ৪০০ D. ৪২৫ **B**

12. বাংলাদেশের সংসদ ভবন কত তলা বিশিষ্ট্য?
A. ৭ B. ৮
C. ৯ D. ১০ **C**

13. ঢাকায় নির্মিত কুড়িল ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
A. ২.১ B. ৩.২
C. ৪.১ D. ৩.১ **D**

14. বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে?
A. ২০২০ সালে B. ২০২১ সালে
C. ২০২২ সালে D. ২০২৩ সালে **B**

15. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বর্তমান ডেপুটি স্পীকার কে?
A. বেগম সাজেদা চৌধুরী B. ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
C. ফজলে রাব্বি মিয়া D. বেগম রওশন এরশাদ **C**

## PRIME TEST

01. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে থাকা 'ভাসমান শাপলা'-এর ডিজাইনার কে?
Ⓐ কামরুল হাসান Ⓑ মোহাম্মদ ইদ্রিস
Ⓒ শামসুল আলম Ⓓ শিবনারায়ণ রায়

02. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত কত?
Ⓐ ১০ : ৮ Ⓑ ১০ : ৬
Ⓒ ১২ : ৬ Ⓓ ১১ : ৬

03. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
Ⓐ জয়নুল আবেদীন Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ হামিদুর রহমান Ⓓ হাশেম খান

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কোন গানের সুরে রচিত?
Ⓐ বাউল Ⓑ ভাওয়াইয়া
Ⓒ ভাটিয়ালি Ⓓ সারি

05. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা কে প্রণয়ন করেছেন?
Ⓐ জয়নুল আবেদিন Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ শাহাবুদ্দিন আহমেদ Ⓓ এস. এম. সুলতান

06. জাতীয়তা বলতে বুঝায় মূলত-
Ⓐ চিন্তা-চেতনা Ⓑ মানসিক সত্তা
Ⓒ ভৌগলিক এলাকা Ⓓ জনসমষ্টি

07. কোনটি জাতীয় উৎসব?
Ⓐ সার্বজনীন দুর্গাপূজা Ⓑ বাংলা নববর্ষ
Ⓒ বিজয় দিবস Ⓓ ঈদ

08. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ কবির চৌধুরী
Ⓒ সৈয়দ আলী আহসান Ⓓ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

09. বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত–
Ⓐ আগারগাঁও Ⓑ শাহবাগ
Ⓒ মহাখালী Ⓓ নীলক্ষেত

10. বিদেশে কোন মিশনে স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?
Ⓐ লন্ডন Ⓑ কলকাতা
Ⓒ টোকিও Ⓓ ওয়াশিংটন

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | B | 02. | B | 03. | B | 04. | A | 05. | B |
| 06. | D | 07 | B | 08. | C | 09. | A | 10. | B |



CamScanner

অধ্যায় ০৮

# বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সাধারণ জ্ঞান

## শিক্ষা ব্যবস্থা

■ **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:**

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় –১৯২১ সাল ১জুলাই।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশন– নাথান কমিশন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর–রাষ্ট্রপতি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর–স্যার পিজে হার্টস (ফিলিপ জোসেফ হার্টস)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর–স্যার এ. এফ রহমান (উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম ভিসি)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী – লীলা নাগ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষকের নাম- করুণাকণা গুপ্তা (ইতিহাস বিভাগ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন- ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ভিসি – সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।
- প্রথম মহিলা ডীন ছিলেন- বেগম আজিজুন্নেসা।
- ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯২৪ সালে।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভকারীর নাম- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভ করেন- লর্ড ডানডাস।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়- ১ জুলাই (প্রতিষ্ঠার তারিখ)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন- বিনয় ঘোষ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়- ৬১ বছর পর (শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন)। সেই সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে ঢাকায় এক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন তিনি, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত উপমহাদেশের নোবেল বিজয়ী- ৩ জন (১) সি.ভি.রমন (২) আব্দুস সালাম, (৩) অমর্ত্য সেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে যে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন– ডক্টর অব লিটারেচোর- ডিলিট (১৯৭৪ সাল)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে যে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন– ডক্টর অব লিটারেচার (১৯৩৬)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন–আইন বিভাগের।
- ভাষা আন্দোনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন– ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন ভিসি ছিলেন–বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মনোগ্রামের স্লোগান–শিক্ষাই আলো।
- সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন– ইতিহাস বিভাগের।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন – নবাব সলিমুল্লাহ।
- প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিসি ছিলেন – বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

### ঢাবির প্রতিষ্ঠাকালীন তথ্য

- অনুষদ ছিল - ৩ টি (কলা, বিজ্ঞান ও আইন)।
- বিভাগ ছিল - ১২ টি।
- শিক্ষক ছিলেন - ৬০ জন।
- ছাত্র-ছাত্রী ছিল - ৮৭৭ জন।
- ছাত্রী ছিল - ১ জন (লীলা নাগ)।
- হল ছিল - ৩ টি ( শহীদুল্লাহ হল, সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হল)।

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা ২টি কমিশন

১. নাথান কমিশন- ১৯১২ (প্রধান- ব্যারিস্টার রবার্ট নাথান)
২. স্যাডলার কমিশন- ১৯১৭ (প্রধান- ড. মাইকেল ই স্যাডলার)

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য

- সম্প্রতি ২৯ অক্টোবর ২০২৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "ডক্টর অব লজ" ডিগ্রি প্রদান করে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ তম সমাবর্তনে প্রধান বক্তা ছিলেন- নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. জিন তিরোল।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চ্যান্সেলর- মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (রাষ্ট্রপতি)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি- ড. নিয়াজ আহমেদ খান (৩০তম)।
- ঢাবির শেখ মুজিব ইনস্টিটিউটের নতুন পরিচালক- ড. আবুল বারকাত।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর চেয়ার রয়েছে ইতিহাস বিভাগে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু চেয়ারের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম।**

■ **বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা:**

**দেশের ৫টি শিক্ষা কমিশন**

| কমিশন | প্রধান | গঠন |
|---|---|---|
| কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন | ড. কুদরাত এ খুদা | ২৬ জুলাই ১৯৭২ |
| মজিদ খান শিক্ষা কমিশন | ড. মজিদ খান | ১৯৮৩ |
| মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন | ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ | ১৯৮৭ |
| শামসুল হক শিক্ষা কমিশন | ড. এম শামসুল হক | ১৯৯৭ |
| মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন | ড. মনিরুজ্জামান মিঞা | ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ |

**বিভিন্ন একাডেমি ও ইনস্টিটিউট**

| একাডেমি/ইনস্টিটিউট | অবস্থান |
|---|---|
| বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি | জলদিয়া, চট্টগ্রাম |
| বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি | ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম (প্রথমে ছিল কুমিল্লায়) |
| বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমি | যশোর (প্রথমে ছিল ঢাকা) |
| বাংলাদেশ মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট | আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম |
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট টেকনোলজি অব মেরিন টেকনোলজি | বন্দর, নারায়ণগঞ্জ |
| বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি | সারদা, রাজশাহী |
| বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি | পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম |
| বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি একাডেমি | শফিপুর, গাজীপুর |
| বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | বোর্ড বাজার, গাজীপুর |

■ **শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষানীতি:**

- শিক্ষা বলতে বুঝায়- দক্ষতা অর্জন।
- শিক্ষার মূল লক্ষ্য- মূল্যবোধ জাগানো ও ব্যক্তির গুণাবলির যথার্থ বিকাশ।
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে- শিক্ষা ব্যবস্থার উপর।
- উন্নত প্রথায় শিক্ষা দেওয়া বলতে বুঝায়- শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য।
- শিক্ষকের নজর দেওয়া উচিত- অনুসন্ধিৎসু মনের উন্নয়ন ঘটানো।
- শিক্ষক সবচেয়ে বেশি শিখতে পারেন যার কাছ থেকে- বই।
- প্রাথমিক শিক্ষায় স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মূল দায়িত্ব- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার।
- পত্রিকা পড়ে, রেডিও শুনে, টেলিভিশন দেখে শেখা, যে ধরনের শিক্ষা- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ- পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলন।
- যে সূচকটি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের পরিমাপক- ছেলে ও মেয়ে শিশুর অনুপাত।



CamScanner

- বাংলাদেশে শিক্ষার স্তর- ৪টি।
- 'কিন্ডারগার্টেন' পদ্ধতির প্রবর্তক- ফ্রোয়েবল।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়- ১৯৯০ সালে (চালু হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে)।
- বর্তমানে বাংলাদেশে যে শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক- পঞ্চম শ্রেণি।
- দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক বাধ্যতামূলক করেছে- ৬০ ভাগ।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- নমনীয়তা।
- 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি' চালু হয়- ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা 'মাগুরা'-র সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম- বিকশিত।
- শিশুর ভাষা শিক্ষায় প্রথম মাধ্যম- মা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) অবস্থিত- ময়মনসিংহ।
- ডিপিএড উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের যে প্রতিষ্ঠান সনদ প্রদান করে- নেপ।
- যে প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে- এনসিটিবি (NCTB)।
- বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়- ১৫টি।
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ আছে- ১২টি।
- বাংলাদেশের বর্তমানে গার্লস ক্যাডেট কলেজ- ৩টি (ময়মনসিংহ, ফেনী, জয়পুরহাট)।
- বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত- পতেঙ্গা।
- বর্তমানে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা- ৫৫টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা- ১১৩টি।
- বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়- ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে- ৭টি।
- দেশের একমাত্র কৃষি জাদুঘর অবস্থিত- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- গাজীপুরে।
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান- UGC (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)।
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (IUT) অবস্থিত- গাজীপুর।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৬ সালে।
- 'শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়' অবস্থিত- নেত্রকোণা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম- নাথান কমিশন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য- রাষ্ট্রপতি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য- পি জে হার্টগ।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন- আর সি মজুমদার।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডিন- বেগম আজিজুন্নেছা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি. লিট উপাধি দেয়- ১৯৩৬ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়- ১৯৭৪ সালে।
- ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম- কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে- কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
- 'এমেরিটাস প্রফেসর' এর মেয়াদ- আজীবন।
- 'ভারতেশ্বরী হোমস' এর প্রতিষ্ঠাতা রণদা প্রসাদ সাহা।
- বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়- ২০১০ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন- কুদরাত এ খুদা কমিশন।
- বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- 'একমুখী শিক্ষাক্রম' এর সুপারিশ করেছে- কুদরাত এ খুদা কমিশন।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ প্রবর্তন করা হয় - ২০১১ সালে।

■ **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৯২ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশের অধিভুক্ত কলেজ ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়েল শিক্ষা প্রদার করে। বর্তমানে এটি অধীনে প্রায় ২২৫৭টি কলেজ রয়েছে।

**নীতিবাক্য:** সকল জ্ঞানীয় উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী

**বর্তমান উপাচার্য:** এ এস এম আমানুল্লাহ।

**দেশের ৩টি শিক্ষানীতি কমিটি**

| নাম | প্রধান | গঠনকাল |
|---|---|---|
| জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ | কাজী জাফর আহমেদ ও আবদুল বাতেন | ০৫ আগস্ট ১৯৭৮ |
| শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি | মুহম্মদ আব্দুল বারী | ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ |
| জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি | অধ্যাপক কবীর চৌধুরী | ০৮ এপ্রিল ২০০৯ |

## স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

- Covid-19 হলো - RNA ভাইরাস।
- দেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়- ৮ মার্চ ২০২০।
- বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে- ২০১১ সালে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের।
- বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা- ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
- দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহতদের চিকিৎসার্থে মহাসড়কের পার্শ্বে নির্মিত চিকিৎসা কেন্দ্র - ট্রমা সেন্টার।
- বাংলাদেশে ট্রমা সেন্টার রয়েছে- ৫টি।
- জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে মোট প্রতিষেধক টিচকা দেয়া হয়- ৭টি।
- 'সূর্যের হাসি' - মা ও শিশু স্বাস্থের প্রতীক।
- বাংলাদেশে ১০০০ জন শিশুর জন্ম দিতে কতজন মা প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে- ১.৬৮।
- বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর যে কারণটি বেশি- Severe bleeding (PPH)।
- মাতৃমৃত্যু কমানোর সফল মডেল হলো- কাপাসিয়া মডেল।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটি- ৬ মাস।
- বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- ৫টি।
- ঢাকা মেডিকেল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৬ সালে।
- দেশে সরকারি মানসিক হাসপাতাল আছে- ১টি।
- রংধনু- স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক।
- সবুজছাতা- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার প্রতীক।
- 'জীবনতরী' - দেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল।
- 'খাবার স্যালাইন' ও 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক- আইসিডিডিআর,বি (icddr,b)।
- বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে- ফাইলেরিয়া ও পোলিও রোগ।
- পানিতে সহনীয় মাত্রায় আর্সেনিকের পরিমাণ- ০.০১ মিগ্রা/লি.।
- বাংলাদেশের পানিতে গ্রহণযোগ্য আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা- ০.০৫ পিপিএম।
- দেশের প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অবস্থিত- টুঙ্গিপাড়া।

**বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের 'হেলদি সিটি' ঘোষণা করা হয় চট্টগ্রামকে।**

- জীবনতরী- বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল (১৯৯৯)।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়েছে- ২০১১ সালে
- WHO বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষনা করে- ২৭ মার্চ, ২০১৪।

## অর্থ ব্যবস্থা

- বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ১৯৯১ সালে।
- জিডিপির বৃহৎ খাত- ৩টি (কৃষি, শিল্প, সেবা)।
- জিডিপিতে যে খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি- সেবাখাত (৫১.৪৮%)।
- জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার বেশি- শিল্পখাতে (৯.৮৬%)।
- সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান- কৃষিখাতে (৪৫.৩৩%)।



CamScanner

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান- পরিকল্পনা কমিশন (১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে- পরিকল্পনা কমিশন।
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত মোট কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছে- ৮টি।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর মেয়াদ ছিল- (১৯৭৩-১৯৭৮)।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ- জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫।
- প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ- ২০১০ থেকে ২০২১ সাল।
- দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সময়কাল- ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল।
- বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে- ২০৪১ সালে।
- বাংলাদেশে ডেল্টা প্ল্যান কত বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে- ১০০ বছর।
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্নমাধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে- ১ জুলাই ২০১৫।
- দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়- মাথাপিছু আয়।
- মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ- নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ।
- বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়- ২৭৮৪ মার্কিন ডলার।
- দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার- ১৮.৭%।
- চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬%
- দারিদ্র্য বিমোচনে যে কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত হয়- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।
- PRSP হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র।
- PRSP এর পূর্ণাঙ্গ রূপ- Poverty Reduction Strategy Papers.
- দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি- VGF (Vulnerable Group Feeding), VGD (Vulnerable Group Development), পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS), শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (UCD)।
- উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দেখা দিত- ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে।
- বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়- ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম হলো- বাংলাদেশের সার্বিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (BDF) প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা- বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য অর্জন করে- জাপান থেকে।
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী গোষ্ঠী বা সংস্থা- IDA।
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য IDA সারাবিশ্বে পরিচিত- Soft Loan Window নামে।
- পরোক্ষ কর হলো- মূল্য সংযোজন কর (VAT)।
- National Board of Revenue বা NBR প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- VAT বা মূসক চালু হয়- ১ জুলাই, ১৯৯১ (দিবস- ১০ ডিসেম্বর)।
- জাতীয় আয়কর দিবস- ৩০ নভেম্বর।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চালু হয়- ১৯৭২ সালে।

পিআরএসপিসমূহ:

| কৌশলপত্র | মেয়াদকাল |
|---|---|
| PRSP-I | ২০০৫-২০০৮ |
| PRSP-II | ২০১০-২০১২ |

■ বাংলাদেশের ৮টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ:

| পরিকল্পনাসমূহ | সাল |
|---|---|
| প্রথম | ১৯৭৩-৭৮ |
| দ্বিতীয় | ১৯৮০-৮৫ |
| তৃতীয় | ১৯৮৫-৯০ |
| চতুর্থ | ১৯৯০-৯৫ |
| পঞ্চম | ১৯৯৭-২০০২ |
| ষষ্ঠ | ২০১১-২০১৫ |
| সপ্তম | ২০১৬-২০২০ |
| অষ্টম | ২০২০-২০২৫ |

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মিত হচ্ছে যে দুই দেশের অর্থায়নে –** [DU-7Clg: 2023-24]

A. জাপান ও বাংলাদেশ B. চীন ও জাপান
C. ফ্রান্স ও চীন D. জার্মানি ও ফ্রান্স

**Ans A Analysis** বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু বা যমুনা রেল সেতু সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলাকে সংযুক্ত করছে। এর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার এবং এটি দেশের বৃহত্তম রেল সেতু। এই সেতু জাপান ও বাংলাদেশের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে।

**02. বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কাজ করে যে সংস্থা –** [DU-7Clg: 2023-24]

A. BEZA B. BEPZA C. BIDA D. EPB

**Ans C Analysis** বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বেসরকারি খাতকে বেগবান করতে এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে গঠিত একটি সরকারি সংস্থা। এটি ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠন করা হয়।

**03. ঢাকা-কক্সবাজার চলাচলকারী প্রথম আন্তঃনগর ট্রেনের নাম–** [DU-7Clg: 2023-24]

A. কক্সবাজার এক্সপ্রেস B. শৈবাল এক্সপ্রেস
C. সৈকত এক্সপ্রেস D. পর্যটক এক্সপ্রেস

**Ans A Analysis** ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথের দূরত্ব ৬৩৫ কিলোমিটার। কক্সবাজার এক্সপ্রেস কক্সবাজারে সেবাদানকারী প্রথম বাণিজ্যিক রেল। এই ট্রেনটি ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে এই রুটে চলাচল করছে।

**04. মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যা কোনটি?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. অটিজম B. অপুষ্টি C. টাইফয়েড D. মস্তিষ্কের জ্বর

**Ans A Analysis** মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যা হচ্ছে অটিজম। অটিজম বা আত্মসংবৃত্তি বলতে মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্থতাকে বোঝায়। যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি একই কাজ বার বার করে। ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোরে অবস্থিত জন হপকিন্স হাসপাতালের মনগচিকিৎসক ড. লিও ক্যানার সর্বপ্রথম ১১টি শিশুকে অটিজমে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত করেন।

**05. নিচের কোনটি সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. নির্মাণ B. খনিজ ও খনন C. পরিবহন D. তৈরী পোশাক

**Ans C Analysis** সেবাখাত বলতে সাধারণত এমন কাজকে বোঝায় যেখানে পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে সেবা প্রদান করা হয়। যেমন: পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি। বাংলাদেশের জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে সেবা খাত (৫৩%)।

**06. কোনটি সরকারি নোট?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. ২ টাকার নোট B. ১০ টাকার নোট
C. ২০ টাকার নোট D. ৫০ টাকার নোট

**Ans A Analysis** বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি নোট ৩টি। ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট। সরকারি নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে এবং ব্যাংক নোটে গর্ভনরের স্বাক্ষর থাকে।

**07. ভ্যাট কোন ধরনের কর?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. প্রত্যক্ষ কর B. পরোক্ষ কর C. আয়কর D. কর্পোরেশন কর

**Ans B Analysis** কর প্রধানত দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে পরোক্ষ কর। কারণ এই করের বোঝা অন্যের উপর চাপানো যায়। বাংলাদেশে ভ্যাট চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই। জাতীয় মূসক দিবস ১০ ডিসেম্বর।

**08. বাংলাদেশ সরকার কোন উৎস থেকে বেশি রাজ্য আয় করে?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. আয়কর B. ভূমি রাজস্ব C. মূসক D. আমদানি শুল্ক

**Ans A Analysis** বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি আয় করে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) থেকে। মূসক একটি পরোক্ষ কর। বাংলাদেশে মূসক চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই।



CamScanner

09. ভাইরাস-জনিত রোগ নয় কোনটি? [DU-7Clg: 2023-24]
A. জন্ডিস B. এইডস C. নিউমোনিয়া D. ডেঙ্গু
Ans C Analysis নিউমোনিয়া রোগ মূলত নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। এটি ফুসফুসের প্রদাহজনিত একটি রোগের নাম। অপরদিকে জন্ডিস, এইডস ও ডেঙ্গু ভাইরাসজনিত রোগ।

10. বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের বৃহত্তম বাজার কোন দেশ? [DU-7Clg: 2023-24]
A. যুক্তরাষ্ট্র B. ডেনমার্ক C. সুইডেন D. ফ্রান্স
Ans A Analysis তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছে চীন এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে।

11. বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি? [DU-7Clg: 2022-23]
A. কৃষি B. শিল্প C. সেবা D. বাণিজ্য
Ans C Analysis অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জিডিপি-তে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। স্থির মূল্য জিডিপি-তে সেবা খাতের অবদান ৫১.২৪% (প্রবৃদ্ধি : ৫.৮৪%), শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৫৬% (প্রবৃদ্ধি : ৮.১৮%) এবং কৃষি খাতের অবদান ১১.২০% (প্রবৃদ্ধি : ২.৬১%)।

12. পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ কোনটি? [DU-7Clg: 2022-23]
A. জগন্নাথ কলেজ B. ঢাকা কলেজ
C. কবি নজরুল কলেজ D. ইডেন কলেজ
Ans B Analysis পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ হলো- ঢাকা কলেজ।

| কলেজের নাম | প্রতিষ্ঠা | কলেজের নাম | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ঢাকা কলেজ | ১৮৪১ | জগন্নাথ কলেজ | ১৮৫৮ |
| ইডেন মহিলা কলেজ | ১৮৭৩ | কবি নজরুল কলেজ | ১৮৭৪ |

13. 'ব্লু ইকোনমি' কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? [DU-7Clg: 2022-23]
A. কৃষি B. সমুদ্র C. নদী D. বন
Ans B Analysis ব্লু ইকোনমি সমুদ্র অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যেকোন সম্পদ যা দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তাই ব্লু ইকোনমির অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯৯৪ সালে বেলজিয়ামের অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ব্লু ইকোনমির ধারণা দেন।

14. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়– [DU-7Clg: 2021-22]
A. মন্ত্রিপরিষদ B. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ
C. অর্থ মন্ত্রণালয় D. জাতীয় সংসদ
Ans B Analysis পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)। NEC এর সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সর্বশেষ দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা National Economic Council থেকে অনুমোদন পায় ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ যার মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

15. বিটুবি, বিটুসি প্রভৃতি হলো– [DU-7Clg: 2021-22]
A. টেলিমেডিসিন B. দূরশিক্ষণ
C. অফিস ব্যবস্থাপনা D. ই-কমার্স
Ans D Analysis Business to Business এবং Business to Consumer হচ্ছে ইলেকট্রনিক বাণিজ্য অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ পদ্ধতিকে বিটুবি ও বিটুসি বলে।

16. ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পান যারা– [DU-7Clg: 2020-21]
A. ভোক্তা B. ব্যবসায়ী C. রপ্তানিকারক D. নারী উদ্যোক্তা
Ans D Analysis Tax Holiday অর্থ সাময়িক ট্যাক্স হ্রাস করা বা বাদ দেওয়া। স্থানীয় রপ্তানি মুখী শিল্পকে সুবিধা প্রদান, অনগ্রসর এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মেয়াদে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উক্ত বছরে কর/ট্যাক্স প্রদান থেকে ছুটি বা অব্যাহতি দিয়ে থাকে।

17. বাংলাদেশ সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস– [DU-7Clg: 2020-21]
A. রেমিটেন্স B. বৈদেশিক বাণিজ্য
C. কর D. তৈরি পোশাকশিল্প
Ans C Analysis সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর অর্থাৎ রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থ। মূলত প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর এই ধরনের করের সমন্বয়ে রাজস্ব গঠিত এবং এ খাত থেকে সরকারের মোট আয়ের সিংহভাগ অর্থ সংগৃহীত হয়।

18. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য ছিলেন– [DU-7Clg: 2020-21]
A. এ এফ রহমান B. আর সি মজুমদার
C. মাহমুদ হোসেন D. এম এম হোসেন
Ans A Analysis স্যার এ এফ রহমান (১৮৮৯-১৯৪৫) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইট হুড উপাধিতে ভূষিত হন।

19. ভিটামিন-ডি এর প্রধান উৎস – [DU-7Clg: 2020-21]
A. সূর্যালোক B. কডলিভার ওয়েল
C. মাছ D. ডিম
Ans A Analysis ভিটামিন ডি হাড়, দাঁত ও মাংসপেশির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি এর প্রধান উৎস সূর্যের আলো এছাড়াও ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, যকৃৎ সামুদ্রিক মাছ, বাঁধাকপি ইত্যাদি। ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেটস ও বড়দের অস্টিওম্যালেশিয়া রোগ হয়।

20. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়- [DU-7Clg: 2018-19]
A. ১ জুন ১৯২১ B. ১ মে ১৯২১ C. ১ জুলাই ১৯২১ D. ১ মার্চ ১৯২১
Ans C Analysis ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে অক্সব্রিজ শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণে স্থাপিত হয়। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১ জুলাই ১৯২১।

21. অটিজম হলো– [DU-7Clg: 2017-18]
A. মানসিক সমস্যা B. আচরণগত সমস্যা
C. বর্ধনমূলক সমস্যা D. কোনোটিই নয়
Ans B Analysis অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) একটি জটিল স্নায়বিক বিকাশ সংক্রান্ত রোগের শ্রেণি যা সামাজিক বিকলতা, কথা বলার প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং একই ধরনের আচরণ দ্বারা চিহ্নিত হয়।

22. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ১৯০৬ সালে B. ১৯২২ সালে C. ১৯৩৫ সালে D. ১৯২১ সালে
Ans D Analysis ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১ জুলাই ১৯২১ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য ১৯১২ সালের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নাথান কমিশন গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল (২৯তম)।

23. বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন– [DU-7Clg: 2019-20]
A. প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় B. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
C. অর্থ মন্ত্রণালয় D. বাংলাদেশ ব্যাংক
Ans B Analysis বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশন। 'পরিকল্পনা কমিশন' ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত। উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তক স্ট্যালিন। বর্তমানে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী (২০২০-২০২৫) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

24. বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাইজবন্ডের ইউনিট-মূল্য- [DU-7Clg: 2019-20]
A. ১০ টাকা B. ৫০ টাকা C. ১০০ টাকা D. ৫০০ টাকা
Ans C Analysis বাংলাদেশে প্রাইজবন্ড হলো বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক প্রকার কাগুজে মুদ্রা পদ্ধতি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রাইজবন্ড চালু হয়। সরকারের পক্ষে যাবতীয় প্রাইজবন্ডের কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

25. বাংলাদেশের জিডিপিতে যে খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি- [DU-7Clg: 2019-20]
A. কৃষি B. শিল্প C. সেবা D. বাণিজ্য
Ans C Analysis বাংলাদেশের জিডিপিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো- কৃষি, শিল্প ও সেবা। বর্তমানে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। শিল্প খাতের অবদান ক্রমশ বাড়ছে কিন্তু কৃষি খাতের অবদান ক্রমশ কমছে।



CamScanner

- IJO এর পরিবর্তিত বর্তমান নাম-IJSG.(2002)
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদিত হয়-ফরিদপুর।
- পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম -ভারত।
- পাট উৎপাদনে ২য় বাংলাদেশ রপ্তানিতেও ২য়।
- জুটনের আবিষ্কারক - ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।
- জুটনে ৩০ ভাগ সুতা ও ৭০ ভাগ পাট থাকে।
- পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন-ড.মাকসুদুল আলম ও তার গবেষক টিম (২০১০)।
- পাট বলয় - ময়মনসিংহ-ঢাকা-কুমিল্লা অঞ্চলকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পাট বলয় বলা হয়।
- বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- নারায়ণগঞ্জের আদমজী।
- এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো পাটকল - আদমজী পাটকল।
- আদমজী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে ১০০০টি তাঁত নিয়ে এবং ৩০ জুন ২০০২ থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

■ চা:

- চীনে চা চাষ শুরু হয় ১৬৫০ সাল থেকে।
- চা জাদুঘর অবস্থিত-শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (২০০৯)
- 'চায়ের দেশে স্বাগতম' ভাস্কর্য অবস্থিত- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
- চা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (১৯৫৭)
- চায়ের রাজধানী হলো- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
- চা বোর্ড অবস্থিত- চট্টগ্রাম (১৯৭৭)
- চা বোর্ড- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- বাংলাদেশের ২য় অর্থকরী ফসল-চা।
- চা চাষের জন্য উপযুক্ত জমি হল-অধিক বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ পাহাড়ি অঞ্চল।
- চা পাতায় থাকে - ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।
- চা বাগানের বড় বৃক্ষগুলোকে বলে- ছায়াতরু বা শেড ট্রি (Shade Tree)।
- চা এর আদিবাস-চীন।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম, উৎপাদন ও রপ্তানিতে ১ম চীন।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬৯টি। [তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড রিপোর্ট-২০২৪]
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে- মৌলভীবাজারে (৯১টি)
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা এর বাগান-পঞ্চগড় (কাজী এন্ড কাজী টি স্টেট)।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা চাষ শুরু করা হয়- ২০০০ সাল।
- প্রথম অর্গানিক চায়ের নাম - মীনা চা।
- সর্বশেষ চা এর বাগান- তিনহটরী, খাগড়াছড়ি।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় - মৌলভীবাজার।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান - পঞ্চগড় (২০০০ সাল)
- চা মালিকদের সংগঠন- বাংলাদেশ চা সংসদ।
- চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।

■ গম:

- গম বাংলাদেশের অন্যতম রবি শস্য।
- সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয় কোথায় -ঠাকুরগাঁও জেলায়।
- গম গবেষণা কেন্দ্র - দিনাজপুরের নশিপুরে।
- বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি বলা হয়- ঠাকুরগাঁও জেলাকে।
- গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।
- রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- রাশিয়া।
- গম আমদানিতে শীর্ষ - মিশর।
- অগ্রণী, সোনালিকা,বলাকা দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত - উন্নত জাতের গম।

■ ডাল ও আলু:

- ডাল গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত - ঈশ্বরদী (১৯৮৭ সালে)
- Potato শব্দটি এসেছে - স্প্যানিশ শব্দ patata থেকে।
- সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয় কোথায় - মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- বৃটিশ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষ বিস্তার লাভ করে ১৭৭০ সালে (আলুর আদি উৎস্য বলা হয় ভারতকে)।
- বাংলাদেশে আলু আনা হয় কোথা থেকে - নেদারল্যান্ড থেকে।
- উন্নত জাতের আলুর নামগুলো হলো- আইজেনহাইমার, আরকা, মিকা, মিউজিকা, ডায়মন্ড, সিন্দুরী ও কুফরি।
- আলু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ৬ষ্ঠ।
- আলু উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।

■ তুলা ও রেশম:

- তুলা উন্নয়ন বোর্ড- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- রেশম পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কী - Bombyx mori.
- সর্বপ্রথম কোন দেশে রেশম উদ্ভাবিত হয়- চীনে।
- রেশম পোকা বা মথ খেয়ে বেঁচে থাকে - তুঁত গাছের পাতা।
- সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপাদিত হয় কোন জেলায় - রাজশাহী।
- রেশম বোর্ড অবস্থিত কোথায় - রাজশাহী জেলায়।
- রূপালি ও ডেলফোর্স -উন্নতমানের তুলা।
- সবচেয়ে বেশি তুলা উৎপাদিত হয় কোথায় -ঝিনাইদহ জেলায় (অনেক সময় ঝিনাইদহ না থাকলে যশোর উত্তর করতে হবে)।
- সবচেয়ে বেশি রেশম গুটি চাষ হয়- চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
- তুলা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।
- রেশম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইন্দোনেশিয়া।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে - তুলা।

■ তামাক ও রাবার:

- সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয়- কুষ্টিয়া জেলায় (শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র)।
- সুমাত্রা ও ম্যানিলা হলো - উন্নত জাতের তামাক।
- দেশে প্রথম রাবার বাগান স্থাপিত হয় কোথায় - কক্সবাজারের রামুতে (১৯৫১) [প্রথম চাষ ১৯৬১ সালে]
- বর্তমানে দেশে রাবার বাগানের সংখ্যা-১৮টি।
- রাবার উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- কক্সবাজার।
- রাবার উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- থাইল্যান্ড।
- রাবার চাষ হয়- বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- রাবার জোন হিসেবে খ্যাত- বান্দরবান জেলার বাইশারী।

■ আঁখ:

- ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনায়।
- ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কবে প্রতিষ্ঠিত হয় -১৯৫১ সালে।
- আঁখের জন্য ক্ষতিকর পোকা হলো - মাজরা পোকা।
- আঁখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- পাবনা (শীর্ষ দেশ- ব্রাজিল)।

■ আম:

- আম গাছ হলো জাতীয় বৃক্ষ।
- সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদিত হয় - রাজশাহী।
- নদী ছাড়া মহানন্দা হলো - আমের নাম।
- আম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১৯৮৫)।
- আমকে সর্বপ্রথম বর্হিবিশ্বে পরিচিত করেন- চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ।
- উন্নত জাতের আমগুলো হচ্ছে - বারি আম-১ মহানন্দা, মল্লিকা,রতনা-১০,সিন্ধু, ইলামতি, হিমসাগর, হাড়িভাঙ্গা।
- GI অন্তর্ভুক্ত আম - ক্ষিরসাপাতি।
- যাদুভোগ- নতুন জাতের আম।
- নতুন উদ্ভাবিত ১২ মাসি আমের জাত- গৌড়মতি (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

■ মৎস্য সম্পদ:

- ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ১ম (ভারত ২য় ও মায়ানমার ৩য়)
- বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় বিশ্বের মোট ইলিশের- ৮৫% (সূত্র: FAO); ৮৬% (সূত্র: World Fish)
- বিশ্বে ইলিশ উৎপাদিত হয়- ১১টি দেশে।
- ইলিশ মাছের জিনোম আবিষ্কার করেন - অধ্যাপক শামসুল আলম
- বর্তমানে বাংলাদেশে ইলিশ অভয়াশ্রমের সংখ্যা- ৬টি।
- মাছ ২ প্রকার - সাধু পানির মাছ ও মিঠা পানির মাছ।
- জিআই (Geographical Identification) পণ্য হিসেবে ইলিশ যে দেশের সম্পদ- বাংলাদেশ।
- যে দৈর্ঘ্যের নিচে ইলিশ মাছের জাটকা ধরা নিষেধ- ১০ ইঞ্চি বা ২৩ ± সেন্টিমিটার।



CamScanner

- বাংলাদেশে মিঠা পানির সবচেয়ে বৃহত্তম উৎস - চলনবিল।
- বাংলাদেশে লোনা পানির সবচেয়ে বৃহত্তম উৎস - বঙ্গোপসাগর।
- ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। ইলিশের জীবনরহস্য উন্মোচনে নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক হাসিনা খান (ঢাবি) ও অধ্যাপক শামসুল আলম (বাকৃবি)। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান ১২.২২%।
- সামুদ্রিক মাছ শিকার এর জন্য বিখ্যাত - সোনাদিয়া দ্বীপ,কক্সবাজার।
- মাছ ও শুটকির জন্য বিখ্যাত - দুবলার চর।
- বাংলাদেশের একমাত্র মৎস প্রজনন ক্ষেত্র - হালদা নদী।
- দেশের প্রথম মৎস অভয়াশ্রম/অভয়াস্থল (sancturay) - হাইল হাওড়, মৌলভীবাজার।
- White Gold বা সাদা সোনা হিসাবে পরিচিত- চিংড়ি সম্পদ (বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ৪র্থ)।
- চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশের কুয়েত সিটি বলা হয় - খুলনা অঞ্চলকে।
- চিংড়ি দুই প্রকার - বাগদা চিংড়ি (লোনা পানিতে চাষ হয়), গলদা চিংড়ি (সাধু পানিতে চাষ হয়)।
- Thurst Sector বলা হয় - হিমায়িত খাদ্যকে।
- মুখে ডিম নিয়ে বাচ্চা ফোটায় - তেলাপিয়া মাছ।
- পিরানহা - একপ্রকার রাক্ষুসে মাছ।
- অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ: ২য়।
- সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে: ১১তম।

■ **পানি সম্পদ:**

- পানি গঠিত হয় - হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর সমন্বয়ে।
- পানির রাসায়নিক সংকেত - $H_2O$
- পানির আরেকটি রূপভেদ - $H_2O_2$ (হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড)
- ভারী পানির সংকেত - $D_2O$ (ডিউটেরিয়াম অক্সাইড)
- পানির PH বলতে বোঝায় - পানির ক্ষারত্ব।
- বৃষ্টির পানিতে যে ভিটামন থাকে -ভিটামিন বি।
- মহাকর্ষীয় জল বলা হয় - মাটির নিচের পানিকে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৯ সালে।
- আর্সেনিক হচ্ছে পানির ভূগর্ভস্থ একটি - রোগ।
- বাংলাদেশের প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে - বারোঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১৯৯৩ সালে)
- দেশের প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট– গোপালগঞ্জ।
- বাংলাদেশেপ্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা – ১.০১ মিলিগ্রাম/লিটার
- বাংলাদেশের আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা– ০.০৫মিলিগ্রাম/লিটার
- WHO এর মতে গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে মোট আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা- ৬১টি।
- আর্সেনিক মুক্ত জেলা - ৩টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)এ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া যায় –চাঁদপুর।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনোফিল্টার এর উদ্ভাবক - প্রফেসর আবুল হুসসাম।
- আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থোফিল্টার এর উদ্ভাবক -অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।
- বাংলাদেশের মোট পানি শোধনাগার–৪টি।
- বাংলাদেশে প্রথম পানি শোধানাগার - চাঁদনিঘাট, ঢাকা।
- বাংলাদেশে বৃহত্তম পানি শোধানাগার - সায়েদাবাদ, পদ্মা মুন্সিগঞ্জ (২০০২)।
- ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি হয় – ১৯৯৬ সালের ১২ডিসেম্বর।
- গঙ্গা চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়- নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজের মুঘল ডাইনিং হলে।
- পানি চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে - ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক পানি।
- এই চুক্তি কার্যকর হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে।

■ **সেচ প্রকল্প/বাঁধ:**

- দেশের প্রথম সেচ প্রকল্প–গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প(১৯৫৪ সাল)।
- গঙ্গা- কপোতাক্ষ আওতাধীন অঞ্চল - কুষ্টিয়া,যশোর, খুলনা।
- DND প্রকল্প – ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঢাকা প্রকল্প।
- টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত ভারতের – মনিপুর রাজ্যে।
- এটি বাংলাদেশে সীমান্ত হতে ১০০ কি.মি দূরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের বড় সেচ প্রকল্প – তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (নির্মাণ শুরু ১৯৫৯-৬০)।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল - রংপুর ও দিনাজপুর।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পকে উত্তরাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয়।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন – গড়াই নদী।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয় – বিল ডাকাতিয়াকে।

■ **প্রাণিজ সম্পদ:**

- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে উপমহাদেশের প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন- লর্ড লিন লিথগো।
- বাংলাদেশে গো-চারনের বাথান রয়েছে - সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশে একটি জীবন্ত জীবাশ্ম হলো - রাজ কাঁকড়া।
- ব্লাক বেঙ্গল - এটি কালো জাতের একটি ছাগল। এই ছাগলের চামড়া বিশ্ববাজারে কুষ্টিয়া গ্রেড নামে পরিচিত।
- যমুনাপাড়ী - রামছাগলের অপর নাম।
- লেগহর্ন - সবচেয়ে বেশি ডিমপাড়া মুরগি।
- বনরুই - এক ধরনের বিড়াল।
- ফ্রিজিয়ান - সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভির জাত।
- মুরগির রোগ - বার্ড ফ্লু, রানিক্ষেত, বসন্ত,কলেরা।
- হাঁসের রোগ - রোপা, ডাক প্লেগ।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট- সাভার, ঢাকা।
- গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ১২ তম।
- গরু পালনে বাংলাদেশ- ১২ তম।
- ছাগলের দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ২য়।
- ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ৪র্থ।

■ **বাংলাদেশের বনজ সম্পদ:**

- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়- Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF।
- ২০১৮ সালে ২০ জুন 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' করা হয়।
- একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কি.মি.।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত নাম– পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশে বর্তমান মোট বনভূমির পরিমাণ- ১৭.০৮%
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি – সুন্দরবন (পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন)।
- সুন্দরবনের অপর নাম – বাদাবন/গরান বন।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত – গাজীপুর।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত– টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ।
- মধুপুর ও ভাওয়াল বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ– শাল।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই– ২৯টি জেলায়।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি– ৩৬টি।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্প আছে– ১০ জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি– চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।
- সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগে (২%)।
- বনভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে বড়ো জেলা– বাগেরহাট।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম/উচ্চতম বৃক্ষের নাম– বৈলাম ( উচ্চতা প্রায় ২৪০ ফিট)
- সূর্যকন্যা বলা হয়– তুলা গাছকে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক গাছ– ইউক্লিপটাস।
- বাক্স ও দিয়াসলায় প্রস্তুত করা হয়– শিমুল,কদম ও গেওয়া কাঠ থেকে।
- পেন্সিল তৈরি করা হয়– ধুন্দল কাঠ থেকে।
- যে গাছের ছালে রং প্রস্তুত করা হয়– গরান।
- নেপিয়ার, পারাগিনি– এক ধরনের ঘাস।
- বন গবেষণা ইনস্টিটিউট– চট্টগ্রাম।
- জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু হয়– ১৯৭২ সালে।



CamScanner

- বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।
- বাংলাদেশ পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত- ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)।

■ **বাংলাদেশের বনভূমি:**

- টাইডাল বা ম্যানগ্রোভ বন কতটি- ২টি (সুন্দরবন ও চকোরিয়া বন)
- জলভূমির বনভূমিকে বলে- সোয়াম্প (Swamp) ফরেস্ট বা রাতারগুল।

■ **সুন্দরবন:**

- সুন্দরবনের নামকরণের কারণ- সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্য।
- সুন্দরবনকে বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়। (পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় আমাজনকে)
- সুন্দরী বৃক্ষকে বলা হয়- লুকিং গ্লাস ট্রি।
- সুন্দরবনের অপর নাম- বাদাবন (বাদাবন অর্থ জলাভূমির বন)
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ- সুন্দরবন বা জোয়ার ভাটার বন।
- সুন্দরবনের মোট আয়তন- ১০ হাজার বর্গ কি.মি. (প্রায় ৩৯০০ বর্গ মাইল)।
- বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন- ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. (প্রায় ২৩০০ বর্গ মাইল)।
- সুন্দরবনের বাঘ গণনার পদ্ধতির নাম- ক্যামেরা ট্রাপিং। [পূর্বের পদ্ধতির নাম পাগমার্ক- পাগমার্ক হলো পায়ের ছাপ দেখে গণনার পদ্ধতি]
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে- UNESCO.
- সুন্দরবনকে World Heritage ঘোষণা করা হয়- ৬ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল।
- প্রাকৃতিক ৭ম আশ্চর্যের তালিকায় সুন্দরবন- ১৪তম।
- বিশ্ব ঐতিহ্যে সুন্দরবনের স্থান – ৭৯৮তম।
- সুন্দরবনে আবস্থিত পয়েন্ট- ৩টি (হিরণ পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট, জাফর পয়েন্ট।)
- এলিফ্যান্ট পয়েন্ট অবস্থিত – কক্সবাজার।
- সুন্দরবন দিবস- ১৪ই ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনে মধু সংগ্রহকারীদের বলে- মোয়ালী এবং কাঠ ও পাতা সংগ্রহকারীদের বলে- বাওয়ালী।
- বাংলাপিডিয়া অনুসারে সুন্দরবন অবস্থিত- ৩টি জেলায় (সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা)।
- সুন্দরবনকে স্পর্শকারী বাংলাদেশের ৫টি জেলা- (সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পটুয়াখালী)।

■ **প্রাকৃতিক গ্যাস:**

- বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন ($CH_4$, 80-90%)।
- গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হয় - ১৯১০ সাল সিলেটের হরিপুরে (দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র)।
- প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হয় – ১৯৫৫ সালে।
- তবে সরকারিভাবে উত্তোলন হয় ১৯৫৭ সালে এবং সংযোগ দেয়া হয় ১৯৫৯ সালে।
- বর্তমানে গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা – ২৯টি (সর্বশেষ ইলিশা-১, ভোলা)।
- তবে গ্যাস ব্লকের সংখ্যা- ২৩টি।
- মজুতের দিক থেকে বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে।
- বাংলাদেশের গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম – হরিপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র সিলেট।
- ট্যাংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত- সুনামগঞ্জ (এই ক্ষেত্রটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ৭ জানুয়ারি, ২৪ জুন ২০০৫ সালে)।
- সমুদ্র উপকূলীয় (অফসোর) গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (১ম-সাঙ্গু ও ২য়-কুতুবদিয়া)।
- গ্যাস প্রধানত ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- CNG এর পূর্ণরূপ-Compressed Natural Gas.

■ **বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র:**

- বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে ৩টি- চট্টগ্রাম জেলায়, কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়, ফেনীর সোনাগাজী।
- দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প- ফেনীর সোনাগাজী।

■ **BAPEX:**

- রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান - বাপেক্স (BAPEX)
- BAPEX এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited.
- বাপেক্স প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।

■ **খনিজ তেল:**

- বাংলাদেশের খনিজ তেল তৈরি হয় কার্বনিক ফেরাস যুগে। বাংলাদেশে প্রথম তেল অনুসন্ধানের জন্য কূপ খনন করা হয় ১৯১০ সালে সীতাকুণ্ডে।
- বাংলাদেশে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়-সিলেটের হরিপুর (১৯৮৬ সালে)।
- তবে এখানে উৎপাদন শুরু হয় - ১৯৮৭ সালে।
- দেশে তেলক্ষেত্র আছে দুইটি- সিলেটের হরিপুর, মৌলভীবাজারের বরমচল।
- দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার – ইস্টার্ন রিফাইনারি লি. (ERL), পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- দেশে তেল বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি ৩টি।

■ **কয়লা:**

- বাংলাদেশে প্রথম কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়- ১৯৬২ সালে (জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট)।
- দেশে মোট কয়লা খনি- ৬টি।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়- ১৯৮৫ সালে (বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর)।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম কয়লা খনি অবস্থিত- দিনাজপুরের দীঘি পাড়ায়।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান-দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ কয়লা কোন প্রজাতির-বিটুমিনাস (ABP)।
- বাংলাদেশের একমাত্র এবং প্রথম কয়লা খনিজ ও ধাতব ইন্সটিটিউট- জয়পুরহাটের খঞ্জনপুর।
- সর্ববৃহৎ পিট কয়লাক্ষেত্র- হাকালুকি হাওড়, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশের একমাত্র কয়লা শোধনাগার- বিরামপুর, দিনাজপুর।
- কয়লাকে ৪ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- পিট (নিম্নমানের কয়লা), লিগনাইট, বিটুমিনাস, অ্যানথ্রাসাইট (সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লা)।

■ **বিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদ:**

- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস ৮০%। এছাড়াও খনিজ তেল, কয়লা ও পানি হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- বাংলাদেশ কত সালের মধ্যে দেশের মানুষের মাঝে শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে- ২০২১ সাল।
- বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষনা করা হয়- ২১ মার্চ, ২০২২।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি (১৯৬২)।
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- কর্ণফুলি নদীতে ।
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ক্ষমতা- ২৩০ মেগাওয়াট ।
- কাপ্তাই ড্যাম অবস্থিত - রাঙ্গামাটিতে ।
- বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১০ টি ।
- দেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
- দেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - খুলনার বাজমাউন্টেড।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
- সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- বিজয়ের আলো ।
- ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরু হয়- আহসান মঞ্জিল (১৯০১ সালে)।
- পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব স্টেশন- আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র- মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ।
- বেসরকারি খাতে প্রথম বাজমাউন্টেন্ট বিদ্যুৎকেন্দ্র- খুলনা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র – ময়মনসিংহ।



CamScanner

■ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্রঃ

- বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত দেশের ১ম কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ।
- স্থাপিত হয়- দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে (২০০৬ সালে)।
- দেশের ১ম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র- পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র।
- কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়- পটুয়াখালীর ধানখালীতে।
- নির্মাণের সমঅংশীদারি উদ্যোগ নিয়েছে- বাংলাদেশ, চীন ও জার্মানি।
- এতে সহায়তা করেছে- জার্মানীর সিমেন্স কোম্পানি।
- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণে ভূমি হারানোদের পুনর্বাসন প্রকল্পের নাম- স্বপ্নের ঠিকানা।
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়- বাগেরহাটের রামপালে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়- বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে
- এটি নির্মাণ করছে- ভারতের হেভি ইলেকট্রিক্যাল্স লিমিটেড।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়- পাবনা জেলার রূপপুরে।
- এটি নির্মিত হচ্ছে- বাংলাদেশ ও রাশিয়ার যৌথ সহযোগিতায়
- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির মেয়াদকাল- ৬০ বছর।
- কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে- রাশিয়ার 'অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট'।
- বাংলাদেশ বিশ্বের ৩২তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ।

■ অন্যান্য খনিজ সম্পদঃ

- বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে – বিজয়পুর, নেত্রকোণা ও বান্দরবান।
- বাংলাদেশে গন্ধক এর সন্ধান পাওয়া গেছে – কুতুবদিয়ায়।
- দেশে প্রথম প্রবাল জাতীয় চুনাপাথর পাওয়া যায় – সেন্টমার্টিন দ্বীপে।
- দেশে তেজক্রিয় খনিজ পদার্থ (Black Gold বা কালো সোনা) পাওয়া গেছে – কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে।
- বাংলাদেশে তেজক্রিয় বালি আছে –কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে (তেজক্রিয় বালির অপর নাম ইমেনাইট)।
- বাংলাদেশে কঠিন শিলা পাওয়া গেছে – মধ্যপাড়া, দিনাজপুর।
- বাংলাদেশে সিলিকা বালু পাওয়া গেছে – কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, হবিগঞ্জের শাহজিবাজার, জামালপুরের বালিপুরে ।
- কাঁচবালি পাওয়া গেছে – শাহজিবাজার ও চৌদ্দবাজার।
- তামার সন্ধান পাওয়া গেছে- রংপুরের রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায়।
- ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে- কুলাউড়ার হারাগাছা পাহাড়, মৌলভীবাজার।
- দেশে প্রথম চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালে সেন্টমার্টিনে।
- এছাড়াও চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়- টাকেরহাট, জাফলং, হবিগঞ্জ ও সীতাকুণ্ডে।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. কয়লা B. প্রাকৃতিক গ্যাস
C. সৌরশক্তি D. পেট্রোল

**Ans C Analysis** যেসব শক্তি কখনো ফুরাবে না অর্থাৎ বার বার নতুন করে ব্যবহার করা যায় সেগুলো নবায়নযোগ্য শক্তি। যেমন: সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পানিশক্তি ইত্যাদি। হাজার হাজার বছর ধরে পশু, পাখি, গাছপালা তাপ, চাপে পরিবর্তিত হয়ে যে জ্বালানিতে পরিণত হয় তাই জীবাশ্ম জ্বালানি। যেমনঃ কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল ইত্যাদি। জীবাশ্ম জ্বালানি অনবায়নযোগ্য শক্তির উদাহরণ।

**02. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কতভাগ বনভূমি প্রয়োজন?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. ১৭% B. ২০%
C. ২৫% D. ৩০%

**Ans C Analysis** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের আয়তনের ২৫% অংশ জুড়ে বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গকিমি. যা দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৭.০৮%।

**03. নিচের কোন উপাদানটি পেন্সিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. সিলিকন B. কয়লা
C. ফসফরাস D. গ্রাফাইট

**Ans D Analysis** গ্রাফাইট ধূসর অস্বচ্ছ, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ; একে নরম ও পিচ্ছিল বলে মনে হয়। গ্রাফাইট, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। এতে কার্বনের পরিমাণ ৯৫-৯৬%। পেন্সিলের সিস তৈরিতে, ব্যাটারি প্রস্তুতিতে, পারমাণবিক চুল্লিতে, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে গ্রাফাইট প্রয়োজন হয়।

**04. বাংলাদেশের সম্প্রতি আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রটি–** [DU-7Clg: 2017-18]

A. কুমিল্লায় B. ভোলায়
C. রাজশাহীতে D. সিলেটে

**Ans B Analysis** বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে এবং প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্র ২৯টি, সর্বশেষ ভোলার ইলিশা-১।

## IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

**01. বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?**

A. হাতিয়া প্রণালী B. জাফর পয়েন্ট
C. সাঙ্গু ভ্যালি D. মাতারবাড়ি **C**

**02. দিনাজপুর জেলায় বড় পুকুরিয়ায় কোন খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে?**

A. কঠিন শিলা B. কয়লা
C. চুনাপাথর D. কাদামাটি **B**

**03. বাংলাদেশে কবে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়?**

A. ১৯৫৫ সালে B. ১৯৫৭ সালে
C. ১৯৬৭ সালে D. ১৯৭২ সালে **B**

**04. হরিপুরে তেল আবিষ্কৃত হয়-**

A. ১৯৪৭ সালে B. ১৯৮৬ সালে
C. ১৯৮৫ সালে D. ১৯৮৪ সালে **B**

**05. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের জাত?**

A. তুলা B. তামাক
C. পেয়ারা D. তরমুজ **B**

**06. কৃষিক্ষেত্রে রবি মৌসুম কোনটি?**

A. কার্তিক-ফাল্গুন B. চৈত্র-বৈশাখ
C. ভাদ্র-অগ্রহায়ণ D. শ্রাবণ-আশ্বিন **A**

**07. আলুর একটি জাত-**

A. ডায়মন্ড B. রুপালি
C. ড্রাম হেড D. ব্রিশাইল **A**

**08. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?**

A. ঢাকায় B. খুলনায়
C. নারায়ণগঞ্জ D. চাঁদপুর **D**

**09. 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' কী?**

A. উন্নত জাতের ভুট্টা B. উন্নত জাতের আম
C. উন্নত জাতের গম D. উন্নত জাতের চাল **A**

**10. বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ কোনটি?**

A. কয়লা B. চুনাপাথর
C. গ্যাস D. তৈল **C**

**11. বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ' দোয়েল' কিসের নাম?**

A. কৃষিযন্ত্রের B. উন্নত জাতের গমের
C. কৃষিভবনের D. কৃষি সংস্থার **B**



CamScanner

12. স্থলভাগে গ্যাসের অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে?
A. ২১ B. ২২
C. ২৩ D. ২৪ Ⓒ

13. ট্যাংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী কোম্পানীর নাম কী?
A. তিতাসে B. তিসতা
C. শেল D. নাইকো Ⓓ

14. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর প্রথম বাণিজ্যিক সম্প্রচার উদ্বোধন কখন করা হয়?
A. ১ অক্টোবর ২০১৯
B. ৩ অক্টোবর ২০১৯
C. ২ অক্টোবর ২০১৯
D. ৪ অক্টোবর ২০১৯ Ⓒ

15. কোন ধরনের পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ ইলিশ মাছের স্বত্ব অর্জন করেছে?
A. জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন (জি আই)
B. জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জি আই)
C. টেরিটোরিয়েল আইডেন্টিফিকেশন (টি আই)
D. টেরিটোরিয়েল ইন্ডিকেশন (টি আই) Ⓐ

## PRIME TEST

01. মাগুড়ছড়া গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ কবে ঘটে?
Ⓐ ১৯৯৪ Ⓑ ১৯৯৭
Ⓒ ২০০০ Ⓓ ২০০২

02. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে নির্ধারিত রামপাল কোন জেলার অন্তর্গত?
Ⓐ খুলনা Ⓑ বাগেরহাট
Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ সিলেট

03. দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কোথায়?
Ⓐ কাপ্তাই, রাঙামাটি Ⓑ সাভার, ঢাকা
Ⓒ বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর Ⓓ পাথরঘাটা, খুলনা

04. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ রংপুর Ⓑ দিনাজপুর
Ⓒ নীলফামারী Ⓓ ঠাকুরগাঁও

05. তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রটি কোথায়?
Ⓐ কুমিল্লা Ⓑ চাঁদপুর
Ⓒ ব্রাহ্মণবাড়িয়া Ⓓ নোয়াখালী

06. বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
Ⓐ শ্রীকাইল Ⓑ সালদা
Ⓒ সাঙ্গু Ⓓ ভাঙ্গুরা

07. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়-
Ⓐ ১৯৫২ সালে Ⓑ ১৯৫৫ সালে
Ⓒ ১৯৫৯ সালে Ⓓ ১৯৬০ সালে

08. মধ্যপাড়া কঠিন শিলাখনি কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ সিলেট Ⓑ রংপুর
Ⓒ দিনাজপুর Ⓓ জয়পুরহাট

09. UNESCO সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে?
Ⓐ ১৯৯৭ সালে
Ⓑ ১৯৯৮ সালে
Ⓒ ১৯৯৯ সালে
Ⓓ ২০০১ সালে

10. রং উৎপাদনের কাঁচামাল কোন বৃক্ষটির?
Ⓐ সুন্দরী Ⓑ গেওয়া
Ⓒ ধুন্দল Ⓓ গরান

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | D | 02. | B | 03. | C | 04. | B | 05. | C |
| 06. | C | 07 | B | 08. | C | 09. | A | 10. | D |

## অধ্যায় ১০ বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প (সাধারণ জ্ঞান)

■ **উন্নয়নমূলক প্রকল্প:**

| প্রকল্পের নাম | অবস্থান | দৈর্ঘ্য | অর্থায়নে | উদ্বোধন |
|---|---|---|---|---|
| বঙ্গবন্ধু টানেল | আনোয়ারা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম | ৩.৩২ কিমি. | বাংলাদেশ ও চীন | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ |
| পদ্মা সেতু | মাওয়া জাজিরা | ৬.১৫ কিমি. | বাংলাদেশ ও চীন | ২৫ জুন ২০২২ |
| মেট্রোরেল | উত্তরা-মতিঝিল অংশ | ২০.১ কিমি. | বাংলাদেশ ও জাপান | ৪ নভেম্বর ২০২৩ |
| ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে | কাওলা-ফার্মগেট অংশ | ১১.৫ কিমি. | বাংলাদেশ (একক অর্থায়নে বৃহৎ প্রকল্প) | ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ |
| দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ | দোহাজারী-কক্সবাজার | ১০১ কিমি. | বাংলাদেশ ও এডিবি | ১১ নভেম্বর ২০২৩ |

■ **বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প:**

| বিদ্যুৎ কেন্দ্র | উৎপাদন ক্ষমতা | অর্থায়ন | উপাদান | অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| মাতারবাড়ি | ১২০০ মেগাওয়াট | জাপান ও বাংলাদেশ | কয়লা | মাতারবাড়ি, কক্সবাজার |
| রামপাল | ১৩২০ মেগাওয়াট | বাংলাদেশ ও ভারত | কয়লা | রামপাল, বাগেরহাট |
| পায়রা | ১৩২০ মেগাওয়াট | বাংলাদেশ ও চীন | কয়লা | কলাপাড়া, পটুয়াখালী |
| রূপপুর পারমাণবিক | ২৪০০ মেগাওয়াট | রাশিয়া ও বাংলাদেশ | ইউরেনিয়াম | রূপপুর, পাবনা |

**বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় ২১ মার্চ ২০২২ সালে।**

**বাংলাদেশকে আগামী ২ বছর বিনামূল্যে ৫০ টন পারমাণবিক জ্বালানি দিবে রাশিয়া।**

■ **বিভিন্ন বিষয় চালুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান:**

| বিষয় | তম |
|---|---|
| 5G সেবা চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ | ৯ম |
| নিউক্লিয়ার চুল্লি ব্যবহারের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ | ৩৩তম |
| মেট্রোরেল চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ | ৩৬তম |
| বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশন | ২য় |
| সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ | ৪১তম |
| স্যাটেলাইট উত্তোলনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ | ৫৭তম |
| ই-পাসপোর্ট চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ | ১১৯তম |

**কক্সবাজারের আইকনিক রেলস্টেশনের ডিজাইনার মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ, বিমানবন্দরের ৩নং টার্মিনালের ডিজাইনার রোহানী বাহারিন, মেট্রোরেলের ডিজাইনার আলী আহসান নিশান**

■ **নির্মিতব্য/প্রস্তাবিত কিছু তথ্য:**
- গার্মেন্টস পল্লী হচ্ছে- মুন্সিগঞ্জের বাউশিয়া।
- ঔষধ পার্ক হচ্ছে- মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া।
- মুদ্রনশিল্প নগরী হচ্ছে- মুন্সিগঞ্জের সিরাজদি খাঁন।



CamScanner

- বে-অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে- গাজীপুর।
- ট্যানারি শিল্প পার্ক- সাভার, ঢাকা।
- হাইটেক পার্ক অঞ্চল হচ্ছে- গাজীপুর।
- সফটওয়্যার পার্ক নির্মিত- কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- দেশের তৃতীয় শেয়ার বাজার হবে- খুলনা।
- বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি- গাজীপুর।
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
- প্রথম বেসরকারি সমুদ্র বন্দর হবে- মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
- কেমিক্যাল পল্লী হবে- সোনাকান্দা, কেরানীগঞ্জ।
- প্লাস্টিক শিল্পনগরী হবে- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
- দেশের নতুন দুটি বিভাগ হবে- পদ্মা ও মেঘনা।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. এসডিজি-র কোন লক্ষ্যমাত্রা মানসম্পন্ন শিক্ষা নিয়ে কাজ করে?** [DU-7Clg: 2023-24]

A. এসডিজি-৪ B. এসডিজি-৫ C. এসডিজি-৬ D. এসডিজি-৭

**Ans A Analysis** এসডিজি এর মোট লক্ষ্যমাত্রা ১৭টি। তন্মধ্যে:
- লক্ষ্যমাত্রা-৪: মানসম্পন্ন শিক্ষা।
- লক্ষ্যমাত্রা-৫: জেন্ডার সমতা।
- লক্ষ্যমাত্রা-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন।
- লক্ষ্যমাত্রা-৭: সাশ্রয়ী ও দূষনমুক্ত জ্বালানি।

**02. বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি কোনটি?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. বানৌজা জয়যাত্রা B. বানৌজা শেখ হাসিনা
C. বানৌজা নবযাত্রা D. বানৌজা বাংলার ঘাঁটি

**Ans B Analysis** বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির নাম 'বানৌজা শেখ হাসিনা'। 'বানৌজা জয়যাত্রা' ও 'বানৌজা নবযাত্রা' বাংলাদেশের ২টি সাবমেরিনের নাম। বাংলাদেশ ২০১৭ সালে ৪১তম দেশ হিসেবে সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে।

**03. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বাসগৃহের নাম কী?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. বীর আশ্রম B. বীর নিবাস C. বীর মঞ্জিল D. বীর আবাস

**Ans B Analysis** বীর নিবাস নামক আবাসন প্রকল্পের আওতায় বাড়ি নির্মাণ করা হবে ৩০ হাজার। ২০২১ সালের ১৬ মার্চ ৪ হাজার ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

**04. কবে বাংলাদেশে মেট্রোরেলের উদ্বোধন হয়?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. ২৮/১২/২০২২ B. ২৯/১২/২০২২ C. ১০/০১/২০২৩ D. ১১/০১/২০২৩

**Ans A Analysis** মেট্রোরেল যুগে বাংলাদেশ :
- মোট দৈর্ঘ্য : ২১.২৬ কি.মি. (উত্তরা-কমলাপুর পর্যন্ত)।
- উত্তরা-মতিঝিল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য : ২০.১০ কি.মি.।
- অর্থায়নকারী : বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা।
- উদ্বোধন করা হয়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২২।
- সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত : ২৯ ডিসেম্বর ২০২২।

**05. পদ্মা বহুমুখী সেতু রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কয়টি জেলাকে যুক্ত করেছে?** [DU-7Clg: 2021-22]

A. ১৭ টি B. ২০ টি C. ২১ টি D. ২৪ টি

**Ans C Analysis** পদ্মা বহুমুখী সেতু উদ্বোধন করা হয় ২৫ জুন ২০২২, বাংলা ১১ আষাঢ় ১৪২৯। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলা, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা ও খুলনা বিভাগের ১০টি জেলাসহ মোট ২১টি জেলাকে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

**06. বাংলাদেশের প্রথম টানেল যে নদীর তলদেশে নির্মাণ করা হচ্ছে–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. পদ্মা B. সুরমা C. কর্ণফুলী D. যমুনা

**Ans C Analysis** চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশের প্রথম নির্মিতব্য টানেল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং টানেলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানেলটির আনুষ্ঠানিক কাজের উদ্বোধন বা বোরিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। টানেলের মূল দৈর্ঘ্য ৩.৩২ কিমি।

**07. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সদ্য চালু হওয়া ট্রেনের নাম–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. মিতালী এক্সপ্রেস B. মৈত্রী এক্সপ্রেস
C. বন্ধন এক্সপ্রেস D. সখ্য এক্সপ্রেস

**Ans A Analysis** ১ জুন ২০২২ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত চালু হওয়া ট্রেনের নাম মিতালী এক্সপ্রেস। এটি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চালু হওয়া তৃতীয় ট্রেন, এর আগে থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস চালু হয়েছে।

**08. বাংলাদেশ সরকার যে প্রকল্পের অধীনে গৃহহীন হাজার হাজার মানুষকে গৃহ প্রদান করেছে–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. গৃহহীন প্রকল্প B. আবাসন প্রকল্প C. নিকেতন প্রকল্প D. আশ্রয়ণ প্রকল্প

**Ans D Analysis** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী ১০টির উদ্যোগের দ্বিতীয়টির নাম– 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্লোগান– 'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'।

**09. কত সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে?** [DU-7Clg: 2021-22]

A. ২০২৩ B. ২০২৪ C. ২০২৫ D. ২০২৬

**Ans A Analysis** বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মহাকাশ সংস্থা Roscosmos এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Glavkosmos এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' হবে আর্থ অবজারভেটরি ক্যাটাগরির স্যাটেলাইট। ২০২৩ সালে উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও উৎক্ষেপণ করা হয়নি।

**10. বাংলাদেশ কোন সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. ২০২৪ B. ২০২৫ C. ২০২৬ D. ২০২৭

**Ans C Analysis** জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের নিম্নস্তরের দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ LDCs তে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করবে।

**11. বাংলাদেশে কত সালে প্রথমবারের মতো জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. ১৯৭২ B. ১৯৭৩
C. ১৯৭৪ D. ১৯৭৫

**Ans C Analysis** জনশুমারি বিষয়ক তথ্য:

| জনশুমারি ও গৃহগণনা | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১৯৭৪ | ৪র্থ | ২০০১ |
| ২য় | ১৯৮১ | ৫ম | ২০১১ |
| ৩য় | ১৯৯১ | ৬ষ্ঠ | ২০২২ |

**12. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত হলো–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. শিক্ষা B. জনপ্রশাসন
C. প্রতিরক্ষা D. পরিবহন ও যোগাযোগ

**Ans B Analysis** ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত ৩টি খাত নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

| খাতের নাম | বাজেটের পরিমাণ | মোট বাজেটের শতাংশ |
|---|---|---|
| জনপ্রশাসন | ২,২১,১৪৯ কোটি টাকা | ১৯.৯০% |
| শিক্ষা ও প্রযুক্তি | ৯৯,৯৭৭ কোটি টাকা | ১৪.৭০% |
| পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮১,৫১০ কোটি টাকা | ১২% |



CS CamScanner

13. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর হিসাব বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার— [DU-7Clg: 2021-22]

A. ৭৪.৬৬% B. ৭৫.৫৬% C. ৭৬.০২% D. ৭৭.১২%

Ans A Analysis ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর কিছু তথ্য :

| শুমারির তারিখ | ১৫-২১ জুন, ২০২২ (সিলেট অঞ্চলে ২৮ জুন পর্যন্ত) |
|---|---|
| প্রতিপাদ্য | জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন |
| গণনা পদ্ধতি | মোডিফাইড ডিফ্যাক্টো |
| জনসংখ্যা | ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংখ্যা | ১৬,৫০,১৫৯ জন (জনসংখ্যার ০.৯৯%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২২% |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১.১১১ জন (প্রতি বর্গ কিমি) |
| পুরুষ-নারীর অনুপাত | ৯৮.০৪ : ১০০ |
| সাক্ষরতা (%) | ৭৪.৬৬, পুরুষ- ৭৬.৫৬, নারী ৭২.৮২ |

14. জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান— [DU-7Clg: 2020-21]

A. সপ্তম B. অষ্টম C. নবম D. দশম

Ans B Analysis জনসংখ্যা বিষয়ক বাংলাদেশের তথ্য :

| জনসংখ্যার তথ্য | অবস্থান |
|---|---|
| জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান | অষ্টম |
| মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান | চতুর্থ |
| জনসংখ্যায় এশিয়াতে বাংলাদেশের অবস্থান | পঞ্চম |
| সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান | তৃতীয় |

15. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন— [DU-7Clg: 2020-21]

A. সৈয়দ নজরুল ইসলাম B. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
C. তাজউদ্দিন আহমদ D. আব্দুল মালেক উকিল

Ans C Analysis স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে ১৯৭২ সালের ৩০ জুন পেশ করা হয়। প্রথম বাজেটটি পেশ করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। প্রথম বাজেটের পরিমাণ ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা।

16. পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় — ডলার। [DU-7Clg: 2020-21]

A. ২,৫০০ B. ২,৬০০ C. ২,৫৫৪ D. ২,৬৬৬

Ans C Analysis পরিসংখ্যা ব্যুরো বা বিবিএস এর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী ২৭৬৫ মার্কিন ডলার।

17. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— [DU-7Clg: 2019-20]

A. ২.৫% B. ১.৩৭% C. ১.৭৪% D. ২.০৫%

Ans B Analysis জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১'৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২%।

18. বাংলাদেশের পরবর্তী আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হবে যে সালে- [DU-7Clg: 2019-20]

A. ২০২০ B. ২০২১ C. ২০২২ D. ২০২৩

Ans × Analysis কোনো দেশের বা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত আদমশুমারি বলা হয়। বাংলাদেশে প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়। ২০২২ সালে ১৫-২১ জুন ৬ষ্ঠ ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। (তথ্যটি পরিবর্তনশীল)। আদম শুমারির বর্তমান নাম জনশুমারি ও গৃহ গণনা।

19. 'রূপকল্প ২০২১' হলো একটি- [DU-7Clg: 2019-20]

A. বই B. স্বপ্ন C. পরিকল্পনা D. চুক্তি

Ans C Analysis রূপকল্প ২০২১ ছিলো ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের একটি নির্বাচনি ইশতেহার। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

20. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাল— [DU-7Clg: 2019-20]

A. ২০১৬-২০৩০ B. ২০১৫-২০৩০
C. ২০১৮-২০৩০ D. ২০১৭-২০৩০

Ans A Analysis টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩টি দেশের সম্মতিতে SDG গৃহীত হয়। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

21. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে যে দেশ— [DU-7Clg: 2019-20]

A. চীন B. ভারত C. রাশিয়া D. জাপান

Ans C Analysis রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে ২.৪ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুর নামক স্থানে নির্মিত হচ্ছে।

22. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সহায়তাকারী দেশ হলো- [DU-7Clg: 2018-19]

A. জাপান B. সুইডেন C. রাশিয়া D. চীন

Ans C Analysis রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২ হাজার ৪ শত মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করবে। এই কেন্দ্র স্থাপনে সাহায্যকারী দেশ হলো রাশিয়া।

23. বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট হলো- [DU-7Clg: 2018-19]

A. বঙ্গবন্ধু-১ B. বাংলাদেশ-১ C. আকাশবীণা-১ D. আকাশ-১

Ans A Analysis বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূমির যোগাযোগ উপগ্রহ। এটি ১১ মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। বিশ্বে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী ৫৭তম দেশ।

24. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত— [DU-7Clg: 2017-18]

A. কুষ্টিয়ায় B. রংপুরে C. দিনাজপুরে D. পাবনায়

Ans D Analysis বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ১৯৬১ সালে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির নাম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প যেটি অবস্থিত ঈশ্বরদী, পাবনা। এছাড়া দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কাপ্তাই, রাঙামাটি অবস্থিত।

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সদ্য স্থাপিত বঙ্গবন্ধু টানেলের মূল দৈর্ঘ্য (শুধুমাত্র টানেল অংশ) কত কি.মি.?

A. ৯.৩৯ B. ৩.৩২ C. ৩.৫০ D. ২.১৩ — B

02. বাংলাদেশের কোন ই-গভর্নমেন্ট সার্ভিস নাগরিকদের অনলাইনে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবায় প্রবেশাধিকার দেয়?

A. ই-পাসপোর্ট B. ই-টিন
C. ই-ভিসা D. উপরের সবগুলো — D

03. পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত?

A. ১৮ মিটার B. ১৮.২৮ মিটার
C. ১৯ মিটার D. ১৮.১০ মিটার — D

04. নির্মানাধীন পদ্মা সেতুর মোট পিলারের সংখ্যা কত?

A. ৩৮ B. ৪০ C. ৪২ D. ৪৪ — C

05. তথ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম কী?

A. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় B. তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয়
C. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় D. তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় — C

06. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে অর্থায়ন করছে কোন দেশ?

A. ভারত B. চীন C. রাশিয়া D. জাপান — C

07. দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দরের নাম কী?

A. মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর B. সোনাদিয়া সমুদ্রবন্দর
C. পাথরঘাটা সমুদ্রবন্দর D. হাতিয়া সমুদ্রবন্দর — A



CamScanner

08. পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয় কবে?
A. ২৫ শে মে ২০২২ B. ২৫ শে জুন ২০২২
C. ২৫ শে আগস্ট ২০২২ D. ২৫ শে জুলাই ২০২২ **B**

09. পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করেছে-
A. বিশ্বব্যাংক B. চীন C. জাপান D. বাংলাদেশ **D**

10. পৃথিবীর প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ কোনটি?
A. ভিয়েতনাম B. ভুটান C. জাপান D. মালদ্বীপ **B**

11. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন তারিখে উৎক্ষেপণ করা হয়?
A. ১১ মে ২০১৮ B. ২৬ মার্চ ২০১৮
C. ১১ এপ্রিল ২০১৮ D. ১১ মার্চ ২০১৮ **A**

12. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১' উৎক্ষেপণ করা হয় কত তারিখে?
A. ১১ মে ২০১৮ B. ১২ মে ২০১৮
C. ১৩ মে ২০১৮ D. ১৪ মে ২০১৮ **A**

13. বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে?
A. ৫৫ B. ৫৭ C. ৬৫ D. ৬৭ **B**

14. বাংলাদেশের সাবমেরিন দুটির নাম কী?
A. নবযাত্রা ও জয়যাত্রা B. স্বাধীনতা ও বিজয়
C. মুক্তি ও সংগ্রাম D. গৌরব ও আশা **A**

15. নির্মানাধীন পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
A. ৫ কি.মি. B. ৬ কি.মি. C. ৬.১৫ কি.মি. D. ৫.১৫ কি.মি **C**

## PRIME TEST

01. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপলাইন ——— থেকে ——— পর্যন্ত বহমান।
Ⓐ কলকাতা, বেনাপোল Ⓑ শিলিগুড়ি, পার্বতীপুর
Ⓒ জলপাইগুড়ি, সৈয়দপুর Ⓓ কোচবিহার, পাটগ্রাম

02. বঙ্গবন্ধু টানেলের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কোন দেশের?
Ⓐ জাপান Ⓑ কোরিয়া
Ⓒ চীন Ⓓ রাশিয়া

03. বঙ্গবন্ধু টানেল কোন দুটি এলাকাকে সংযুক্ত করেছে?
Ⓐ পতেঙ্গা ও আনোয়ারা Ⓑ পতেঙ্গা ও বটতলি
Ⓒ আনোয়ারা ও বটতলি Ⓓ পতেঙ্গা ও চট্টগ্রাম

04. স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম স্তম্ভ-
Ⓐ স্মার্ট সমাজ Ⓑ স্মার্ট অর্থনীতি Ⓒ স্মার্ট গভর্নেন্স Ⓓ স্মার্ট নাগরিক

05. মেট্রোরেল উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কত টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট ছাপিয়েছে?
Ⓐ ৫০ টাকা Ⓑ ২০ টাকা Ⓒ ১০ টাকা Ⓓ ১০০ টাকা

06. দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ চাঁদপুর Ⓑ কক্সবাজার Ⓒ ফেনী Ⓓ বাগেরহাট

07. পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয় কবে?
Ⓐ ২৫ শে মে ২০২২ Ⓑ ২৫ শে জুন ২০২২
Ⓒ ২৫ শে আগস্ট ২০২২ Ⓓ ২৫ শে জুলাই ২০২২

08. পদ্মা বহুমুখী সেতুতে কত তারিখ থেকে গণপরিবহন চলাচল শুরু হয়?
Ⓐ ২৬ জুন ২০২২ Ⓑ ২৫ জুন ২০২২ Ⓒ ২৭ জুন ২০২২ Ⓓ ২৮ জুন ২০২২

09. পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রস্থ কত মিটার?
Ⓐ ১৮.১০ Ⓑ ১৯.১০ Ⓒ ২০.১০ Ⓓ ২১.১০

10. পদ্মাসেতু নির্মাণে একমাত্র বাংলাদেশী নারী প্রকৌশলী–
Ⓐ সুফিয়া আহমেদ Ⓑ নুসরাত জাহান
Ⓒ ফাতিমা বেগম Ⓓ ইশরাত জাহান

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | B | 02. | C | 03. | A | 04. | D | 05. | A |
| 06. | C | 07 | B | 08. | A | 09. | A | 10. | D |

অধ্যায় ১১

# ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান

সাধারণ জ্ঞান

## ঐতিহাসিক স্থাপনা

**আহসান মঞ্জিল**
- অবস্থান: ইসলামপুর, ঢাকা।
- নির্মাণকাল: শুরু ১৮৫৯
- সমাপ্ত: ১৮৭২।
- নির্মাতা: নবাব আবদুল গণি।

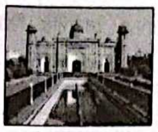

**লালবাগ কেল্লা**
- অবস্থান: ঢাকার লালবাগে।
- পূর্বনাম: আওরঙ্গবাদ দূর্গ।
- নির্মাতা: শুরু করেন মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আজম ও ১৬৮৩ সালে শেষ করেন শায়েস্তা খান।
- দর্শনীয় স্থান: পরিবিবির মাজার, জাদুঘর প্রকৃতি।

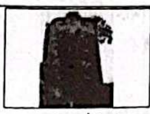

**বড় কাটরা**
- অবস্থান: ঢাকার চকবাজারে।
- নির্মাণকাল: ১৬৪৪-১৬৪৬।
- নির্মাতা: শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা।
- প্রকৌশলী: আবুল কাশেম।

**ছোট কাটরা**
- অবস্থান : ঢাকার চকবাজারে।
- নির্মাতা: শায়েস্তা খান।
- নির্মাণকাল: ১৬৬৩-৬৪ সাল।

**কার্জন হল**
- অবস্থান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- নির্মাতা: লর্ড কার্জন।
- নির্মাণকাল: ১৯০৪ সালে।
- এটি ঢাবির আবাসিক হল নয়।

**সোনারগাঁও**
- নামকরণ: ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে।
- অবস্থান: নারায়নগঞ্জ।
- পূর্বনাম: সুবর্ণ গ্রাম।
- দর্শনীয় স্থান : পাঁচপীরের মাজার, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কবর, লোকশিল্প জাদুঘর ও পানাম নগর।
- পানাম নগর ছিল: কাপড় ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল।

**উয়ারি বটেশ্বর**
- অবস্থান: নরসিংদী।
- আবিষ্কার: ১৯৩০ সালে স্থানীয় শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান উয়ারি বটেশ্বরকে প্রথম সবার নজরে আনেন।এখানে ২০১০ সালে ১৪০০ বছরের প্রাচীন ইটনির্মিত বৌদ্ধ 'পদ্মমন্দির' আবিষ্কৃত হয়।
- নির্মাণকাল: খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে।
- জড়িত নদী: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, গঙ্গাজলী ও কয়রা নদী।
- খনন কাজে তত্ত্বধানে ছিলেন: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সুফি মোস্তাফিজুর রহমান।
- প্রাপ্ত সম্পদ: ছাপাযুক্ত মুদ্রা, মূল্যবান পাথরের গুটিকা, পুঁথি, লোহার তৈরি হাত কুড়াল ইত্যাদি।

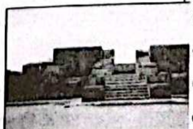

**ময়নামতি**

দেশের দ্বিতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৫৫)
- পূর্বনাম: রোহিতগিরি
- অবস্থান: কুমিল্লার কোটবাড়ি।
- নির্মাতা: দেবপাল।
- নামকরণ: মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামানুসারে।
- নিদর্শন: প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, ধর্মশালা বা বিহার এবং জাদুঘর।

| | |
|---|---|
| শালবন বিহার | • অবস্থান: কুমিল্লার কোটবাড়িতে।<br>• প্রাচীন নাম: রোহিতগিরি।<br>• ইতিহাস: অষ্টম শতাব্দীতে দেব রাজাদের রাজধানী ছিল।<br>• ঐতিহাসিক নিদর্শন: বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, লালমাই পাহাড়, ভোজ বিহার, আনন্দ বিহার। |
| 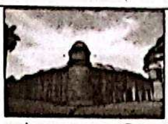 ষাটগম্বুজ মসজিদ | • অবস্থান: বাগেরহাট।<br>• গম্বুজ সংখ্যা: ষাটগম্বুজ নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ৮১টি গম্বুজ রয়েছে (মতান্তরে ৭৭টি)।<br>• নির্মাতা: হযরত খান জাহান আলী। |
| মহাস্থানগড় | • অবস্থান: বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর তীরে।<br>• প্রাচীন নাম: পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন।<br>• ঐতিহাসিক নিদর্শন: বেহুলার বাসরঘর, বৈরাগীর ভিটা, শীলাদেবীর ঘাট, বলখির মাজার।<br>• বেহুলার বাসরঘরের নির্মাতা: সম্রাট অশোক। |
| 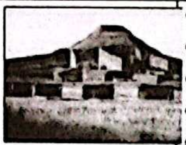 পাহাড়পুর | • পূর্বনাম: সোমপুর বিহার।<br>• অবস্থান: নওগাঁ জেলায়।<br>• নির্মাণকাল: ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপালের আমলে নির্মিত।<br>• কুঠির সংখ্যা: এখানে ১৮৯টি কুঠি আছে।<br>• নির্মাতা: ধর্মপাল<br>• নিদর্শন: পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতা |
| পুণ্ড্রনগর | • আবিষ্কৃত হয়: ১৮০৮ সালে ফ্রান্সিস বোকানন হ্যামিল্টনের তত্ত্বাবধানে।<br>• মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে শনাক্ত করেন- ১৭৮৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম।<br>• উল্লেখযোগ্য স্থান: গোকুল মেধ, বিহার ধাপ, মঙ্গলকোট স্তূপ, মানকালির ঢিবি, কালীদহ সাগর, পরশুরামের প্রাসাদ। |
| 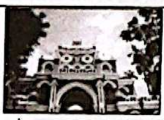 উত্তরা গণভবন | • অবস্থান: নাটোরের দিঘাপতিয়া নামক স্থানে।<br>• পূর্বনাম: গভর্নর হাউজ (১৯৬৭-১৯৭১ সাল)।<br>• নামকরণ: ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে উত্তরা গণভবন নামকরণ করেন। |
| মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর | • অবস্থান: ঢাকার সেগুনবাগিচা (বর্তমান - আগারগাঁও)।<br>• নির্মাণকাল: ১৯৯৬।<br>• মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম জাদুঘর শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা অবস্থিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। |
| জাতীয় জাদুঘর | • প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯১৩।<br>• পূর্বনাম: ঢাকা জাদুঘর।<br>• বর্তমান নাম: জাতীয় জাদুঘর।<br>• অবস্থান: শাহবাগ, ঢাকা। |
| 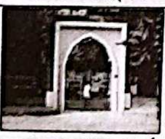 বাহাদুর শাহ্ পার্ক | • অবস্থান: ঢাকার সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পাশে।<br>• ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ জড়িত থাকার অভিযোগে এখানে বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। |
| কুয়াকাটা | • অবস্থান: পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানায়।<br>• দৈর্ঘ্য: ১৮ কি.মি.।<br>• বৈশিষ্ট্য: বিশাল সমুদ্র সৈকত এবং একই স্থানে হতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। |
| দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ | • অবস্থান: সাতক্ষীরা জেলার হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।<br>• আবিষ্কার: ১৯৭০ সালে।<br>• আয়তন ছিল: ৮ বর্গমাইল।<br>• মালিকানা ও দখল: এ দ্বীপের প্রকৃত মালিক বাংলাদেশ হলেও ১৯৮১ সাল থেকে ভারতের সেনাবাহিনী অবৈধভাবে দ্বীপটি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। বর্তমানে দ্বীপটি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। |

## প্রাচীন বিখ্যাত কয়েকটি মসজিদ

| নাম | প্রতিষ্ঠাতা | অবস্থান | তথ্য |
|---|---|---|---|
| আতিয়া জামে মসজিদ | বায়েজীদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী। | টাঙ্গাইল | এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত হয় |
| কুসুম্বা মসজিদ | শুর বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলায়মান নামক একজন ব্যক্তি। | নওগাঁ | • এই মসজিদটি আফগান শাসনামলে নির্মিত হয়<br>• ১ গম্বুজ বিশিষ্ট সবচেয়ে বড় মসজিদ। |
| বাঘা মসজিদ | সুলতান নুসরাত শাহ | রাজশাহী | রাজশাহীর বাঘায় এই মসজিদটি অবস্থিত। |
| তারা মসজিদ | মীর্জা গোলাম পীর | ঢাকা | পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত। |
| মুসা খান মসজিদ | মুসা খান | ঢাকা | • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এলাকায় অবস্থিত।<br>• ঈশা খান এর পুত্র ছিলেন- মুসা খান। |
| সাত গম্বুজ মসজিদ | সুবেদার শায়েস্তা খান | ঢাকা | • ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় অবস্থিত<br>• এতে গম্বুজ সংখ্যা রয়েছে- ৩টি |
| ষাট গম্বুজ মসজিদ | হযরত খান জাহান আলী | বাগেরহাট | • ষাট গম্বুজের গম্বুজ সংখ্যা ৮১ টি<br>• বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেন UNESCO- ১৯৮৩ সালে |
| ছোট সোনা মসজিদ | সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে ওয়ালী মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন। | শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | - |
| বিনত বিবির মসজিদ | মুসাম্মাত বখত বিনত বিবি | নারিন্দা, ঢাকা | • এটি ঢাকার প্রাচীনতম মসজিদ।<br>• ১৪৫৭ সালে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মারহামাতের কন্যা মুসাম্মাত বখত বিনত বিবি এটি নির্মাণ করেন। |
| ইসলাম খান মসজিদ | ঢাকার মুঘল সুবেদার ইসলাম খান | ইসলামপুর, ঢাকা | এটি মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাচীনতম মসজিদ। আনুমানিক ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মুঘল সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। |
| চকবাজার শাহী মসজিদ | মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁন ১৬৭৬ সালে এটি নির্মাণ করেন। | চকবাজার, ঢাকা | মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁন ১৬৭৬ সালে এটি নির্মাণ করেন। |
| লালবাগ শাহী মসজিদ | মুঘল আমরে ১৭০৩-১৭০৬ সালে ফররুখ শিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদটি নির্মিত হয় | লালবাগ, ঢাকা | - |
| বায়তুল মোকাররম মসজিদ | আব্দুল হোসেন থারিয়ানী | পল্টন, ঢাকা | বাংলাদেশের জাতীয় ও বৃহত্তম মসজিদ। ১৯৬০ সালে নির্মিত মসজিদটির স্থপতি ছিলেন আব্দুল হোসেন থারিয়ানী। |

*ঢাকার প্রথম মসজিদ – বিনত বিবির মসজিদ।*
*কুসুম্বা মসজিদের ছবি আছে- পাঁচ টাকার নোটে।*
*বাঘা মসজিদের ছবি আছে- পঞ্চাশ টাকার নোটে।*



CamScanner

■ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মসজিদ:

| মসজিদ | অবস্থান | নির্মাণকাল |
|---|---|---|
| বার দুয়ারী মসজিদ | শেরপুর | - |
| লালদিঘি মসজিদ | বদরগঞ্জ, রংপুর | - |
| দারাসবাড়ি মসজিদ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১৪৭৯ খ্রি. |
| খনিয়াদিঘি/রাজবিবি/চামচিকা মসজিদ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১৪৮০ খ্রি |
| আশরাফপুর মসজিদ | শিবপুর, নরসিংদী | ১৫২৪ খ্রি. |
| গোয়ালদীর গায়েবী মসজিদ | সোনারগাঁও | ১৫১৯ খ্রি. |
| খাজা শাহবাজ মসজিদ | শাহবাগ, ঢাকা | ১৬৭৯ খ্রি. |
| করতল খান মসজিদ | বেগম বাজার, ঢাকা | ১৭০১-০৪ খ্রি. |
| খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ | পুরান ঢাকার আতিশিখানা | ১৭০৬ খ্রি. |
| ওয়ালী খানের মসজিদ | চকবাজার, চট্টগ্রাম | ১৭১৩-১৬ |
| বজরা শাহী মসজিদ | সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী | ১৭৪১-৪২ খ্রি. |
| নয়াবাদ মসজিদ | দিনাজপুর | ১৭৯৩ খ্রি. |
| হিন্দা কসবা শাহী জামে মসজিদ | ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট | ১৩৬৫ খ্রি. |

■ প্রাচীন কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির:

| নাম | প্রতিষ্ঠাতা | অবস্থান | তথ্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকেশ্বরী মন্দির | রাজা বল্লাল সেন | ঢাকা | মন্দিরের নামানুসারেই ঢাকা নামকরণ করা হয়েছে। |
| আদিনাথ মন্দির | মোহাম্মদ শিকদার | কক্সবাজার | • কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত।<br>• এটি হিন্দুদের তীর্থ স্থান হিসেবে পরিচিত। |
| কান্তজিউ মন্দির | মহারাজা প্রাণনাথ রায় | দিনাজপুর | অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। |
| গঙ্গাসাগর দিঘি/ বরদেশ্বরী কালীমন্দির | মান সিংহ | রাজারবাগ, ঢাকা | সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মান সিংহ ষোড়শ শতকে দিঘিটি খনন করেন। দিঘির পাশেই রয়েছে বরদেশ্বরী কালীমন্দির। |
| গুরুদুয়ারা নানকশাহী | | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | এটি একটি শিখ উপাসনালয়। |

■ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মন্দির:

| মন্দিরের নাম | অবস্থান |
|---|---|
| সোনারং জোড়া মঠ | টুঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ |
| বার শিবালয় | বেল আমলা, জয়পুরহাট |
| জয়কালী মন্দির | ঠাঁটারি বাজার, ঢাকা |
| স্বামীবাগ মন্দির | ঢাকা |
| রাজ কংস নারায়ণ মন্দির | রাজশাহী |
| জগন্নাথ মন্দির | পাবনা |
| বিশ্বনাথ মন্দির | ময়মনসিংহ |
| বড় কালিবাড়ি মন্দির | ময়মনসিংহ |
| রঘুনাথ মন্দির | নওগাঁ |
| পুঠিয়া মন্দির | রাজশাহী |

■ বৌদ্ধ বিহার:

- সোমপুর বিহার অবস্থিত– নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে (বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন)।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার– শালবন বিহার।
- শালবন বিহার অবস্থিত– কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মাঝে।
- শালবন বিহারের স্রষ্টা- রাজাধিরাজ ভবদেব।
- আনন্দ বিহার অবস্থিত– শালবন বিহারের ২ মাইল উত্তরে।
- জগদ্দল বিহার অবস্থিত– নওগাঁ জেলার ধামইরহাটে।
- মহামুনি বিহার অবস্থিত- চট্টগ্রামের রাউজানে।
- সীতাকোট বিহার অবস্থিত- দিনাজপুর জেলায় (এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার)।
- রাজবন বিহার অবস্থিত- রাঙ্গামাটি জেলায়, কাপ্তাই হ্রদের তীরে।
- ভোজ বিহার অবস্থিত- কুমিল্লা জেলা।
- ভাসু বিহার অবস্থিত– বগুড়ার মহাস্থানগড়ে।

■ জাদুঘর:

- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর– বরেন্দ্র জাদুঘর, রাজশাহী (১৯১০)। উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎকুমার রায়,অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও রামপ্রসাদ চন্দ্র।
  *Note : এটি উদ্বোধন করেন কার মাইকেল।*
- ঢাকার জাদুঘর উদ্বোধন হয় - ১৯১৩ সালে।
- ঢাকার জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন- নলনীকান্ত ভট্টাশালী।
- জাতীয় জাদুঘরের নকশা তৈরি করেন- সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- ঢাকার জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘরের মর্যাদা দেওয়া হয় -১৯৮৩ সালে।

| জাদুঘরের নাম | অবস্থান |
|---|---|
| টাকা জাদুঘর অবস্থিত | মিরপুর |
| জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর | ঢাকার আগারগাঁও। |
| ওসমানি স্মৃতি জাদুঘর | সিলেটে |
| বাংলাদেশের একমাত্র নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর | আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে) |
| লালন জাদুঘর অবস্থিত | কুষ্টিয়া |
| মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর | আগারগাঁও ঢাকা, (১৯৯৬ সালে ২২ মার্চ ঢাকা সেগুনবাগিচায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ সালে জাদুঘরটি আগারগাঁওয়ের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়)। |
| বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর | সোনারগাঁও |
| পাথরের জাদুঘর রকস মিউজিয়াম অবস্থিত | পঞ্চগড় |
| শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাদুঘর | ধানমন্ডি ৩২ নং রোড |
| শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা | ময়মনসিংহ |
| সামরিক জাদুঘর অবস্থিত | বিজয় সরণী, তেজগাঁও ঢাকা |

■ **বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র:** বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- সৈয়দ মাইনুল হোসেন, নিতুন কুণ্ডু, হামিদুজ্জামান খান, আজিজুল জলিল পাশা, নভেরা আহমেদ, মৃণাল হক, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আবদুর রাজ্জাক, শামীম সিকদার।

- 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত– সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ। জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা- ৪৬.৫ মিটার [বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে ৪৫.৭২ বা ১৫০ ফুট]।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাতটি কোণ যথাক্রমে – ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালকে নির্দেশ করে।
- 'মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই' ভাস্কর্য অবস্থিত – বিজয় সরণী, ঢাকা।
- মাতৃভাষার স্মরণে ভাস্কর্য মোদের গরব অবস্থিত– বাংলা একাডেমি।
- রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত ভাস্কর্যের নাম– রক্ত সোপান।
- মৃত্যুঞ্জয়ী ভাস্কর্যটি অবস্থিত- বিজয়স্মরণী, ঢাকা।

■ স্থাপত্য/ভাস্কর্য:

| স্থপতি/ভাস্কর্য | ভাস্কর্য | অবস্থান |
|---|---|---|
| শামীম শিকদার | বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগার |
| | বিজয় উল্লাস | আনোয়ার পাশা ভবন, ঢাবি |
| | স্বামী বিবেকানন্দ | জগন্নাথ হল, ঢাবি |
| | স্বাধীনতা সংগ্রাম | ফুলার রোড, ঢাবি |
| | স্বোপার্জিত স্বাধীনতা | টিএসসি চত্বর, ঢাবি |
| নিতুন কুণ্ডু | কদম ফোয়ারা | জাতীয় ঈদগাহের সামনে ঢাকা. |
| | সার্ক ফোয়ারা | সোনারগাঁ হোটেল, কারওয়ান বাজার, ঢাকা |
| | সাম্পান | শাহ্ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম |
| | সাবাশ বাংলাদেশ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |

| স্থপতি/ভাস্কর্য | ভাস্কর্য | অবস্থান |
|---|---|---|
| হামিদুজ্জামান খান | ক্যাকটাস | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| | বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য | রোকেয়া হল, ঢাবি |
| | রুই কাতলা | ফার্মগেট, ঢাকা |
| | শান্তির পায়রা | টিএসসি, ঢাকা |
| | শহিদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক এলাকা ভাস্কর্য | শহিদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক ভবনের সামনে |
| | *সংশপ্তক | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় |
| | স্বাধীনতা | কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা |
| | *স্মৃতির মিনার | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
| আজিজুল জলিল পাশা | *দোয়েল চত্বর | তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাবি |
| | *শাপলা চত্বর | মতিঝিল, ঢাকা |
| মোস্তাফা হারুন কুদ্দুস হিলি | বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ | মিরপুর, ঢাকা |
| | *রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ | রাজারবাগ, ঢাকা |
| মৃণাল হক | অর্ঘ্য | সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা |
| | অতলান্তিকে বসতি (ডলফিন) | নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা |
| | ঈগল পাখি | পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও |
| | কোতোয়াল | মিন্টোরোড, ঢাকা |
| | *গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| | চির দুর্জয় | রাজারবাগ, ঢাকা |
| | জ্যাংক ইয়ার্ড ফ্যামিলি (অ্যান্টিক গাড়ি) | তেজগাঁও, ঢাকা |
| | দুর্জয় | রাজারবাগ, ঢাকা |
| | প্রতিরোধ | মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ |
| | প্রত্যাশা | ফুলবাড়িয়া , ঢাকা |
| | *বলাকা (চারটি বক) | মতিঝিল বিমান অফিস, ঢাকা |
| | বিডিআর ভাস্কর্য | ঝিগাতলা, ঢাকা |
| | বর্ষা রানী | সাতরাস্তার মোড়, তেঁজগাও |
| | বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর | চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
| | রত্নদ্বীপ | তেজগাঁও, ঢাকা |
| | রাজসিক বিহার | ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা |
| মোস্তফা মনোয়ার | *মিশুক | শহিদ জিয়া শিশু পার্ক, শাহবাগ |
| নভেরা আহম্মেদ | কৃষক পরিবার | জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গন, ঢাকা |
| | নারী, শিশু ও পুরুষ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| | *মা ও শিশু | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| আব্দুর রাজ্জাক | *জাগ্রত চৌরঙ্গী (মুক্তিযুদ্ধের ১ম ভাস্কর্য) | জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর |
| | বিজয় সরণি ফোয়ারা | ফার্মগেট (তেজগাঁও এলাকা) |
| সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ | *অপরাজেয় বাংলা | ঢাবি কলাভবন |
| হামিদুর রহমান | কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন |
| সৈয়দ মইনুল হোসেন | *জাতীয় স্মৃতিসৌধ | সাভার, ঢাকা |
| মোঃ মাইনুল | *চেতনা ৭১ | কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন |
| লুই আই কান | *জাতীয় সংসদ ভবন | শেরে বাংলানগর, ঢাকা |
| লারোস | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | কুর্মিটোলা, ঢাকা |
| বব বুই | কমলাপুর রেলস্টেশন | কমলাপুর, ঢাকা |
| আব্দুল হুসেইন থারিয়ানি | বায়তুল মোকাররম | গুলিস্তান, ঢাকা |
| মাসুদ আহমেদ | *তিন নেতার মাজার | সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে |
| অখিল পাল | *মোদের গরব | বাংলা একাডেমি |
| মর্তুজা বশীর | স্মারক ভাস্কর্য | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় |
| তানভীর কবির | *মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের | মেহেরপুর |
| বিশ্বনন্দিত চার নেতা | *শিখা চিরন্তন | সোহরাওয়ার্দী উদ্যান |

■ **গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা:**

| | |
|---|---|
| বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র | • বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২ সালে।<br>• প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ।<br>• শ্লোগান-আলোকিত মানুষ চাই। |
| উদীচী | • পরিচয়-সাংস্কৃতিক সংগঠন।<br>• প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৬৮ সালে।<br>• প্রতিষ্ঠাকাল-কথাশিল্পী সত্যেন সেন। |
| এশিয়াটিক সোসাইটি | • বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম-বাংলাপিডিয়া<br>• স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন–সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক<br>• পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়–৩ জানুয়ারি, ১৯৫২<br>• পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয়-১৯৭২ সালে।<br>• এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান – রাষ্ট্রপতি।<br>• বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়– এশিয়াটিক সোসাইটি হতে। |
| বাংলা একাডেমি | • বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে।<br>• বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়– The Bangla Academy Act-1957 আইনের মাধ্যমে।<br>• ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়– বাংলা একাডেমি।<br>• বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।<br>• বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন– ড. মাযহারুল ইসলাম।<br>• বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক– ড. এনামুল হক।<br>• বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা– বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)।<br>• নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত– বাংলা একাডেমিতে।<br>• বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে– ২০১২ সালে।<br>• বাংলা একাডেমির মূল ভবনটির পূর্ব নাম- বর্ধমান হাউস<br>• ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য- মোদের গরব (বাংলা একাডেমির সামনে)।<br>• মোদের গরব ভাস্কর্যের স্থপতি- অখিল পাল।<br>• রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর, নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত- বাংলা একাডেমিতে। |



CamScanner

12. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কানের জন্ম কোন দেশে?
A. বুলগেরিয়া B. সার্বিয়া
C. এস্তোনিয়া D. লিথুনিয়া **C**

13. শওকত ওসমান দীর্ঘদিন কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?
A. সরকারি চাকরি B. শিক্ষকতা
C. আইন D. সাংবাদিকতা **B**

14. বিশ্বের প্রথম জাদুঘর কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
A. এথেন্স B. মেসিডোনিয়ায়
C. আলেকজান্দ্রিয়ায় D. বুন্দেলখন্ডে **C**

15. লালবাগ কেল্লা কে নির্মাণ করেন?
A. সম্রাট জাহাঙ্গীর B. সম্রাট আকবর
C. সম্রাট শাহজাহান D. সম্রাট আজম শাহ **D**

## PRIME TEST

01. প্রাচীন ওয়ারি বটেশ্বর সভ্যতা কোন জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে?
Ⓐ সিলেট Ⓑ বগুড়া
Ⓒ নরসিংদী Ⓓ গোপালগঞ্জ

02. বাংলাদেশের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত?
Ⓐ মহাস্থানগড় Ⓑ ময়নামতি
Ⓒ চন্দ্রকেতুগড় Ⓓ পাহাড়পুর

03. ঢাকার লালবাগ কেল্লা নির্মাণের কৃতিত্ব কোন রাজবংশকে দেওয়া হয়?
Ⓐ মুঘল রাজবংশ Ⓑ গুপ্ত রাজবংশ
Ⓒ পাল রাজবংশ Ⓓ ব্রিটিশ রাজ

04. বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ভাস্কর্য 'পতাকা ৭১' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মুন্সিগঞ্জ Ⓑ গাজীপুর
Ⓒ বরিশাল Ⓓ রাজশাহী

05. রাজু ভাস্কর্য-র স্থপতি কে?
Ⓐ শামীম সিকদার Ⓑ শ্যামল চৌধুরী
Ⓒ রাশা Ⓓ হামিদুর রহমান

06. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
Ⓐ ১৯৫৬ Ⓑ ১৯৭৬
Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৭৪

07. কোন ভাস্কর্যটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত?
Ⓐ সাবাস বাংলা Ⓑ সোপার্জিত স্বাধীনতা
Ⓒ অপরাজেয় বাংলা Ⓓ সংশপ্তক

08. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ নওগাঁ Ⓑ বিক্রমপুর
Ⓒ কুমিল্লা Ⓓ বগুড়া

09. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
Ⓐ হামিদুর রহমান
Ⓑ নভেরা আহমেদ
Ⓒ সৈয়দ মাইনুল হোসেন
Ⓓ সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

10. ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা কত?
Ⓐ ৬০টি Ⓑ ৬৫টি
Ⓒ ৭০টি Ⓓ ৮১টি

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | 02. | A | 03. | A | 04. | A | 05. | B |
| 06. | B | 07 | D | 08. | C | 09. | C | 10. | D |

অধ্যায় ১২

# বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস

সাধারণ জ্ঞান

■ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা:
- মিশরের নগর সভ্যতার সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে আজকের ইরাক অঞ্চলের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই কয়েকটি সভ্যতাকে একত্রিতভাবে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বলা হয়।
- বর্তমানের ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক ও কুয়েত রাষ্ট্রগুলো এই সভ্যতার অংশ ছিল। তবে অধিকাংশই ইরাকে অবস্থিত।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা-মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।
- 'মেসোপটেমিয়া' কথাটির অর্থ-দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে ওঠে- ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস (ফোরাত ও দজলা) নদীর তীরে।
- ইরাক দেশের পূর্বনাম – মেসোপটেমিয়া।
- সেচ নির্ভর প্রাচীন সভ্যতা বলা হয়- মেসোপটেমিয়া সভ্যতাকে।
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর্যায় ছিল- ৪টি। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাশেরীয়, ক্যালডীয় সভ্যতা।

## সুমেরীয় সভ্যতা

■ সুমেরীয় সভ্যতা:
- মেসোপটেমিয়ায় গড়ে ওঠা সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা। ইতিহাসের প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশ (কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত) রচনা করেন সুমেরীয়রা (গিলগামেশ ছিলেন উরুক নগরের শাসক)। সুমেরীয়দের আদিবাস ছিল এলামের পাহাড়ী অঞ্চলে। সুমেরীদের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি।
- সুমেরীয় গিলগামেশ ছিল– উরুক নগরের শাসক।
- পাঠোদ্ধারকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন লিপি– কিউনিফর্ম।
- সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল-লিখন পদ্ধতিতে (কিউনিফর্ম)। কিউনিফর্ম হলো অক্ষর ভিত্তিক বর্ণলিপি।
- কিউনিফর্ম ছিল - (V) আকৃতির অক্ষর।
- সুমেরীয় রাজার পদবি ছিল- লুগাস।
- সুমেরীয়দের প্রধান ধর্ম মন্দিরের নাম- জিগুরাত।
- পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে- সুমেরীয়রা।
- জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার আবিষ্কার করে - সুমেরীয়রা।
- সুমেরীয় দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর– টেম্পল টাউন।
- সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড়ো অবদান- চাকা আবিষ্কার।
- সুমেরীয় শাসক উরনামু যিনি প্রথম ইতিহাসে লিখিত আইনের প্রচলন করেন, যা Code of ur Nammu নামে পরিচিত।

■ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা:
- অ্যামেরাইট জাতি আনুমানিক ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ সভ্যতা গড়ে তোলে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত অ্যামেরাইট নেতা হাম্বুরাবি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি- হাম্বুরাবি।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়-হাম্বুরাবির শাসনামলকে।
- সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান ছিল- আইন প্রণয়নে।
- ব্যাবিলনীয়দের আইন যে নামে পরিচিত ছিল- হাম্বুরাবির আইন।
- সর্বপ্রথম পঞ্জিকা প্রচলন হয়- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয়- ব্যাবিলনে।
- ব্যাবিলনীদের প্রধান দেবতার নাম ছিল– মারডুক (প্রধান দেবী– ইশতার)।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায়– ব্যাবিলনের উত্তরে গাথুর শহরের ধ্বংসাবশেষে।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় হাম্বুরাবির শাসন আমলকে। ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্বুরাবি বিশ্ববিখ্যাত হাম্বুরাবি আইন তৈরি করেছিলেন। ১২টি পাথরের টুকরোতে খোদায় করা ২৮২টি আইনের এ সংকলন পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন লিখিত আইন। এটি 'কোড অব হাম্বুরাবি' নামে পরিচিত।



CS CamScanner

■ অ্যাশেরীয় সভ্যতা:

- ব্যাবিলনের ২০০ মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে আশুর নামে একটি শহর গড়ে ওঠে। যার অধিবাসীরা অ্যাশেরীয় নামে পরিচিত। ইতিহাসে অ্যাশেরীয়দের পরিচয় হলো সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে। পৃথিবীতে অ্যাশেরীয়রা প্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে।
- সভ্যতায় অ্যাশেরীয়দের অবদান- সমরবাদী, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতার রাজধানী ছিল- নিম্বুর।
- প্রথমে বৃত্তকে ৩৬০° কোণে ভাগ করেন- অ্যাশেরীয়রা।
- সর্বপ্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেন- অ্যাশেরীয়রা।
- যুদ্ধে প্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে- অ্যাশেরীয়রা।
- প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে- অ্যাশেরীয়রা।
- এদের সূর্যদেবতার নাম ছিল- শামস। অ্যাশেরীয় সম্রাট নিজেকে সূর্যদেবতা শামস এর প্রতিনিধি হিসেবে মনে করতেন।
- অ্যাশেরীয় সভ্যতা ধ্বংস হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬২২ অব্দে।
- সভ্যতার উষালগ্নে প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের শীর্ষে ছিল- অ্যাশেরীয় সভ্যতা।
- আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (IS) অভিযান চালিয়ে ইরাকের এই প্রাচীনতম সভ্যতা অ্যাশেরীয়র নিদর্শন গুড়িয়ে দিয়েছে।

## ক্যালডীয় সভ্যতা

■ ক্যালডীয় সভ্যতা:

- সম্রাট নেবুচাঁদ নেজার ব্যাবিলন শহরে ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে তোলে যা ইতিহাসে নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত।
- ক্যালডীয়রা আকাশের বিভিন্ন গ্রহকে দেবতা ভাবত। তাদের প্রধান দেবতা ছিল জুপিটার।
- ক্যালেডীয় সভ্যতার অপর নাম- নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।
- সভ্যতায় ক্যালেডীয়দের অবদান ছিল- ব্যাবিলনের শূন্য (ঝুলন্ত) উদ্যান (The Hanging Garden of Babylon) তৈরি।
- ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান তৈরি করেন- রাজা নেবুচাঁদ নেজার।
- ৭ দিনে সপ্তাহ গণনা শুরু করেন- ক্যালেডীয়রা।
- ক্যালডীয় সভ্যতার পতন ঘটে- পারস্যের আক্রমণের ফলে।

■ মিশরীয় সভ্যতা:

- মিশরীয় নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে নীল নদের অববাহিকায়।
- মিশরের প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয় ৫০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কে। মিশরে গড়ে ওঠা ছোটো ছোটো নগর রাষ্ট্রকে বলা হতো 'নোম'। নীল নদকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন নীল নদের দান"।
- মিশরীয় সভ্যতার প্রধান অবদান- কৃষি ক্ষেত্রে (নীল নদে বাঁধ দিয়ে মিশরীয়রা প্রথম কৃষি কাজ শুরু করে)।
- সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ছিল- পিরামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোর্তিবিদ্যা।
- মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম - হায়ারোগ্লিফিক।
- প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো-ফারাও।
- 'ফারাও খুফুরদের' মৃতদেহকে পঁচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা তৈরি করেন- মমি (পিরামিড)।
- 'মিশরকে নীল নদের দান' বলে অভিহিত করেছেন- হেরোডোটাস।
- ইতিহাস শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হতো - মিশরীয়দেরকে।
- ৩৬৫ দিনের বছর গণনা শুরু করে- মিশরীয়রা।
- ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস এ গণনারীতির আবিষ্কার- মিশরীয়দের।
- প্যাপিরাস একটি নলখাগড়া যা লেখনীর কাজে ব্যবহৃত হত।
- মিশরীয়দের সূর্য দেবতার নাম ছিল- এটন।
- ইখনাটন- সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঈশ্বরের ধারণা দেন।
- প্রথমে মিশরীয়রা ছবি একে মনের ভাব প্রকাশ করত। ছবিগুলো ছিল এক একটি অক্ষরের প্রতীক। যাকে হায়ারোগ্লিফিক বলা হতো। যার অর্থ পবিত্র লিপি। শৈল্পিক সৌন্দর্য করার জন্য শিল্পীরা ত্রিমাত্রিক পৃষ্ঠতল ব্যবহার করত।
- ওসিরিস হলো- নীল নদের দেবতার নাম। তাকে (ওসিরিস) পাপ-পূণ্যের বিচারক হিসেবে মিশরীয়রা মনে করতেন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ- পিরামিড।
- মিশরের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় পিরামিড হচ্ছে- গিজার বা ফারাও খুফুর পিরামিড।
- মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় গৌরব- স্ফিংস তৈরিতে।
- ১৯২২ সালে হাওয়ার্ড কার্টার- তুতেনখামেনের সমাধী আবিষ্কার করেন।
- মিশরের প্রাচীন রাজাদের বলা হতো ফারাও। মিশরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তাই মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয় পিরামিড। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হল ফারাও খুফুর পিরামিড। ১৩ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই পিরামিড এর উচ্চতা ছিল সাড়ে চারশত ফুট। পিরামিডগুলোর গায়ে সিংহ আকৃতির মূর্তি থাকে যাকে স্ফিংস বলে।

■ গ্রিক সভ্যতা:

- গ্রিকের বিখ্যাত দার্শনিক- সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল।
- প্লেটোর গৃহ শিক্ষক ছিলেন-সক্রেটিস।
- গ্রিকদের অবদান ছিল- সভ্যতার ক্ষেত্রে।
- প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে- গ্রিক সভ্যতায়।
- সভ্যতা ছাড়া গ্রিকদের অবদান ছিল- জ্যামিতি (উপপাদ্য, গণিত ও চিকিৎসা)।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অংকন করে- গ্রিক বিজ্ঞানীরা।
- গ্রিক সভ্যতার অন্যতম অবদান- গণতন্ত্র।
- প্রথম নগর রাষ্ট্র ছিল- গ্রিসের স্পার্টা।
- হেলেনীয় সভ্যতার দেশ- গ্রিস।
- সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র- এথেন্স।
- গ্রীকদের সবচেয়ে বড় অবদান- দর্শন চর্চায়।
- গ্রীকদের ১২টি দেব-দেবী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দেব-দেবী- জিউস (Zeus), হেরা (Hera), এথেনা (Athna), এরিস (Ares), অ্যাপোলো (Apollo), ডিমিটার (Demeter), হারমেস (Hermes), নিকে (Nike), আফ্রোডিটি (Aphrodite), এরোস (Eros), আরটেমিস (Artemis)।
- সক্রেটিসকে সর্বজ্ঞানীদের গুরু বলা হয়। সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো।
- সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি- প্রকৃত জ্ঞান নিজেকে জানার মধ্যে, অন্যকিছু জানার মধ্যে নয়; নিজেকে জানো; বিস্ময় হলো জ্ঞানের শুরু।
- প্লেটো ৩৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দর্শনের স্কুল Academia প্রতিষ্ঠা করেন। আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাটি- প্লেটোর। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic'.
- প্লেটো সক্রেটিস এর শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে 'ডায়ালগস অব সক্রেটিস' নামে আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।
- প্লেটোর বিখ্যাত উক্তি-
- Virtue is Knowledge and Education is the main thing to acquire virtue.
- শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিস্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতি পরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক।
- প্লেটোর ছাত্র- এরিস্টটল। এরিস্টটলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম- লাইসিয়াম।
- গ্রিসের মহাকবি হোমারের মহাকাব্য- ইলিয়ড ও ওডিসি।
- হোমারকে বলা হয়- অন্ধ কবি।
- গ্রিসের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন- এস্কাইলাস। তার বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক- প্রমিথিউস বাউন্ড।
- গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।
- থুকিডাইডিসকে বলা হয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক।
- খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রিসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়।



CamScanner

■ **সিন্ধু সভ্যতা:**

- তাম্রযুগের এ সভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো (এর অর্থ হলো মৃতের ঢিবি) ও হরপ্পাতে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দের মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা হলো- সিন্ধু সভ্যতা।
- এটি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। এ সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়।
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলে- দ্রাবিড় জাতি।
- সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়- পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা।
- যে নৃ-তাত্ত্বিক সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের পথ দেখান-আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮৭২-৭৫ সালে)
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়-১৯২১ সালে।
- আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় (১৯২২ সালে), জন মার্শাল ও দয়ারাম শাহনি।
- যে সভ্যতা প্রথম বাটখারা ব্যবহার শুরু করে- সিন্ধু সভ্যতা।
- তারা স্কেল ব্যবহার করত দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য।
- সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত।
- হরোপ্পা ও মহেঞ্জদারোতে হাড় ও পাথরের তৈরি সীল-মোহর পাওয়া গেছে।
- সিন্ধু সভ্যতার মাটির পাত্রের সাথে মেসোপটেমিয়ার মাটির পাত্রের মিল রয়েছে।

■ **হিব্রু সভ্যতা:**

- প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে হিব্রু সভ্যতা। হিব্রু কোনো জাতির নাম নয়, এটি একটি সেমেটিক ভাষা। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হিব্রুদের বংশধর।
- হিব্রু সভ্যতা যে নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে- জেরুজালেম।
- হিব্রু জাতি বর্তমানে যে দেশে বসবাস করে- ইসরাইল।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা- হিব্রু।
- হিব্রুদের সবচেয়ে বড় অবদান- ধর্মের ক্ষেত্রে।
- হিব্রু শব্দের অর্থ হলো- নিচু বংশের লোক বা যাযাবর।
- হিব্রুরাই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করে।

■ **পারস্য সভ্যতা:**

- আজকের ইরানে পারস্য সভ্যতা গড়ে উঠে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৬০০ অব্দে। পারসীয়ানরা মনে করত তাদের পূর্বপুরুষ ছিল একিমেনিস। তাই একে একিমেনিট সম্রাজ্য বলা হতো। পার্সেপোলিস ছিল অ্যাকামেনিডে রাজধানী।
- পারস্যের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন- দারিয়ুস ও কাইরাস।
- পারসিক দিনপঞ্জি তৈরি করেন- দারিয়ুস।
- সভ্যতায় পারস্যদের অবদান ছিল- ধর্ম সংস্কার ও প্রশাসন ব্যবস্থায়, এদের ধর্মের নাম ছিল জরথুস্টবাদ।
- পারস্যের ধর্ম গ্রন্থের নাম ছিল- আবেস্তা।
- জরথুস্ট ছিলেন- প্রাচীন ইরানের ধর্ম গুরু।
- পারস্যের সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল।
- দক্ষ প্রসাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা নিয়ে আনা পারসীয়দের অবদান ছিল।
- মৃতের সৎকারের জন্য- চিল ঘর।
- আলেকজান্ডার ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সমগ্র পারস্য সম্রাজ্যকে দখল করে।

■ **ফিনিশীয় সভ্যতা:**

- ফিনিশীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান- বর্ণমালা উদ্ভাবন বা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার।
- ফিনিশীয়রা ব্যঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করে- ২২টি। (আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয় তাদের উদ্ভাবিত বর্ণমালা থেকে।
- ইউরোপীয়রা কাগজ, কলম, কালির ব্যবহার শিখে- ফিনিশীয়দের কাছ থেকে।
- ফিনিশীয়রা নিপুণভাবে কাপড় তৈরি, রং করা, মাটির পাত্র তৈরি করত।
- ফিনিশীয়দের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

■ **হিট্টাইট সভ্যতা:**

- লৌহ ব্যবহার প্রথম শুরু করে যে সভ্যতার মানুষেরা- হিট্টাইট।
- হিট্টাইট সভ্যতায় এশিয়ার মাইনরে লৌহ যুগ সূচনা হয়- ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব।
- হিট্টাইটদের ধর্মে প্রভাব স্পষ্ট ছিল- হুরিয়ানদের।
- আগুনের আবিষ্কার প্রাচীন পাথরের যুগে।
- তামা ও ধাতুর ব্যবহার হয়- ব্রোঞ্জ যুগে।
- ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে হিট্টাইট সভ্যতা ধ্বংস হয়।

■ **রোমান সভ্যতা:**

- রোম নগরীর নামকরণ করা হয় ল্যাটিন রাজা রোমিউলাসের নামানুসারে। রোমান সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা নয়। জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমান সম্রাট (তার বিখ্যাত উক্তি- এলাম, দেখলাম, জয় করলাম)।
- রোমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল- আইনের ক্ষেত্রে।
- রোমের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল- দাস শ্রমের ওপর।
- রোমান সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন- কলোসিয়াম (নাট্যশালা)।

■ **ইনকা সভ্যতা:**

- দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম সভ্যতা হলো ইনকা সভ্যতা। মানকো কোপেন ছিলেন এই সভ্যতার স্থপতি (ব্যাপ্তিকাল ১৪৩৮-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ)। যদিও ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল পেরুতে। তবে ইনকা সভ্যতার মানুষ বসবাস শুরু করেছিল চিলিতে।
- ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে।
- ইনকা সভ্যতার স্থপতি-মানকো কোপেন।
- সর্বপ্রথম পানির সাহায্যে সেচ পদ্ধতি আবিষ্কার করে- ইনকারা।
- আজও ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়- মাচুপিচুতে।
- ১৫৩২ সালে নাবিক ফ্রান্সিসকো পিজারোর হাতে ইনকা সভ্যতার পতন ঘটে।

■ **মায়া সভ্যতা:**

- মায়া সভ্যতার সূত্রপাত হয়- খ্রি.পূর্ব ১০০০ অব্দে।
- মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, বেলিস, হন্ডুরাস এবং এলসালভাদরের পশ্চিম অঞ্চলে।
- মায়াদের প্রথম লিখিত লিপি হলো- হায়ারোগ্লিফিক।
- মায়ান ক্যালেন্ডারের নাম - হাব।
- মায়ানরা মাস গণনা করে-২০ দিনে, বছর গণনা করে - ১৮ মাসে।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন যেটি–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. প্যাপিরাস
B. গ্রেটওয়াল
C. কিউনিফর্ম
D. পার্থেনন

**Ans A Analysis** খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত নীলনদের অববাহিকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদ 'মিশরীয় সভ্যতা' গড়ে ওঠে। ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি, কাগজের আবিষ্কার, জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা সবকিছুতে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। পিরামিড, প্যাপিরাস, হায়ারোগ্লিফিক ইত্যাদি মিশরীয়দের অবদান।

**02. হায়ারোগ্লিফিক এক প্রকার–** [DU-7Clg: 2019-20]

A. ভাষা
B. সংগীত
C. কবিতা
D. লিপি

**Ans D Analysis** হায়ারোগ্লিফিক হলো মিশরীয় লিপিবিশেষ। প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল: হায়ারোগ্লিফিক, হায়রাটিক এবং ডেমোটিক। তিনটি লিপির নামই গ্রিকদের দেয়া।



CamScanner

03. নীল নদের তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা হলো- [DU-7Clg: 2019-20]
A. সিন্ধু B. মিশরীয়
C. মেসোপটেমীয় D. রোমান

**Ans B Analysis** মিশরীয় সভ্যতা উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে নীল নদের তীরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩১৫০ অব্দে গড়ে ওঠে। হায়ারোগ্লিফিক লিপি মিশরীয় সভ্যতার অবদান।

04. নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ সূচনা করে- [DU-7Clg: 2017-18]
A. ব্যবসা-বাণিজ্যের B. কৃষিকাজের
C. শিল্প-সাহিত্যের D. মৎস্য চাষের

**Ans B Analysis** বিভিন্ন প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য:

| যুগের নাম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| প্রাচীন প্রস্তর যুগ | আগুনের আবিষ্কার |
| মধ্য প্রস্তর যুগ | কৃষি উপকরণ আবিষ্কার (যদিও মতভেদ রয়েছে) |
| নব্য প্রস্তর যুগ | কৃষি কাজের সূচনা, বন্য পশুকে গৃহপালিত পশু করা |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা কোন দুটি নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছিল?
A. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস B. নীল ও সিন্ধু
C. হলুদ এবং ইয়াংজি D. গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র Ⓐ

02. সিন্ধু সভ্যতা কোন আধুনিক দেশে বিকাশ লাভ করেছিল?
A. ভারত ও পাকিস্তান B. মিশর ও সুদান
C. চীন ও মঙ্গোলিয় D. মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা Ⓐ

03. রোসেটা পাথরে কোন অক্ষরলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি?
A. গ্রিক B. ডেমোটিক
C. হায়ারোগ্লিফিক D. রোমান Ⓒ

04. কোন প্রাচীন সভ্যতা প্রথম পরিচিত লেখার পদ্ধতি তৈরির কৃতিত্ব দেয়?
A. সুমেরীয় B. মিশরীয়
C. গ্রীক D. রোমানরা Ⓐ

05. বাইজেনটাইন সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন নয় কোনটি?
A. সান ভিতালে B. হাজিয়া সোফিয়া
C. সেন্ট সারনিন D. দি কোরা Ⓒ

06. মেক্সিকোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম -
A. আকসুম B. আজটেক
C. ভাইকিং D. মেসোপটেমীয় Ⓑ

07. অ্যাবাকাস দিয়ে কি করা হয়?
A. গানিতিক হিসাব B. রোগ নির্ণয়
C. জ্বর মাপা D. ওজন মাপা Ⓐ

08. অজন্তা এবং ইলোরা কী?
A. গিরিন্দী B. গিরিশৃঙ্গ
C. গিরিমল্লিকা D. শিলাকাটা Ⓓ

09. মেসোপটেমীয় সভ্যতাভুক্ত জাতি-
A. সুমেরীয়, ফিনিশীয়, ব্যবিলনীয়
B. মেসোপটেমীয়, সুমেরীয়, ক্যালডীয়
C. আক্কাদীয়, আরামীয়া, ব্যবিলনীয়
D. সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এশেরীয় Ⓓ

10. সাত দিনে ১ সপ্তাহ প্রচলন করে কোন জাতি?
A. সুমেরীয় B. ব্যবিলনীয়
C. অ্যাসিরীয় D. ক্যালডীয় Ⓓ

11. রোমান সভ্যতার অবদান-
A. আইন প্রণয়ন B. ধাতব মুদ্রার আবিষ্কার
C. লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার D. বর্ণমালার আবিষ্কার Ⓐ

12. কোন মানব সভ্যতা প্রাচীনতম?
A. মেসোপটেমিয়া B. মিসরীয় সভ্যতা
C. সিন্ধু সভ্যতা D. চৈনিক সভ্যতা Ⓐ

13. কিউনিফর্ম কী?
A. লেখনী B. বর্ণমালা
C. ভাষা D. চিত্ররীতি Ⓐ

14. হরপ্পা ও মহেঞ্জদাড়ো কোন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন?
A. গ্রিক সভ্যতা B. সিন্ধু সভ্যতা
C. মিশরীয় সভ্যতা D. মেসোপটেমিয়া সভ্যতা Ⓑ

15. মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়-
A.উত্তর আমেরিকায় B.দক্ষিণ আমেরিকায়
C.মধ্য আমেরিকায় D.মধ্য আফ্রিকায় Ⓒ

## PRIME TEST

01. মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়-
Ⓐ উত্তর আমেরিকায় Ⓑ দক্ষিণ আমেরিকায়
Ⓒ মধ্য আমেরিকায় Ⓓ মধ্য আফ্রিকায়

02. 'শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন হয় তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন অকার্যকর'– এটি কে বলেছেন?
Ⓐ সক্রেটিস Ⓑ প্লেটো
Ⓒ অ্যারিস্টটল Ⓓ বেনথাম

03. ইরাকের প্রাচীন নাম?
Ⓐ পারস্য Ⓑ মেসোপটেমিয়া
Ⓒ বাগদাদ Ⓓ ফরমোজা

04. বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?
Ⓐ গ্রিসে Ⓑ মেসোপটেমিয়ায়
Ⓒ রোমে Ⓓ ভারতে

05. গ্রিসের পূর্বনাম কী ছিল?
Ⓐ থালাস Ⓑ মেসিডোনিয়া
Ⓒ হেলাস Ⓓ থামাস

06. Machu Picchu is a symbol of which civilization?
Ⓐ Maya Ⓑ Inca
Ⓒ Persian Ⓓ Hedra

07. মিশরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল?
Ⓐ গঙ্গা Ⓑ নীল নদ
Ⓒ হোয়াংহো Ⓓ রাইন

08. নতুন সপ্তাশ্চর্য 'মচুপিচু' কোন সভ্যতার নিদর্শন?
Ⓐ ইনকা Ⓑ আজটেক
Ⓒ মায়া Ⓓ ব্যবিলন

09. বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পিরামিড কোন দেশে রয়েছে?
Ⓐ মেক্সিকো Ⓑ সুদান
Ⓒ মিশর Ⓓ ইরান

10. আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি কোনটি?
Ⓐ স্বর্ণ Ⓑ ব্রোঞ্জ
Ⓒ তাম্র Ⓓ লৌহ

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | 02. | B | 03. | B | 04. | B | 05. | C |
| 06. | B | 07 | B | 08. | A | 09. | B | 10. | D |



CamScanner

অধ্যায় ১৩

# বিশ্বের আলোচিত দেশসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

## রাশিয়া

- রাশিয়ার সরকারি নাম- রুশ ফেডারেশন, রাজধানী- মস্কো।
- আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ- রাশিয়া।
- ক্রেমলিন হলো- রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়- ১৯৯১ সালে।
- সাড়া জাগানো রুশ বিপ্লবের মেয়াদকাল ছিল- ১০ দিন।
- রেড স্কয়ার ও স্যাভিয়ার টাওয়ার অবস্থিত- মস্কো (রাশিয়া)।
- ট্রটোস্কি ছিলেন- রাশিয়ার রাজনীতিবিদ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রইকা' নীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রইকা' শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে- খোলামেলা আলোচনা ও সংস্কার বা উন্নয়নমূলক আলোচনা।
- রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থার নাম- ইন্টারফ্যাক্স।
- Father of All Bombs তৈরি করেছে- রাশিয়া (Mother of All Bombs তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র)।
- অখণ্ড ইউরোপনীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।
- রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করেন- স্ট্যালিন।
- রাশিয়াতে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে জার শাসনতন্ত্রের অবসান হয়- ১৯১৭ সালে।
- সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়- ১৯৯২ সালে (USSR)।
- সাদা রাশিয়া বলা হয়- বেলারুশকে।
- রাশিয়াতে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- রাশিয়াতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৮ সালে।
- রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য শহর- মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ, কাজান, সামারা, কালিনিনগ্রাদ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ।
- রাশিয়া বিভক্ত- ৮টি ফেডারেল ড্রিস্ট্রিক্টে।
- বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী- রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন।
- বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারী- রাশিয়ার ভালেন্তিনা তেরেসকোভা (সম্প্রতি চীন লিউ ইয়াংকে নামক এক নারী নভোচারীকে মহাকাশে পাঠায়)।
- পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- রুশ বিপ্লবের অপরনাম- অক্টোবর বিপ্লব।
- New Economic Policy (NEP) এর প্রবর্তক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- The State and Revolution গ্রন্থের লেখক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- রাশিয়া বর্তমানে যুদ্ধরত রয়েছে- ইউক্রেনের সাথে।
- লিয়ন ট্রটস্কি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়- মেক্সিকোতে।
- রাশিয়ার বিপ্লবী বাহিনীকে বলা হয়- রেড গার্ডস (নিয়মিত বাহিনীকে বলা হয়- ইম্পেরিয়াল রাশিয়ান আর্মি।)।
- রাশিয়ার শেক্সপিয়র বলা হয়- আলেকজান্ডার পুশকিন কে।
- রুশ সাহিত্যিক ফিওদর দস্তয়োভস্কির বিখ্যাত ৪টি উপন্যাস- ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট, দ্য ইডিয়ট, দ্য ডেমনস, দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ।
- লিও তলস্তয় এর বিখ্যাত উপন্যাস- ওয়ার এন্ড পিস, আন্না কারেনিনা।
- রুশ সাহিত্যিক আন্তন চেখভ ছিলেন- পেশায় একজন চিকিৎসক।
- আধুনিক রুশ কবিতার জনক বলা হয়- আলেকজান্ডার পুশকিন কে।
- সাইবেরিয়ান অঞ্চল হলো- রাশিয়া ও কাজাখস্তানের অংশ (উত্তর এশিয়া)।
- শীতকালে বাংলাদেশে অধিকাংশ পাখি আসে- সাইবেরিয়ান অঞ্চল থেকে।
- এখনো রাশিয়ার যে নেতার মরদেহ সংরক্ষিত রয়েছে- ভ্লাদিমির লেনিন।

## যুক্তরাজ্য

- যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- ঋষি সুনাক (ভারতীয় বংশোদ্ভূত)।
- যুক্তরাজ্য বলতে মূলত বুঝায়- ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডসহ আরো কিছু দ্বীপপুঞ্জকে।
- আধুনিক গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলা হয়- যুক্তরাজ্যকে।
- ইউনিয়ন জ্যাক বলা হয়- যুক্তরাজ্যের পতাকাকে।
- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের প্রথম মহিলা বিচারক- রোজালিন হিগিন্স (যুক্তরাজ্য)।
- ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হয়- ম্যাগনাকার্টা (১২১৫)।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে- যুক্তরাজ্যে।
- Achill Island অবস্থিত- আয়ারল্যান্ডে।
- ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব- ভিক্টোরিয়া ক্রস।
- ইংল্যান্ডের মুদ্রার নাম- পাউন্ড; রাজধানী- লন্ডন।
- যুক্তরাজ্য Brexit বাস্তবায়ন করে- ৩১ জানুয়ারি ২০২০। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে চূড়ান্তভাবে সরে যায় যুক্তরাজ্য।
- কমনওয়েলথের কোন দেশটি যুক্তরাজ্যের রাজা ও রানিকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করেন- কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া।
- লন্ডনে BBC-এর প্রধান কার্যালয়ের নাম- ব্রডকাস্টিং হাউস।
- 'City of Literature' বলা হয়- এডিনবার্গ শহরকে (স্কটল্যান্ড)।
- ওয়াটার লু জয়ী ইংরেজি সেনাপতি- ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা- ৬৫০ জন (পূর্বে ছিল ৬৪৬)।
- হাউস অব লর্ডসের সদস্য সংখ্যা- ৮০০ জন (এরা কেউই নির্বাচিত নন। তাদের বেশির ভাগ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাজার অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাকিরা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে এ কক্ষের আজীবন সদস্য)।
- ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনের নাম- ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস।
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এবং কার্যালয়ের নাম- ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়- ১১নং ডাউনিং স্ট্রিট।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যেসকল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী- টিউলিপ সিদ্দিক, রুশনারা আলী, রূপ হক, আফসানা বেগম।
- যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম- মার্গারেট থ্যাচার (লৌহ মানবী)।
- ভূমধ্যসাগরের 'জিব্রাল্টার' নিয়ে বিরোধ হচ্ছে- যুক্তরাজ্য ও স্পেনের মধ্যে।
- ব্রিটেনের মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯১৮ সালে
- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যে প্রাসাদে মারা যান- বালমোরাল ক্যাসেল (মৃত্যু : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২)। বর্তমান রাজা হলো তার সন্তান তৃতীয় চার্লস।
- "হার রয়্যাল হাইনেস" হলো- প্রিন্সেস ডায়নার রাজকীয় উপাধি।
- ইংল্যান্ডের যে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়- প্রথম চার্লস।
- সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র **"দ্যা আয়রন লেডি"** এর পরিচালক- ফিলিডা লয়েড।
- বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সংস্কৃতির দেশ- ব্রিটেন।
- ১৮শ শতকের শেষে এবং ১৯শ শতকের শুরুতে ব্রিটেনে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়- শিল্প বিপ্লব।
- যুক্তরাজ্যের জাতীয় কবির নাম- উইলিয়াম শেক্সপিয়র।
- যুক্তরাজ্যের ৪ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- উইলিয়াম গ্লাডস্টোন।
- যুক্তরাজ্যের বিপ্লবী কবি- লর্ড বায়রন (জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান)।

## যুক্তরাষ্ট্র

- যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক- জর্জ ওয়াশিংটন।
- যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে- ৪ জুলাই ১৭৭৬।
- যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে- ১৭৮৩ সালে (প্রথম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)
- 'নাসা'র সদর দপ্তরের নামকরণ করা হয় যে নারী ইঞ্জিনিয়ারের নামে- মেরি, ডব্লিউ জ্যাকসন।
- 'নাসা'র সদর দপ্তর অবস্থিত- ওয়াশিংটন ডিসিতে।
- 'নাসা' যে দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র- যুক্তরাষ্ট্র।
- যে মহাদেশে লাং ফিশ (Lungfish) পাওয়া যায়- উত্তর আমেরিকা।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে স্টেটটি রাশিয়ার নিকট থেকে ক্রয় করা হয়েছিল- আলাস্কা।
- ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বর্তমানে পরিচিত- গ্রাউন্ড জিরো নামে।



CamScanner

- 'Wall Street' অবস্থিত- নিউইয়র্কে।
- যুক্তরাষ্ট্রের যতটি অঙ্গরাজ্যে ব্রিটিশ বণিকরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল- ১৩টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথা বিলুপ্তকারী ও ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্র সম্পর্কে বিখ্যাত ভাষণ দেন- গেটিসবার্গে (পেনসিলভানিয়া)।
- বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম/সংক্ষিপ্ত সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্রের।
- যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' অবস্থিত- নিউইয়র্কে (হাডসন নদীর তীরে)।
- 'Freedom House' সংগঠনটির সদরদপ্তর- ওয়াশিংটনে।
- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের 'Big One' বলতে বোঝায়- চূড়ান্ত ভূমিকম্প।
- বিশ্বে জ্বালানি তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা- ৫০টি।
- রেড ইন্ডিয়ান যারা- আমেরিকার আদি অধিবাসী।
- হোয়াইট হাউসে বসবাসকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- জন এডামস্।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল- ৪ বছর।
- যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়- ১৮৬৩ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট- জর্জ ওয়াশিংটন।
- আমেরিকার 'রুটির ঝুঁড়ি' বলা হয়- প্রেইরি অঞ্চলকে।
- 'Big Apple' বলা হয়- নিউইয়র্ক শহরকে।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন- জিমি কার্টার।
- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো হোয়াইট হাউজে বসবাস করেননি- জর্জ ওয়াশিংটন।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করেন- জেমস মেডিসন।
- ফ্লাশিং মিডোস ও টাইমস স্কয়ার অবস্থিত- নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)।
- মার্টিন লুথার কিং শান্তিতে নোবেল পান- ১৯৬৪ সালে।
- I Have a Dream শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন- মার্টিন লুথার কিং।
- প্রেইরি তৃণভূমি অবস্থিত- উত্তর আমেরিকার মধ্য অঞ্চল।
- যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯২০ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা- ৫৩৮টি।
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে ইলেকটোরাল ভোট প্রয়োজন হয়- ২৭০টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে- ক্যালিফোর্নিয়া (৫৫টি)।
- ওয়াটার গেট কেলেংকারির সাথে জড়িত ছিলেন- রিচার্ড নিক্সন (১৯৭২)।
- যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নাম- কংগ্রেস (উচ্চকক্ষ: সিনেট ও নিম্নকক্ষ: হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ)।
- ব্রাডলি ইফেক্ট হলো- যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সম্পর্কিত শব্দ।
- 'বিল অব রাইটস' মার্কিন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৭৯২ সালে।

## কানাডা

- কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- জাস্টিন ট্রুডো।
- আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ- কানাডা।
- যে দেশের মুদ্রায় ব্রিটেনের রাজা-রানির ছবি আছে- কানাডার
- লো সিল্ক ট্রেড প্রোগ্রাম সম্পৃক্ত- কানাডার সাথে।
- 'পশ্চিমের জিব্রাল্টার' বলা হয়- কানাডার কুইবেক অঞ্চলকে।
- কানাডার যে শহরের নামের অর্থ 'মিলন স্থল'- টরেন্টো।
- কানাডা বিখ্যাত- কাগজ শিল্পের জন্য।
- ম্যাপল পাতার দেশ- কানাডা।
- নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে।

## কিউবা

- কিউবার রাজধানীর নাম- হাভানা।
- ফিদেল ক্যাস্ট্রো যে দেশের অধিবাসী ছিলেন- কিউবা।
- কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সংঘটিত হয়- ১৯৬২ সালে
- লেডিস ইন হোয়াইট- কিউবার সরকারবিরোধী সংগঠন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হার্মিং বার্ডের আবাসস্থল- কিউবা।
- ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রেসিডেন্ট জেনারেল বাতিস্তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন- ১৯৫৯ সালে।
- 'মুক্তার দেশ' বলা হয়- কিউবাকে।
- 'গুয়ান্তানামো বে' কারাগার অবস্থিত- কিউবায়।

## ফ্রান্স

- প্যারিস যে নদীর তীরে অবস্থিত- সিন নদী।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয়- নেপোলিয়নকে।
- ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- ফ্রান্সের মহান সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয়- সেন্ট হেলেনা দ্বীপে।
- ফ্রান্সের লৌহমানবী নামে পরিচিত- মিসেল আলিওমারি।
- ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করে- ১৭৯২ সালে।
- ফ্রান্সের স্বাধীনতা দিবস- ১৪ জুলাই।
- বাস্তিল দূর্গ অবস্থিত- ফ্রান্সে।
- ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল- স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।
- ভার্সাই নগরী, ল্যুভর মিউজিয়াম ও আইফেল টাওয়ার অবস্থিত- ফ্রান্সে।
- 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি রয়েছে- ল্যুভর মিউজিয়ামে।
- ফ্রান্সের আইনসভার নাম- পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষ-সিনেট, নিম্নকক্ষ-জাতীয় সংসদ)।
- ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- ইমানুয়েল ম্যাক্রো।

## ইতালি

- ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি অবস্থিত- ইতালি।
- মাইকেল অ্যাঞ্জেলো হলেন- ইতালির চিত্রশিল্পী।
- ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়- চতুর্দশ শতাব্দীতে।
- ফ্যাসিজমের প্রবর্তক- মুসোলিনি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে সমর্থন করে)।
- Renaissance Man বলা হয়- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে।
- 'ল্যান্ড অব মার্বেল' বলা হয়- ইতালিকে।
- পম্পেই নগরী ছিল- ইতালিতে।
- পিয়াজা কুইন্ডিসি মার্টিরি (পনোরো শহীদ স্কোয়ার)- ইতালির মিলানে।
- ইতালি রাষ্ট্রকে বলা হয়- ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র।
- ইতালির আইনসভার নাম- জাতীয় সংসদ (উচ্চকক্ষ-প্রজাতন্ত্র সিনেট, নিম্নকক্ষ-ডেপুটি চেম্বার)।

## জার্মানি

- আধুনিক জার্মানির জনক- অটো ভন বিসমার্ক (তিনি 'Man of Blood and Iron' নামে পরিচিত)।
- এডলফ হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম- গেস্টাপো।
- International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS) অবস্থিত- জার্মানির হামবুর্গ শহরে।
- বিশ্বের বৃহত্তম বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়- ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি)।
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদরদপ্তর অবস্থিত- বার্লিনে।
- বর্তমান চ্যান্সেলর- ওলাফ শলৎস (দায়িত্ব গ্রহণ- ৮ ডিসেম্বর ২০২১)।
- 'ব্ল্যাক ফরেস্ট' অবস্থিত- জার্মানিতে।
- প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর- অ্যাঞ্জেলা মার্কেল।
- নাৎসি আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু হয়- মিউনিখ শহর থেকে।
- নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে জার্মানির বিচার শুরু- ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর।
- সমাজতন্ত্র মতবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের জন্ম- জার্মানিতে।
- জার্মানির নীতিবাক্য- ঐক্য এবং ন্যায় বিচার এবং মুক্তি।

## চীন

- Macao is an autonomous island state belogns to- China.
- তিয়ান আন মেন স্কয়ার অবস্থিত- বেইজিং।
- চীন আবিষ্কার করেন- মার্কো পোলো।
- ইউয়ান যে দেশের মুদ্রা- চীন।
- Ping Pong Diplomacy যে দেশের সাথে সম্পর্কিত- চীন।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি গম উৎপাদনকারী দেশ- চীন।
- স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ- চীন।
- যে দেশের রাজাকে 'Son of God' বলা হতো- চীন।
- চীনের মহাপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য- ৮,৮৫০ কি.মি. (প্রকৃতপক্ষে ৮,৮৫১.৮ কিমি.)।



CamScanner

- বিশ্বের প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- চীনে।
- বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র- চীন (প্রথম- যুক্তরাষ্ট্র)।
- আধুনিক চীনের জনক- সান ইয়াৎ সেন।
- চীনের মোট প্রদেশ সংখ্যা- ২৯টি
- চীন 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI) প্রকল্পের কাজ শুরু করে- ২০১৩ সালে।
- চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন- সান ইয়াৎ সেন।
- গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা ও আধুনিক চীনের জনক- মাও সে তুং।
- চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিপ্লবের মাধ্যমে- জিনহাই বিপ্লব।
- New Development Bank (NDB) এর সদর দপ্তর- সাংহাই, চীন।
- উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় চীনের যে প্রদেশে বাস করে- জিনজিয়াং।
- চীনের অধিকাংশ মানুষ যে সম্প্রদায়ের- হন।
- হংকং চীনের সাথে একত্রিত হয়- ১ জুলাই ১৯৯৭ সালে।
- হংকং যুক্তরাজ্যের অধীনে ছিল- ১৫৬ বছর।
- চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্টের মেয়াদ কাল- আমৃত্যু।
- মাঞ্চুরিয়া চীনের কাছে হস্তান্তর করে- রাশিয়া (১৯০২ সালে)।
- চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন- ফালুন গং।
- চীন বিশ্বের জনসংখ্যায়- দ্বিতীয় (প্রথম- ভারত)।
- চীনের রাজধানী- বেইজিং (বৃহত্তম শহর- সাংহাই)।
- চীনের পতাকার রং- লাল (৫টি তারকা রয়েছে)।
- মে ফোর্থ আন্দোলন সংঘটিত হয়- চীনের ছাত্রদের দ্বারা।
- আধুনিক চৈনিক সাহিত্যের জনক- চৌ শুরেন।

## ভারত

- ভারত স্বাধীনতা লাভ করে- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে।
- 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।
- নালন্দা মহাবিহার- প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়।
- নিকোবর দ্বীপ' এর মালিকানা কোন দেশের- ভারত।
- "টাইগার হিল" কোথায় অবস্থিত- দার্জিলিং এ।
- বোফোর্স অস্ত্র কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে আছে- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর নাম।
- রবিশংকর একজন বিখ্যাত- সেতারবাদক।
- ভারতের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের।
- ভারতের মোট রাজ্যের সংখ্যা- ২৮টি।
- ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- ৮টি।
- ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি- ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।
- ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি- ড. জাকির হোসেন।
- ভারতের প্রথম আদিবাসী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি- দ্রৌপদী মুর্মু (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের)।
- 'কটন রুট' ধারণার উদ্ভাবক- ভারত।
- আগ্রার তাজমহল অবস্থিত- যমুনা নদীর তীরে।
- বিশ্বের যে দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের বসবাস- ভারত।
- 'কুতুব মিনার' অবস্থিত- ভারত।
- ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- স্বাধীনতাকালীন ভারতবর্ষে ভাইসরয় ছিলেন- লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- ভারতে ক্যাবিনেট মিশন এসেছিল- ১৯৪৬ সালে।
- 'সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বা সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- নয়াদিল্লি,ভারত।
- ভারতের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি- প্রতিভা পাতিল।
- দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি- ব্যারেন (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত)।
- ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদ দখল করে- ১৯৪৮ সালে।
- কাশ্মীরের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- হরি সিং।
- ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলো হলো- অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর (টেকনিক- অমিত্রি আমের নাম)।
- দমদম বিমানবন্দর অবস্থিত- ভারতের পশ্চিমবঙ্গে (এটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামে পরিচিত)।
- ভারতের নতুন সংসদভবনের স্থপতি- বিমল প্যাটেল।
- ভারতের প্রথম নারী বিচারপতি- ফাতিমা বিবি।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চালুকৃত ট্রেনের নাম- সমঝোতা এক্সপ্রেস।
- ঐতিহাসিক 'নাথুলা পাস' সীমান্ত রয়েছে- ভারত ও চীনের মধ্যে।
- ভারতের লোকসভার প্রথম নারী স্পিকার- মীরা কুমার।
- ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলতে বুঝায়- পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে।
- ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রপতি- জাকির হোসেন ও ফখরুদ্দিন আহমেদ।
- উইংস অব ফায়ার গ্রন্থের লেখক- এ পি জে আবদুল কালাম।
- বিখ্যাত "আনন্দ ভবন" এর অবস্থান- ভারতের এলাহাবাদে।
- পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৈত্রিক নিবাস- যশোর (বাংলাদেশ)।
- অনন্তবার্গ শহরটি অবস্থিত- কাশ্মীরে।
- মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৮৯ সালে।
- দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী- অরবিন্দ কেজরিওয়াল।
- ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি- প্রণব মুখার্জি।

## পাকিস্তান

- পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক- ড. আবদুল কাদির খান।
- আফ্রিদি হলো- পাকিস্তানের একটি উপজাতি।
- সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তান উপত্যকা অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- 'পাকিস্তান' শব্দটি সর্বপ্রথম তৈরি করেন- চৌধুরী রহমত আলী।
- 'অ্যাবোটাবাদ' যে দেশে অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়েছিল- ১৯৫৮ সালে।
- পাকিস্তানের সফল পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়- ১৯৯৮ সালে।
- পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল- সোয়াত উপত্যকা, তক্ষশীলা, গিলগিট-বালুচিস্তান, পেশোয়ার, খাইবার পাখতুনখোয়া।
- 'ডটার অব পাকিস্তান' নামে পরিচিত- মালালা ইউসুফজাই।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেনজির ভুট্টো।
- Daughter of the East নামে পরিচিত- বেনজির ভুট্টো।
- চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর পরিচিত- CPEC নামে।
- কারাকোরাম সড়ক অবস্থিত- চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- গডউইন অস্টিন (K2); পাকিস্তান।
- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ পাকিস্তানকে অভিহিত করেন- প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে।
- ব্লাসফেমি আইন প্রচলিত আছে- পাকিস্তানে।
- মালালা ইউসুফজাই এর গ্রন্থের নাম- I am Malala।

## উত্তর কোরিয়া

- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- অষ্টম দেশ হিসেবে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়- ৯ অক্টোবর ২০০৬।
- জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়- ১৯০৫ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করে- ২৫ জুন ১৯৫০।
- উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট- কিম ইল সাং।
- 'পানমুনজাম' গ্রামটি অবস্থিত- উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝখানে।
- সানশাইন পলিসি হলো- উ. কোরিয়ার ও দ. কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ কূটনীতি।
- পৃথিবীর গুপ্ত দেশ- উত্তর কোরিয়া।

## দক্ষিণ আফ্রিকা

- উত্তমাশা অন্তরীপ বা 'কেপ অব গুড হোপ' অবস্থিত- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন- ১৯৯৩ সালে।
- দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট- ডি ক্লার্ক।



CS CamScanner

- বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণখনি অবস্থিত- জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- জুলু উপজাতিরা বাস করে- দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- Apartheid/বর্ণবাদ নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়- ৩০ জুন ১৯৯১।
- ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করা হয়- ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট (জোহানেসবার্গ থেকে ডারবান যাওয়ার পথে হোউইক শহরের কাছে)।
- ম্যান্ডেলা মুক্তি পান- ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (প্রায় ২৭ বছর পর)
- নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস- ১৮ জুলাই (তার জন্মদিন)।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে বন্দি রাখা হয়- রোবেন দ্বীপে।
- আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনীতির দেশ- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- রাজধানী- ৩টি (প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপটাউন (আইনসভা), ব্লুমফনটেন (বিচার বিভাগীয়)।
- The 46664 Campaign ছিল- এইডস বিরোধী প্রচারণা (46664 হলো রোবেন দ্বীপে বন্দি থাকা অবস্থায় ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর)।
- দক্ষিণ আফ্রিকার যে পত্রিকার সাথে মহাত্মা গান্ধী সম্পৃক্ত ছিলেন- ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন।
- দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রার নাম- র‍্যান্ড।
- বর্ণবাদ আন্দোলনের অবিসংবাদি নেতা- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক দল- African National Congress (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরক খনি- কিম্বার্লি।
- নেলসন ম্যান্ডেলার ডাক নাম- মাদিবা।
- ম্যান্ডেলার বিখ্যাত গ্রন্থ- 'A Long Walk to Freedom' ও 'Conversation with myself'।
- ম্যান্ডেলার বিখ্যাত ভাষণ- I am prepared to Die।

## জাপান

- কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে- জাপান ও রাশিয়া।
- জাপানের আইনসভার নাম- ডায়েট।
- জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষেপকৃত বোমার নাম- লিটল বয়।
- জাপানের নাগাসাকিতে নিক্ষেপকৃত বোমার নাম- ফ্যাট ম্যান।
- জাপানের মুদ্রার নাম- ইয়েন।
- শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে।
- 'করনার স্টোন অব পিস' অবস্থিত- ওকিনাওয়া (জাপান)।
- জাপানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ- হনসু, হোক্কাইডো, কিউসু, শিকোকু ও ওকিনাওয়া।
- সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- চীন, জাপান ও তাইওয়ানের মধ্যে।
- 'জাইকা' যে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা- জাপান।

## মিশর

- আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা- সুলতান মুহাম্মদ আলী।
- 'আলেকজান্দ্রিয়া' ও পোর্ট সৈয়দ' বন্দর অবস্থিত- মিশর।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ- মিশর।
- মিশরে প্রথম পিরামিড নির্মিত হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫০ অব্দে (পিরামিডের দেশ, মিশর)।
- সুয়েজ খাল যে দেশে অবস্থিত- মিশর।
- মিশর ও সিরিয়া একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠন করেছিল- ১৯৫৮ সালে।
- মিশর ও সিরিয়া একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠন করেছিল- ১৯৫৮ সালে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট- মুহাম্মদ নাগীব (১৮ জুন ১৯৫৩-১৪ নভেম্বর ১৯৫৪)।
- সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে- ২৬ জুলাই ১৯৫৬।
- মুসলিম ব্রাদারহুড যে দেশের রাজনৈতিক দল- মিশর।
- 'আল-নাহদা স্কয়ার', 'রাব্বা আল আদাবিয়া ও তাহরির স্কয়ার' অবস্থিত- মিশরে।

## লিবিয়া

- আফ্রিকার লৌহ মানব বলা হতো- মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ জলধারা রয়েছে- লিবিয়ায়।
- 'গ্রিণ স্কোয়ার' বা 'শহীদ স্কোয়ার' অবস্থিত- ত্রিপলি (লিবিয়া)জ।
- লিবিয়ায় ন্যাটো বাহিনী পরিচালিত 'অপরাশেন ওডিসি ডন' এর সময়কাল- ১৯ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১১।
- গ্রেট সোস্যালিস্ট পপুলার লিবিয়ান জামাহিরিয়াহ বা 'জনগণের রাষ্ট্র' নামকরণ করা হয়েছিল- ২ মার্চ ১৯৭৭।

## দক্ষিণ সুদান

- বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান।
- ভৌগোলিক উপনাম- পূর্ব আফ্রিকার রুটির ঝুড়ি।
- স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন- জন গারাং মাবিওর।
- রাজধানী 'জুবা' অবস্থিত- হোয়াইট নীল নদের তীরে।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট- জন গ্যারাং মাবিওর।

## অস্ট্রেলিয়া

- 'অস্ট্রেলিয়া' শব্দের অর্থ- এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ দেশ- অস্ট্রেলিয়া।
- Ayers Rock অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ায়।
- বিশ্বের যে দেশ তাদের জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন এনেছে- অস্ট্রেলিয়া।
- সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ পরিচিত যে নামে- ওশেনিয়া।
- দীর্ঘতম নদী- মারে ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া; দৈর্ঘ্য ৩,৪৯০ কি.মি.)।
- অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উষ্ণতম মাস- জানুয়ারি।
- কুইন্সল্যান্ড যে দেশের অংশ- অস্ট্রেলিয়ার।
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ হ্রদ- গ্রেট ভিক্টোরিয়া (অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত)।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ।
- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে।
- 'ভিক্টোরিয়া ভেজার্ট' অবস্থিত- অস্ট্রেলিয়ার।

## নিউজিল্যান্ড

- মাওরি যে দেশের অংশ- নিউজিল্যান্ড।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখি- কিউই।
- নিউজিল্যান্ডের নামকরণ করা হয়- নেদারল্যান্ডসের 'জিল্যান্ড' প্রদেশের নামানুসারে।
- পৃথিবীর যে দেশ সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার দেয়- নিউজিল্যান্ড (১৮৯৩ সালে)।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় খেলার নাম- রাগবী।
- কিউই বলা হয়- নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের।
- যে দেশকে দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন বলা হয়- নিউজিল্যান্ড।

## ভুটান

- গর্জনশীল ড্রাগনের রাজ্য (Roaring Dragon) নামে পরিচিত ভুটান।
- প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ২০০৮ সালের ২৪ মে।
- ভুটানের সরকার পদ্ধতি- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।
- রাষ্ট্রীয় ভাষা- দোজংখা। অধিকাংশ লোক- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী
- মুদ্রার নাম- গুলট্রাম (আধুনিক ভুটানের জনক গুলট্রাম)।
- সমুদ্রবন্দর বিহীন রাষ্ট্র হলো- ভুটান।
- বিশ্বের প্রথম ধূমপান মুক্ত দেশ- ভুটান।
- ভুটানের জাতীয় খেলা- আর্চারি।
- জাতীয় ফুল- নীল পপি
- দেশটিতে GNP (Gross National Product) এর পরিবর্তে GNH (Gross National Happiness) ব্যবহার করা হয়।
- সম্প্রতি ভুটান কার্বন নেগেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করেছে।
- ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- লোটে শেরিং (বাংলাদেশের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন)।

## শ্রীলঙ্কা

- শ্রীলঙ্কার পূর্ব নাম- সিলন (Ceylon)।
- সাংবিধানিকভাবে শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ রাষ্ট্র। দেশটি ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সিলন নামে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- সিলনের নাম শ্রীলঙ্কা করেন- শ্রীমাভো বন্দের নায়েকে ১৯৭২ সালে।
- শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানীর নাম- অনুরাধাপুর।
- শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম- 'টেম্পল ট্রি'।
- মুসলিম অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপ অবস্থিত- শ্রীলঙ্কায়।



CamScanner

- হযরত আদম (আ.) সাথে জড়িত পর্বত এডামস্ পিক অবস্থিত- শ্রীলংকায়।
- শ্রীলঙ্কার চরমপন্থী তামিলদের গেরিলা সংগঠনের নাম- LTTE।
- LTTE ( Liberation Tigers of Tamil Eleam) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে।
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দরটি চীনের নিকট লীজ দেওয়া হয়- ৯৯ বছরের জন্য।
- শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া ঘোষিত হয়- ২০২২ সালে (অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠেছে)।

## আফগানিস্তান

- রাষ্ট্রীয় নাম- ইসলামিক এমিরেটস অব আফগানিস্তান।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম স্বাধীন দেশ – আফগানিস্তান।
- স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯ আগস্ট ১৯১৯।
- Global Terrorism Index 2023 অনুযায়ী বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র- আফগানিস্তান।
- কান্দাহার যে দেশের শহর- আফগানিস্তানের।
- আফগানিস্তানের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে- ১৯৭৩ সালে।
- আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ- কাবুল (রাজধানী, হেরাত, হেলমান্দ, কুন্দুজ, বালখ ও মাজার-ই শরীফ)।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বুদ্ধমূর্তিটি ছিল- আফগানিস্তানে।
- আফগানিস্তানে তালেবান সরকার যে বিরাট খাল খনন করেছে- Qosh Tepa
- আফগানিস্তান স্বাধীনাতা লাভ করে- ব্রিটেনের কাছ থেকে।
- আফগানিস্তানের সীমানা রয়েছে- ৬টি দেশের সাথে (পাকিস্তান, ইরান, তুর্কেমিনিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চীন)।
- সমুদ্রবন্দর বিহীন রাষ্ট্র হলো- আফগানিস্তান।
- আফগানিস্তানের ভাষা - পশতু।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম- লয়াজিরগা।
- জনক বা জাতির পিতা- মোহাম্মদ জহির শাহ (২০০১ সালে উপাধি দেয়া হয়)।
- শেষ বাদশাহ- মোহাম্মদ জহির শাহ (৮ নভেম্বর ১৯৩৩-১৭ জুলাই ১৯৭৩)।
- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র বিলোপ হয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- জহির শাহকে বিতাড়িত করে ক্ষমতায় আসেন -দাউদ খান।
- বহুল আলোচিত মুসাকালা শহরটি- আফগানিস্তানে।
- কান্দাহার ও হিন্দুকুশ অবস্থিত- আফগানিস্তানে।
- আফগানিস্তানে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- তালেবান সরকারের পতন- ২০০১ সালে (পুনরায় ক্ষমতায় আসে- ২০২১)।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধ মূর্তিটি ছিল- আফগানিস্তানে।
- কোনো সমুদ্রসীমা নেই- আফগানিস্তানে।
- অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম ও অপারেশন নোবেল ঈগল- আফানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত সামরিক অভিযান।

## নেপাল

- নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব। ২০০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর নেপালের পার্লামেন্টের রাজতন্ত্রের জন্য আইন পাশ হয়। ২০০৮ সালের ২৮ মে আইনটি কার্যকর হলে ২৪০ বছরের পুরোনো (১৭৬৮-২০০৮) রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং নেপাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
- সীমান্তবর্তী দেশ- চীন ও ভারত।
- বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়- ১৮ মে ২০০৬।
- হিমালয়ের কন্যা বা দান বলা হয়- নেপালকে।
- নেপালের সৈন্যদের বলা হয়- গুর্খা।
- প্রজাতান্ত্রিক নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্দ।
- নেপালে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়- ২১ জুলাই ২০০৮।
- ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- নেপালে।
- নেপালের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী।
- নেপালের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ডা. রামবরণ যাদব।

## মালদ্বীপ

- আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ- মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার হার ও মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি- মালদ্বীপের।
- মালদ্বীপ রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে- ১০৯০টি প্রবাল দ্বীপ নিয়ে।
- বিশ্বের সবচেয়ে নিচু দেশ- মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম- ইব্রাহীম নাসির।
- সার্কভুক্ত যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় নেই- মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত যে দেশে সেনাবাহিনী নেই- মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপে প্রথমবার বহুদলীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়- ২০০৮ সালে।
- মালদ্বীপের তথা এশিয়ার দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট- মামুন আব্দুল গাইউম।
- বিশ্বের প্রথম পানির নিচে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে- মালদ্বীপ (১৭ অক্টোবর ২০০৯ সালে)।
- মালদ্বীপ অবস্থিত- ভারত মহাসাগরে।
- মালদ্বীপ বাংলাদেশে দূতাবাস চালু করে ২০০৮ সালে।

## মায়ানমার

- মিয়ানমার ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮। ১৯৮৯ সালে দেশটির নাম বার্মা থেকে পরিবর্তন করে মিয়ানমার করা হয়। মিয়ানমারে ১৯৬২ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু আছে। সামরিক জান্তারা 'State Peace and Development Council' (SPDF) নামে পরিচিত।
- মিয়ানমারের নাম 'বার্মা' থেকে পরিবর্তন করে 'মিয়ানমার' করা হয় – ১৯৮৯ সালে।
- প্রাচীন নাম- ব্রাহ্মদেশ।
- রাজধানীর নাম- নাইপিদো।
- মিয়ানমারের প্রধান ধর্ম- বৌদ্ধ।
- গণতন্ত্রের মানসকন্যা বা গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী হিসেবে খ্যাত- অং সান সুচি।
- মিয়ানমার মুসলিম শরণার্থী অধিবাসীদের বলা হয়- রোহিঙ্গা।
- মিয়ানমার সীমান্ত বাহিনীর নাম– নাসাকা।
- মিয়ানমারের বিপ্লবী সংগঠনের নাম– গর্ডস আর্মি।
- বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকা– মংডু।
- ২০০৮ সালের নতুন সংবিধান অনুযায়ী মিয়ানমারের পার্লামেন্ট এর নাম পিদাংসু হুতুতাও যা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। মিয়ানমারের মোট সংসদীয় আসন ৬৬৪টি। নিম্ন কক্ষের আসন ৪৪০টি এবং উচ্চ কক্ষে ২২৪টি। মিয়ানমারের আইন সভায় সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ২৫ শতাংশ আসন।
- রোহিঙ্গা জাতিতে মুসলিম। এই জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের অধিবাসী। তারা ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব হারায়। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনা কর্তৃক ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। বাংলা ভাষাভাষী এই জাতিগোষ্ঠীর সংকট নিরসনে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানকে প্রধান করে আনান কমিশন গঠন করে।

## থাইল্যান্ড

- থাইল্যান্ড কখনও কারো উপনিবেশ ছিল না। থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। থাইল্যান্ডের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- পূর্বনাম- শ্যাম দেশ (Sayam), থাই ভাষায় 'শ্যাম' শব্দের অর্থ স্বাধীন।
- 'থাইল্যান্ড' শব্দের অর্থ- স্বাধীন ভূমি বা মুক্তভূমি (Land of Free)।
- 'শ্বেত হাতির দেশ' হিসেবে খ্যাত- থাইল্যান্ড।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- ইংলাক সিনাওয়াত্রা।
- প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী- থাকসিন সিনাওয়াত্রা।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশের ভোট প্রদান বাধ্যতামূলক- থাইল্যান্ড।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজা- মাহাভাজিরালংকর্ণ (২০১৬-বর্তমান)।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা।



CamScanner

## ইন্দোনেশিয়া

- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং একটি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- ইন্দোনেশিয়া হলো-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র।
- প্রথম প্রেসিডেন্ট-ড. আহম্মদ সুকর্ণ।
- বান্দুং শহরটি অবস্থিত- ইন্দোনেশিয়ায়।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক বলা হয়- জেনারেল সুহার্তোকে।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী দ্বীপ- আচেহ প্রদেশ ও ইরিয়ান জায়া।
- আচেহ প্রদেশের গেরিলা বাহিনীর নাম- ফি আচেহ মুভমেন্ট।
- এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ- বোর্নিও, ইন্দোনেশিয়া।
- বিখ্যাত বান্দুং শহরটি অবস্থিত- ইন্দোনেশিয়ায়।
- ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের জনক- আহমেদ সুকর্ণ।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট- মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী।
- ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থার নাম- গারুদা।
- পশ্চিম তিমুরের বর্তমান মর্যাদা– ইন্দোনেশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্য।
- স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক আহমেদ সুকর্ণ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পার্টির ক্ষমতায় ছিলেন।
- **ইন্দোনেশিয়ার ১৮০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত। উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলোর মধ্যে রয়েছে–** সুমাত্রা, জাভা, বালি, কালিমান্তান, সুলাওয়েসি, ইরিয়ান জায়া।

## তাইওয়ান

- তাইওয়ান চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ফরমোজা প্রণালি দ্বারা বিভক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চীনারা তাইওয়ানে বসতি স্থাপন করে। ১৮৯৫ সালে তাইওয়ান জাপানের অধীনে চলে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় চীনের অধীনে চলে আসে।
- তাইওয়ান চীনের নিকট স্বাধীনতা হারায়- ১৯৭১ সালে (স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৯ সালে)।
- তাইওয়ান পূর্বে পরিচিত ছিল– ফরমোজা নামে।
- ফোর এশিয়ান টাইগারের একটি দেশ হলো- তাইওয়ান।
- ইংরেজী নাম People's Republic of China.
- বাংলাদেশের সাথে তাইওয়ানের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই, বাণিজ্যিক আছে।

## সৌদি আরব

- মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা এ দেশে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ে সৌদি আরব গঠিত। বাদশা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯৩২ সালে নিজেকে সৌদি আরবের বাদশাহ ঘোষণা করে এবং সৌদি রাজতন্ত্রের সূচনা করে।
- সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় নাম- কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া।
- আয়তনে মধ্যপ্রাচ্যের বড়ো দেশ– সৌদি আরব (রাজধানী- রিয়াদ)।
- **নদী, লিখিত সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই- সৌদি আরবে।**
- জাতীয় পতাকা কখনও অর্ধনমিত হয় না- সৌদি আরবে (কালেমা তাইয়্যেবা থাকার কারণে)।
- লিখিত কোনো সংবিধান নেই, শরিয়া আইন মোতাবেক দেশ পরিচালিত হয়- সৌদি আরবে।
- মদিনার পূর্ব নাম- ইয়াসরিব
- 'আনসার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন -মদিনা শহরের অধিবাসীগণ।
- সৌদি আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- ভ্যাটিক্যান সিটির।
- সৌদি আরবে কোনো আইনসভা বা পার্লামেন্ট নেই। তবে কনসালটেটিভ কাউন্সিল আছে; যার নাম মজলিস আশ-শূরা। বাদশাহ এর সদস্যদেরকে নিয়োগ করে থাকেন।
- সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত মুসলিমদের পবিত্র মসজিদ- কাবা শরীফ। এখানে মুসলিমদের বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা হলো হজ।
- বাইতুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়- কাবা শরীফকে।

## ফিলিস্তিন

- ভূ-মধ্য সাগরের তীরে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনির পূর্বের রাজধানী জেরুজালেম (প্রস্তাবিত), তবে রামাল্লা থেকে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফিলিস্তিনির মাটিতে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয় নাম- State of Palestine.
- রাজধানী- জেরুজালেম।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর- জেরিকো।
- ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO) গঠিত হয়- ১৮ মে ১৯৬৪।
- পিএলও'র সদর দপ্তর- ওরিয়েন্ট হাউজ, রামাল্লা, ফিলিস্তিন।
- ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৪ সালে।
- জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে- ২৯ নভেম্বর ২০১২।
- খোদার ভূমি (Land of the Lord) বলা হয়- ফিলিস্তিনকে।
- পবিত্র ভূমি বলা হয়- ফিলিস্তিনিকে।
- Wailing Wall অবস্থিত- ফিলিস্তিনে।
- হামাস সংগঠনটি- ফিলিস্তিনির।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট – মাহমুদ আব্বাস।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী– মোস্তফা মোহাম্মদ।
- **গুরুত্বপূর্ণ শহর-** রামাল্লা, গাজা, জেরুজালেম, বেথেলহেম, নাবলুস
- আরবি শব্দ ইন্তিফাদার ইংরেজি অর্থ হলো- Uprising (জাগরণ) বা Resistance (প্রতিরোধ) বা Rebelion (অভ্যুত্থান)।
- মূলত ইন্তিফাদা হলো- ইসরাইল বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের বিভিন্ন সংগ্রাম।
- জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খ্রিস্টানরা যে যুদ্ধ করে- ক্রুসেড।
- ইসরাইলিরা আল-আক্সা দখল করে- ১৯৬৭ সালে।

## ইসরায়েল

- ইহুদি আন্দোলনের প্রবক্তা হাঙ্গেরির ড. থিউডোর হার্জল ১৮৯৬ সালে তার Der Judenstate/ The Jews' State গ্রন্থে প্রথম ইহুদি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) আর্থার জেমস বেলফোরের লিখিত একটি ঘোষণাপত্র "বেলফোর ঘোষণা"। ২ নভেম্বর ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা করা হয়। এতে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৮ সালের ১৪ মে।
- রাজধানী- জেরুজালেম; ভাষা- হিব্রু ও আরবি।
- আইনসভা- নেসেট (Knesset); সদস্য ১২০।
- ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী– বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
- ইসরাইলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী– গোল্ডা মেয়ার।
- আরব বিশ্বের যে দুটি দেশের সাথে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি রয়েছে- মিসর ও জর্ডান।
- আরব-ইসরাইলের মধ্যে প্রথম শান্তি চুক্তির নাম- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (১৯৭৮)।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্যোক্তা বা মধ্যস্থতাকারী- জিমি কার্টার (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট)।
- এটি হলো আরব-ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম শান্তি চুক্তি। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালে। ক্যাম্প ডেভিড যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের একটি অবকাশ কেন্দ্রের নাম। চুক্তিতে মিশরের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। ইসরাইলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী মোনাচেম বেগিন।
- বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র- ইসরাইল।
- সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম- আমান, গঠন ১৯৫০ সালে।
- গোয়েন্দা সংস্থার নাম- মোসাদ (Mossad), গঠন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯।
- জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান- Wailing wall.
- জেরুজালেম বর্তমানে অধীন রয়েছে- ইসরাইলের।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রথম মুসলিম দেশ তুরস্ক (১৯৪৯ সালে) এবং প্রথম আরব দেশ মিসর (১৯৭৯ সালে)। সর্বশেষ ৩য় ও ৪র্থ মুসলিম দেশ হিসেবে আরব আমিরাত ও বাহারাইন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।



CamScanner

- আরব বিশ্বের ক্যান্সার বলা হয়- ইসরাইলকে।
- ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমি যে দেশের- সিরিয়া (ইসরাইলের দখলকৃত গোলান মালভূমির বর্তমান নাম ট্রাম্প উপত্যকা বা ট্রাম্প সিটি) (১৯৬৭)।
- ইসরাইলের সীমান্ত দেশ রয়েছে- ৫টি (মিশর, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া)।

## ইরাক

- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় অবস্থিত রাজধানী বাগদাদ নগরীকে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসেবে বলা হতো মেসোপটেমিয়া। মুসলমানদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান কারবালা ইরাকে অবস্থিত। ইরাকের বিখ্যাত শহর বসরা ও ফালুজা। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলন স্থল- বসরা।
- চেঙ্গিসখান বাগদাদ নগরী আক্রমণ করেন- দ্বাদশ শতাব্দীতে।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নিয়েছিল- ২ আগস্ট ১৯৯০।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে- ২০ মার্চ ২০০৩।
- ইরাক যুদ্ধের সময়কাল- ২০ মার্চ ২০০৩-১৮ ডিসেম্বর ২০১১।
- প্রথম বাদশাহ- প্রথম ফয়সাল (২৩ আগস্ট ১৯২১-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।
- রিপাবলিকান গার্ড- ইরাকের সুসজ্জিত বাহিনী।
- স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্রটি- ইরাকের।
- ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে বাগদাদের পতন ঘটে- ২০০৩ সালে।
- ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম।
- ১৯৯৮ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সামরিক অভিযান- অপারেশন ডেজার্ট ফক্স।
- 'No-fly-zone' মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে অবস্থিত- ইরাকে।
- ISIS সন্ত্রাসী সংগঠনটি- ইরাকের।
- ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রান্তর। এখানে দামেস্কের অধিপতি এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে ধর্মযুদ্ধে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাতবরণ করেন।
- আবু গারিব হলো- ইরাকের বাগদাদে অবস্থিত একটি বিখ্যাত কারাগার।
- ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ২০০৩ সালে ইরাক দখল হলে এই কারাগারে ইরাকি মুসলিম বন্দীদের আটক করে রাখা হয় এবং অত্যন্ত পাশবিক নির্যাতন করা হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরী- বাগদাদ, মসুল, তিকরিত, বসরা, ফালুজা।

## ইরান

- ইরানের প্রাচীন নাম পার্সিয়া বা পারস্য। ১৯৩৫ সালে পারস্যের নাম পরিবর্তন করে ইরান করা হয়। ১৯২৫ সালে রেজা শাহ্ পাহলভী ইরানের ক্ষমতা দখল করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন। ইরান মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হলেও আরব দেশ নয়।
- ইরানের রাজধানী শহর- তেহরান।
- ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়- ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল।
- ইরানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে- ধর্মীয় নেতার।
- ইরানের আইনসভার নাম- মজলিশ।
- ইসলামি বিপ্লবের অগ্রনায়ক - আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি (ইরানের প্রথম ধর্মীয় নেতা)।
- ইরান ও আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব- আবু মুসা দ্বীপ নিয়ে।
- ইরানের সংগঠন- ফ্রিডম মুভমেন্ট।
- ইরানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র- বুশেহর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট।
- ইরানের প্রধান পারমাণবিক স্থাপনা অবস্থিত- ইস্পাহানে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম তেল শোধনাগার অবস্থিত- ইরানে।
- ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ- আবু মুসা।
- ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ হয়-শাত-ইল-আরবকে কেন্দ্র করে।
- যে দেশের জাতীয় পতাকা কালেমা খচিত- ইরান-সৌদি আরব।
- লুত মরুভূমি অবস্থিত- ইরানে।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট- মাসুদ পেজেশকিয়ান।
- ধর্মীয় নেতা- সাঈদ আলী হোসাইনী খোমিনী
- JCPOA চুক্তি- অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ১৪ জুলাই, ২০১৫ সালে ইরান এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন) জার্মানি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর মধ্যে 'Joint Comprehensive Plan of Action' (JCPOA) নামক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি ইরান চুক্তি বা ইরান পারমাণবিক চুক্তি নামে পরিচিত।
- ফেরদৌসী হলেন- পারস্যের (বর্তমান ইরান) একজন বিখ্যাত কবি। তিনি বিখ্যাত মহাকাব্য "শাহনামা" রচনা করেন। শাহনামা মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু হল- ইরানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।
- ইরানের বিখ্যাত কিছু শহর- তেহরান, বন্দর আব্বাস, বুশেহর, খুররাম, বাম, কারমান, ইস্পাহান, কাশান, ইয়াজদ, সিরাজ।

## সিরিয়া

- সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়- সিরিয়াকে।
- সিরিয়া ও লেবানন উপনিবেশ ছিল- ফ্রান্সের।
- সিরিয়া ও লেবানন বাদে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশগুলো ছিল- ব্রিটিশ উপনিবেশ।
- সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়- আলাওয়াইট।
- বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা পাওয়া যায়- সিরিয়ার উগারিটে।
- বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শহর- দামাস্কাস, সিরিয়া।
- তালগাছের শহর বলা হয়- সিরিয়ার পালমিরাকে।
- বিখ্যাত আলেপ্পো শহর অবস্থিত- সিরিয়ায়।
- গোলান মালভূমি অবস্থিত- সিরিয়ায়।
- ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যে বিতর্কিত ভূমি হলো- গোলান মালভূমি।
- গোলান মালভূমি ইসরাইল দখল করে নেয়- ১৯৬৭ সালে।
- ইসরাইল গোলান মালভূমিকে তাদের অংশ ঘোষণা করে- ১৯৮১ সালে।
- গোলান মালভূমির পরিবর্তিত নাম- ট্রাম্প মালভূমি।
- সিরিয়ার উল্লেখযোগ্য শহর- বসরা, আলেপ্পো, রাক্কা, দামেস্কো, ইদলিব, হামা।

## তুরস্ক

- এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশে বিস্তৃত বলে তুরস্ককে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়। পশ্চিম এশিয়ার এ আধুনিক রাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুল ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশে পড়েছে। তুরস্ককে এশিয়া ও ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে মর্মর সাগর, বসফরাস প্রণালি, দার্দেনেলিস প্রণালি।
- আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (গ্রে উলফ নামে পরিচিত)।
- অটোমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম ওসমান।
- অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান- প্রথম ওসমান।
- অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান- ষষ্ঠ মুহাম্মদ।
- অটোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল- ১২৯৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত।
- আয়া সোফিয়া স্থাপন করা হয় মূলত অর্থোডক্স গির্জা হিসেবে ৫৩৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জাস্টিনিয়ান। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করেন। ১০ জুলাই ২০২০ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইয়েপ এরদোয়ান এটিকে পুনরায় মসজিদ হিসেবে ঘোষণা করেন।

## গ্রিস

- উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন – সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল।
- গ্রিসের একজন অন্ধ কবি ছিলেন – মহাকবি হোমার (তার বিখ্যাত দুটি মহাকাব্য – ইলিয়েড এবং ওডেসি)।
- দর্শন চর্চা সর্বপ্রথম শুরু হয় – প্রাচীন গ্রিসে।
- বাংলাদেশে একমাত্র গ্রিক সমাধি রয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার/আতুরঘর বলা হয় – এথেন্স (গ্রিস)।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন – গ্রিকরা।
- গ্রিসের সামরিক নগররাষ্ট্র- স্পার্টা।



CamScanner

- গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র- এথেন্স।
- জলপাই গাছের দেশ বলা হয় – গ্রিসকে।
- অলিম্পিকের দেশ হিসেবে খ্যাত দেশ – গ্রিস।

## স্পেন

- স্পেনের কাতালোনিয়া অংশটি স্বাধীন হওয়ার জন্য আন্দোলন করছে। কাতালোনিয়ার রাজধানীর নাম বার্সেলোনা। কাতালোনিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ২০১৭ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে কার্লোস পুজেমন।
- 'Light House of the Europe' বলা হয়- স্পেনকে।
- ইউরোপের উচ্চতম শহর- মাদ্রিদ
- ইসলামের বাতিঘর বলা হতো- স্পেনের কর্ডোভা নগরীকে।
- স্পেনের জাতীয় ফুলের নাম- রেড কারনেশন।
- স্পেনে বর্তমান রাজতন্ত্র চালু হয়- ২২ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে।
- মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন আল হামরা প্রাসাদ অবস্থিত- স্পেনের গ্রানাডাতে।
- আরবরা স্পেনকে অভিহিত করে- আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে।
- Lihgt House of Europe নামে- মাদ্রিদ (স্পেন)।
- মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে- খলিফা ওয়ালিদ এর শাসনামলে।
- জাবাল আল্ তারিক নামে পরিচিত প্রণালি- জিব্রাল্টার প্রণালি।
- স্পেনের স্বাধীনতাকামী প্রদেশ- কাতালোনিয়া।
- স্পেনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী- পাবলো পিকাসো।
- পাবলো পিকাসোর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- কিউরিজম।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর নির্মিত 'গুয়ের্নিকা' তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম।

## কাজাখস্তান

- মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্র- কাজাখস্তান (আয়তনে সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র)।
- কাজাখস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে (১৯২২-১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল)।
- বর্তমান রাজধানী- নূর সুলতান (পূর্বে ছিল আস্তানা)।
- রাজধানী নূর সুলতানকে বলা হয়- Father of Apple Tree
- কাজাখস্তানের সরকার পদ্ধতি- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- কাজাখস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ- ৭ বছর। পূর্বে ছিল ৫ বছর। প্রেসিডেন্ট এক মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

## কিরগিজস্তান

- কিরগিজস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ৩১ আগস্ট ১৯৯১ সালে।
- মধ্য এশিয়ার সুইজারল্যান্ড খ্যাত রাষ্ট্র- কিরগিজস্তান।
- কিরগিজস্তানের সরকার পদ্ধতি- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো- মুসলমান।

## উজবেকিস্তান

- উজবেকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- উজবেকিস্তানের সরকার পদ্ধতি- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- City of Fountains বলা হয়- উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দকে।

## তুর্কমেনিস্তান

- তুর্কমেনিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৯১ সালে।
- তুর্কমেনিস্তানের সরকার পদ্ধতি- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- River of Life বলা হয় – কারাকোরাম খালকে (তুর্কমেনিস্তান)।

## তাজিকিস্তান

- তাজিকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে- ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- তাজিকিস্তানের সরকার পদ্ধতি- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- এটি স্থল বেষ্টিত মুসলিম রাষ্ট্র। সরকারি ভাষা ফারসি।

## আজারবাইজান

- আজারবাইজান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৯১ সালে।
- আজারবাইজানের শাসন ব্যবস্থা- রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- মধ্য এশিয়ার শিয়া অধ্যুষিত মুসলিম দেশ- আজারবাইজান।
- নাগার্নো-কারাবাখ বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটি- আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার।
- Land of Flames বলা হয়- আজারবাইজানকে।

## ফিলিপাইন

- সাংবিধানিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্রিস্টান রাষ্ট্র- ফিলিপাইন।
- স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ফিলিপাইন ছিল- যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে।
- ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপ- মিন্দানাও (বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত)।
- ফিলিপাইন দেশটি- ৭ ,১০৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- ফিলিপাইনে স্পেনের ঔপনিবেশিক সরকার গঠন করে- ১৫৭১ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দখল করে- স্পেনীয়-মার্কিন যুদ্ধে।
- ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে- চীনা বংশোদ্ভূত ফিলিপিনো নেতা এমিলিও আগিনালদো ( ১২ জুন ১৮৯৮)
- ফিলিপাইন-আমেরিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২ জুন ১৮৯৯ সালে।
- স্বাধীনতার পূর্বে ফিলিপাইন স্বায়ত্তশাসন লাভ করে- ২৫ মার্চ ১৯৩৪।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- কোরাজান একুইনো।
- ফিলিপাইন দেশটির নাম রাখা হয়- স্পেনের দ্বিতীয় রাজা ফিলিপের নামে।
- ফিলিপাইন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
- উল্লেখযোগ্য দ্বীপসমূহ- মিন্দানাও, ভিসায়াস, লুজোন, কিবু, কুলিন, পালাওয়ান টিকাও ইত্যাদি।
- আবু সায়াফম্ব ফিলিপাইনের একটি- মুসলিম গেরিলা সংগঠন।
- মুসলিম সংগঠন মোরো ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- স্বাধীন ফিলিপাইনের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ম্যানুয়েল রোক্সাস।
- প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম- মালাকানান প্রাসাদ।

## মঙ্গোলিয়া

- দূর প্রাচ্যের বাফার স্টেট/ সংঘর্ষরোধক/ যাযাবর রাষ্ট্র- মঙ্গোলিয়া।
- মঙ্গোলিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর- উলানবাটোর।
- এশিয়ার বৃহত্তম গোবি মরুভূমি অবস্থিত- মঙ্গোলিয়ায় (Water less place)।
- চেঙ্গিস খান নামটি জড়িত মঙ্গোলিয়ার সাথে।

## লেবানন

- লেবানন স্বাধীনতা লাভ করেছে- ফ্রান্সের কাছ থেকে (১৯৪৩ সালে)।
- পশ্চিম এশিয়ার এ রাষ্ট্রটির সীমানা- ইসরাইলের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত।
- লেবানন রাষ্ট্রটিতে খ্রিস্টান, সুন্নি মুসলমান, শিয়া মুসলমানরা একত্রে বসবাস করে।
- ত্রয়ী চুক্তি অনুযায়ী লেবাননের রাষ্ট্রপতি হবেন- ম্যারোনিয় খ্রিস্টান, প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নি মুসলমান এবং স্পিকার হবেন শিয়া মুসলমান।
- লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ নদী- ওয়াজানি।
- মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন ও সিরিয়া ছিল- ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- সিরিয়া ও লেবানন এর মুদ্রার নাম- পাউন্ড।

## সংযুক্ত আরব আমিরাত

- ৭টি স্ব-শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- অঞ্চলগুলো হলো- আবুধাবি, দুবাই, শারজা, আজমান, ফুজায়রা, রাশ-আল-খাইমা ও উম-আল-কুয়াইম।
- সাত শেখ শাসিত রাজ্যের দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- বিশ্বের একমাত্র সাত তারা হোটেলের নাম- বুর্জ আল আরব।
- কৃত্রিম দ্বীপ পাম জুমেরিয়া অবস্থিত- দুবাই।
- সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনক- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট- মাকতুম বিন রশিদ আল মাকতুম।



CamScanner

- গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র– এথেন্স।
- জলপাই গাছের দেশ বলা হয় – গ্রিসকে।
- অলিম্পিকের দেশ হিসেবে খ্যাত দেশ – গ্রিস।

## স্পেন

- স্পেনের কাতালোনিয়া অংশটি স্বাধীন হওয়ার জন্য আন্দোলন করছে। কাতালোনিয়ার রাজধানীর নাম বার্সেলোনা। কাতালোনিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ২০১৭ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে কার্লোস পুজেমন।
- 'Light House of the Europe' বলা হয়- স্পেনকে।
- ইউরোপের উচ্চতম শহর– মাদ্রিদ
- ইসলামের বাতিঘর বলা হতো– স্পেনের কর্ডোভা নগরীকে।
- স্পেনের জাতীয় ফুলের নাম– রেড কারনেশন।
- স্পেনে বর্তমান রাজতন্ত্র চালু হয়- ২২ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে।
- মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন আল হামরা প্রাসাদ অবস্থিত- স্পেনের গ্রানাডাতে।
- আরবরা স্পেনকে অভিহিত করে- আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে।
- Lihgt House of Europe নামে- মাদ্রিদ (স্পেন)।
- মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে- খলিফা ওয়ালিদ এর শাসনামলে।
- জাবাল আল্ তারিক নামে পরিচিত প্রণালি- জিব্রাল্টার প্রণালি।
- স্পেনের স্বাধীনতাকামী প্রদেশ– কাতালোনিয়া।
- স্পেনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী- পাবলো পিকাসো।
- পাবলো পিকাসোর বিখ্যাত চিত্রকর্ম- কিউরিজম।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর নির্মিত 'গুয়ের্নিকা' তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম।

## কাজাখস্তান

- মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্র– কাজাখস্তান (আয়তনে সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র)।
- কাজাখস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে (১৯২২-১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল)।
- বর্তমান রাজধানী– নূর সুলতান (পূর্বে ছিল আস্তানা)।
- রাজধানী নূর সুলতানকে বলা হয়– Father of Apple Tree
- কাজাখস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- কাজাখস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ– ৭ বছর। পূর্বে ছিল ৫ বছর। প্রেসিডেন্ট এক মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

## কিরগিজস্তান

- কিরগিজস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ৩১ আগস্ট ১৯৯১ সালে।
- মধ্য এশিয়ার সুইজারল্যান্ড খ্যাত রাষ্ট্র– কিরগিজস্তান।
- কিরগিজস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো– মুসলমান।

## উজবেকিস্তান

- উজবেকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- উজবেকিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- City of Fountains বলা হয়– উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দকে।

## তুর্কমেনিস্তান

- তুর্কমেনিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৯৯১ সালে।
- তুর্কমেনিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- River of Life বলা হয় – কারাকোরাম খালকে (তুর্কমেনিস্তান)।

## তাজিকিস্তান

- তাজিকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে– ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে।
- তাজিকিস্তানের সরকার পদ্ধতি– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- এটি স্থল বেষ্টিত মুসলিম রাষ্ট্র। সরকারি ভাষা ফারসি।

## আজারবাইজান

- আজারবাইজান স্বাধীনতা লাভ করে– ১৯৯১ সালে।
- আজারবাইজানের শাসন ব্যবস্থা– রাষ্ট্রপতি শাসিত।
- মধ্য এশিয়ার শিয়া অধ্যুষিত মুসলিম দেশ– আজারবাইজান।
- নাগার্নো-কারাবাখ বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটি– আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার।
- Land of Flames বলা হয়– আজারবাইজানকে।

## ফিলিপাইন

- সাংবিধানিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্রিস্টান রাষ্ট্র– ফিলিপাইন।
- স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ফিলিপাইন ছিল– যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে।
- ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপ– মিন্দানাও (বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত)।
- ফিলিপাইন দেশটি- ৭ ,১০৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- ফিলিপাইনে স্পেনের ঔপনিবেশিক সরকার গঠন করে- ১৫৭১ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দখল করে- স্পেনীয়-মার্কিন যুদ্ধে।
- ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে- চীনা বংশোদ্ভূত ফিলিপিনো নেতা এমিলিও আগিনালদো ( ১২ জুন ১৮৯৮)
- ফিলিপাইন-আমেরিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২ জুন ১৮৯৯ সালে।
- স্বাধীনতার পূর্বে ফিলিপাইন স্বায়ত্তশাসন লাভ করে- ২৫ মার্চ ১৯৩৪।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- কোরাজান একুইনো।
- ফিলিপাইন দেশটির নাম রাখা হয়- স্পেনের দ্বিতীয় রাজা ফিলিপের নামে।
- ফিলিপাইন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
- উল্লেখযোগ্য দ্বীপসমূহ- মিন্দানাও, ভিসায়াস, লুজোন, কিবু, কুলিন, পালাওয়ান টিকাও ইত্যাদি।
- আবু সায়াফ্ফ ফিলিপাইনের একটি- মুসলিম গেরিলা সংগঠন।
- মুসলিম সংগঠন মোরো ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- স্বাধীন ফিলিপাইনের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ম্যানুয়েল রোক্সাস।
- প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম- মালাকানান প্রাসাদ।

## মঙ্গোলিয়া

- দূর প্রাচ্যের বাফার স্টেট/ সংঘর্ষরোধক/ যাযাবর রাষ্ট্র– মঙ্গোলিয়া।
- মঙ্গোলিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর– উলানবাটোর।
- এশিয়ার বৃহত্তম গোবি মরুভূমি অবস্থিত– মঙ্গোলিয়ায় (Water less place)।
- চেঙ্গিস খান নামটি জড়িত মঙ্গোলিয়ার সাথে।

## লেবানন

- লেবানন স্বাধীনতা লাভ করেছে– ফ্রান্সের কাছ থেকে (১৯৪৩ সালে)।
- পশ্চিম এশিয়ার এ রাষ্ট্রটির সীমানা– ইসরাইলের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত।
- লেবানন রাষ্ট্রটিতে খ্রিস্টান, সুন্নি মুসলমান, শিয়া মুসলমানরা একত্রে বসবাস করে।
- ত্রয়ী চুক্তি অনুযায়ী লেবাননের রাষ্ট্রপতি হবেন- ম্যারোনিয় খ্রিস্টান, প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নি মুসলমান এবং স্পিকার হবেন শিয়া মুসলমান।
- লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ নদী- ওয়াজানি।
- মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন ও সিরিয়া ছিল- ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- সিরিয়া ও লেবানন এর মুদ্রার নাম- পাউন্ড।

## সংযুক্ত আরব আমিরাত

- ৭টি স্ব-শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত– সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- অঞ্চলগুলো হলো– আবুধাবি, দুবাই, শারজা, আজমান, ফুজায়রা, রাশ-আল-খাইমা ও উম-আল-কুয়াইম।
- সাত শেখ শাসিত রাজ্যের দেশ– সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- বিশ্বের একমাত্র সাত তারা হোটেলের নাম- বুর্জ আল আরব।
- কৃত্রিম দ্বীপ পাম জুমেরিয়া অবস্থিত- দুবাই।
- সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনক- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট- মাকতুম বিন রশিদ আল মাকতুম।

## সুইজারল্যান্ড

- সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরী বিখ্যাত– ঘড়ি শিল্পের জন্য
- সুইজারল্যান্ডের রাজধানী– ২টি (প্রশাসনিক রাজধানী- বার্ন এবং বিচার বিভাগ ও রাজধানী- লাওসান)
- সম্মেলনের শহর– জেনেভা
- সর্বপ্রথম সরাসরি গণতন্ত্র চালু করে– সুইজারল্যান্ড
- নিরপেক্ষ দেশ ও ইউরোপের খেলার মাঠ বলা হয়– সুইজারল্যান্ডকে।
- সুইজারল্যান্ডের যে ব্যাংকটি সারা বিশ্বে পরিচিত– সুইস ব্যাংক।

## গাম্বিয়া

- গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকার দেশ, গাম্বিয়ার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং তিনদিকে সেনেগাল।
- গাম্বিয়ার রাজধানী- বাঞ্জুল ; মুদ্রা- ডালাসি।
- গাম্বিয়ার আলোচিত সামরিক নেতা- ইয়াহিয়া জাম্মেহ।
- মায়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে– গাম্বিয়া।
- গাম্বিয়া একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষি পণ্য চিনাবাদাম।

## ভিয়েতনাম

- ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কাল- ১ নভেম্বর ১৯৫৫ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম- স্টেট ব্যাংক অব ভিয়েতনাম।
- ভিয়েতনামের জাতিগোষ্ঠী- ৫৩টি।
- ভিয়েতনামের রাজধানীর নাম- হ্যানয়।
- ভিয়েতনামের প্রদেশ- ৬৩টি।
- ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- হো চি মিন।
- প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে।
- ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করে- ১৮৫৮ সালে।
- ফরাসিরা ভিয়েতনামকে ভাগ করে- ৩টি অঞ্চলে (টংকিন, আন্নাম, কোচিন চায়না)।

## আর্জেন্টিনা

- আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স যে নদীর তীরে অবস্থিত- লা প্লাটা।
- দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনিম্ন (বিন্দু) স্থানের নাম- ডালডেস পেনিন (আর্জেন্টিনা)।
- মার্ক্সবাদী, বিপ্লবী, চিকিৎসক ও গেরিলা নেতা চে- গুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনায়।
- চে-গুয়েভারা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- Guerrilla Warfare।
- ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার বিরোধপূর্ণ দ্বীপ- ফকল্যান্ড দ্বীপ (ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় ১৯৮২ সালে, আর্জেন্টিনার পরাজয় হয়)।
- ফকল্যান্ড দ্বীপের অপর নাম হলো- 'মালভিনাস'।
- আর্জেন্টিনা তথা বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- ইসাবেলা ডি পেরন।

## ব্রাজিল

- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ- ব্রাজিল (আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বে- পঞ্চম)। ব্রাজিলের প্রদেশ সংখ্যা ২৬টি এবং ১টি স্বাধীন জেলা।
- দক্ষিণ আমেরিকার কয়টি দেশের সাথে ব্রাজিলের সীমান্ত সংযোগ নাই– ২টি দেশের (চিলি ও ইকুয়েডর)।
- দক্ষিণ আমেরিকার জনবহুল নগরী – সাওপাওলো।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র যে দেশের ভাষা পর্তুগিজ- ব্রাজিল।
- ব্রাজিল আগে যে দেশের উপনিবেশ ছিল- পর্তুগাল (১৮২২)।
- ব্রাজিলের বিখ্যাত নৃত্য হলো- সাম্বা নৃত্য।
- পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কফি উৎপাদিত হয়– ব্রাজিলে।
- ব্রাজিলের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত– গুয়ারিয়া জলপ্রপাত।
- কফি উৎপাদনে অন্যতম দেশ – ব্রাজিল

## মালয়েশিয়া

- মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা- মালয়।
- প্রধান শহর- কুয়ালালামপুর, কুচিং, কোটা কিনাবালু, পিনাং, কেলাং, শাহ আলম, কুয়ানটান।
- মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক- টেংকু আবদুল রহমান।
- প্রধান প্রধান বন্দর- কোটা কিনাবালু, ক্লা, তানজুং ব্রাসেট, কুয়ানতান ইত্যাদি।
- মালয়েশিয়ার প্রথম রাজা ও প্রধানমন্ত্রী- টেংকু আবদুল রহমান।
- মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী- মাহাথির মোহাম্মদ।
- মালয়েশিয়ায় রাজা নির্বাচিত হন- রাজ্যের সুলতানদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে।
- মালয়েশিয়ার বিমান সংস্থার নাম- মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স।
- মালয়েশিয়ার ৭ম উপ-প্রধানমন্ত্রী- আনোয়ার ইব্রাহীম।
- আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি বলা হয়- মাহাথির মোহাম্মদকে (২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন)।
- মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানীর নাম- পুত্রজায়া।
- সিঙ্গাপুর মালয় ফেডারেশনে যোগ দেয়- ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

## ফিনল্যান্ড

- ফিনল্যান্ড দেশটি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট নাম- সুমেয়।
- ফিনল্যান্ডের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৯ মার্চ ১৮০৯ সালে।
- রাজধানীর নাম- হেলসিংকি (পূর্বনাম- তার্কু)।
- ফিনল্যান্ডের উপনাম- হাজার হ্রদের দেশ।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- তারজা হ্যালোনেন।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- আন্নেলি টুয়োলিক্কি জাতেনমিয়াকি।
- ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দেয়- ৪ এপ্রিল ২০২৩ (সর্বশেষ ও ৩১তম দেশ)।
- ২০২৪ সালের ন্যাটো সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে যোগদান করবে- ফিনল্যান্ড।

## ইউক্রেন

- ইউক্রেনের সাথে সীমান্ত রয়েছে- ৭টি দেশের।
- আয়তনে পৃথিবীর ৪৫তম দেশ- ইউক্রেন।
- ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয়- ইউক্রেনকে।
- ইউক্রেনের রাজধানী- কিয়েভ; মুদ্রা- হ্রিভনিয়া।
- ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে প্রথম বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে- ইউক্রেন।
- ইউক্রেনের কমলা বিপ্লব সংঘটিত হয়- ২০০৪ সালে।
- বিশ্বের ২০ শতাংশ টাইটানিয়াম মজুদ রয়েছে- ইউক্রেনে।
- ইউক্রেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- ইউলিয়া তামাশেঙ্কো।

## উরুগুয়ে

- উরুগুয়ে স্বাধীনতা লাভ করে- ২৫ আগস্ট ১৮২৫; ব্রাজিল এর কাছ থেকে।
- উরুগুয়ের রাজধানীর নাম- মন্টিভিডিও।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- উরুগুয়ে (১৯৩০ সালে)।
- প্রথম বিশ্বকাপে জয়লাভ করে- উরুগুয়ে।
- ২০৩০ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- ৩টি মহাদেশের ছয়টি দেশে (উরুগুয়ে প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা, স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো)। তবে মূল আয়োজক দেশ স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো।

## সিঙ্গাপুর

- এশিয়ার নগর রাষ্ট্র বলা হয়- সিঙ্গাপুরকে।
- মুসলিম রাষ্ট্র না হলেও পতাকায় ৪ তারা রয়েছে- সিঙ্গাপুরের।
- আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক- লি কুয়ান ইউ (প্রথম প্রেসিডেন্ট)।
- লি কুয়ান ইউ এর আত্মজীবনী- From Third World to First.



CS CamScanner

## ইয়েমেন

- ইয়েমেন আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যে প্রণালীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে- বাব এল মান্দেব।
- ইয়েমেনের রাজধানী- সানা'আ ; মুদ্রার নাম- রিয়াল।
- ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভ করে- যুক্তরাজ্য হতে (অতীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল)।
- ইয়েমেনের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে- সৌদি আরবের।
- হুতি বিদ্রোহীরা যে দেশে সক্রিয় রয়েছে- ইয়েমেনে।

## ব্রুনাই

- বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের সাথে দুটি সাদৃশ্য- উভয় দেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য এবং ইসরাইলী নাগরিকদের প্রবেশ নিষেধ।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আইনসভা বিহীন দেশ- ব্রুনাই।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার করপ্রদান মুক্ত দেশ- ব্রুনাই।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র সুলতান শাসিত দেশ- ব্রুনাই।
- পৃথিবীর সর্বশেষ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র- ব্রুনাই (৬ষ্ঠ)।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র হয়েও আশিয়ানের সদস্য নয়- ব্রুনাই।

## কাতার

- কাতার পারস্য উপসাগরের একটি ধনী রাষ্ট্র।
- কাতার স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৭১ সালে।
- কাতারের রাজধানী- দোহা; মুদ্রা- রিয়াল।
- কাতারের দোহায় সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল- 'আল জাজিরা'।
- কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ২০২২ সালে।

## ভ্যাটিকান সিটি

- ভ্যাটিকান সিটি স্বাধীনতা লাভ করে- ইতালির নিকট থেকে Lateran Pacts চুক্তির মাধ্যমে ১৯২৯ সালে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র- ভ্যাটিকান (আয়তন- ০.৪৪ বর্গ কি.মি.)।
- সাংবিধানিক নাম- দ্য হলি সিটি।
- নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর নাম- সুইস গার্ড।
- বর্তমানে ভ্যাটিকানের পোপের নাম- ফ্রান্সিস (আর্জেন্টিনা)।
- ইউনেস্কো ভ্যাটিকান বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করে- ১৯৮৪ সালে।
- বিশ্বের সংক্ষিপ্ত সীমান্ত অবস্থিত- ভ্যাটিকান সিটি ও ইতালি মধ্যে।
- পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশ সফরে আসেন- ২০১৭ সালে।

## সুইডেন

- নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়- সুইডেন থেকে।
- পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র- সুইডেন।
- সুইডেনের রাজধানী- স্টকহোম (উপনাম- উত্তরের ভেনিস)।
- আয়তনের দিক দিয়ে বৃহত্তম নার্ডিক দেশ- সুইডেন।
- ৩২তম দেশ হিসেবে NATO তে যোগদান করেন।

## ডেনমার্ক

- সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকার প্রচলন শুরু হয়- ডেনমার্কে।
- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড এবং ফারো দ্বীপপুঞ্জ যে দেশের- ডেনমার্ক।
- গ্রিনল্যান্ডে বসবাসকারী প্রধান জাতির নাম- এস্কিমো।
- ডেনমার্কের রাজধানী 'কোপেনহেগেন' অবস্থিত- জিল্যান্ড দ্বীপে।

## নরওয়ে

- নরওয়ে শব্দের অর্থ- উত্তরের পথ।
- পৃথিবীর উত্তরের নগরী 'হেমারফাস্ট' অবস্থিত- নরওয়েতে।
- নরওয়ের রাজধানী- অসলো (পূর্বনাম- খ্রিস্টিনা)।
- 'ধীবর' বা 'মৎস্যজীবীদের দেশ' বলা হয়- নরওয়েকে।
- 'নিশিথ সূর্যের দেশ' বলা হয়- নরওয়েকে।

## সিয়েরা লিওন

- আফ্রিকার যে সরকারি ভাষা বাংলা- সিয়েরা লিওন।
- সিয়েরা লিওনের প্রধান সরকারি ভাষা- ইংরেজি।
- সিয়েরা লিওন- ফ্রিটাউন; বো শহরটি অবস্থিত- সিয়েরা লিওন।
- সিয়েরা লিওনের অর্থনীতির মূল ভিত্তি- হীরা, টাইটানিয়াম, বক্সাইট।

২০০২ সালে সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ কাফেলার অধীনে সিয়েরা লিওনিয়ান গৃহযুদ্ধে বাংলাদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক অবদানের পর, আহমদ তেজান কাব্বাহের হুকুমত ডিসেম্বর ২০০২ সালে বাংলা ভাষাকে সিয়েরা লিওনের সম্মানসূচক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।

## লাইবেরিয়া

- ⊙ বাংলাদেশ স্কয়ার রয়েছে- লাইবেরিয়াতে।
- ⊙ আফ্রিকার মুক্তভূমি বলা হয়- লাইবেরিয়াকে।
- ⊙ আফ্রিকার সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র- লাইবেরিয়া।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. নিচের কোন শহরটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. ঢাকা B. তেহরান C. প্যারিস D. মেলবোর্ন

**Ans D Analysis** মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর। যা দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। ঢাকা, প্যারিস, তেহরান উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

**02. কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. এশিয়া B. দক্ষিণ আমেরিকা C. আফ্রিকা D. ইউরোপ

**Ans C Analysis** সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে।

| মহাদেশের নাম | স্বাধীন দেশ | মহাদেশের নাম | স্বাধীন দেশ |
|---|---|---|---|
| এশিয়া | ৪৪টি | আফ্রিকা | ৫৪টি |
| ইউরোপ | ৪৮টি | দক্ষিণ আমেরিকা | ১২টি |

**03. ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কোন সম্প্রদায়ের?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. গারো B. মণিপুরী C. মুণ্ডা D. সাঁওতাল

**Ans D Analysis** ভারতের ১৫তম ও প্রথম আদিবাসী (সাঁওতাল) রাষ্ট্রপতি হলেন 'দ্রৌপদী মুর্মু'। তিনি ভারতের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি।

**04. কোন দেশটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. নরওয়ে B. সুইডেন C. ডেনমার্ক D. বেলজিয়াম

**Ans D Analysis** স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ৫টি। যথা- আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে। বেলজিয়াম পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ।

**05. বাংলাদেশ প্রথমে যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে—** [DU-7Clg: 2021-22]
A. বিশ্বসাস্থ্য সংস্থা B. কমনওয়েলথ
C. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল D. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

**Ans B Analysis** প্রশ্নে উল্লিখিত সংস্থাগুলো থেকে বাংলাদেশ সদস্যপদ পাওয়ার সময়।

| সংস্থার নাম | বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভের সময় |
|---|---|
| কমনওয়েলথ | ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ |
| বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) | ১৭ মে ১৯৭২ |
| আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) | ১৭ আগস্ট ১৯৭২ |
| জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) | ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ |

**06. সম্প্রতি যে দেশের ১৬টি পণ্য আমদানিতে করমুক্ত সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে—** [DU-7Clg: 2021-22]
A. ভুটান B. মালয়শিয়া C. ইউক্রেন D. ঘানা

**Ans A Analysis** স্বাধীনতার ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এবং ভুটান বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে PTA (Preferential Trade Agreement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৬ ডিসেম্বর ২০২০। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বর্তমান ১৮টি পণ্যের সঙ্গে নতুন আরো ১৬টিসহ মোট ৩৪টি কোডভুক্ত পণ্য ভুটান শুল্কমুক্ত সুবিধায় বাংলাদেশে রপ্তানির সুযোগ পাবে।



CS CamScanner

**07. যে দেশে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হয়–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. জাপান B. চীন
C. রাশিয়া D. ভারত

**Ans B Analysis** সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমন করে- চীন, দ্বিতীয়-যুক্তরাষ্ট্র, তবে মাথাপিছু গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমনে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয়- রাশিয়া ও তৃতীয়- চীন।

**08. যে শহর দুই মহাদেশে বিস্তৃত–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. ইস্তাম্বুল B. প্যারিস
C. কায়রো D. কাসাব্লাঙ্কা

**Ans A Analysis** তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। দুই মহাদেশে অবস্থিত ইস্তাম্বুল শহরকে পৃথক করেছে বসফরাস প্রণালি।

**09. সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের সঙ্গে ভারতের যে জেলা সংযুক্ত–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. নদীয়া B. মালদহ
C. হুগলি D. জলপাইগুড়ি

**Ans B Analysis** সোনা মসজিদ স্থলবন্দর অবস্থিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায়। এই স্থলবন্দরের সাথে ভারতের স্থান মাহাদীপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ।

**10. ইউক্রেন যে দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. ইতালি B. যুক্তরাজ্য
C. ইউএসএসআর D. ফ্রান্স

**Ans C Analysis** বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ USSR (Union of soviet Socialist Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে, তবে USSR নামটি গৃহীত হয় ১৯২২ সালে। ১৯৯১ সালে USSR রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে গেলে মোট ১৫টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। ভেঙ্গে যাওয়া USSR এর থেকে স্বাধীন হওয়া ১৫টি দেশের প্রধান দেশ হচ্ছে রাশিয়া এবং অন্যতম দেশ ইউক্রেন, বেলারুশ, জর্জিয়া, মলদোভা ইত্যাদি।

**11. সম্প্রতি যে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. সৌদি আরব B. উত্তর কোরিয়া
C. নামিবিয়া D. কাতার

**Ans D Analysis** প্রথম বারের মতো কাতারের আইনসভার (শুরা কাউন্সিল) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২ অক্টোবর ২০২১। কাতারের আইনসভার আসন সংখ্যা ৪৫টি এর মধ্যে ৩০টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারীরা এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেন।

**12. পারস্যের বর্তমান নাম–** [DU-7Clg: 2019-20]
A. ইরাক B. ইরান
C. কুয়েত D. কাতার

**Ans B Analysis** বিভিন্ন দেশের পুরাতন নাম: জাপানের পুরাতন নাম- নিপ্পন; ইরাক- মেসোপটেমিয়া; মিয়ানমার- বার্মা; চীন- ক্যাথে; নেদারল্যান্ডস- হল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া- মালয়।

**13. আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নয় যে দেশ–** [DU-7Clg: 2019-20]
A. মরক্কো B. লিবিয়া
C. ইয়েমেন D. তিউনিশিয়া

**Ans C Analysis** আফ্রিকা আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে বিশ্বে ২য় বৃহত্তম মহাদেশ। আফ্রিকার মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা চলে গেছে। আফ্রিকাতে ৫৪টি রাষ্ট্র আছে। ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। এটি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

**14. যে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা-** [DU-7Clg: 2018-19]
A. ঘানা B. ভারত
C. রুয়ান্ডা D. সিয়েরা লিওন

**Ans D Analysis** সিয়েরা লিওন পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। জাতিসংঘ শান্তি মিশনের অংশ হিসেবে সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা আছে। ২০০২ সালে সিয়েরা লিওন সরকার বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।

**15. এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশ হলো–** [DU-7Clg: 2018-19]
A. সিরিয়া B. রাশিয়া
C. আফগানিস্তান D. তুরস্ক

**Ans D Analysis** এশিয়া ও ইউরোপে উভয় মহাদেশে অবস্থিত শহরের নাম ইস্তাম্বুল। রাশিয়া ভৌগোলিকভাবে এশিয়া মহাদেশে অন্তভুক্ত হলেও রাজনৈতিকভাবে ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।

**16. মিয়ানমারের রাজধানী-** [DU-7Clg: 2017-18]
A. রেঙ্গুন B. আরাকান
C. নাইপিদো D. কোচিন

**Ans C Analysis** কতিপয় দেশের নাম ও রাজধানী:

| দেশ | রাজধানী | দেশ | রাজধানী |
|---|---|---|---|
| মায়ানমার | নাইপিদো | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো |
| আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন |
| জিম্বাবুয়ে | হারারে | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও |

**17. যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যবস্থা–** [DU-7Clg: 2017-18]
A. প্রেসিডেন্ট শাসিত B. রাজতন্ত্র
C. একনায়কতন্ত্র D. সাংবিধানিক রাজতন্ত্র

**Ans D Analysis** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা:

| দেশ | শাসন ব্যবস্থা | দেশ | শাসন ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| ভুটান | সাংবিধানিক রাজতন্ত্র | সৌদি আরব | রাজতন্ত্র |
| যুক্তরাষ্ট্র | গণতন্ত্র | ইরান | গণতন্ত্র |
| চীন | সমাজতন্ত্র | ইন্দোনেশিয়া | গণতন্ত্র |

**18. মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় ভাষা হলো–** [DU-7Clg: 2017-18]
A. মালায়লাম B. মালয়
C. মালি D. আরবি

**Ans B Analysis** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা:

| দেশের নাম | ভাষা | দেশের নাম | ভাষা |
|---|---|---|---|
| মালদ্বীপ | দিভেহি | ভুটান | দোজংখা |
| আফগানিস্তান | পশতু | ডেনমার্ক | ড্যানিশ |
| অস্ট্রিয়া | জার্মান | ব্রাজিল | পর্তুগিজ |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

**01. আমাজন ফরেস্ট কোন মহাদেশে অবস্থিত?**
A. অস্ট্রেলিয়া B. ইউরোপ
C. এশিয়া D. দক্ষিণ আমেরিকা — D

**02. কোনটি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ নয়?**
A. নিকারাগুয়া B. উরুগুয়ে
C. প্যারাগুয়ে D. পেরু — A

**03. কোন দেশটি দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত নয়?**
A. ভেনিজুয়ালা B. বেলিজ
C. চিলি D. মেক্সিকো — D

**04. পানামা খাল কোন মহাদেশে?**
A. এশিয়া B. উত্তর আমেরিকা
C. দক্ষিণ আমেরিকা D. আফ্রিকা — C

**05. কোন দেশের মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে?**
A. মার্কন যুক্তরাষ্ট্র B. নিউজিল্যান্ড
C. বাহামা D. সুইজারল্যান্ড — B



CamScanner

06. পৃথিবীর কোন দেশটি একটি মহাদেশও বটে?
A. জাপান B. নিউজিল্যান্ড C. আলাস্কা D. অস্ট্রেলিয়া **D**

07. কোন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতির সরকার নেই?
A. ইরান B. ভারত C. বাংলাদেশ D. নেপাল **A**

08. কোন বিজ্ঞানীর জন্ম ভারতে?
A. এ পি জে আব্দুল কালাম B. মাকসুদুল আলম
C. আবদুস সালাম D. জামাল নজরুল ইসলাম **A**

09. পৃথিবীর কোন শহরকে স্বর্ণনগরী বলা হয়?
A. ইস্তাম্বুল B. জোহানেসবার্গ C. কায়রো D. ভেনিস **B**

10. 'দ্য গল' কোন দেশের প্রাচীন নাম?
A. ফ্রান্স B. জাপান C. ইংল্যান্ড D. স্পেন **A**

11. 'আস্তানা' কোন দেশের রাজধানীর নাম?
A. উজবেকিস্তান B. কাজাখস্তান
C. তুর্কেমিস্তান D. আজারবাইজান **B**

12. কোন দেশ আমেরিকাকে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' উপহার দিয়েছিলো?
A. কানাডা B. ফ্রান্স
C. ব্রাজিল D. ইংল্যান্ড **B**

13. তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
A. কাবেরী B. গোদাবারী C. ভাগিরথী D. যমুনা **D**

14. ওয়াটার লু-র যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিলেন?
A. সম্রাট আকবর B. ডিউক অব ওয়ালিংটন
C. নেপোলিয়ন D. সুলতান সোলায়মান **B**

15. কোণার্ক সূর্য মন্দির কোথায় অবস্থিত?
A. ওড়িশা B. সিকিম C. আসাম D. রাজস্থান **A**

16. 'সিডর' নামকরণ করে কোন দেশ?
A. শ্রীলঙ্কা B. পাকিস্তান C. মিয়ানমার D. বাংলাদেশ **A**

## PRIME TEST

01. ভ্যালেন্সিয়া শহরটি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ইংল্যান্ড Ⓑ স্পেন Ⓒ কানাডা Ⓓ ইতালি

02. ভেনিস শহরটি-
Ⓐ ব্রাজিলে Ⓑ ফ্রান্সে Ⓒ ইতালিতে Ⓓ মালিতে

03. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত-
Ⓐ ৫১ টি রাজ্য নিয়ে Ⓑ ৫০ টি রাজ্য নিয়ে
Ⓒ ৪৯ টি রাজ্য নিয়ে Ⓓ ৪৮ টি রাজ্য নিয়ে

04. সিউল কোন দেশের রাজধানী?
Ⓐ জাপান Ⓑ উত্তর কোরিয়া Ⓒ দক্ষিণ কোরিয়া Ⓓ চীন

05. প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করে-
Ⓐ চীন Ⓑ ভারত Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ নেপাল

06. কোন দেশে সমুদ্রবন্দর নেই?
Ⓐ লেবানন Ⓑ আলজেরিয়া Ⓒ মিশর Ⓓ আফগানিস্তান

07. প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন কে?
Ⓐ ভাস্কো দা গামা Ⓑ ভাস্কোনুঞ্জ দ্য বালবোয়া
Ⓒ কলম্বাস Ⓓ টলেমি

08. এশিয়া মহাদেশের আয়তন ইউরোপের কতগুণ?
Ⓐ চার গুণ Ⓑ সাড়ে চার গুণ Ⓒ দেড় গুণ Ⓓ ছয় গুণ

09. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটি?
Ⓐ এশিয়া Ⓑ আফ্রিকা Ⓒ ইউরোপ Ⓓ উত্তর আমেরিকা

10. এডাম্‌স পিক কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ইরান Ⓑ শ্রীলঙ্কা Ⓒ মিশর Ⓓ ভারত

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | B | 02.. | C | 03. | B | 04. | C | 05. | A |
| 06. | D | 07 | B | 08. | B | 09. | A | 10. | B |

# অধ্যায় ১৪ — আলোচিত যুদ্ধ, গেরিলা, গোয়েন্দা ও সামরিক সংগঠন

সাধারণ জ্ঞান

## ■ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধঃ

- যুদ্ধের সূত্রপাত- রাশিয়া ইউক্রেনের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করলে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।
- যুদ্ধের অন্যতম কারণ- ইউক্রেন ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদারি করে।
- ইউক্রেনের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দুটিকে রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দুটিকে দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- সিরিয়া।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের এক বছর পূর্তি হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
- ন্যাটোতে যোগদানের জন্য রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়- ফিনল্যান্ডে।
- গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়াতে যোগ দিয়েছে ইউক্রেনের- পূর্বের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক এবং দক্ষিণের জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চল। এর পূর্বে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দ্বীপটি গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়াতে যোগ দেয়। অভিযোগ রয়েছে রাশিয়া এটি দখল করে নেয়।
- যুদ্ধকবলিত ইউক্রেনের ৬টি শহর- ডানবাস, মারিউপোল, খারকিভ, লিভ, কেতরনোপিল, ওডেসা।
- যুদ্ধের সময় আটকে পড়া ও আক্রান্ত হওয়া জাহাজ- এমভি বাংলার সমৃদ্ধি।
- জাহাজে রকেট হামলা হয়- ২ মার্চ, ২০২২ (জাহাজে ২৯ জন নাবিক ছিলেন)।
- জাহাজটি তুরস্ক থেকে ইউক্রেনে অলিভিয়া বন্দরে যাত্রা বিরতিতে ছিল (মূল গন্তব্য- ইতালি)।
- হামলায় নিহত বাংলাদেশি নাবিক- থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমান।
- বাকি ২৮ নাবিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়- ৯ মার্চ, ২০২২।
- রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাঁটি- সেভাস্তোপোল।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ন্যাটোর অবস্থান- ইউক্রেনের পক্ষে।
- সিরিয়া ও বেলারুশ সরাসরি অবস্থান নিয়েছে- রাশিয়ার পক্ষে।
- রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহ হয়- নর্ড স্ট্রিম-১ এবং নর্ড স্ট্রিম-২ পাইপ লাইনের মাধ্যমে।

## ■ প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ খ্যাত- The Great War.
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ২৮ জুলাই ১৯১৪ (শেষ- ১১ নভেম্বর ১৯১৮)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ- জার্মানদের উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি হলো- ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, বেলজিয়াম, রাশিয়া।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি- জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের প্রধান- নিকোলাস (রাশিয়ার ২য় জার), লয়েড জর্জ (ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী), উড্রো উইলসন (যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান- জেনারেল ফচ।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়- ৬ এপ্রিল ১৯১৭ (জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে)।
- যুদ্ধের সময় ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ভিটোরি আর্লান্ডো।
- যুদ্ধের সময় জার্মানির চ্যান্সেলর ছিল- অটোভন বিসমার্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে গঠিত সংঘ এর নাম- লীগ অব নেশন।
- যুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- ১১ নভেম্বর ১৯১৮।
- বিশ্বযুদ্ধের বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১১ নভেম্বর ১৯১৮ (প্যারিসে)।
- যে চুক্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি হয়- ভার্সাই চুক্তি, ফ্রান্স (২৮ জুন ১৯১৯)।
- বিশ্বযুদ্ধের বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- জার্মানি ও মিত্রশক্তি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিরতি চুক্তির নাম- প্যারিস শান্তি চুক্তি।



CamScanner

- অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড মিত্রপক্ষ বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে- ১৯১৪ সালে।
- অস্ট্রেলিয়া সাবেক জার্মান কলোনিগুলো দখল করে- ১৯১৯ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭ এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল- ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

■ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হওয়া তিনটি চুক্তি:**

(i) ১৯১৯ সালের দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি (ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে)।
(ii) ১৯২০ সালের সেভার্স চুক্তি (ফ্রান্সের প্যারিসের সেভার্স শহরে)।
(iii) ১৯২৩ সালের লুজান চুক্তি (সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে)।

■ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:**

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে- জার্মানির এডলফ হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ- জার্মানির নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়- অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি- ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ।
- অক্ষশক্তি হিসেবে অংশগ্রহণকারী দেশ- জাপান, জার্মানি, ইতালি।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয়- রাশিয়াকে।
- জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে- ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- ইতালি অক্ষশক্তিতে যুক্ত হয়- ১১ জুন ১৯৪০ সালে।
- হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে- ২২ জুন ১৯৪১ সালে।
- জাপান পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাটি আক্রমণ করে- ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগ দেয়- ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১।
- জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে- ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে।
- রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের তেহরান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৩ সালে।
- ডি-ডে হলো- ৬ জুন, ১৯৪৪।
- V. E. (Victory in Europe) Day হলো- ৮ মে ১৯৪৫।
- V. J. (Victory over Japan) Day হলো- ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।
- রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের ইয়াল্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- ৪ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নিকট জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- ৭ মে ১৯৪৫।
- জাপান আত্মসমর্পণ করে- ১৪ আগস্ট ১৯৪৫।
- আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে- ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ (জাপান কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল- বেলজিয়াম।
- জাপানের হিরোশিয়া ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলার নির্দেশ দেয়- মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ অধিনায়ক ছিল- ফিল্ড মার্শাল রোমেল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরুভূমিতে যুদ্ধ করে "ডেজার্ট ব্যাট" উপাধি পায়- জেনারেল মন্টোগোমারি (ব্রিটেন)।
- ডেসার্ট ফক্স বিগ থ্রি নামে পরিচিত- ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, যোসে স্ট্যালিন ও উইন্সটন চার্চিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া ছিল- জাপানের অধীনে।
- যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী জাপানকে পরাজিত করে- ১৯৪২ সালে (নতুন গায়নায় প্রবাল দ্বীপে)।
- বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হলোকাস্ট এর সাথে জড়িত হয়- জার্মানি।
- যুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা লিটল বয় ফেলা হয়- ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
- পারমাণবিক বোমা লিটল বয় এর তেজস্ক্রিয় পরমাণু- ইউরেনিয়াম-২৩৫।
- লিটল বয় বোমার দৈর্ঘ্য- ৯.৮৪ ফুট (পরিধি ২৮ ইঞ্চি)।
- লিটল বয় নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- কর্নেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেটস।
- লিটল বয় নিক্ষেপ করা বিমানের নাম- বি-২৯ সুপারফোর্টেস।
- বি-২৯ সুপারফোর্টেস বিমানটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- টিবেটস এর মায়ের নামে 'এনোলা গে (ENOLA GAY)'।
- বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জাপানের নাগাসাকিতে 'ফ্যাট ম্যান' নামক পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়- ৯ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
- পারমাণবিক বোমা ফ্যাট ম্যান এর তেজস্ক্রিয় পরমাণু- ইউরেনিয়াম-২৩৯।
- ফ্যাট ম্যান বোমার দৈর্ঘ্য- ১০.৯ ফুট (পরিধি ৫ ফুট)।
- ফ্যাট ম্যান নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- মেজর চার্লস ডব্লিউ সুইনি।
- ফ্যাট ম্যান নিক্ষেপ বিমানের নাম- বি-২৯ সুপারফোর্টেস; অন্য নাম বক্সকার (Bockscar)।
- জার্মান নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিচার কার্যক্রমকে বরা হয়- ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল।

■ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিনটি অপারেশন:**

(i) ১৯৪১ সালের অপারেশন বারবারোসা (সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের বা অক্ষশক্তির আক্রমণ)
(ii) ১৯৪১ সালের অপারেশন ঈগল (এডলফ হিটলারের ইংল্যান্ডের উপর বিমান হামলা)।
(iii)১৯৪৪ সালের অপারেশন ওভারলর্ড (জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অপারেশন)।

■ **ওয়াটার লু যুদ্ধ:**

- ওয়াটারলু যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৮ জুন ১৮১৫ সালে।
- ওয়াটারলু যুদ্ধে জয়ী হন- ডিউক অব ওয়েলিংটন (ব্রিটেন)।
- বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু অবস্থিত- বেলজিয়ামে।
- ওয়াটারলু যুদ্ধের সেনাপতি- ব্রিটেনের প্রধান সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন ও ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাজিত হয়- নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

■ **কলিঙ্গ যুদ্ধ:**

- সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন- ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
- এ যুদ্ধের দুই পক্ষ হলো- মৌর্য সাম্রাজ্যের অশোক ও শক্তিশালী কলিঙ্গ রাজ্য।
- এ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন- কলিঙ্গ যুদ্ধ।

■ **ট্রাফালগারের যুদ্ধ:**

- ট্রাফালগার যুদ্ধের সময়কাল- ২১ অক্টোবর, ১৮০৫
- ট্রাফালগার যুদ্ধের স্থান- কেপ ট্রাফালগার, স্পেন
- ট্রাফালগার যুদ্ধের বিজয়ী দেশ- ব্রিটেন।
- যুদ্ধের বিপক্ষশক্তি- ফ্রান্স ও ব্রিটেন।
- ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে একটি চত্বরের নামকরণ করা হয় 'ট্রাফালগার স্কয়ার'। ট্রাফালগার স্কয়ারের পাশেই রয়েছে প্রসিদ্ধ পলমল সড়ক।

■ **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ:**

- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়- ১৮৬১ সালে।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হয়- ১৮৬৫ সালে।
- গৃহযুদ্ধকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- আব্রাহাম লিঙ্কন।

■ **ফকল্যান্ড যুদ্ধ:**

- ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময়কাল- ২ এপ্রিল ১৯৮২-১৪ জুন ১৯৮২
- ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্থান- ফকল্যান্ড দ্বীপ, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর।
- ফকল্যান্ড যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ- ২ এপ্রিল ১৯৮২ আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের কাছ থেকে ফকল্যান্ড দ্বীপটি দখল করে নেয়। ১৪ জুন, ১৯৮২ ব্রিটেনের নিকট আর্জেন্টিনার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ফকল্যান্ড যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- যুদ্ধের বিজয়ী- ব্রিটেন
- যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি- আর্জেন্টিনা



CamScanner

■ **উপসাগরীয় যুদ্ধঃ**
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হয়- ১৯৯০ সালে।
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে কুয়েত কে দখল করে নেয়- ইরাক।
- বাংলাদেশ সমর্থন দেয়- কুয়েত কে।
- কুয়েত মুক্ত করার অভিযানের নাম ছিল- Desert Storm.
- দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়- ২০০৩ সালে।
- দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকে হামলা চালায়- ইঙ্গ-মার্কিন জোট।
- ইরাকে আক্রমণের সাংকেতিক নাম ছিল- অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম।

■ **ভিয়েতনাম যুদ্ধঃ**
- ভিয়েতনাম যুদ্ধের অপর নাম- দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ।
- যুদ্ধের সময়কাল- (১৯৫৫-১৯৭৫) সাল।
- যুদ্ধের পক্ষ- যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম।
- যুদ্ধের ফলাফল- যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করতে পারেনি।
- দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়- ১৯৭৬ সালে।

■ **ইরান-ইরাক যুদ্ধঃ**
- যুদ্ধের সময়কাল- ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ থেকে ২০ আগস্ট ১৯৮৮
- যুদ্ধের উদ্দেশ্য- শাত-ইল-আরবের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাক ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইরান আক্রমণ করে।
- যুদ্ধ বন্দে মধ্যস্থতা করে- জাতিসংঘ ।

■ **পাক-ভারত যুদ্ধঃ**
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মোট যুদ্ধ সংগঠিত হয় ৪টি (১৯৪৭-১৯৯৯)
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯৪৭ সালে। যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুলেশন নম্বরঃ ৪৭ এর আওতায় Line of Control বা নিয়ন্ত্রণ রেখা কার্যকর হয়।
- ভারত পাকিস্তানের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে (১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সমাপ্তি হয় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে)। ১৯৬৬ সালে তাসখণ্ড চুক্তি হয়।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধটি হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে।
- পাক-ভারত চতুর্থ যুদ্ধটি হয় ১৯৯৯ সালে কারগিলকে কেন্দ্র করে।

■ **বক্সারের যুদ্ধঃ**
- বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২২ অক্টোবর ১৭৬৪ সালে।
- বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন- মেজর হেক্টর মুনরোর।

■ **পলাশী যুদ্ধঃ**
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
- পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্যকারী ফরাসি সেনাপতির নাম- সিন ফ্রে।
- পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন- লর্ড ক্লাইভ।
- এই যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয় এবং বাংলা ২০০ বছরের জন্য ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

■ **আরব বসন্ত বিপ্লবঃ**
- আরব বসন্তের সূচনা হয়- তিউনেশিয়া (২০১০ সালে)।
- এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে- মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায়।
- আরব বসন্তের ফলে মিশর, ইয়েমেন, তিউনেশিয়া, লিবিয়াসহ কতগুলো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পতন ঘটে।
- এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল- মোহাম্মদ বুয়াজিজি নামক তরুণের নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে।

■ **ফরাসি বিপ্লবঃ**
- সূচনা- ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মাধ্যমে।
- মেয়াদ- ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত (১০ বছর)।
- পরিচিতি- ধনীদের বিপ্লব/বুর্জোয়াদের বিপ্লব (Elite Revolution)।
- স্লোগান- স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity)।
- প্রবক্তা- ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো।
- বিপ্লবকালীন রাজা- ষোড়শ লুই।
- বাস্তিল দিবস- ১৪ জুলাই।
- চর্তুদশ লুই বলেন- আমিই রাষ্ট্র।
- অন্যতম নেতা- রোবসপীয়ার, দান্তে।
- অনুপ্রেরণা দাতা- রুশো, ভলতেয়ার।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু- নেপোলিয়ন।
- বাস্তিল দূর্গ মূলত একটি- কারাগার (বর্তমান একটি জাদুঘর)।
- আইফেল টাওয়ার- ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে নির্মাণ করা হয়।
- ফ্রান্সে একদল দার্শনিক ও চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে- আঠারো শতকে।
- রুশো বিশ্বাস করতেন- জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
- সামাজিক চুক্তি গ্রন্থের শুরুতেই রুশো উল্লেখ করেন- স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু তবুও মানুষ সর্বত্রই শৃঙ্খলিত।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদ হলো- রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।
- প্রকৃতির রাজ্যের বসবাসকারী মানুষ- 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' এর (General Will) কাছে নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়।
- ব্রিটিশ দার্শনিক ভলতেয়ার বলেন- I Disapprove of What You Say, But I will Defend to the Death Your Right to Say it.
- ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে Jacobin Club এর যাত্রা শুরু করে যার প্রতিষ্ঠাত- রোবসপিয়ার। এটি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গঠিত একটি রাজনৈতিক সভ্য গোষ্ঠী।
- ১৭৯০ সালে উদ্ভূত হয়- Cordelier Club.
- ফ্রান্সের সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) প্রতিষ্ঠিত হয়- রোব্সপিয়র, দান্তে ও মারাটের নেতৃত্বে।
- জিরন্ডিনদের উত্থান ঘটেছিল- ফ্রান্সে।

■ **রুশ বিপ্লবঃ**
- বিশ্বের সাড়া জাগানো বিপ্লব বলা হয়- রুশ বিপ্লবকে।
- সময়- ২৫ অক্টোবর ১৯১৭ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে)।
- গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী- ৭ নভেম্বর ১৯১৭।
- বিপ্লবের সময় ছিল- ১০ দিন।
- লেনিন বিপ্লবে যোগ দেন- সুইজারল্যান্ড থেকে এসে।
- বিপ্লবের সাথে জড়িত জাহাজ- ২টি (আরোরা ও ব্যালশিপ পটেমকিন)
- বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী দল- বলশেভিক (অর্থ- সংখ্যাগরিষ্ঠ)।
- সরকারের পক্ষের দল- মেনশেভিক (অর্থ- সংখ্যা লঘিষ্ঠ)।
- বিপ্লবী বাহিনীর নাম- রেড গার্ডস।
- সরকারের বাহিনীর নাম- ইমপেরিয়াল রাশিয়ান আর্মি।
- বিপ্লবের কেন্দ্র- পেট্রোগ্রাড (বর্তমান নাম- সেন্ট পিটার্সবার্গ)।
- রুশ বিপ্লবের অপর নাম- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, লেনিনের বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, ১০ দিনের বিপ্লব।
- বিপ্লবের ফলাফল- জারতন্ত্র/রাজতন্ত্রের পতন হয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূচনা হয়।

■ **বিশ্বের সংঘটিত বিভিন্ন বিপ্লবের সাল ও দেশঃ**

| বিপ্লবের নাম | সাল | দেশ |
|---|---|---|
| রেনেঁসা (চতুর্দশ শতক) | ১৩৬০ | ইতালি |
| ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব | ১৬৮৮ | যুক্তরাজ্য |
| শিল্প বিপ্লব | ১৭৬০ | যুক্তরাজ্য |
| শ্রমিক বিপ্লব | ১৮৮৬ | শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র |
| চীন বিপ্লব | ১৯৪৯ | চীন |
| সাংস্কৃতিক বিপ্লব | ১৯৬৬ | চীন |
| কিউবান বিপ্লব | ১৯৫৯ | কিউবা |
| রাজতান্ত্রিক বিপ্লব | ১৯৭৩ | আফগানিস্তান |
| ইসলামি বিপ্লব | ১৯৭৯ | ইরান |
| গণতান্ত্রিক বিপ্লব | ১৯৮৯ | চীন |
| রোজ বিপ্লব | ২০০৩ | জর্জিয়া |
| অরেঞ্জ বিপ্লব (কমলা বিপ্লব) | ২০০৪ | ইউক্রেন |



CamScanner

06. 'রেনেসাঁ' বলতে বোঝায়– [DU-7Clg: 2019-20]
A. নবজন্ম B. পুনর্গঠন
C. টিকে থাকা D. পুনঃপ্রতিষ্ঠা

**Ans A Analysis** রেনেসাঁ বলতে মধ্যযুগের পরে ইউরোপের এক ঐতিহাসিক যুগকে বোঝায়। এই যুগের ব্যাপ্তিকাল ছিল আনুমানিক চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত।

07. বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ৬২৪ সালে B. ৬২৮ সালে
C. ৬৩০ সালে D. ৬৩২ সালে

**Ans A Analysis** ইতিহাসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ:

| যুদ্ধের নাম | সময়কাল |
|---|---|
| শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ | ১৩৩৮-১৪৫৩ |
| আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ | ১৭৭৬-১৭৮৩ |
| ট্রাফালগার যুদ্ধ | ১৮০৫ |
| ওয়াটারলুর যুদ্ধ | ১৮১৫ |
| স্পেনের গৃহযুদ্ধ | ১৯৩৬-১৯৩৯ |
| কোরিয়া যুদ্ধ | ১৯৫০-১৯৫৩ |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে কোন দেশ?
A. সৌদি আরব B. সংযুক্ত আরব আমিরাত
C. ইরান D. দক্ষিণ আফ্রিকা — D

02. 'হলোকাস্ট' বলে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
A. কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সংঘাত B. হুতো ও তুতসিদের লড়াই
C. গুয়ানতানামোর বন্দিদের উপর নির্যাতন D. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইহুদি নিধন — D

03. ইসরাইল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্বের মূল কারণ কী?
A. ইতিহাস B. ধর্ম
C. প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের অস্বীকৃতি
D. সবগুলো — D

04. 'রেনেসাঁস' শব্দের অর্থ কী?
A. সামষ্টিক বিপ্লব B. পুজিবাদী বিপ্লব
C. গণজাগরণ D. পুনর্জাগরণ — D

05. ফরাসী বিপ্লব কতসালে সংগঠিত হয়?
A. ১৭৮৯ B. ১৮৮৯
C. ১৭৯৮ D. ১৯৭১ — A

06. "Pesona non-grata" শব্দসমষ্টি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
A. রাজনীতিবিদ B. কূটনীতিবিদ
C. ক্রীড়াবিদ D. অভিনেতা — B

07. 'ব্ল্যাক ক্যাট' কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী?
A. নেপাল B. ভারত
C. মিয়ানমার D. ইরান — B

08. জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় কোন দিন?
A. ৬ আগস্ট ১৯৪৫ B. ৯ আগস্ট ১৯৪৫
C. ১৫ সেপ্টম্বর ১৯৪৫ D. ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ — A

09. 'নাৎসিবাদ' এর প্রবর্তক কে?
A. হিটলার B. মুসোলিনী
C. নেপোলিয়ান D. কিলসন — A

10. রুশো কোন বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত?
A. সাংস্কৃতিক বিপ্লব B. রুশ বিপ্লব
C. ফরাসি বিপ্লব D. শিল্প বিপ্লব — C

11. 'ফ্যাসিবাদ'- এর প্রবর্তক কে?
A. মুসেলিনী B. হিটলার
C. গর্বাচেভ D. মাও সেতু — A

12. অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?
A. ১৯১৭ B. ১৯১৮
C. ১৯১৬ D. ১৯১৯ — A

13. 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র এক নেতা' - এটা কার নীতি ছিল?
A. স্ট্যালিন B. লেনিন
C. হিটলার D. মুসোলিনী — C

14. 'রিপাবলিক' গ্রন্থের লেখক কে?
A. পিথাগোরাস B. প্লেটো
C. অ্যারিস্টটল D. সক্রেটিস — B

15. ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন?
A. নেপোলিয়ন B. চতুর্দশ লুই
C. ষোড়শ লুই D. অষ্টাদশ লুই — C

## PRIME TEST

01. হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল কবে?
Ⓐ ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট Ⓑ ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট
Ⓒ ১৯৪৬ সালের ৬ আগস্ট Ⓓ ১৯৪৬ সালের ৯ আগস্ট

02. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
Ⓐ সেভার্স চুক্তি Ⓑ লুজেন চুক্তি
Ⓒ ভার্সাই চুক্তি Ⓓ প্যারিস চুক্তি

03. জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা প্রথম আণবিক বোমার নাম কী?
Ⓐ লিটল বয় Ⓑ ফ্যাট ম্যান
Ⓒ ব্যাট ম্যান Ⓓ ফ্রট বয়

04. দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়–
Ⓐ স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র Ⓑ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
Ⓒ বাফার রাষ্ট্র Ⓓ জিরো সাম রাষ্ট্র

05. ১ম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে–
Ⓐ ১৯১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৯১৭ সালের ১৪ আগস্ট
Ⓒ ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর Ⓓ ১৯২০ সালের ১৯ জুন

06. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়–
Ⓐ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ Ⓑ ১ নভেম্বর, ১৯৪০
Ⓒ ১ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ Ⓓ ১ অক্টোবর, ১৯৩৫

07. প্রথম পরমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল–
Ⓐ Germany Ⓑ Japan
Ⓒ Italy Ⓓ Austria

08. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কী নামে খ্যাত?
Ⓐ The Great War Ⓑ The Great Piece
Ⓒ The Great One Ⓓ Great Struggle

09. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল-
Ⓐ কমিন্টার্ন Ⓑ কমিনফর্ম
Ⓒ কমেকন Ⓓ কোনোটিই নয়

10. জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে–
Ⓐ ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ Ⓑ ২৩ জুন ১৯৪২
Ⓒ ৩ ডিসেম্বর ১৯৪২ Ⓓ ২৬ জুলাই ১৯৪৩

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A | 02. | C | 03. | A | 04. | C | 05. | C |
| 06. | A | 07 | B | 08. | A | 09. | C | 10. | A |



CS CamScanner

অধ্যায় ১৫

# বিশ্বের আলোচিত সংস্থাসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

## জাতিসংঘ (UNO)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়- জাতিপুঞ্জ বা League of Nations।
- জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়- ২৮ জুন ১৯১৯ (দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)।
- জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা- উড্রো উইলসন (তার ১৪ নং দফার আলোকে গঠিত হয়)।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা হয়- লন্ডনে (১৯৪১)।
- জাতিসংঘ এর নামকরণ করেন- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডি. রুজভেল্ট।
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র- দক্ষিণ সুদান।
- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা হয়- সাধারণ পরিষদে (১৯৪৮ সালে)।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।
- জাতিসংঘের বর্তমান অফিসিয়াল ভাষা- ৬টি (আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ)।
- জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা- ২টি (ইংরেজি ও ফরাসি)।
- জাতিসংঘ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন- যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইন্সটোন চার্চিল।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব- ট্রিগভেলি (নরওয়ে)।
- বিমান দুর্ঘটনায় নিহত মহাসচিব- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন, ১৯৬১)।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ৮ মার্চ।
- UNO বলতে বোঝায়- United Nations Organization.
- জাতিসংঘের পতাকায় রং আছে- নীল ও সাদা।
- LDC Stands for- Least Developed Country.
- জাতিসংঘ ঘোষিত 'শান্তি দিবস' পালিত হয়- ২১ সেপ্টেম্বর।
- যে আন্তর্জাতিক সংস্থার পতাকায় জলপাই গাছ দেখা যায়- জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের অসদস্য পর্যবেক্ষক দেশ - ২টি (ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন)।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংঘ- জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ- ১৯৩টি ; সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান (২০১১)।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে (ইস্ট নদীর তীরে)।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৫১টি।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ (২৯ তম অধিবেশনে)।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি- এস. এ করিম।
- প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন- ইসমত জাহান।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি- সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী (১৬তম)।
- সিডো কমিটির প্রথম বাংলাদেশি সদস্য ছিলেন- সালমা খান।
- শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন- ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, ২৯তম অধিবেশনে।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মহাসচিব ছিলেন- উথান্ট (মিয়ানমার)।
- জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হলো- ৬টি (সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, সচিবালয়)।
- জাতিসংঘের পতাকার ডিজাইনার- ডোনাল্ড ম্যাগলিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- জাতিসংঘের অধ্যায়- ১৯টি ; অনুচ্ছেদ- ১১১টি।

জাতিসংঘের বর্তমান (৯ম) মহাসচিব
অ্যান্টনিও গুতরেস (পর্তুগাল)।

### ৭৯তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন

- ৭৯তম UNGA-এর সভাপতি ছিলেন- ডেনিস ফ্রান্সিস।
- ডেনিস ফ্রান্সিস- ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো'র নাগরিক।
- অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস ভাষণ প্রদান করেন- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- প্রতিবছর সাধারণ অধিবেশন বসে- সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার। অধিবেশনে সভাপতির মেয়াদ ১ বছর।
- আধিবেশনের স্লোগান- 'শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং সর্বত্র সকলের জন্য মানব মর্যাদার স্বার্থে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।

### জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৪৮ সালে।
- প্রথম ও দীর্ঘতম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নাম- UN (Truce Supervision Organisation (UNTSO); জেরুজালেম; মে ১৯৪৮-বর্তমান।
- শান্তি মিশন পরিচিত- Blue Beret নামে।
- প্রথম নারী শান্তিরক্ষী নিযুক্ত হয়- ১৯৯৩ সালে।
- নিহতদের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের দেয়া পদকের নাম- 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল', যা কার্যকর হয় ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

## বিশ্বব্যাংক (WB/IBRD)

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালে।
- বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- অজয়বাঙ্গা (১৪তম)।
- বিশ্বব্যাংক প্রথম যে দেশকে ঋণ দেয়- ফ্রান্স (১৯৪৭ সালে, ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গসংস্থা- ৫টি। সেগুলো হলো- IBRD, IDA, IFC, ICSID ও MIGA।
- IBRD-এর পূর্ণরূপ- International Bank for Reconstruction and Development।
- IFC এর পূর্ণরূপ- International Finance Corporation.
- IDA এর পূর্ণরূপ- International Development Association। এটি Soft Loan-Window নামেও পরিচিত।
- ICSID এর পূর্ণরূপ- International Center for Settlement of Investment Disputes.
- MIGA এর পূর্ণরূপ- Multilateral Investment Guarantee Agency.
- বাংলাদেশের ঋণের সমন্বয়ক- বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরামের প্রথম বৈঠক হয়- ফ্রান্সে।
- প্রধান অর্থনীতিবিদ- ইন্দরমিত গিল (ভারত)।
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর জনক- লর্ড কেইনস, হ্যারি ডেক্সটার।
- বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান নির্বাচিত হন- যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন বলা হয়- বিশ্বব্যাংক ও IMF কে।
- World Development Report প্রকাশ করে- বিশ্বব্যাংক (১৯৭৮ থেকে)।
- বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রক- ECOSOC।

## UNICEF

- UNICEF-এর পূর্ণরূপ- United Nations International Children's Fund.
- প্রতিষ্ঠিত হয়-১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- UNICEF-এর প্রধানকে বলা হয়- হাইকমিশনার।

## ILO

- ILO-এর পূর্ণরূপ- International Labour Organization.
- এটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১১ এপ্রিল ১৯১৯ (দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে)। ১৯৪৬ সালে ILO জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্ত হয়।
- সদস্য সংখ্যা- ১৮৭ টি দেশ।
- বাংলাদেশ ILO সদস্যপদ লাভ করে- ২২ জুন ১৯৭২ সালে।
- জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান মহাপরিচালকের নাম- গাই রাইডার, যুক্তরাজ্য (১ অক্টোবর ২০১২-বর্তমান)।
- ILO নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়- ১৯৬৯ সালে।



CamScanner

## FAO

- বিশ্বব্যাপি ক্ষুধা দূর করার জন্য Food and Agricultural Organization (FAO). প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর কানাডার কুইবেক শহরে। এ জন্য ১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসাবে পালিত হয়।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- রোম, ইতালি।
- FAO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৯৭ টি দেশ।
- FAO-এর মহাপরিচালক- কিউ ডংগিও (চীন)।
- যে সংস্থাটি FAO-এর সদস্য- ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- বাংলাদেশ FAO -এর সদস্যপদ লাভ করে- ১২ নভেম্বের, ১৯৭৩ সাল।

## WHO

- WHO-এর পূর্ণরূপ- World Health Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৭ এপ্রিল ১৯৪৮।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পলিত হয়- ৭ এপ্রিল।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে- ১০ জুলাই ১৯৪৮।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য- ১৯৪ টি দেশ, (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান)।
- বাংলাদেশ WHO- এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭২ সালের ১৭ মে।

## UNESCO

- পূর্ণরূপ- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- প্রতিষ্ঠা- ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ (কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর ১৯৪৬)।
- সদস্য সংখ্যা- ১৯৫টি দেশ।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- প্যারিস, ফ্রান্স।
- বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে- ২৭ অক্টোবর ১৯৭২।
- ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার প্রবর্তন করে- ১৯৫২ সালে। (বাংলাদেশ হতে একমাত্র কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করে- আব্দুল্লাহ আল মূতি শরফুদ্দীন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করেছিল- ১৯৮৫ (পুনরায় যোগদান করে ১ অক্টোবর ২০০৩)।

## WTO

- বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO- World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়-১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
- সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য- ১৬৬।
- পূর্ব নাম- GATT (প্রতিষ্ঠা ১ জানুয়ারি ১৯৪৮)।
- বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করে- ১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
- ব্রেটন উডস সম্মেলন (Bretton Woods conference)
- ১-২২ জুলাই, ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত ব্রিটন উডস নামক স্থানে IBRD, IMF, ITO (International Trade Organization) গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১৯৪৭ সালে GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) গঠিত হয়।
- উরুগুয়ে রাউন্ড (১৯৮৬-১৯৯৪) অনুষ্ঠিত।
- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা (২০০১-বর্তমান পর্যন্ত)।

## UNU

- UNU-এর পূর্ণরূপ-United Nations University.
- প্রতিষ্ঠা- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩।
- বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত- টোকিও, জাপান।

## IMF

- IMF-এর পূর্ণরূপ- International Monetary Fund.
- IMF পরিচিত- ব্রেডন উডস ইনস্টিটিউট নামে।
- আইএমএফ হলো- জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই 'ব্রেটন উডস' চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।
- IMF-এর প্রথম নারী প্রধান- অর্থনীতিবিদ গীতা গোপিনাথ (ভারত)।
- IMF এর রিজার্ভ সম্পদের আর্থিক একককে বলা হয়- SDR (Special Drawing Right)। এ জন্য এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় ১৯৬৯ সালে।
- বর্তমান সদস্য -১৯০টি দেশ।
- সর্বশেষ সদস্য- এ্যান্ডোরা।

## IAEA

- IAEA-এর পূর্ণরূপ- International Atomic Energy Agency.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৯ জুলাই ১৯৫৭।
- জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল- ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- সদস্য- ১৭৫টি।
- নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে- ২০০৫ সালে।

## CTBTO

- CTBTO-এর পূর্ণরূপ- Comprehensive nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬ (সদর দপ্তর- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া)।

## UNDP

- UNDP-এর পূর্ণরূপ- United Nations Development Programme.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৫ সালে ২২ নভেম্বর।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- UNDP এর প্রধানকে বলা হয়- প্রশাসক।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

## UNIFEM

- UNIFEM-এর পূর্ণরূপ United Nations Development Fund for Women.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

## UNEP

- UNEP-এর পূর্ণরূপ-United Nations Environment Programme.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে, ৫ই জুন।
- সদর দপ্তর- কেনিয়ার নাইরোবিতে।

## UNCTAD

- UNCTAD-এর পূর্ণরূপ-United Nations Conference on Trade and Development.
- প্রতি বছর বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (The World Investment Report) প্রকাশ করে।

## WFP

- ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা হচ্ছে WFP (World Food Programme).
- প্রতিষ্ঠা- ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬১।
- সদর দপ্ত: রোম, ইতালি।
- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ২০২০ সালে।

## UN WOMEN

- বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থার উন্নয়ন এবং জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে গঠিত জাতিসংঘের নতুন সংস্থার নাম- ইউএন ওমেন (UN WOMEN)।
- অফিসিয়ালি সংস্থাটির নাম- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women।
- কার্যক্রম শুরু হয়- ১ জানুয়ারি ২০১১।

## ICC

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই (ইতালির রোমে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়- ৯ নভেম্বর ২০০৬।
- ICC-হেগ, নেদারল্যান্ডস।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারক সংখ্যা- ১৮ জন (৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ)।
- বিচারকদের মেয়াদকাল- ৯ বছর।
- বর্তমান সদস্য- ১২৩টি।



CamScanner

## UNHCR

- UNHCR-এর পূর্ণরূপ হলো– United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNHCR-এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
- এর সদর দপ্তর অবস্থিত– জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- সংস্থাটি ১৯৫৪ ও ১৯৮১ নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

## UNFPA

- UNFPA এর পূর্ণরূপ– United Nation Population Fund.
- UNFPA এর প্রতিষ্ঠাকাল– ১৯৬৯ সালে।
- এর সদর দপ্তর– নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

## CEDAW

- CEDAW এর পূর্ণরূপ হলো– Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women সিডো হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য নির্মূল সনদ
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে CEDAW গৃহীত হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ বাংলাদেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করে- ১৯৮৪ সালে।

## UPU

- UPU-এর পূর্ণরূপ হলো- Universal Postal Union.
- সদর দপ্তর অবস্থিত - বার্ন, সুইজারল্যান্ড।
- প্রতিষ্ঠা– ৯ অক্টোবর, ১৮৭৪ সালে।

## ITU

- ITU-এর পূর্ণরূপ হলো- International Telecommunication Union.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৭ মে, ১৮৬৫।
- ITU-এর সদর দপ্তর অবস্থিত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

## IFAD

- IFAD-এর পূর্ণরূপ হলো- International Fund for Agricultural Development.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে।
- IFAD -এর সদর দপ্তর অবস্থিত- ইতালির রোমে।

## UNIDO

- UNIDO-এর পূর্ণরূপ হলো- United Nations Industrial Development Organization.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৬ সালে।
- এর সদর দপ্তর অবস্থিত- অস্ট্রিয়া, ভিয়েনা।

## OIC

- ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হয়ে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি স্থান জেরুজালেমের 'বায়তুল মোকাদ্দাস' মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নিযুক্ত হন।
- OIC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ- Organization of the Islamic Conference (ইসলামি সম্মেলন সংস্থা)।
- গঠিত হয়- ২১ অক্টোবর ১৯৬৯ (মরক্কোর রাজধানী রাবাতে)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- জেদ্দা, সৌদি আরব।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ৫৭ (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ২৫)।
- OIC-এর দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা- ৩টি (আরবি, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ)।
- সর্বশেষ সদস্য- আইভরি কোস্ট।
- বর্তমান মহাসচিব- হুসেইন ইব্রাহিম তাহা (আফ্রিকার দেশ- শাদ/চাদ)।
- মুসলমান প্রধান না হয়েও ওআইসির সদস্য দেশ- ৮টি (উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা, সুরিনাম, গ্যাবন ও আইভরিকোস্ট)।

## NAM

- স্নায়ুযুদ্ধের সময় বিশ্বের দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী দেশগুলোকে নিজেদের পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অনেক দেশই উভয় দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে একটি নির্জোট আন্দোলনের সূচনা করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মিশরের জামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ভারতের জওহরলাল নেহেরু, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং ঘানার কাওয়ামী নক্রুমা। ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত একটি শীর্ষ সংগঠনের মধ্য দিয়ে NAM জন্ম হয়। NAM এর প্রথম চেয়ারম্যান যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো।
- NAM-এর পূর্ণরূপ- Non Aligened Movement।
- যে সম্মেলনের মাধ্যমে NAM গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ১৯৫৫ সালের ১৮-২৪ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং শহরে প্রথম আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন এবং বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়- ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেড সম্মেলনে (যুগোস্লাভিয়া)।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১২০টি।
- ন্যামের সদর দপ্তর – নেই।
- সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র- আজারবাইজান ও ফিজি (২৫ মে ২০১১)।
- বর্তমান চেয়ারম্যান- ইলহাম আলিয়েভ, আজারবাইজান।
- ন্যামের বার্তা সংস্থার নাম- NAM News Network (NNN)।

## Arab League

- গঠিত হয়- ২২ মার্চ ১৯৪৫।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রাষ্ট্র- ৬টি।
- ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, জর্ডান ও সৌদিআরব।
- বর্তমানে আরব লীগের সদস্য দেশ- ২২টি।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- কায়রো, মিশর।
- আরব লীগ বহির্ভূত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- ইরান। (ইরানের ভাষা ফারসি হওয়ায় ইরান আরব লীগের সদস্য নয়।)
- বর্তমান মহাসচিব- আহমেদ আবুল ঘেইত, মিশর (৮ম)।

## Commonwealth

- সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহ নিয়ে গঠিত সংগঠন- কমনওয়েলথ।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল- ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস।
- বর্তমান প্রধান- রাজা তৃতীয় চার্লস।
- বর্তমান সদস্য- ৫৬। (এশিয়ার ৮টি, ইউরোপের ৩টি, আফ্রিকার ২১টি, উত্তর আমেরিকার ১২টি, দক্ষিণ আমেরিকার ১টি এবং ওশেনিয়ার ১১টি)।
- সর্বশেষ সদস্য দেশ- গ্যাবন ও টোগো।
- সচিবালয়– মার্লবারো হাউজ, লন্ডন, ইংল্যান্ড।
- কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম দেশ– কানাডা।
- কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ– নাউরু (ওসেনিয়া)।
- বর্তমানে সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে এমন দেশ- ফিজি।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়- ১৮ এপ্রিল ১৯৭২।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর -৩২ তম সদস্য।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছিল- পাকিস্তান (১৯৭২ সালে; পুনরায় যোগদান ১৯৮৯ সালে)।
- মালদ্বীপ ত্যাগ করে– ২০১৬ সালে, ফিরে আসে– ২০২০ সালে।
- গাম্বিয়া ত্যাগ করে– ২০১৩, ফিরে আসে– ২০১৮ সালে।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য– মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য হয়নি– বাহরাইন, ইরাক, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, মিয়ানমার, কাতার, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

## African Union (AU)

- প্রতিষ্ঠা কাল– ২৫ মে, ১৯৬৩।
- আফ্রিকান ইউনিয়ন হলো- একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

- আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়- ৯ জুলাই, ২০০২ সালে।
- AU-এর পূর্ণরূপ- African Union।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া।
- বর্তমান সদস্য দেশ- ৫৫টি (সর্বশেষ মরক্কো)।

## European Union (EU)

- ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচটে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- যা ম্যাসট্রিচট চুক্তি (Maastricht Treaty) নামে পরিচিত। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর চুক্তিটি কার্যকর হয়। এই চুক্তির ফলে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' এবং ইউরোপের একক মুদ্রা 'ইউরো' চালু হয়।
- পূর্বনাম- ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক কমিউনিটি (European Economic Community-EEC)।
- ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হয় -১ জানুয়ারি ১৯৫৮ (১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ স্বাক্ষরিত রোম চুক্তির মাধ্যমে)।
- EU নামকরণ করা হয়- ১ নভেম্বর ১৯৯৩ (চুক্তিটি কার্যকর হয়)।
- সদস্য সংখ্যা- ২৭ (ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২০ সালে যুক্তরাজ্য বের হয়ে এসেছে। ফলে বর্তমান সদস্য-২৭ পূর্বে ছিল ২৮)।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)।

## GCC

- GCC –এর পূর্ণরূপ হলো- Gulf Co-Operation Council।
- GCC –এর প্রতিষ্ঠিত হয়– ২৫ মে, ১৯৮১ সালে।
- GCC –এর সদর দপ্তর অবস্থিত- সৌদি আরবের রিয়াদে।
- GCC –এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল- ৬টি যথা- সৌদিআরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

## NATO

- NATO এর - North Atlantic treaty Organization. (সামরিক জোট)।
- প্রতিষ্ঠা– ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১২)।
- ন্যাটোভুক্ত মুসলিম দেশ- ২টি (আলবেনিয়া ও তুরস্ক)
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩২।
- NATO- এর সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- সর্বশেষ সদস্য দেশ- সুইডেন (২০২৪)।

## ANZUS

- ANZUS -এর পূর্ণরূপ - Australia, New Zeland and United States.
- এটি যে ধরনের জোট- সামরিক জোট।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

## AUKUS

- AUKUS -এর পূর্ণরূপ-Australia, the United Kingdom and the United States.
- অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় নিরাপত্তা চুক্তি যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ঘোষণা করা।

| | |
|---|---|
| গঠন | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ |
| সদস্য | ৩ টি দেশ |
| ধরণ | সামরিক জোট |

## Rotary International

- রোটারি ইন্টারন্যাশনাল হলো- মানবকল্যাণমুখী সমাজ উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠাতা- মার্কিন আইনজীবী পল পি হ্যারিস (১৯০৫ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি)।
- সদর দপ্তর- ইভান্স্টোন, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র।

## Oxfam International

- যে দেশভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থা- ব্রিটেন।
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৪২ সালে।
- সদর দপ্তর- নাইরোবি, কেনিয়া।

## WOSM

- বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের নাম- World Organization of the Scout Movement (WOSM)।
- প্রতিষ্ঠা– ১৯২২ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা- রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল।
- সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

## Orbis International

- অরবিস হলো- একটি ইন্টারন্যাশনাল উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল।
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৮২ সালে (সদর দপ্তর নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)।
- যে দেশভিত্তিক সংস্থা- যুক্তরাষ্ট্র।

## BRICS

- BRICS এর উদ্যোক্ত দেশ- চীন।
- BRICS প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৯ সালে।
- BRICS এর ধারণা দেয়- Jim O Neil।
- ব্রিকস (BRICS) হলো- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
- BRICS- এর সদর দপ্তর নেই (চীনের সাংহাইয়ের NDB'র সদরদপ্তর অফিস ব্যবহার করে)।
- ১৬ তম সম্মেলন– ২০২৪ (বাকু, আজারবাইজান)।
- ১৭ তম সম্মেলন– ২০২৫ (রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল)।
- BRICS এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১০টি।

## ICRC

- রেডক্রস বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মুসলিম বিশ্বে রেডক্রসের পরিবর্তিত নাম 'রেডক্রিসেন্ট'। International Committee of the Red Cross (ICRC)।
- প্রতিষ্ঠা কাল – ১৮৬৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি।
- প্রতিষ্ঠাতা – হেনরি ডুনান্ট (শান্তিতে সর্বপ্রথম নোবেল বিজয়ী)।
- সদর দপ্তর – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- রেডক্রস: খ্রিস্টান বিশ্বের জন্য (সাদা পটভূমির উপর লাল ক্রস)।
- রেডক্রিসেন্ট- মুসলিম বিশ্বের জন্য (সাদা পটভূমির উপর লাল অর্ধাকৃতি চাঁদ)।
- রেডক্রিস্টাল- ইহুদি বিশ্বের জন্য (লাল পটভূমির উপর সাদা চতুর্ভুজ [২০০৫ থেকে])
- রেডক্রস এবং IFRC এর সাথে যৌথভাবে ১৯১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পায়। এছাড়া ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালেও শান্তিতে নোবেল পায়।

## Transparency International

- TI-এর পূর্ণরূপ- Transparency International.
- সদর দপ্তর- বার্লিন, জার্মানি।
- TI হলো- দুর্নীতিবিরোধী একটি বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠাতা- পিটার ইজেন।
- TIB-এর পূর্ণরূপ- Transparency International Bangladesh.
- বাংলাদেশে (TIB) কার্যক্রম শুরু করে- ১৯৯৬ সালে।

## Amnesty International

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৮ মে ১৯৬১।
- সদর দপ্তর অবস্থিত- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- প্রতিষ্ঠাতা- ব্রিটিশ আইনজ্ঞ পিটার বেনেনসন।
- বর্তমান মহাসচিব- ড. অ্যাগনেস কাল্লামার্ড (ফ্রান্স)।
- শান্তিতে নোবেল পায়- ১৯৭৭ সালে।
- প্রথম নারী, প্রথম এশীয়, প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম মুসলিম মহাসচিব আইরিন খান।

## Human Rights Watch

- যে দেশভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা- যুক্তরাষ্ট্র।
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৮ সালে।



CamScanner

## G-7

- G-7 (Group of 7) হলো- বিশ্বের শিল্পোন্নত ৭টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের জোট।
- প্রতিষ্ঠা- ২৫ মার্চ, ১৯৭৩।
- G-7-এর একমাত্র এশীয় সদস্য- জাপান।
- G-7-এর কোন সদরদপ্তর নেই।

## D-8

- গঠিত হয়- ১৫ জুন ১৯৯৭।
- সদস্য দেশ- ৯টি। তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও সর্বশেষ আজারবাইজান।
- সদর দপ্তর- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- সর্বশেষ ১০ম ডি-৮ সম্মেলন হয়- ৮ এপ্রিল ২০২১ ঢাকা, বাংলাদেশ।

## CIRDAP

- CIRDAP-এর পূর্ণরূপ- Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
- গঠিত হয়- ৬ জুলাই ১৯৭৯; সদস্য সংখ্যা- ১৫টি।
- সদর দপ্তর- ঢাকা (সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে চামেলী হাউসে)।

## G-77

- G-77 এর পূর্ণরূপ- Group of 77।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন ১৯৬৪।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৩৪ (সর্বশেষ সদস্য জিম্বাবুয়ে)।
- G-77 এর সদর দপ্তর নেই।

## APEC

- APEC-এর পূর্ণরূপ- Asia-Pacific Economic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৬ নভেম্বর ১৯৮৯।
- সদর দপ্তর- সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর।
- APEC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ২১টি (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-১৩টি)।

## OPEC

- OPEC-এর পূর্ণরূপ- The Organization of the Petroleum Exporting Countries.
- গঠিত হয়- ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ- ৫টি (ইরান, ইরাক, কুয়েত, ভেনিজুয়েলা ও সৌদি আরব)।
- সদর দপ্তর- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (প্রথম সদর দপ্তর ছিল- জেনেভা)।
- একমাত্র অ-আরব এশীয় মুসলিম দেশ- ইরান।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৩টি (তেল সমৃদ্ধ দেশের প্রতিষ্ঠান হল ওপেক)।
- সদস্য দেশগুলো হলো- আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, নিরিক্ষীয় গিনি, গ্যাবন, ইরান, ভেনিজুয়েলা, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

## SAARC

- SAARC এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for Regional Co-operation।
- আনুষ্ঠানিক গঠিত হয়- ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ (ঢাকা)।
- সচিবালয় অবস্থিত- কাঠমান্ডু, নেপাল।
- রূপকার ছিলেন- বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- প্রথম মহাসচিব ছিলেন- আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- বর্তমান মহাসচিব- গোলাম সারওয়ার (১৫তম), বাংলাদেশ।
- সর্বশেষ বা অষ্টম সদস্য দেশ- আফগানিস্তান (৩ এপ্রিল ২০০৭)।

| সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ | |
|---|---|
| সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত | নয়াদিল্লি, ভারত |
| সার্ক আবহাওয়া ও কৃষি কেন্দ্র | ঢাকা, বাংলাদেশ |
| সার্ক তথ্য কেন্দ্র | নেপাল |
| সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র | ভারত |
| সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র | কলম্বো, শ্রীলংকা |

- সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন- ড. মনমোহন সিং (ভারত)।

## ASEAN

- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ আগস্ট ১৯৬৭।
- সদর দপ্তর- জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
- ASEAN রিজিওন্যাল ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ সালে (সদস্য-২৭)।
- বর্তমান মহাসচিব- লি লং মিন, ভিয়েতনাম (১ জানুয়ারি ২০১৩-বর্তমান)।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১০টি। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।
- এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য- ASEAN জোটকে সমর্থন করা।

## RCEP

- এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৫টি দেশকে নিয়ে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য ব্লক RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)।
- কার্যকর- ১ জানুয়ারি, ২০২২।
- সদস্য- ১৫টি রাষ্ট্র (আসিয়ানে ১০ + অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন)।
- সদর দপ্তর- হ্যানয়, ভিয়েতনাম।

## BIMSTEC

- বর্তমান পূর্ণরূপ- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical And Economic Co-Operation.
- বিমসটেক হলো- একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন।
- সদর দপ্তর- ঢাকা, বাংলাদেশ।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৪টি।
- বর্তমান সদস্য- ৭টি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান)।
- বর্তমান সভাপতি- বাংলাদেশ।
- মহাসচিব- ভারত।

## BENELUX

- BENELUX এর পূর্ণরূপ- Belgium, Netherlands and Luxembourg.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮ সালে।
- বেনেলাক্স এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

## CIS

- CIS এর পূর্ণরূপ- Commonwealth of Independent States.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ৮ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- সদর দপ্তর- মিনস্ক, বেলারুশ।
- পূর্ণ সদস্য- ৯টি।
- সহযোগী সদস্য- ১টি (তুর্কমেনিস্তান)
- পূর্বে সদস্য ছিল বর্তমানে নেই- জর্জিয়া।
- পূর্বে সদস্য ছিল না বর্তমানে সদস্য- আর্মেনিয়া।

## AIIB

- AIIB হলো- বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প হিসেবে গঠিত একটি ব্যাংক।
- AIIB আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে-১৬ জুনয়ারি, ২০১৬ সালে।
- AIIB এর বর্তমান সদর দপ্তর অবস্থিত- চীনের বেইজিংয়ে।

## NDB

- NDB হলো- BRICS জোট কর্তৃক গঠিত একটি ব্যাংকের নাম।
- NDB এর সদস্য দেশ - ৫টি। যথা- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দ. আফ্রিকা।
- NDB এর সদর দপ্তর অবস্থিত-চীনের সাংহাই।

## IDB

- IDB এর পূর্ণরূপ- Islamic Development Bank
- IDB আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর।
- IDB এর বর্তমান সদস্য- ৫৭ টি।
- IDB এর সদর দপ্তর- জেদ্দা, সৌদি আরব।
- IDB এর বর্তমান সভাপতি- বন্দর আল আজাদ (১অক্টোবর, ২০১৬-বর্তমান)।



CS CamScanner

## ADB

- ADB এর পূর্ণরূপ- Asian Development Bank।
- ADB প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে।
- ADB এর সদর দপ্তর অবস্থিত- ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- ADB এর বর্তমান সদস্য- ৬৮ টি দেশ।
- বাংলাদেশ এডিবি'র সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৩ সালে।
- ADB এর বর্তমান (১০ম) প্রেসিডেন্ট হলেন- মাসাতসুগু আসাফা (জাপান)।

## ICC

- ICC- International Cricket Council.
- বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থার নাম- ICC.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৫ জুন, ১৯০৯ (ইংল্যান্ডের লর্ডসে)।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- Imperial Cricket Conference.
- ICC এর সদরদপ্তর- দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।
- ICC এর পূর্ণ সদস্য দেশ- ১২টি (সর্বশেষ- আফগানিস্তান; ২০১৭ সালে)।
- বাংলাদেশ ICC এর- ১০তম পূর্ণ সদস্য।

## FIFA

- আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা- FIFA.
- পূর্ণরূপ- Federation of International Football Association.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২১ মে ১৯০৪ সালে (ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে)।
- সদরদপ্তর- জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
- নীতিবাক্য- For the good of the game.
- ফিফার সভাপতির মেয়াদকাল- ৪ বছর।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।

## IOM

- পরিচয়- জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা।
- পূর্ণরূপ- International Organization for Migration.
- সদরদপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (১৯৫১)।
- ভাষা- ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ।

## IMO

- পরিচয়- আন্তর্জাতিক সমুদ্র গবেষণা সংস্থা।
- সদরদপ্তর- লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- প্রতিষ্ঠা- ১৭ মার্চ, ১৯৪৮।
- IMO এর পূর্ণরূপ- International Maritime Organization.

## BRAC

- BRAC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Rural Advancement Committee.
- প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭২ সাল (বিশ্বের সর্ববৃহৎ NGO)।
- প্রতিষ্ঠাতা- স্যার ফজলে হাসান আবেদ (নাইট উপাধি পান- ২০১০ সালে)।

## ECNEC

- ECNEC এর পূর্ণরূপ- Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি)।
- ECNEC প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২।
- ENCEC এর সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী (বিকল্প সভাপতি- অর্থমন্ত্রী)।
- বৈঠক হয়- আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশন ভবনে (মঙ্গলবার)।
- উন্নয়নশীল প্রকল্প অনুমোদিত হয়- একনেকে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকল্প পাস হয়- একনেকে।

## BGMEA

- BGMEA এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.
- BGMEA হলো- পোশাক রপ্তানি খাতের শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠন।

## বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

- বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮২ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ।
- শ্লোগান- আলোকিত মানুষ চাই।

## জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)

- NAPE এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৮ সালে।
- NAPE এর পূর্ণরূপ- National Academy for Primary Education.
- NAPE এর অবস্থান- ময়মনসিংহ।

## NAEM

- NAEM এর পূর্ণরূপ- National Academy for Educational Management.
- এর অবস্থান- ঢাকা।
- NAEM এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭২ সালে।
- উদ্দেশ্য- শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান।

## বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP)

- অবস্থান- জিরানী, সাভার, ঢাকা।
- BKSP এর প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য- খেলাধুলার মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীতকরণ।

## IEDCR

- IEDCR এর পরিচয়- রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- এর পূর্ণরূপ- Institute of Epidemiology Disease Control and Reaserch.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৬ সালে (ঢাকার মহাখালী)।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে- ঢাকা ও বেলাবো (নরসিংদী)।
- সংস্থার কাজ- বাংলাদেশের মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ।

## icddr, b

- পরিচয়- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।
- icddr, b- International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh.
- পূর্বনাম- পাকিস্তান কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিত- কলেরা হাসপাতাল নামে।
- প্রতিষ্ঠা সাল- ১৯৬০ সালে (মহাখালী, ঢাকা)।
- icddr, b এর উদ্ভাবন- খাবার স্যালাইন, বেবি জিঙ্ক ট্যাবলেট, বাবল সিপ্যাপ।

## NIPORT

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৭ সালে।
- অবস্থান- আজিমপুর (ঢাকা)।
- সংস্থার উদ্দেশ্য- জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।
- NIPORT এর পূর্ণরূপ- National Institute of Population Research & Training.

## একনজরে বিভিন্ন সংস্থার সদরদপ্তর

| সংগঠনের নাম | সদরদপ্তর |
|---|---|
| UNDP, UNICEF, জাতিসংঘ | নিউইয়র্ক |
| WORLD BANK, IBRD, ICSID, IDA, IFC, IMF, MIGA | ওয়াশিংটন ডিসি |
| ILO, UNHCR, WHO, WTO | জেনেভা |
| FIFA | জুরিখ |
| IAEA, OPEC | ভিয়েনা |
| EUROPOL, ICC, ICJ | হেগ |
| FAO | রোম |
| UNESCO | প্যারিস |
| INTERPOL | লিও |
| BENELUX, EU, NATO | ব্রাসেলস |
| OIC, IDB | জেদ্দা |



CamScanner

| সংগঠনের নাম | সদরদপ্তর |
|---|---|
| GCC | রিয়াদ |
| ICC | দুবাই |
| D-8 | ইস্তাম্বুল |
| ADB, IRRI | ম্যানিলা |
| ASEAN | জার্কাতা |
| G-7, G-77, NAM | সদরদপ্তর নেই |

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা সংস্থা বা সংগঠন হলো UNHCR, ICRC, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সোসাইটি, OXFAM।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন বিষয়ক তহবিলের নাম – [DU-7Clg: 2023-24]
A. ইউএন উইমেন B. ইউনিফেম
C. সমতা তহবিল D. জেন্ডার সমতা তহবিল

**Ans B Analysis** জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন বিষয়ক তহবিলের নাম ইউনিফেম (UNIFEM)। UNIFEM এর পূর্ণরূপ United Nations Development Fund for Women. ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

02. জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা কত? [DU-7Clg: 2023-24]
A. ১৮০ B. ১৯৩
C. ১৯৯ D. ২০১

**Ans B Analysis** জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের নামকরণ করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৫১টি। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান)।

03. আসিয়ান-এর সদস্য নয় – [DU-7Clg: 2023-24]
A. থাইল্যান্ড B. কম্বোডিয়া
C. ভারত D. লাওস

**Ans C Analysis** ASEAN (আসিয়ান) হচ্ছে Association of South East Asian Nations. ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আসিয়ানের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১০টি (মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড)।

04. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কোন দেশের? [DU-7Clg: 2022-23]
A. মিশর B. পর্তুগাল C. ব্রাজিল D. পেরু

**Ans B Analysis** জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ :

| ক্রম | নাম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|
| প্রথম | ট্রিগভেলি | ১৯৪৬-১৯৫২ (নরওয়ে) |
| পঞ্চম | জ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার | ১৯৮২-১৯৯১ (পেরু) |
| ষষ্ঠ | বুট্রোস বুট্রোস ঘালি | ১৯৯২-১৯৯৬ (মিশর) |
| নবম | অ্যান্তোনিও গুতেরেস | ২০১৭-বর্তমান (পর্তুগাল) |

05. জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কয়টি? [DU-7Clg: 2022-23]
A. ১১ B. ১৫ C. ১৭ D. ২১

**Ans C Analysis** Sustainable Development Goals (SDG); যার বাংলা অর্থ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। এটি Millennium Development Goals (MDG) এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়। SDG'র নির্ধারিত লক্ষ্য ও অভীষ্ট ১৭টি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৬৯টি এবং মেয়াদকাল ২০১৬-২০৩০ সাল।

06. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি কে ছিলেন? [DU-7Clg: 2022-23]
A. মমতা ব্যানার্জী B. প্রতিভা পাতিল
C. বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত D. মায়াবতী

**Ans C Analysis** জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি ভারতের বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (১৯৫৩)। প্রথম মুসলিম নারী সভাপতি (২০০৬)- সায়খা হায়া বিনতে রশিদ আল খলিফা (বাহরাইন)।

07. বাংলাদেশ যে সংস্থার সদস্য নয়– [DU-7Clg: 2021-22]
A. সার্ক B. বিমসটেক
C. ব্রিকস D. ডি-৮

**Ans C Analysis** ব্রিকস বা BRICS এর সদস্য দেশ ৫টি, যথা : ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এটি একটি অর্থনৈতিক জোট। BRICS কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত NDB (New Development Bank) এর সদস্য দেশ ৭টি। NDB'র ৭টি সদস্যের মধ্যে BRICS- এর ৫টি দেশ ছাড়াও বাকি ২টি দেশ বাংলাদেশ (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১) ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (৪ অক্টোবর, ২০২১)।

08. আসিয়ান — অঞ্চলের একটি সংস্থা– [DU-7Clg: 2021-22]
A. পূর্ব এশিয়া B. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
C. পূর্ব এশিয়া D. দক্ষিণ এশিয়া

**Ans B Analysis** আসিয়ান-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

| পূর্ণরূপ | Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ৮ আগস্ট ১৯৬৭ |
| সদস্য | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্ব তিমুর ব্যতীত বাকি ১০টি দেশ |
| সর্বশেষ সদস্য | কম্বোডিয়া |
| সদর দপ্তর | জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া |

09. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব হলেন– [DU-7Clg: 2021-22]
A. আন্তোনিও গুতেরেস B. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম
C. জেনেস্ স্টোল্টেনবার্গ D. বান কি মুন

**Ans A Analysis** অ্যান্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের ৯ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১ জানুয়ারি ২০১৭। তিনি পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের শরনার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ছিলেন। জাতিসংঘের মহাসচিবের মেয়াদ ৫ বছর, তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ২০২৬ সালে পর্যন্ত তিনি মহাসচিব হিসেবে থাকবেন।

10. নিচের যেটি আঞ্চলিক জোট নয়– [DU-7Clg: 2020-21]
A. সার্ক B. ওপেক
C. আসিয়ান D. আরব লীগ

**Ans B Analysis** OPEC- Organization of the Petroleum exporting Countries (OPEC) তেলের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সালে গঠিত হয়। ওপেকের সদস্য বর্তমানে ১৩টি দেশ। সদরদপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত।

11. ভৌগোলিক নির্দেশিত পণ্য স্বীকৃতি দেয়– [DU-7Clg: 2020-21]
A. ডাব্লিউআইপিও B. ইউএনইপি
C. ইউএনএইচসিআর D. আইএনডিপি

**Ans A Analysis** World Intellectual Property Organization (WIPO) ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড এবং বর্তমান সদস্য দেশ ১৯৩টি। WIPO বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে।

12. ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করে যে সংস্থা– [DU-7Clg: 2020-21]
A. বাপা B. বিএসটিআই
C. টিসিবি D. ক্যাব

**Ans D Analysis** ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, Consumers Association of Bangladesh (CAB) যা একটি বেসরকারি ও অলাভজনক সংস্থা। ক্যাব দেশের ভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও প্রচারের জন্য নিবেদিত। 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণক' আইন প্রণয়ন করা হয় ২০০৯ সালে।



CamScanner

13. সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে যে নামে পরিচিত– [DU-7Clg: 2020-21]
A. ন্যাম B. কপ ২৬
C. বিমসটেক D. আর্থসামিট
**Ans B Analysis** কপ-২৬ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) বা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর ২৬তম সম্মেলন। ২০২২ সালে ৬ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কপ-২৭ সম্মেলনটি মিশরের শারম আল শেখ নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ২০২৩ সালে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

14. যে সংস্থা কোভিড-১৯ অতিমারী ঘোষণা করেছে– [DU-7Clg: 2020-21]
A. এফএও B. ডাব্লিউএইচও
C. ইউনেস্কো D. এফডিএ
**Ans B Analysis** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১১ মার্চ ২০২০ কোভিড-১৯ কে অতিমারী (Pendamic) ঘোষণা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়।

15. ন্যাম-এর বর্তমান সদস্য-সংখ্যা- [DU-7Clg: 2019-20]
A. ১২০ B. ১২৫
C. ১১২ D. ১০২
**Ans A Analysis** NAM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Non-Aligned Movement. এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৯৬১ সালে পুরাতন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জন্ম হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের। এই সংঘঠনের কোনো সদর দপ্তর নেই।

16. 'নাসা' যে দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা– [DU-7Clg: 2019-20]
A. জাপান B. যুক্তরাষ্ট্র C. চীন D. রাশিয়া
**Ans B Analysis** NASA এর পূর্ণরূপঃ Natioal Aeronautics and Space Administration। এটি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। NASA এর সদরদপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

17. ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রার নাম হলো- [DU-7Clg: 2019-20]
A. ডলার B. পেসো C. ইউরো D. বাথ
**Ans C Analysis** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ২৭। কিন্তু ইউরো মুদ্রা ব্যবহারকারী দেশ সংখ্যা ২০টি।

18. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম- [DU-7Clg: 2018-19]
A. অ্যান্তোনিও গুতেরেস B. সুরেন্দ্র আগারওয়াল
C. লোপেজ ওবারর্দোর D. বান কি-মুন
**Ans A Analysis** জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। মহাসচিব জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে এবং জাতিসংঘের প্রধান মুখপাত্ররূপে দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব হিসেবে পর্তুগালের নাগরিক অ্যান্তোনিও গুতেরেস দ্বিতীয় মেয়াদে ১ জানুয়ারি ২০২২ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

19. সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যোগদান করে- [DU-7Clg: 2018-19]
A. ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর B. ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর
C. ১৯৭৩ সালের ০৩ সেপ্টেম্বর D. ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি
**Ans B Analysis** বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। যোগদানের এক সপ্তাহ পর ১৮৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ প্রদান করে।

20. বর্তমানে সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা- [DU-7Clg: 2018-19]
A. ৭টি B. ৬টি C. ৮টি D. ৯টি
**Ans C Analysis** দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কের সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান। সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত। এর বর্তমান মহাসচিব আমজাদ হোসেন সিয়াল।

21. বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান- [DU-7Clg: 2017-18]
A. ইউএনএইচসিআর B. ইউনিসেফ
C. ইউএনডিপি D. ইউনেস্কো
**Ans D Analysis** ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

22. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব– [DU-7Clg: 2017-18]
A. বান কি মুন B. কফি আনান
C. আন্তোনিও গুতেরেস D. দ্যাগ হামারশোল্ড
**Ans C Analysis** জাতিসংঘের নামকরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এফডি রুজভেল্ট। জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় ২৬ জুন ১৯৪৫ আর কার্যকর হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫। জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় ২৪ অক্টোবর। অফিসিয়াল ভাষা ৬টি। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রাইগভেলাই (নরওয়ে)।

23. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সদর দফতর- [DU-7Clg: 2017-18]
A. নিউইয়র্কে B. প্যারিসে
C. জেনেভায় D. লন্ডনে
**Ans C Analysis** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করাই এ সনদের লক্ষ্য। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর।

24. সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ৬ B. ৮
C. ৯ D. ৭
**Ans B Analysis** দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর গঠিত হয়। ২০০৭ সালে ১৪তম শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের ৮ম সদস্য করা হয়। সার্কের সদর দপ্তর কাঠমান্ডু, নেপাল।

25. আঞ্চলিক জোট নয়- [DU-7Clg: 2017-18]
A. সার্ক B. ওপেক C. আসিয়ান D. আরব লীগ
**Ans B Analysis** ১৯৬০ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত ওপেক (OPEC) একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ায়। বর্তমান সদস্য ১৩টি।

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. বর্তমান জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
A. ইথিওপিয়া B. বাংলাদেশ C. তুরস্ক D. জার্মানি **B**
Note: বর্তমানে নেপাল (প্রথম); বাংলাদেশ (তৃতীয়)।

02. SDGs এর পূর্ণরূপ কী?
A. Sustainable Development Goals
B. Sustainabl Development Groups
C. Social Development Goals
D. Sustainable Development Gains **A**

03. WTO (World Trade Organization) এর দপ্তর কোন শহরে অবস্থিত?
A. প্যারিস B. টোকিও C. জেনেভা D. নিউইয়র্ক **C**

04. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কোন মহাদেশের?
A. এশিয়া B. আফ্রিকা
C. ইউরোপ D. উত্তর আমেরিকা **C**

05. UNESCO কোন সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়?
A. ১৯৯৯ সালে B. ১৯৯৮ সালে
C. ১৯৯৭ সালে D. কোনোটই নয় **A**

06. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
A. আবদুল রহমান (কাতার) B. রশিদ আল জয়নী (বাহরাইন)
C. আবদুল্লা শহীদ (মালদ্বীপ) D. মোবারক আলী হাজরাফ (কুয়েত) **C**



CS CamScanner

07. কফি আনান কোন দেশের নাগরিক?
A. ঘানা  B. নাইজেরিয়া
C. নাইজার  D. কেনিয়া
(A)

08. নিচের কোন দেশটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়?
A. জার্মানী  B. চায়না
C. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  D. যুক্তরাজ্য
(A)

09. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন বছরের কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়?
A. আগস্ট  B. সেপ্টেম্বর
C. নভেম্বর  D. অক্টোবর
(B)

10. OIC -র সদর দপ্তর কোথায়?
A. ত্রিপোলি  B. কায়রো
C. দামেস্ক  D. জেদ্দা
(D)

11. ওআইসি (OIC) কত সালে গঠিত হয়?
A. ১৯৬৮  B. ১৯৬৯
C. ১৯৭০  D. ১৯৭১
(B)

12. নিম্নের কোন দেশটি জি-৭ এর সদস্য নয়?
A. কানাডা  B. ইতালি
C. জার্মানি  D. অস্ট্রেলিয়া
(D)

13. BIMSTEC কী ধরনের সংগঠন?
A. অর্থনৈতিক  B. রাজনৈতিক
C. বাণিজ্যিক  D. সামাজিক
(A)

14. আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তর কোথায়?
A. প্যারিস  B. বেইজিং  C. লন্ডন  D. সিউল
(D)

15. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল- এর সদর দফতর কোথায়?
A. ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)  B. বার্লিন (জার্মানি)
C. জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)  D. লন্ডন (যুক্তরাজ্য)
(B)

## PRIME TEST

01. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোন রাষ্ট্রের 'ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা নেই?
(A) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  (B) যুক্তরাজ্য  (C) চীন  (D) জাপান

02. বাংলাদেশ কোন বাণিজ্যক চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষর করার জন্য একমত হয়েছিল?
(A) FTA  (B) NAFTA  (C) TIFA  (D) SAFTA

03. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
(A) ১৯৮৬  (B) ১৯৭৪  (C) ২০০০  (D) ২০১৯

04. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে-
(A) ১৯৭১ সালে  (B) ১৯৭৩ সালে  (C) ১৯৭৪ সালে  (D) ১৯৭০ সালে

05. সার্কভুক্ত কোন দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই?
(A) মালদ্বীপ  (B) ভুটান  (C) পাকিস্তান  (D) কোনটিই নয়

06. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
(A) ১৫৩  (B) ১৩৬  (C) ১৫৭  (D) ১৩২

07. বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কোন আঞ্চলিক জোটের সদস্য নয়?
(A) কমনওয়েলথ  (B) সার্ক  (C) আসিয়ান  (D) বিমসটেক

08. 'বাংলাদেশ স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?
(A) ভারত  (B) লাইবেরিয়া  (C) ইংল্যান্ড  (D) কোনটিই নয়

09. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
(A) ILO  (B) OIC  (C) OPEC  (D) IMF

10. জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করে-
(A) ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫  (B) ২২ অক্টোবর ১৯৪৫
(C) ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫  (D) ২৩ অক্টোবর ১৯৪৫

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | D | 02. | C | 03. | A | 04. | C | 05. | D |
| 06. | B | 07 | C | 08. | B | 09. | C | 10. | A |

অধ্যায় ১৬

# আলোচিত চুক্তিসমূহ

সাধারণ জ্ঞান

## ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি

- ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৬৪৮ সালে।
- স্বাক্ষরের স্থান- ওয়েস্টফেলিয়া, জার্মানি।
- স্বাক্ষরিত মোট চুক্তি- ৩টি।
- চুক্তির ফলাফল- ৩০ বছরের যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ইউরোপে ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ১৬১৮ সাল থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য।

## গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- নয়াদিল্লি হায়দ্রাবাদ হাউসের মুঘল ডাইনিং হলে।
- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।
- চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া।
- চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করে- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য- পানির ন্যায্য হিস্যা বণ্টন।
- চুক্তিটি করা হয়- ৩০ বছরের জন্য (মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে)।

## বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রি চুক্তি

- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে।
- মৈত্রি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ, ১৯৯৭ সালে।
- চুক্তিটির মেয়াদ ছিল- ২৫ বছর।
- চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করে- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
- চুক্তির লক্ষ্য ছিল- পঁচিশ বছর মেয়াদি মৈত্রি শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।

## ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালে।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যে দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়- মিশর ও ইসরায়েল।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্দেশ্য- মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডে।
- ক্যাম্প ডেভিড অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে।
- ক্যাম্প ডেভিড- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অবকাশ যাপন কেন্দ্র।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফলাফল- সাময়িকভাবে মিশরকে আরব লীগ ও ওআইসি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

## আটলান্টিক সনদ

- আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪১।
- আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট।
- ইংল্যান্ডের পক্ষে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে- উইনস্টন চার্চিল।
- চুক্তিটির মূল লক্ষ্য হলো- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষপটে বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য কাজ করা।
- আটলান্টিক চুক্তির সনদ স্বাক্ষর হয়- আটলান্টিক মহাসাগরে।
- আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ব্রিটিশ জাহাজ প্রিন্সেস অব ওয়েলসে।



CamScanner

## প্রথম ভার্সাই চুক্তি

- প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৭৮০ সালে।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ব্রিটেন ও আমেরিকা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- প্রথম ভার্সাই চুক্তির ফলাফল- আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন।

## দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি

- দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- প্রথম ভার্সাই চুক্তির ফলাফল- জার্মানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

## ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি

- ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৩ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে।
- ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে।
- চুক্তিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ইয়াসির আরাফাত।
- ইসরাইলের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
- এ চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে- সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- চুক্তির মূল লক্ষ্য- পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূমি হতে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করা।

## পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি

- পিএলও-ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষর করে- ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন।
- চুক্তিটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ইয়াসির আরাফাত।
- ইসরাইলের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- আইজ্যাক রবিন।
- চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন- মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক।
- এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল- গাজা ভূখণ্ড এবং পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে বিগত ২৭ বছরের ইসরায়েলি দখলের অবসান ঘটানো।

## প্যারিস শান্তি চুক্তি

- প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ভিয়েতনাম ও আমেরিকা।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- প্যারিস শান্তি চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান।
- প্যারিস চুক্তির ফলাফল- ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান।

## জেনেভা চুক্তি

- জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২০ জুলাই ১৯৫৪ সালে।
- জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম।
- জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষর হয়- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভিয়েতনামকে দুটি অংশে বিভক্ত।
- চুক্তির ফলাফল- উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুটি রাষ্ট্রের জন্ম।

## আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তি

- আয়ারল্যান্ডের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৯৮।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- বেলফাস্ট, আয়ারল্যান্ড।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলো- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও আইরিশ প্রধানমন্ত্রী এহেরন।
- চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী হলো- মার্কিন সিনেটর জর্জ মিশেল।
- আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তির লক্ষ্য- জাতিগত দাঙ্গা নিরসনের জন্য।
- শান্তি চুক্তিটি অবসান করে- ৩০ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের।
- আইরিশ প্রজাতন্ত্র চুক্তির অনুকূলে ভোট দেয়- ৯০%।
- ১৯৯৮ সালে আয়ারল্যান্ড শান্তি চুক্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান- ২ জন (হিউম ও ডেভিড ট্রিম্বল)।

## জেনেভা কনভেনশন

- জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়- ১২ আগস্ট ১৯৪৯।
- জেনেভা কনভেনশনের উদ্দেশ্য- যুদ্ধাহত এবং যুদ্ধবন্দিদের ন্যায়বিচারের জন্য আচরণবিধি তৈরি করা।
- জেনেভা কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী দেশ- ৫৮টি।
- জেনেভা কনভেনশনে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৪টি।
- জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষর হয়- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

## আফগান শান্তি চুক্তি

- আফগান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৭ মার্চ ১৯৯৩ সাল।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- আফগানিস্তানের ৬টি মুজাহিদ দল।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১২ বছরের আত্মঘাতী সংঘর্ষের অবসান ঘটানো।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- পাকিস্তানের ইসলামাবাদে।
- আফগান শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি- তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ।
- আফগান শান্তি চুক্তির ফলাফল- বোরহান উদ্দিন রাব্বানী ক্ষমতাসীন হন।

## মানবাধিকার চুক্তি

- মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
- মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- জাতিসংঘ।
- মানবাধিকার চুক্তির লক্ষ ও উদ্দেশ্য- মানবজাতির প্রত্যেক মানুষের সহজাত মর্যাদা এবং সমতা ও সমান অধিকার রক্ষা করা।
- চুক্তি জাতিসংঘের যে পরিষদে গৃহীত হয়- সাধারণ পরিষদে।
- মানবাধিকার চুক্তিটি প্রস্তুত করে- নোবেল বিজয়ী ওরেন ক্যাসিন।

## ডেটন চুক্তি

- ডেটন চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৯৫ সালে।
- ডেটন চুক্তির পক্ষসমূহ- বসনিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া।
- ডেটন চুক্তির ফলাফল- বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধ নিরসন হয়।
- ডেটন চুক্তির উদ্যোক্তা- মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- ডেটন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটিতে।

## হাভানা সনদ

- হাভানা সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৫৭ সালে।
- হাভানা সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- বিশ্ব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- হাভানা সনদে স্বাক্ষর করে- ৫৪টি দেশ।
- হাভানা সনদ স্বাক্ষর হয়- কিউবার রাজধানী হাভানায়।

## শিমলা চুক্তি

- সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩ জুলাই ১৯৭২।
- সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।
- সিমলা চুক্তিতে পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- সিমলা চুক্তির স্বাক্ষর হয়- ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলাতে।
- এ চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।
- সিমলা চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ভারত-পাকিস্তানের মাঝে শান্তি স্থাপন।



CamScanner

## তাসখন্দ চুক্তি

- তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬।
- তাসখন্দ চুক্তি যে দেশের মধ্যে স্বাক্ষর হয়- ভারত ও পাকিস্তান।
- তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপন।
- এ চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- তাসখন্দ চুক্তির ফলাফল- দুদেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

## নামিবিয়া চুক্তি

- নামিবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৮ সালে।
- নামিবিয়া চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ব্রাজাভিল, কঙ্গো।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- নামিবিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করা।
- নামিবিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- এঙ্গোলা, কিউবা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।
- চুক্তির ফলাফল- নামিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়।

## অস্ত্র হ্রাস চুক্তি

- অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৯৮০ সালে।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তির উদ্দেশ্য- পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার রোধ সীমিতকরণ।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৫ মার্চ, ১৯৭০ সালে।
- অস্ত্র হ্রাস চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় যে কয়টি জাতির সাথে- ১৩৮টি।

## ম্যাসট্রিচট চুক্তি

- ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- ইউরোপীয় অর্থবাজারকে সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত করা এবং একক মুদ্রা ইউরো চালু করা।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- ১২টি (ইউরোপীয়)।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তি কবে অনুমোদিত হয়- ২১ মে ১৯৯৩ সালে।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলাফল- অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হয়।
- অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৯৯।
- ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিষ্ট শহরে।

## রুশ-জার্মান চুক্তি

- রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৭ আগস্ট ১৯৭০ সাল।
- যে যে দেশ রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করে- রাশিয়া ও জার্মানি।
- রুশ-জার্মান চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- রাশিয়া ও জার্মানি পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

## যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি

- যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২৪ জুন ১৯৯৪ সালে।
- যৌথ মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।
- এ চুক্তির উদ্দেশ্য- যৌথভাবে মহাশূন্য স্টেশন স্থাপন করা।

## জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তি

- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সালে।
- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশসমূহ- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অন্যান্য।
- জীবাণুঘটিত অস্ত্র চুক্তির লক্ষ ও উদ্দেশ্য- ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনঘটিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।

## পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তি

- পরমাণু অস্ত্র বিরোপ চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৫ মার্চ ১৯৯৬ সালে।
- পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তির লক্ষ্য- দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত রাখা।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশসমূহ- ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন।

## NPT চুক্তি

- NPT হলো- পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি (Neuclear Non-proliberation Treaty)।
- NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৬৮ সালে।
- NPT চুক্তি কার্যকর হয়- ১৯৭০ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশ- ১৭০টি।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- পারমাণবিক অস্ত্রের সীমিতকরণ।

## CTBT চুক্তি

- CTBT এর পূর্ণরূপ- Cmprehensive Nuclear Test Ban Treaty বা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে।
- সিটিবিটি চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- নতুন করে আর কেউ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না এবং আগেরগুলো ধ্বংস করে সীমিত করা।
- CTBT চুক্তিটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে- অস্ট্রেলিয়া (৫১তম সাধারণ অধিবেশনে)।
- অস্ট্রেলিয়া চুক্তিটি উত্থাপন করে- ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- এখন পর্যন্ত CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ১৮৫টি দেশ।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সর্বশেষ দেশ- কিউবা (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।
- CTBT চুক্তির বিপক্ষে ভোট দেয়- ভারত, লিবিয়া ও ভুটান।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি- চীন, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬।
- CTBT চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ১২৯তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে অনুমোদন করে- ৭ মার্চ ২০০০ সালে।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ- ২৮তম।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী দেশ- ১৭৮টি।
- CTBT চুক্তিতে অনুমোদনকারী সর্বশেষ দেশ- শ্রীলংকা।
- CTBT চুক্তিটি কার্যকর করতে হলে অনুমোদন প্রয়োজন- ১৫৭টি দেশের।

## SALT-1 চুক্তি

- SALT-1 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৭ মে ১৯৭২ সালে।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- অ্যান্টি ব্যালাস্টিক সিস্টেম সীমিতকরণ।
- SALT-1 চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

## স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- চুক্তির উদ্দেশ্য- বিভিন্ন দেশে পুঁতিয়ে রাখা মাইনগুলো ধ্বংস করে ফেলা।
- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- কানাডার অটোয়া।
- এখন পর্যন্ত স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে- ১৭০টি দেশ।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি- যুক্তরাষ্ট্র।
- স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির অপর নাম- অটোয়া চুক্তি।

## যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি

- যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- এ চুক্তির উদ্দেশ্য হলো- কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তেজনা হ্রাস করা।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া।

## ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি

- ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে।
- ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তির উদ্দেশ্য- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দু'দেশের মধ্যে মৈত্রি, শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- চুক্তি দুটির ফলাফল- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতকে সহযোগিতা দান।
- ভারত-সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- রাশিয়ার মস্কোতে।



CamScanner

## ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস চুক্তি

- ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে।
- ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসে চুক্তির উদ্দেশ্য- ইউক্রেনের মাটিতে মোতায়েন সকল পামাণবিক অস্ত্র রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর।
- এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশসমূহ- ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

## স্টার্ট-২ চুক্তি

- স্টার্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে।
- এই চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাসকরণ।
- স্টার্ট-২ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- স্টার্ট-২ চুক্তিটির স্বাক্ষর হয়- রাশিয়ার মস্কোতে।
- চুক্তিটির ফলাফল- রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র স্ব-স্ব পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করতে একমত হয়।

## SALT-2 চুক্তি

- SALT-2 চুক্তি কার্যকর হয়- ১৮ জুন, ১৯৭৯ সালে।
- SALT-2 চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০ এর মধ্যে সীমিত রাখা।
- SALT-2 চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

## হটলাইন চুক্তি

- হটলাইন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়- ২০ জুন, ১৯৬৩ সালে।
- হটলাইন এগ্রিমেন্ট চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশের সরকারের মাঝে সরাসরি রেডিও এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- হটলাইন এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষরকারী দেশ- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

## জর্ডান-পিএলও অর্থনৈতিক চুক্তি

- জর্ডান-পিএলও অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ৮ জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে।
- জর্ডান-পিএলও চুক্তির উদ্দেশ্য- অধিকৃত তীরে পুনরায় ব্যাংক চালু করা।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- জর্ডান ও ফিলিস্তিন।

## চীন-জাপান পারমাণবিক নিরাপত্তা চুক্তি

- চীন-জাপান পারমাণবিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৬ মে ১৯৯৪ সালে।
- এ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চীন ও জাপান এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করা।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- চীন ও জাপান।

## কপিরাইট চুক্তি

- কপিরাইট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১১ মার্চ ১৯৯৫ সালে।
- কপিরাইট চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশের নাম- চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

## মহাশূন্য চুক্তি

- মহাশূন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে।
- মহাশূন্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ১০০টি দেশ।
- মহাশূন্য চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্রবহন ও পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ।

## বেইজিং-সিউল চুক্তি

- বেইজিং-সিউল চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- বেইজিং-সিউল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ৩১ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া।

## জীববৈচিত্র্য কনভেনশন চুক্তি

- জীববৈচিত্র্য কনভেনশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ জুন ১৯৯২ সালে।
- চুক্তিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- বিশ্বের সমস্ত জীববৈচিত্র্যের যথাযোগ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- জীববৈচিত্র্য কনভেনশন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ১৭৮টি।
- চুক্তিটিতে স্বাক্ষর হয়- ব্রাজিলের রিওডি জেনোরিতে।

## এন্টার্টিকা চুক্তি

- এন্টার্টিকা চুক্তির পক্ষ দুটি- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স।
- এন্টার্টিকা চুক্তির উদ্দেশ্য- এন্টার্টিকা মহাদেশকে দু'পক্ষ মিলে শাসন করা।

## জর্ডান-ইসরাইল শান্তি চুক্তি

- জর্ডান-ইসরায়েল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- জর্ডান ও ইসরায়েল।

## বসনিয়া-ক্রোট ফেডারেশন চুক্তি

- বসনিয়া ক্রোট ফেডারেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৮ মার্চ, ১৯৯৪ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ- প্রেসিডেন্ট আলিজ ইজেত বেগেভিচ (বসনিয়া) এবং ফ্রানজো তুজম্যান (ক্রোয়েশিয়া)।
- চুক্তির লক্ষ্য- বসনিয়া ও ক্রোট ফেডারশনকে বাস্তব ভিত্তি প্রদান করা।

## বাংলাদেশ-ফ্রান্স চুক্তি

- বাংলাদেশ-ফ্রান্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩ আগস্ট, ২০০৩ সালে।
- বাংলাদেশ- ফ্রান্স চুক্তির উদ্দেশ্য- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তারা ফ্রান্সের সামরিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।
- এ চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়- বাংলাদেশের ঢাকাতে।
- এ চুক্তিটির নাম- সামরিক সহযোগিতা চুক্তি।
- চুক্তিটিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- প্রতিরক্ষা সচিব এহসানুল হক।
- ফ্রান্সের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিশেল ল্যুমো।

## বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র খসড়া চুক্তি

- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র খসড়া চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২৫ জুলাই ২০০৩ সালে।
- এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- চুক্তিটিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শোয়েব আহমেদ।
- যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- ইউএন ট্রেজারি বিভাগের ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স কাউন্সেল মিজবারবারা এম এ্যাঙ্গাসা।
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র খসড়া চুক্তির অপর নাম- দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি।

## লাইবেরিয়া শান্তি চুক্তি

- লাইবেরিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৮ আগস্ট, ২০০৩ সালে।
- এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- আক্রা, ঘানা।
- চুক্তির পক্ষ- লাইবেরিয়া সরকার ও বিদ্রোহী গ্রুপ লাইবেরিয়ানস ইউনাইটেড ফর রিকনসিলিয়েশন ডেমোক্রেসি।
- চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী- জাতিসংঘ, ইইউ ও আফ্রিকান ইউনিয়ন।

## লিবিয়ার ক্ষতিপূরণ চুক্তি

- লিবিয়ার ক্ষতিপূরণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৩ আগস্ট ২০০৩ সালে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- লন্ডন, ইংল্যান্ডে।
- চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন- লিবিয়া সরকার এবং ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলমেন্ট (বিআইএস)।
- চুক্তিটির ফলাফল- এই চুক্তির মাধ্যমে লিবিয়া সরকার বিআইএস ব্যাংকের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর লকারবি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ২৭০ জনকে ২৭০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে এবং এই সাথে লিবিয়া লকারবি বিমান হামলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।



CamScanner

## কিয়োটা চুক্তি

- কিয়োটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে।
- কিয়োটা চুক্তি কার্যকর হয়- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে।
- কিয়োটা চুক্তি উদ্দেশ্য- বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বিশ্ব উষ্ণতা রোধ করা।
- কিয়োটা চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়- জাপানোর কিয়োটাতে।
- কিয়োটা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ১৭৪টি।
- কিয়োটা চুক্তি প্রত্যাহার করে- যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি কিয়োটো চুক্তি অনুমোদন করে- রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া।
- কিয়োটা চুক্তির অপরনাম- বিশ্ব উষ্ণতা রোধ চুক্তি।
- বাংলাদেশ কিয়োটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ২২ অক্টোবর ২০০১ সালে।
- কিয়োটা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ২০২০ সালে।

## বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি

- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৬ মে ১৯৭৪ সালে।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ভারতের রাজধানী দিল্লিতে।
- বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করে- ইন্দিরা গান্ধী।
- চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- বাংলাদেশ ভারতকে বেড়ুবাড়ী হস্তান্তর করবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে তিনবিঘা করিডোর।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

- স্বাক্ষরিত হয়- ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে।
- স্বাক্ষর করেন- সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগণের পক্ষে শন্তু লারমা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়- ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

## বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া TIFA চুক্তি

- TIFA'র পূর্ণরূপ- Trade and Investment Framework Arrangement.
- চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনসী ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ড্যান টিহান।

## ভুটান-বাংলাদেশ PTA চুক্তি

- PTA এর পূর্ণরূপ- Preferential Trade Agreement.
- চুক্তির ধরন- শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা চুক্তি (১ম শুল্ক চুক্তি)।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৬ ডিসেম্বর ২০২০।

## ভারত-বাংলাদেশের CEPA চুক্তি

- CEPA- Comprehensive Economic Partnership Agreement.
- চুক্তির ধরন- সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে।

## ভুটান-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি

- চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়- ২২ মার্চ ২০২৩।
- বাংলাদেশের প্রথম ট্রানজিট চুক্তি- ভুটান বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- থিম্পু, ভুটান।
- চুক্তির শিরোনাম- Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit and Protocol between Bangladesh and Bhutan.
- চুক্তির লক্ষ্য- পরস্পরের ভূমি ব্যবহার করে বাণিজ্য জোরদার করা।

## চীন-ইরান চুক্তি

- চীন-ইরান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৭ মার্চ ২০২১ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- তেহরান, ইরান।
- চুক্তির মেয়াদ- ২৫ বছর।
- চুক্তির উদ্দেশ্য- চীন ইরানে বিনিয়োগ বাড়াবে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পে। চীনের পাশাপাশি ইরান ভূমিকা রাখবে দুই দেশের বেসরকারি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

## আলজিয়ার্স চুক্তি

- আলজিয়ার্স চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১৯৭৫ সালে।
- চুক্তিটিতে স্বাক্ষরকারী দেশ- ইরাক ও ইরান।
- চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- শাত-ইল-আরবকে কেন্দ্র করে।

## ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তি

- ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগর ব্যবহার করে সারা বিশ্বে শস্য রপ্তানি করে। কিন্তু গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে রাশিয়ার-ইউক্রেন মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ইউক্রেনের অনেক শস্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সারাবিশ্বে ইউক্রেন থেকে যাওয়া গম রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২২ জুলাই, ২০২২।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- চুক্তির নাম- ব্ল্যাক সি গেইন ইনিশিয়েটিভ (Black Sea Grain Initative)।
- শস্য চুক্তির মধ্যস্থতা করে- তুরস্ক ও জাতিসংঘ।
- চুক্তি অনুসারে ফসল রপ্তানি শুরু হয়-১ আগস্ট, ২০২২।
- প্রথম চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ, ২০২৩।
- শস্য চুক্তির মেয়াদ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়-১৭ জুলাই, ২০২৩।
- ইউক্রেনের যে বন্দর দিয়ে শস্য রপ্তানি করে- ওডেসা।

## শেনজেন চুক্তি

- শেনজেন চুক্তি- ইউরোপের দেশগুলোতে জল, স্থল ও আকাশপথে এক ভিসায় কিংবা ভিসা ব্যতিত পরিচয়পত্র দিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করার একটি চুক্তি।
- শেনজেন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৫ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- লুক্সেমবার্গের শেনজেন শহরে।
- ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়- ১৯৯৫ সালে।

## মন্ট্রিল প্রটোকল

- মন্ট্রিল প্রটোকল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৮৭ সালে।
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ১৯৮৯ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- মন্ট্রিল, কানাডা।
- উদ্দেশ্য- ওজনস্তর ক্ষয়কারী বস্তু সামগ্রিক উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করা।
- বাংলাদেশ চুক্তিটিকে সমর্থন করে- ২ আগস্ট ১৯৯০ সালে।
- প্রটোকলটি মোট সংশোধন হয়- ৫ বার।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন- কিগালি সংশোধনী ২০১৬।

## বেলফাস্ট চুক্তি

- বেলফাস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৯৮।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- বেলফাস্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।
- বেলফাস্ট চুক্তির অপর নাম- গুড ফ্রাইডে চুক্তি।
- স্বাক্ষর করে- ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড।
- চুক্তির ফলাফল- উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি স্থাপিত হয়।

## উই রিভার চুক্তি

- উই রিভার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৮ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- উই রিভার, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।
- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল

## কার্টাগেনা প্রটোকল চুক্তি

- কার্টাগেনা প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২০০০ সালে
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ২০০৩ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- মন্ট্রিল কুইবেক, কানাডা।
- কার্টাগেনা প্রটোকল হলো- জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি।

## নাগোয়া প্রটোকল চুক্তি

- নাগোয়া প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২০১০ সালে।
- চুক্তিটি কার্যকর হয়- ২০১৪ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান- নাগোয়া, জাপান।
- চুক্তিটির উদ্দেশ্য- বন্য প্রাণী সংরক্ষণ প্রটোকল।



CamScanner

অধ্যায় ১৭

# বিশ্বের ভূ-প্রকৃতি ও অঞ্চল পরিচিতি

সাধারণ জ্ঞান

■ **বিশ্বের কতিপয় অঞ্চল পরিচিতি:**

| | |
|---|---|
| এশিয়ান হাইওয়ে | ESCAP এর ৩২টি দেশকে যুক্ত করতে একটি যোগাযোগ পরিকল্পনা হলো এশিয়ান হাইওয়ে। এ যোগাযোগ পথটি হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে তুর্কেমেনিস্তান পর্যন্ত। |
| সেভেন সিস্টারস | ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। রাজ্যগুলো হলো- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর।<br>**Short Tec:** আমেনাআমিত্রি।<br>আ- আসাম, মি- মিজোরাম, ত্রি-ত্রিপুরা, মে- মেঘালয়, অ- অরুণাচল, না- নাগাল্যান্ড, ম-মনিপুর। |
| 3 Tigers | জাপান, জার্মানি ও ইতালি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তির ৩টি দেশকে একত্রে 3 Tigers বলা হয়। |
| Asian Tiger বা 4 Tigers | এশিয়ার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ ৪টি দেশকে (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকং) বলা হয় 4 Tigers।<br>**Short Tec:** সিতা দহ<br>সি- সিঙ্গাপুর, তা- তাইওয়ান, দ- দক্ষিণ কোরিয়া, হ- হংকং। |
| সুপার সেভেন | মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগার (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকং)।<br>**Short Tec:** থামাই সিতা দহ<br>থা- থাইল্যান্ড, মা- মালয়েশিয়া, ই- ইন্দোনেশিয়া<br>সি- সিঙ্গাপুর, তা- তাইওয়ান, দ- দক্ষিণ কোরিয়া, হ- হংকং |
| ইস্ট এশিয়ান মিরাকল | জাপান + সুপার সেভেন ৭টি দেশ। |
| গালফ টাগার, আরব গালফ টাইগার | দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)। |
| গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল | মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।<br>অবস্থানগত আকৃতিতে এই ৩টি দেশ ত্রিভুজের মত হওয়ায় একত্রে এদেরকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলা হয়। |
| গোল্ডেন ক্রিসেন্ট | আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল। এই ৩টি দেশ একত্রে ক্রিসেন্ট বা অর্ধচন্দ্রের ন্যায় হওয়ায় এদেরকে একসাথে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট বলা হয়। |
| গোল্ডেন ওয়েজ | বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত রুট। |
| গোল্ডেন ভিলেজ | বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য 'গোল্ডেন ভিলেজ' বলা হয়। |
| বলকান রাষ্ট্রসমূহ | তুর্কি শব্দ 'বলকান'-এর অর্থ পার্বত্যঞ্চল। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলকান হলো উপদ্বীপ।<br>এ অঞ্চলের দেশগুলো হলো: ১। বুলগেরিয়া, ২। রুমানিয়া, ৩। আলবেনিয়া, ৪। গ্রিস, ৫। সার্বিয়া, ৬। হাঙ্গেরি, ৭। মেসিডোনিয়া, ৮। স্লোভেনিয়া, ৯। ক্রোয়েশিয়া, ১০। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ১১। মন্টিনিগ্রো ও ১২। কসোভো। |
| বাল্টিক রাষ্ট্র | বাল্টিক সাগরের পাশে অবস্থিত এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া এই ৩টি রাষ্ট্রকে একত্রে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়।<br>মনে রাখার কৌশল: ALL |
| আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ | আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্র ৭টি। ১. সৌদি আরব ২. বাহরাইন ৩. কুয়েত ৪. কাতার ৫. ওমান ৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ৭. ইয়েমেন। আরব উপদ্বীপের সবগুলো রাষ্ট্র ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। |
| স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ | ১। আইসল্যান্ড ২। সুইডেন ৩। নরওয়ে ৪। ডেনমার্ক ও ৫। ফিনল্যান্ড। (সংক্ষেপে-আসুডেফিন)<br>নোট: অক্সফোর্ড ডিকশোনারি অনুসারে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র তিনটি। তবে এই পাঁচটি রাষ্ট্রকেই নর্ডিক রাষ্ট্র বলা হয়। |
| ল্যাটিন আমেরিকা | আমেরিকা মহাদেশের রোমান ভাষাভাষী অধ্যুষিত অংশকে ল্যাটিন আমেরিকা বলে। ল্যাটিন ভাষা হতে উদ্ভূত ভাষা স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং ফ্রেঞ্চ। ল্যাটিন আমেরিকায় ২০টি দেশ রয়েছে। |
| ইন্দোচীন | কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং লাওস এই তিনটি দেশকে ইন্দোচীন বলে। |
| ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র | ইতালি ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভিতরে অন্য স্বাধীন দেশ থাকায় এই ২টি দেশকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলা হয় ইতালির মধ্যে রয়েছে ভ্যাটিকান সিটি এবং দ. আফ্রিকার মধ্যে রয়েছে লেসোথো। |
| উখিয়া পয়েন্ট | বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ইয়াবা পয়েন্ট নামে পরিচিত। |
| বাফার অঞ্চল | সংঘাতময় দুটি বড় এলাকার মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা হলো বাফার অঞ্চল। |
| No Fly Zone | No Fly Zone ঘোষণার অর্থ হলো নির্দিষ্ট আকাশ সীমার কোন অঞ্চলে কোনো উড়োজাহাজ উড়তে পারবে না। সম্ভাব্য আক্রমণ বা নজরদাড়ি এড়াতে সামরিক বাহিনী এ ঘোষণা করে থাকে। |
| ফ্রিডম রোড | জাপান ও ভারতের যৌথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। |
| রিং রোড/লিংক রোড | বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা। মাদকের জন্য আলোচিত। এটি একটি যোগাযোগ প্রকল্পও। |
| হৃদভূমি (Heartland) | পূর্ব ইউরোপের ভূ-বেষ্টিত এলাকা। এর প্রবক্তা ; ম্যাকাইভার। তিনি বলেন-<br>• যে পূর্ব ইউরোপ শাসন করে সে হৃদভূমি শাসন করে।<br>• যে হৃদভূমি শাসন করে, সে বিশ্বদ্বীপ শাসন করে।<br>• যে বিশ্বদ্বীপ শাসন করে, সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। |
| চন্দ্রবলয় (Rimland) | ইউরোপের সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। এর প্রবক্তা- স্পাইকম্যান (আমেরিকা)। |
| SAGQ | South Asian Growth Quadrangle বা দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের BBIN পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ঘোষিত হয়। |
| নাথুলা পাস | ভারতের সিকিম থেকে চীনের তিব্বতে যাওয়ার পাহাড়ী পথ। প্রায় ৫ কিমি. ০০৬৭ |
| শিলিগুড়ি করিডোর (Chicken's Neck) | ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ রক্ষাকারী একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড যার আকৃতি মুরগির ঘাড়ের মতো বলে একে চিকেন'স নেক বলে। |

■ **একনজরে উল্লেখযোগ্য প্রণালিসমূহ:**

| নাম | পৃথক করেছে | সংযুক্ত করেছে |
|---|---|---|
| পক প্রণালি | ভারত-শ্রীলংকা | বঙ্গোপসাগর-আরব সাগর |
| বেরিং প্রণালি | এশিয়া (রাশিয়া)-উত্তর আমেরিকা (আলাস্কা) | উত্তর সাগর- বেরিং সাগর |
| তাতার প্রণালি | রাশিয়া-শাখালিন | ওখটস্ক সাগর-জাপান সাগর |
| ফরমোজা প্রণালি | চীন-তাইওয়ান | পূর্ব চীন সাগর-টংকিং সাগর |
| মালাক্কা প্রণালি | সুমাত্রা (ইন্দোনেশিয়া)-মালয়েশিয়া | ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর |



CamScanner

| নাম | পৃথক করেছে | সংযুক্ত করেছে |
|---|---|---|
| সুন্দা প্রণালি | সুমাত্রা-জাভা | ভারত মহাসাগর -জাভা সাগর |
| বাব-এল-মানদেব | এশিয়া-আফ্রিকা | এডেন সাগর-লোহিত সাগর |
| হরমুজ প্রণালি | ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত | পারস্য উপসাগর-ওমান উপসাগর |
| বসফরাস প্রণালি | এশিয়া-ইউরোপ | মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর |
| দার্দানেলিস প্রণালি | এশিয়া-ইউরোপ | এজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর |
| জিব্রাল্টার প্রণালি | আফ্রিকা-ইউরোপ | উত্তর আটলান্টিক-ভূমধ্যসাগর |
| ফ্লোরিডা প্রণালি | ফ্লোরিডা-কিউবা | মেক্সিকো উপসাগর-আটলান্টিক মহাসাগর |
| ডোভার প্রণালি | ফ্রান্স-ব্রিটেন | ইংলিশ চ্যানেল-উত্তর সাগর |
| ইংলিশ চ্যানেল | ব্রিটেন-ফ্রান্স | আটলান্টিক মহাসাগর-উত্তর সাগর |

## চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রণালিসমূহ

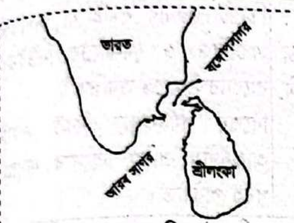

পক প্রণালি

- পৃথক করেছে- ভারত-শ্রীলংকাকে
- সংযুক্ত করেছে- বঙ্গোপসাগর-আরব সাগর

বেরিং প্রণালি

- পৃথক করেছে- এশিয়া-উত্তর আমেরিকা
- সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর- বেরিং সাগর

তাতার প্রণালি

- পৃথক করেছে- রাশিয়া-শাখালিন
- সংযুক্ত করেছে- ওখটস্ক সাগর-জাপান সাগর

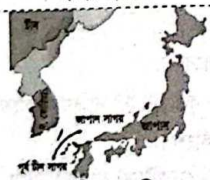

কোরিয়া প্রণালি

- পৃথক করেছে- কোরিয়া-জাপান
- সংযুক্ত করেছে- পূর্ব চীন সাগর-জাপান সাগর

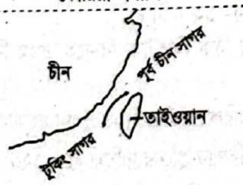

ফরমোজা প্রণালি

- পৃথক করেছে- চীন-তাইওয়ান
- সংযুক্ত করেছে- পূর্ব চীন সাগর-টংকিং সাগর

মালাক্কা প্রণালি

- মালাক্কা পৃথক করেছে- সুমাত্রা-মালয়েশিয়া
- মালাক্কা সংযুক্ত করেছে- ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর
- সুন্দা পৃথক করেছে- সুমাত্রা-জাভা
- সুন্দা সংযুক্ত করেছে- ভারত মহাসাগর-জাভা সাগর

হরমুজ ও বাব-এল-মানদেব প্রণালি

- হরমুজ পৃথক করেছে- ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত
- হরমুজ সংযুক্ত করেছে- পারস্য উপসাগর-ওমান সাগর
- বাব-এল-মানদেব পৃথক করেছে- জিবুতি-ইয়েমেন
- বাব-এল-মানদেব সংযুক্ত করেছে- এডেন সাগর-লোহিত সাগর

সুয়েজ খাল

- সংযুক্ত করেছে- লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে।
- পৃথক করেছে- এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে।

বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালি

- বসফরাস প্রণালি পৃথক করেছে : তুরস্ক-ইস্তাম্বুল (এশিয়া-ইউরোপ)
- বসফরাস প্রণালি সংযুক্ত করেছে : মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর
- দার্দানেলিস প্রণালি পৃথক করেছে : তুরস্ক-ইস্তাম্বুল (এশিয়া-ইউরোপ)
- দার্দানেলিস প্রণালি সংযুক্ত করেছে : এজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর

কার্চ প্রণালি

- সংযুক্ত: কৃষ্ণ সাগর ও আজব সাগর
- বিভক্ত: কার্চ উপদ্বীপ (ক্রিমিয়া) ও তামান উপদ্বীপ (রাশিয়া)

জিব্রাল্টার প্রণালি

- পৃথক করেছে : মরক্কো-স্পেন (আফ্রিকা-ইউরোপ)
- সংযুক্ত করেছে : আটলান্টিক মহাসাগর- ভূ-মধ্যসাগর

ফ্লোরিডা প্রণালি

- পৃথক করেছে : ফ্লোরিডা-কিউবা
- সংযুক্ত করেছে : আটলান্টিক মহাসাগর- মেক্সিকো উপসাগর

ডোভার প্রণালি ও ইংলিশ চ্যানেল

- ডোভার প্রণালি পৃথক করেছে- যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স
- ডোভার প্রণালি সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর-ইংলিশ চ্যানেল
- ইংলিশ চ্যানেল পৃথক করেছে- যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স
- ইংলিশ চ্যানেল সংযুক্ত করেছে- উত্তর সাগর-আটলান্টিক মহাসাগর



CamScanner

■ **বিখ্যাত দ্বীপ, হ্রদ ও জলপ্রপাত:**

- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপের নাম- গ্রিনল্যান্ড।
- গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ অবস্থিত- আর্কটিক-আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে।
- গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিক- ডেনমার্ক।
- হনসু দ্বীপ অবস্থিত- জাপান সাগরে।
- আগুনের দ্বীপ নামে খ্যাত- আইসল্যান্ড
- মিন্দানাউ দ্বীপটি অবস্থিত- ফিলিপাইন।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র- অস্ট্রেলিয়া।
- হোক্কাইডো দ্বীপটি অবস্থিত- জাপানে।
- 'দিয়াগো' গার্সিয়া' দ্বীপ অবস্থিত- ভারত মহাসাগরে।
- শ্রীলংকার মুসলমান অধ্যুষিত একটি দ্বীপ- মান্নার দ্বীপ।
- ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ- সুমাত্রা, জাভা (মালিকানা ইন্দোনেশিয়া)।
- ল্যানকাং দ্বীপ অবস্থিত- জাভা সাগরে।

জনসংখ্যা ও আয়তনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপরাষ্ট্র নাউরু।

■ **আলোচিত কিছু উপদ্বীপ:** জলাভূমিবেষ্টিত একটি ভূখণ্ড যা একটি সরু-ভূখণ্ড বা যোজকের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে উপদ্বীপ বলে।

| | |
|---|---|
| সিনাই উপদ্বীপ | এটি মিশরের একটি উপদ্বীপ। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় ও ১৯৬৭ সালে ৩য় আরব-ইসরায়েলের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় ইসরায়েল মিশরের এই উপদ্বীপটি দখল করে নেয়। পরবর্তী ১৯৭৩ সালে চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মিশর উপদ্বীপটি পুনরুদ্ধার করে। |
| কোরিয় উপদ্বীপ | এটি জাপান সাগর ও পীত সাগর বেষ্টিত একটি উপদ্বীপ। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। |
| ইতালিয়ান উপদ্বীপ | ভূমধ্যসাগরের একটি উপদ্বীপ। ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি ও সানম্যারিনো এই উপদ্বীপে অবস্থিত। |

■ **মালিকানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে এমন কয়েকটি দ্বীপ ও অঞ্চল:**

| দ্বীপ/অঞ্চল | অবস্থান | দাবিদার পক্ষাদ্বয় | দখলে |
|---|---|---|---|
| আবু মুসা দ্বীপ | পারস্য উপসাগর | সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান | ইরানের |
| কুরিল দ্বীপপুঞ্জ | প্রশান্ত মহাসাগর | রাশিয়া ও জাপান | রাশিয়ার |
| শাখলিন দ্বীপপুঞ্জ | প্রশান্ত মহাসাগর | রাশিয়া ও জাপান | রাশিয়ার |
| স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ | দক্ষিণ চীন সাগর | চীন, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন | চীনের |
| শাত-ইল-আরব জলপথ | পারস্য উপসাগর | ইরান ও ইরাক | ইরানের |
| ফকল্যান্ড দ্বীপ | দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর | ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনা | ব্রিটেনের |
| দক্ষিণ তালপট্টি (পূর্ব নাম নিউমুর) | বঙ্গোপসাগর | বাংলাদেশ ও ভারত | ভারতের |
| গোলান মালভূমি | সিরিয়ায় | সিরিয়া ও ইসরাইল | ইসরাইলের |
| পেরিঝিল বা লায়লা দ্বীপ | ভূ-মধ্য সাগর | স্পেন ও মরক্কো | স্পেনের |
| সিনাই উপদ্বীপ | ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বে | ইসরাইল ও মিশর | মিশরের |
| জিব্রাল্টার | ভূ-মধ্য সাগর | ব্রিটেন ও স্পেন | ব্রিটেনের |
| মান্নার দ্বীপ | বঙ্গোপসাগর | ভারত ও শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কা |
| ক্রিমিয়া উপদ্বীপ | কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে | রাশিয়া ও ইউক্রেন | রাশিয়ার |

■ **বিখ্যাত হ্রদ:**

- চারদিক সম্পূর্ণভাবে স্থলবেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে বলে-হ্রদ।
- বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদের নাম- কাস্পিয়ান সাগর।
- কাস্পিয়ান সাগর অবস্থিত- ইরান, আজারবাইজান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান।
- বৈকাল হ্রদটি অবস্থিত- রাশিয়ার সাইবেরিয়ায়।
- গ্রেট বিয়ার হ্রদ (Great Bear Lake) অবস্থিত- কানাডায়।
- সুপিরিয়র হ্রদ অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়।
- আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ-ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
- ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত- তানজানিয়া; কেনিয়া ও উগান্ডার মধ্যবর্তী মালভূমিতে।
- স্বাদু পানির হ্রদের নাম- সুপিরিয়র হ্রদ।
- হাজার হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ডের হ্রদের সংখ্যা- প্রায় ৫৫ হাজার।

■ **বিখ্যাত জলপ্রপাত:**

| নাম | অবস্থান ও উচ্চতা | Key Words |
|---|---|---|
| অ্যাঞ্জেলস | অবস্থান-ভেনিজুয়েলা। উচ্চতা- ৩২১২ ফুট বা ৯৭৯ মি. | বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত। |
| ভিক্টোরিয়া | অবস্থান-জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়া উচ্চতা- ৩৬০ ফুট বা ১০৮ মি. | বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত। |
| নায়াগ্রা | অবস্থান- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা উচ্চতা- ১৬৭ ফুট বা ৫২ মি. | নায়াগ্রা জলপ্রপাত হলো বিশ্বের প্রশস্ততম জলপ্রপাত। এটি মূলত তিনটি ঝরনার সমষ্টি যা কানাডার এন্টারিও ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। বিশ্বের পর্যটকদের নিকট একটি আকর্ষণীয় জায়গা হিসেবে নায়াগ্রা খুবই পরিচিত। |
| গুয়ারিয়া | অবস্থান- ব্রাজিল। উচ্চতা- ১৩০ ফুট। | পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত। |

*এছাড়া অন্যান্য জলপ্রপাত- স্টবাক সুইজ্যারল্যান্ডে অবস্থিত। লিভিংস্টোন ও বোয়াম- কঙ্গোতে অবস্থিত; বোয়ামের অপর নাম- স্ট্যানলি।*

■ **বিখ্যাত সীমারেখা, অক্ষরেখা ও বিবিধ:**

- কোনো স্থানের সূর্য যখন মাথার ওপর থাকে তখন ঐ স্থানের সময় ধরা হয়- দুপুর ১২ টা
- দ্রাঘিমান্তর ১° হলে সময়ের পার্থক্য হয়- ৪ মিনিট।
- কোনো স্থানের সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে যে সময় নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয়- স্থানীয় সময়।
- পৃথিবীর সময়ের সাথে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য- ৬ ঘন্টা আগে ( + ৬ ঘন্টা)
- নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকের অংশকে বলে- দক্ষিণ গোলার্ধ।
- পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের মান- ৩৬০° ডিগ্রি.।
- মকরক্রান্তি বলে- ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে।
- কর্কট ক্রান্তি বলা হয়- ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে
- সুমেরু বৃত্ত-৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ ও কুমেরু বৃত্ত ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ।
- ৬০° থেকে ৯০° অক্ষাংশকে বলে- উচ্চ অক্ষাংশ।
- মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি কোণ পরিমাণ করা হয়- সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের মাধ্যমে।
- প্রতিপাদ স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য- ১২ ঘন্টা।
- ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর-প্রতিপাদ স্থান বলা হয়।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান অবস্থিত- দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- একটি স্থানের দ্রাঘিমা ৬০° পশ্চিম হলে প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে- ১২০° পূর্ব।
- ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম হলে প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে- ১২০° পূর্ব।
- ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাটি যে নামে পরিচিত- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।
- প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ১৮০° মধ্যরেখা বরাবর কল্পিত রেখাটি বলে- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।
- দিন ও তারিখের পরিবর্তন হয়- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে।
- ১৮০° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য- ১২ ঘন্টা।

| | |
|---|---|
| ডুরান্ড লাইন | বর্তমানে এটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা। |



CamScanner

| | |
|---|---|
| ম্যাজিনো লাইন | জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা। |
| ম্যাকমোহন লাইন | স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা নির্দেশক লাইন। |
| র‍্যাডক্লিফ লাইন | ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা এবং বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে বিভক্তকারী সীমারেখা হল র‍্যাডক্লিফ। |
| সনোরা লাইন | মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সীমারেখা। |
| লাইন অব কন্ট্রোল | ভারত ও পাকিস্তানের বিভক্তকারী সীমারেখা। |
| লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল | চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী রেখা। |
| ব্লু লাইন | লেবানন ও ইসরাইলের সীমান্তবর্তী রেখা। |
| গ্রিন লাইন | ১৯৪৮ সালে সিরিয়া-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমান্তরেখা। |
| ডোকলাম সীমান্ত | ভারত, ভুটান ও চীনের মধ্যবর্তী সীমান্ত। |
| পার্পল লাইন | ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত সীমান্তবর্তী রেখা। |
| জিগফ্রিড লাইন | জার্মানি কর্তৃক জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা। |
| ওডেরনিস লাইন | পূর্ব জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারক। |

■ **বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা:**

| | |
|---|---|
| ১৭° উত্তর অক্ষরেখা | সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। |
| ২৪° উত্তর অক্ষরেখা | পাকিস্তানের মতে এই অক্ষরেখাকেই ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা ধরে সমস্যার সমাধান করা উচিত। ভারত এ দাবি প্রত্যাখান করেছে। |
| ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা | উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা। |
| ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা | যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত রেখা। |

■ **দুই মহাদেশের অবস্থান ও বিভিন্ন দেশের বিশেষ তথ্য:**

| ভূ-খণ্ড | ভৌগোলিকভাবে অবস্থান | রাজনৈতিক অবস্থান |
|---|---|---|
| রাশিয়া | মস্কো ছাড়া প্রায় সবই এশিয়ায় | ইউরোপ |
| তুরস্ক | ইস্তানবুল ছাড়া বাকি অঞ্চল এশিয়ায় | ইউরোপ |
| মিশর | সিনাই উপদ্বীপ এশিয়ায় | আফ্রিকা |
| গ্রিনল্যান্ড | উত্তর আমেরিকায় | ইউরোপ |
| সাইবেরিয়া | এশিয়ায় | ইউরোপ |
| সাইপ্রাস | এশিয়ায় | ইউরোপ |

■ **বিভিন্ন দেশের বিশেষ তথ্য:**

| দেশ | বিভক্ত | বিশেষ তথ্য |
|---|---|---|
| কোরিয়া | ১৯৪৫ | উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে দুটি দেশ হয়। |
| জার্মানি | ১৯৪৯ | পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৯০ সালে আবার একত্রিত হয়। |
| ভিয়েতনাম | ১৯৫৪ | উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৭৬ সালে একত্রিত হয়। |
| ইয়েমেন | ১৯৬৭ | উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন নামে দুটি দেশ হয়। ১৯৯০ সালে পুনরায় একত্রিত হয়। |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ১৯৯১ | রাশিয়া, ইউক্রেনসহ ১৫টি স্বাধীন দেশ গঠন। |
| যুগোস্লাভিয়া | ১৯৯২ | বলকান অঞ্চলে ৭টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হয়। |
| চেকোস্লোভাকিয়া | ১৯৯৩ | ভেলভেট ডিভোর্সের মাধ্যমে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি স্বাধীন দেশ গঠন। |
| ইথিওপিয়া | ১৯৯৩ | ইরিত্রিয়া নামে স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। |
| সুদান | ২০১১ | দক্ষিণ সুদান নামে স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। |

## দেশ-শহর ও নগরীর ভৌগোলিক উপনাম

### দেশ

| উপনাম | দেশ বা স্থান |
|---|---|
| সোনালি আঁশের দেশ/নীরব খনির দেশ/ভাটির দেশ | বাংলাদেশ |
| পঞ্চনদের দেশ | পাঞ্জাব |
| বজ্রপাতের দেশ | ভুটান |
| পবিত্র দেশ | ফিলিস্তিন |
| সূর্যোদয়ের দেশ/ভূমিকম্পের দেশ | জাপান |
| নিষিদ্ধ দেশ | তিব্বত |
| শান্ত দেশ/শান্ত সকালের দেশ | কোরিয়া |
| সাদা হাতির দেশ | থাইল্যান্ড |
| সোনালি প্যাগোডার দেশ | মিয়ানমার |
| নিশীথ সূর্যের দেশ/ধীবরের দেশ | নরওয়ে |
| হাজার হ্রদের দেশ | ফিনল্যান্ড |
| নীল নদের দান/নীল নদের দেশ/ পিরামিডের দেশ | মিশর |
| মরুভূমির দেশ | আফ্রিকা |
| চির সবুজের দেশ | নাটাল |
| ম্যাপল পাতার দেশ/লিলি ফুলের দেশ | কানাডা |
| মুক্তার দেশ | কিউবা |
| ক্যাঙ্গারুর দেশ/ পশমের দেশ | অস্ট্রেলিয়া |
| প্রাচীরের দেশ | চীন |
| ল্যান্ড অব মার্বেল/ মার্বেলের দেশ | ইতালি |
| ব্রহ্মদেশ | মিয়ানমার |

### শহর

| উপনাম | শহর ও নগর |
|---|---|
| মসজিদের শহর/রিকশার শহর | ঢাকা (বাংলাদেশ) |
| মন্দিরের শহর | বেনারস (ভারত) |
| গোলাপি শহর | জয়পুর (ভারত) |
| সম্মেলনের শহর | জেনেভা (সুইজারল্যান্ড) |
| নীরব শহর/সাত পাহাড়ের দেশ | রোম (ইতালি) |
| চির শান্তির শহর | রোম (ইতালি) |
| প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার | ওসাকা (জাপান) |
| নিশ্চুপ সড়ক শহর | ভেনিস (ইতালি) |
| পোপের শহর | ভ্যাটিকান সিটি |
| উদ্যানের শহর/বাতাসের শহর | শিকাগো |
| বাজারের শহর | কায়রো (মিশর) |
| মটর গাড়ির শহর | ডেট্রয়েট (মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র) |
| বিগ অ্যাপল | নিউইয়র্ক |
| ঝরণার শহর | তাসখন্দ (উজবেকিস্তান) |
| নিষিদ্ধ শহর | লাসা (তিব্বত) |
| The City of Flowering trees | হারারে (জিম্বাবুয়ে) |
| City of Golden Gate | সান ফ্রান্সিসকো |
| City of Love and Light | প্যারিস |

## নগরী

| উপনাম | শহর বা নগর |
|---|---|
| ট্যাক্সির নগরী | মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো) |
| দ্বীপের নগরী | ভেনিস (ইতালি) |
| স্বর্ণ নগরী | জোহানেসবার্গ (দ. আফ্রিকা) |
| জাঁকজমকের নগরী | নিউইয়র্ক (যু-ক্তরাষ্ট্র) |
| চির বসন্তের নগরী | কিটো (ইকুয়েডর) |
| রাতের নগরী | কায়রো (মিশর) |

## পৃথিবী সম্পর্কিত কিছু উপনাম

| উপনাম | দেশ বা স্থান |
|---|---|
| পৃথিবীর ছাদ | পামির মালভূমি |
| পৃথিবীর সুন্দর দ্বীপ | ট্রিস্টিয়ান-ডি-কানা (ফ্রান্স) |
| পৃথিবীর ব-দ্বীপ | বাংলাদেশ |
| পৃথিবীর রাজধানী | নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র) |
| পৃথিবীর কসাইখানা | শিকাগো |

## অন্যান্য

| উপনাম | দেশ ও স্থান |
|---|---|
| বাংলার ভেনিস | বরিশাল (বাংলাদেশ) |
| ভূ-স্বর্গ | কাশ্মীর (ভারত) |
| পবিত্র ভূমি | জেরুজালেম |
| পবিত্র পাহাড় | ফুজিয়ামা (জাপান) |
| সমুদ্রের বধূ | গ্রেট ব্রিটেন |
| অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ | আফ্রিকা |
| বিগ আপেল | নিউইয়র্ক |
| বিশ্বের রুটির ঝুড়ি | উত্তর আমেরিকার প্রেইরি |
| বৃহদাকার চিড়িয়াখানা | আফ্রিকা |
| সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভাণ্ডার | ইউক্রেন |
| পশ্চিমের জিব্রাল্টার | কুইবেক |
| The Cape of Good Hope | South Africa |
| Pearl of Africa | Uganda |
| মুক্তার দ্বীপ | বাহরাইন |
| আগুনের দ্বীপ | আইসল্যান্ড |
| পান্নার দ্বীপ | আয়ারল্যান্ড |
| ইউরোপের রুগ্ন মানুষ | তুরস্ক |
| ইউরোপের ককপিট/রণক্ষেত্র | বেলজিয়াম |
| ইউরোপের বুট | ইতালি |
| ইউরোপের প্রবেশদ্বার | ভিয়েনা |
| প্রাচ্যের ড্যান্ডি | নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ) |
| প্রাচ্যের ভেনিস | ব্যাংকক (থাইল্যান্ড) |
| প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন | জাপান |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. আফ্রিকাকে স্পেন হতে পৃথক করেছে?
A. জিব্রাল্টার প্রণালী B. সুন্দা প্রণালী C. ফ্লোরিডা প্রণালী D. পক প্রণালী Ⓐ

02. যুক্তরাজ্য থেকে ফ্রান্সকে পৃথক করেছে কোন প্রণালি?
A. ডোভার B. পক C. বেরিং D. জিব্রান্টার Ⓐ

03. কোন শহরকে 'Big Apple' বলা হয়?
A. শিকাগো B. রোম C. নিউইয়র্ক D. প্যারিস Ⓒ

04. 'বাংলাদেশ স্কয়ার' অবস্থিত-
A. কঙ্গো B. লাইবেরিয়া C. হাইতি D. চাদ Ⓑ

05. পৃথিবীর কোন দেশকে বজ্রপাতের দেশ বলা হয়?
A. জাপান B. ভুটান C. ভিয়েতনাম D. ক্যামেরুন Ⓑ

06. কোন শহরকে 'সিটি অব কালচার' বলা হয়?
A. বার্লিন B. ইস্তাম্বুল C. প্যারিস D. মস্কো Ⓒ

07. ইউরোপের প্রবেশদ্বার কোনটি?
A. ভিয়েনা B. বুদাপেস্ট C. রোম D. লিসবন Ⓐ

08. ক্যাঙ্গারুর দেশ কোনটি?
A. জাপান B. মিশর C. নিউজিল্যান্ড D. অস্ট্রেলিয়া Ⓓ

09. সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কোনটি?
A. জাপান B. দক্ষিণ কোরিয়া C. চীন D. থাইল্যান্ড Ⓐ

10. নিচের কোন শহরটিকে 'বাতাসের শহর' বলা হয়?
A. শিকাগো B. নিউইয়র্ক C. লন্ডন D. ঢাকা Ⓐ

11. জিব্রাল্টার প্রণালী সংযুক্ত করেছে-
A. আটলান্টিক ও ভূ-মধ্যসাগর B. প্রশান্ত ও ভূ-মধ্যসাগর
C. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর D. ভূ-মধ্যসাগর ও আরব সাগর Ⓐ

12. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোনটি?
A. মিসিসিপি নদী B. পানামা খাল C. ভলগা নদী D. সুয়েজ খাল Ⓑ

13. সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে যুক্ত করেছে?
A. ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর B. ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর
C. লোহিত সাগর ও আরব সাগর D. পারস্য সাগর ও ওমান সাগর Ⓑ

14. কিলিমাঞ্জারো আগ্নেয়গিরি কোথায়?
A. ডালস (আমেরিকা) B. হনশু দ্বীপ (জাপান)
C. তাঞ্জানিয়া (আফ্রিকা) D. সিয়েনা (ইতালিল) Ⓒ

15. সেভেন সিস্টার্স কী?
A. সাত বোন B. ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্য
C. সাতটি নদী D. সার্কভুক্ত একটি দেশ Ⓑ

## PRIME TEST

01. নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ নয়?
Ⓐ নরওয়ে Ⓑ সুইডেন Ⓒ নেদারল্যান্ডস Ⓓ ডেনমার্ক

02. নিচের কোন দেশটিকে টাইগার ইকোনমির দেশ বলা হয়?
Ⓐ চীন Ⓑ বাংলাদেশ Ⓒ ভারত Ⓓ সিঙ্গাপুর

03. চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের নাম কী?
Ⓐ সেনকাকু Ⓑ স্পার্টলি দ্বীপ Ⓒ প্যারসেল দ্বীপপুঞ্জ Ⓓ প্রাটাস দ্বীপ

04. 'Wailing Wall' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ মিয়ানমার Ⓑ ফিলিস্তিন Ⓒ মিশর Ⓓ রামাল্লা

05. 'গোল্ডেন ট্রায়াংগল' কোন এলাকা নিয়ে গঠিত?
Ⓐ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান Ⓑ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া
Ⓒ কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও লাওস Ⓓ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস

06. কোনটি ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়?
Ⓐ কেরালা Ⓑ ত্রিপুরা Ⓒ মনিপুর Ⓓ মিজোরাম

07. নিচের কোন দেশ 'এশিয়ান টাইগার নয়'?
Ⓐহংকং Ⓑতাইওয়ান Ⓒসিঙ্গাপুর Ⓓভারত

08. এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে পৃথক করেছে-
Ⓐ পার্পল লাইন Ⓑ ডুরান্ড লাইন
Ⓒ ম্যাজিনো লাইন Ⓓ ওয়ালেস লাইন

09. কোন প্রণালী আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে?
Ⓐ মালাক্কা Ⓑ জিব্রাল্টার Ⓒ পক Ⓓ পানামা

10. সুয়েজ খাল কোন দেশের অধীনে?
Ⓐ মিশর Ⓑ জর্ডান Ⓒ ইয়েমেন Ⓓ সৌদি আরব

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | 02. | D | 03. | A | 04. | B | 05. | D |
| 06. | A | 07 | D | 08. | D | 09. | B | 10. | A |



CamScanner

অধ্যায় ১৮

# বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ ও উক্তি

সাধারণ জ্ঞান

## এডলফ হিটলার

- এডলফ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন- ২০ এপ্রিল ১৮৮৯ সালে; ব্রানাউ, অস্ট্রিয়া।
- তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৩ সালে।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল- গেস্টাপো।
- তিনি নিজেকে 'ফুয়েরার' ঘোষণা করেন- ২ আগস্ট, ১৯৩৪ সালে।
- তিনি আত্মহত্যা করেন- ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে।
- তিনি যে পার্টির প্রধান ছিলেন- নাৎসি দলের।
- এডলফ হিটলার কর্তৃক যে দেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- পোল্যান্ড; ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে।
- 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন' এটি কার উক্তি- হিটলার।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Mein kampf (My Struggle) এর লেখক- এডলফ হিটলার।

## নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

- নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ আগস্ট, ১৭৬৯ সালে; কর্সিকা দ্বীপের আজাসনো শহরে।
- 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে উন্নত জাতি দান করব।' উক্তিটি- নেপোলিয়নের।
- নেপোলিয়ন ১ম ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসেন- ১৭৯৯ সালে।
- নেপোলিয়ন যে মেয়াদে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন- ১৮০৪-১৮১৪ সালে।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয়- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
- নেপোলিয়ন যার নিকট 'ওয়াটার লু' এর যুদ্ধে হেরে যান- ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- নেপোলিয়নকে যে যে দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়- এলবা দ্বীপে (১৮১৪); সেন্ট হেলেনা দ্বীপে (১৮১৫)।
- 'লিটল করপোরাল' যে সম্রাটের উপনাম ছিল- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
- নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট মৃত্যুবরণ করেন- ১৮২১ সালে; সেন্ট হেলেনা দ্বীপে।

## আব্রাহাম লিংকন

- আব্রাহাম লিংকন জন্মগ্রহণ করেন- ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯ সালে; হার্ডিন কাউন্ট্রি, কেন্টুকি।
- 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people' উক্তিটি করেন- আব্রাহাম লিংকন।
- আব্রাহাম লিংকন ছিলেন- ১৬তম প্রেসিডেন্ট।
- যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করেন- আব্রাহাম লিংকন (১৮৬৩ সালে)।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট- আব্রাহাম লিংকন, গৃহযুদ্ধ হয় (১৮৬১-১৮৬৫)।
- যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ বন্ধ করেন- ১৮৬৫ সালে।
- আব্রাহাম লিংকন মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৬৫ সালে।

## উইনস্টন চার্চিল

- উইনস্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৭৪ সালে; বে-নাহেইম প্যালিশ, অক্সফোর্ডশাইয়ার।
- রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে- উইনস্টন চার্চিল।
- 'History of the Second World War' গ্রন্থের রচয়িতা- উইনস্টন চার্চিল।
- তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৫৩ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- উইনস্টন চার্চিল।
- উইনস্টন চার্চিল যে দেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন- যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৩ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৫ সালে।

## নেলসন ম্যান্ডেলা

- নেলসন ম্যান্ডেলা জন্মগ্রহণ করেন- ১৮ জুলাই, ১৯১৮ সালে; এমভিজো, দক্ষিণ আফ্রিকা।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করা হয়- ১৯৬২ সালে।
- তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিন হন- ১০ মে, ১৯৯৪ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান- ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলা কারাবরণ করেন- ২৭ বছর।
- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ জানুয়ারি, ১৯১২ সালে।
- 'মাদিবা' যে বিখ্যাত ব্যক্তির ডাকনাম- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস- ১৮ জুলাই (ম্যান্ডেলার জন্মদিন)।
- রাষ্ট্রদ্রোহ আর অন্তর্ঘাতের অভিযোগে তাকে আজীবন কারাদন্ড দেয়া হয়- ১৯৬৪ সালে।
- যে দ্বীপে নির্বাসন করা হয়- রোবেন দ্বীপে (দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর)।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেন- তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক।
- রোবেন দ্বীপে বন্দী অবস্থায় নেলসন ম্যান্ডেলার কয়েদি নম্বর ছিল- ৪৬৬৬৪ (বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের জন্য ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার করে রোবেন দ্বীপে পাঠানো হয় ম্যান্ডেলাকে। তিনি ছিলেন ৪৬৬ নম্বর নম্বর কয়েদি। রোবেন দ্বীপে কয়েদিদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো নম্বর আর আটক হওয়ার বছরের সাহায্যে। সে সূত্রে, ম্যান্ডেলার সনাক্তকারী নম্বর হয় ৪৬৬৬৪)।
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৯৩ সালে।
- তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- ১০ মে, ১৯৯৪ সালে (অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৯ সালে)।
- ৪৬৬৬৪ ক্যাম্পেইন- নেলসন ম্যান্ডেলার এইডস বিরোধী প্রচারাভিযানের প্রতীক।
- এইডস্ বিরোধী ৪৬৬৬৪ ক্যাম্পেইন শুরু করেন- ২০০৩ সালে।
- বাংলাদেশ সফর করেন- ২৫ মার্চ, ১৯৯৭ সালে।
- নেলসন ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক দলের নাম- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)।
- 'A Long Walk to Freedom' এবং 'Conversations With Myself' গ্রন্থের লেখক- নেলসন ম্যান্ডেলা।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে।

## স্টিফেন হকিং

- স্টিফেন হকিং বিশ্বের একজন বিখ্যাত- পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।
- স্টিফেন হকিং অধ্যাপক ছিলেন- ক্যামিব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের।
- তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ৮ জানুয়ারি, ১৯৪২ সালে ব্রিটেনে।
- তিনি যে রোগে আক্রান্ত হয়- মটর নিউরন রোগে।
- 'A Brief History of Time' গ্রন্থটির রচয়িতা- স্টিফেন হকিং।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৪ মার্চ, ২০১৮ সালে; যুক্তরাজ্যে।

## ইয়াসির আরাফাত

- ইয়াসির আরাফাত জন্মগ্রহণ করেন- ২৪ আগস্ট ১৯২৯; মিশর, কায়রো।
- ইয়াসির আরাফাত তিউনিসিয়ায় নির্বাসিত জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে গাজা ভূখন্ডে আসেন- ১ জুলাই, ১৯৯৪ সালে।
- রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও যে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করেন- ইয়াসির আরাফাত।
- জাতিসংঘ পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতকে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন- ১৯৮০ সালে।
- পিএলও গঠন করেন- ১৯৬৪ সালে (১৯৬৯ সালে এর চেয়ারম্যান হন)।
- তাঁর দলের নাম- আল ফাতাহ।
- ডাকনাম- আল আমর।
- ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রথম প্রেসিডেন্ট- ইয়াসির আরাফাত (১৯৯৬ সালে)।
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৪ সালে।
- তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ও পিএলও এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত- ১৯৮৯ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে (ফ্রান্সের পার্সি সামরিক হাসপাতালে)।
- তাঁকে দাফন করা হয়- রামাল্লায়।



CamScanner

## কফি আনান

- কফি আনান জন্মগ্রহণ করে- ৮ এপ্রিল ১৯৩৮ (কুমাসি, ঘানা)।
- কফি আনান ছিলেন জাতিসংঘের- সপ্তম মহাসচিব।
- কফি আনান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন- ২০০৭ সালে।
- কফি আনান বাংলাদেশ সফর করেন- ২০০১ সালে।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "Interventions: A Life war and peace"।
- নোবেল পুরস্কারের শতবর্ষে কফি আনান ও জাতিসংঘ যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান- ২০০১ সালে।
- রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত কমিশন 'আনান কমিশন' বা রাখাইন কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হন- ২০১৬ সালে।
- আনান কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে- ২০১৭ সালে।

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন –১৮২০ সালে (মেদিনীপুর জেলায়)।
- বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেন – ৮ অক্টোবর ১৮৫৫
- বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়- ২৬ জুলাই ১৮৫৬।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন – ১৮৩৯ সালে; মাত্র উনিশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ হতে।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য- বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, ব্রজবিলাস।

## গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

- গ্যাব্রিয়েল মার্কেজ একজন স্প্যানিশ ভাষার কলম্বিয়ান সাহিত্যিক।
- তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করে- ১৯৮২ সালে।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থ- One Hundred Years of Solitude, Love in the Time of Cholera.

## রিচার্ড নিক্সন

- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়াটার গেট কেলেংকারীর সাথে যুক্ত- রিচার্ড নিক্সন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ৩৭তম।
- প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন- ৯ আগস্ট ১৯৭৪ সালে।

## বিল ক্লিনটন

- বাংলাদেশে আগমনকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- বিল ক্লিনটন (উইলিয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটন)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশে সফরে আসেন- ২০ মার্চ, ২০০০ সালে।
- বিল ক্লিনটন ছিলেন- ৪২তম প্রেসিডেন্ট।
- ডেটন চুক্তির মধ্যস্থতাকারী- বিল ক্লিনটন।
- ডেটন চুক্তির মাধ্যমে যে সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটে- বসনিয়া।
- My Life গ্রন্থের লেখক- বিল ক্লিনটন।

## মিখাইল গর্বাচেভ

- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হলেন- মিখাইল গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' কথাটির অর্থ- মুক্ত আলোচনা বা খোলামেলা আলোচনা।
- রাশিয়ার যে প্রেসিডেন্ট দেশে অবাধে জমি কেনাবেচার অনুমোদন দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন- গর্বাচেভ।
- 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' নীতির প্রবর্তক হলেন- মিখাইল গর্বাচেভ।
- অখন্ড ইউরোপ-নীতির প্রবক্তা- মিখাইল গর্বাচেভ।

## মোস্তফা কামাল পাশা

- আধুনিক তুর্কিয়ের জনক- মোস্তফা কামাল পাশা (কামাল আতাতুর্ক)।
- মোস্তফা কামাল পাশা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ মে ১৮৮১; সালোনিকি, তুর্কিয়ে।
- কামাল পাশা মারা যান- ১০ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে।

## উড্রো উইলসন

- উড্রো উইলসন বিখ্যাত- ১৪ দফার জন্য।
- উড্রো উইলসন জন্মগ্রহণ করেন- ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৫৬; স্টাউনটন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- উড্রো উইলসন- যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট (লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা)।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- উড্রো উইলসন শান্তিতে নোবেল পান- ১৯১৯ সালে।
- New Freedom গ্রন্থটির লেখক- উড্রো উইলসন।
- উড্রো উইলসন মারা যান- ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ সালে।

## জামাল আবদেল নাসের

- মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন- জামাল আবদেল নাসের।
- তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ সালে; আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর।
- তিনি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালে।

## জর্জ ওয়াশিংটন

- জর্জ ওয়াশিংটন জন্মগ্রহণ করেন- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৭৩২ সালে; ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট- জর্জ ওয়াশিংটন (৩০ এপ্রিল ১৭৮৯-৪ মার্চ ১৭৯৭)।
- যুক্তরাষ্ট্রের জনক বলা হয়- জর্জ ওয়াশিংটনকে।
- যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো হোয়াইট হাউজে বসবাস করেননি- জর্জ ওয়াশিংটন।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৪ ডিসেম্বর, ১৭৯৯ সালে।

## অটো ভন বিসমার্ক

- বিসমার্ক জন্মগ্রহণ করেন- ১ এপ্রিল ১৮১৫ সালে; প্রুসিয়ায়।
- জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেলর- বিসমার্ক।
- আধুনিক জার্মানির জনক- বিসমার্ক।
- জার্মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বলা হয়- বিসমার্ক।
- বিসমার্ক মৃত্যুবরণ করেন- ৩০ জুলাই, ১৮৯৮ সালে।

## মহাত্মা গান্ধী

- মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পাদনা পত্রিকা- দি ক্রনিকেল।
- ভারতের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
- ভারতীয় উপমহাদেশে হরতালের প্রবর্তক হলেন- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীকে 'মহাত্মা' উপাধি দেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন- ২ অক্টোবর, ১৮৬৯ সালে; পোরবন্দর, গুজরাট (ভারত)।
- তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- "The Story of My Experiments with Truth"
- অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা- মহাত্মা গান্ধী।
- 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস'- ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন)।
- মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে- দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- তিনি যে পত্রিকায় সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন- ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন (Indian Opinion)
- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিহত হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে (আততায়ী নাথুরাম গডসে কর্তৃক)।

## মুসোলিনি

- মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন- ২৯ জুলাই, ১৮৮৩ সালে; দভিয়া দি প্রেদাপ্পিয়ো, ইতালি।
- মুসোলিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে।
- ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা- মুসোলিনি।
- ইতালির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- বেনিতো মুসোলিনি।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- মুসোলিনি।
- মুসোলিনি-হিটলার স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম- রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি।



CamScanner

## হো চি মিন

- হো চি মিন জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ মে, ১৮৯০ সালে; ভিয়েতনাম।
- হো চি মিন মৃত্যুবরণ করেন- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে।
- 'আঙ্কেল হো' নামে পরিচিত- হো চি মিন।
- ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠাতা- হো চি মিন।
- ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির পূর্বনাম- সায়গন।

## মার্শাল যোসেফ টিটো

- মার্শাল যোসেফ টিটো জন্মগ্রহণ করেন- ৭ মে, ১৮৯২ সালে; ক্রোয়েশিয়া।
- মার্শাল যোসেফ টিটো মৃত্যুবরণ করেন- ৪ মে, ১৯৮০ সালে।
- মার্শাল যোসেফ টিটো- সাবেক যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট।
- তিনি 'মার্শাল' উপাধি পান- ১৯৫৩ সালে।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা- মার্শাল যোসেফ টিটো।

## মাও সেতুং

- মাও সেতুং জন্মগ্রহণ করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ সালে হুনান, চীন।
- মাও সে তুং মৃত্যুবরণ করেন- ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ সালে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান- মাও সে তুং।

## ড. আহমেদ সুকর্ণ

- ড. আহমেদ সুকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন- ৬ জুন, ১৯০১ সালে।
- ড. আহমেদ সুকর্ণ মৃত্যুবরণ করেন- ২১ জুন, ১৯৭০ সালে।
- ইন্দোনেশিয়ার পিতা বলা হয়- আহমেদ সুকর্ণকে।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট- ড. আহমেদ সুকর্ণ।
- প্রথম 'পঞ্চশীলা নীতি' প্রবর্তন করেন- আহমেদ সুকর্ণ।

## টেঙ্কু আবদুর রহমান

- টেঙ্কু আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন- ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩ সালে; আলোর সেতার, কেদাহ্।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালে।
- মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জনক, প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ওআইসি'র প্রথম মহাসচিব ছিলেন- টেঙ্কু আবদুর রহমান।

## চে গুয়েভারা

- চে গুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন- ১৪ জুন, ১৯২৮ সালে; রোজারিও, আর্জেন্টিনা।
- চে গুয়েভারার দেশ- আর্জেন্টিনা।
- চে গুয়েভারা পেশায় ছিলেন- চিকিৎসক।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- গেরিলা ওয়ারফেয়ার।
- তিনি নিহত হন- ৯ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে (বলিভিয়ায়)।

## ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন

- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন জন্মগ্রহণ করেন- ২২ এপ্রিল, ১৮৭০ সালে।
- যার মরদেহ মমি করে রাখা হয়েছে- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (রাশিয়ার রেড স্কয়ারে)।
- ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন মৃত্যুবরণ করেন- ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪ সালে।
- রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের নেতা এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের নায়ক- ভ্লাদিমির লেনিন।
- The state and revolution, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর- ভ্লাদিমির লেনিন।
- বিপ্লবী কাজে জড়িত থাকাকালে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ এর ছদ্মনাম ছিল- লেনিন।

## জিমি কার্টার

- বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী- জিমি কার্টার।
- যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ বসনিয়ার মুসলিম সরকার ও সার্ববাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- জিমি কার্টার।
- ২০০২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন- জিমি কার্টার।
- তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ৩৯তম।

## জন এফ কেনেডি

- কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সঙ্কটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- জন এফ কেনেডি।
- কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সৃষ্টি হয়- ১৯৬২ সালে।
- জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- ৩৫তম।

## ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট

- মহামন্দা মোকাবিলার জন্য যে প্রেসিডেন্ট নিউ ডিল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫) সালে।
- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- ৩২তম।
- জাতিসংঘের প্রস্তাবক ছিলেন- রুজভেল্ট।
- 'Four Freedoms Speech' এর সাথে সম্পৃক্ত- রুজভেল্ট।

## ষোড়শ লুই

- ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিরেন- ষোড়শ লুই।
- ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত।
- ষোড়শ লুই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন- ২১ জানুয়ারি, ১৭৯৩ সালে।

## যোসেফ স্ট্যালিন

- যোসেফ স্ট্যালিন জন্মগ্রহণ করেন- ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮; গোরি, জর্জিয়া।
- যোসেফ স্ট্যালিন মৃত্যুবরণ করেন- ৫ মার্চ, ১৯৫৩ সালে।
- তিনি 'স্ট্যালিন' নামটি গ্রহণ করেন- ১৯১৩ সালে।
- তার সময়ে সংঘটিত দুর্ভিক্ষটি যে নামে পরিচিত- হোলোডোমোর (১৯৩২-১৯৩৩) সালে।
- 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নীতির প্রবর্তক- যোসেফ স্ট্যালিন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- যোসেফ স্ট্যালিন।
- 'গ্রেট পারজ' বা 'গ্রেট টেরর'- ১৯৩৬-১৯৩৮ সালে যোসেফ স্ট্যালিন কর্তৃক পরিচালিত দমননীতি।

## বেনজির ভুট্টো

- বেনজির ভুট্টো জন্মগ্রহণ করেন- ২১ জুন, ১৯৫৩ সালে; লারকানা, করাচি, পাকিস্তান।
- বেনজির ভুট্টো মৃত্যুবরণ করেন- ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে (আততায়ীর গুলিতে)।
- 'ডটার অব দ্য ইস্ট' যার উপাধি- বেনিজর ভুট্টো।
- তার পিতার নাম- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেনজির ভুট্টো।
- তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন- ২ বার; ২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ থেকে ৬ আগস্ট ১৯৯০ এবং ১৮ জুলাই ১৯৯৩ থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে।
- তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ- ডটার অব দ্য ইস্ট; ডটার অব ডেস্টিনি; রিকনাসিলিয়েশন- ইসলাম, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট।

## ওপেনহেমার

- ওপেনহেমার জন্মগ্রহণ করেন- ২২ এপ্রিল, ১৯০৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র।
- পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবক- ওপেনহেমার।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সালে।

## ইবনে সিনা

- ইবনে সিনা জন্মগ্রহণ করেন- ৯৮০ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১০৩৭ সালে।
- তাঁর পুরো নাম- আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা।
- 'কানুন ফিৎ-তিবব' (Canon of Madicine) নামের চিকিৎসাবিষয়ক বিশ্বকোষ-এর রচয়িতা- ইবনে সিনা।
- তাঁর রচিত দর্শন গ্রন্থের নাম- কিতাব আল-হিকমা।

## নিকোলাস কোপার্নিকাস

- নিকোলাস কোপার্নিকাস জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৭৩ সালে।
- সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ঘূর্ণনের মতবাদ প্রথম প্রদান করেন- নিকোলাস কোপার্নিকাস।



CamScanner

- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫৪৩ সালে।

### গ্যালিলিও

- গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৪ সালে; ইতালি।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৬৪২ সালে।
- দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক- গ্যালিলিও।
- "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, বরং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে" এ উক্তিটি- গ্যালিলিও এর।

### টমাস আলভা এডিসন

- টমাস আলভা এডিসন জন্মগ্রহণ করেন- ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ সালে; ওহাইয়ো, মিলান, যুক্তরাষ্ট্র।
- ফনোগ্রাফ, ইনক্যানডিসেন্ট বাতি, সিনেমা প্রজেক্টর ইত্যাদির আবিষ্কারক- টমাস আলভা এডিসন।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৩১ সালে।

### চার্লস ব্যাবেজ

- আধুনিক কম্পিউটারের জনক- চার্লস ব্যাবেজ।
- চার্লস ব্যাবেজ জন্মগ্রহণ করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৯১ সালে; লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ অক্টোবর, ১৮৭১ সালে।

### চার্লস ডারউইন

- বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন- ১৮০৯ সালে; ইংল্যান্ডে।
- 'অরিজিন অব স্পেসিজ' এর প্রণেতা- চার্লস ডারউইন।
- মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৮২ সালে।

### আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

- স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৮১ সালে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড।
- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং বিখ্যাত- এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের জন্য।
- পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।
- তিনি মৃত্যুবরন করেন- ১৯৫৫ সালে।
- পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৪৫ সালে।

### আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

- টেলিফোন আবিষ্কার করেন- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।
- আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল জন্মগ্রহন করেন- ৩ মার্চ, ১৮৪৭ সালে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড।
- তিনি মৃত্যুবরন করেন- ২ আগস্ট, ১৯২২ সালে।

### আলবার্ট আইনস্টাইন

- আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন- ১৪ মার্চ, ১৮৭৯ সালে; জার্মানির উল্ম শহরে।
- রিলেটিভিটির সূত্র (আপেক্ষিক তত্ত্ব) আবিষ্কার করেন- আইনস্টাইন।
- $E=mc^2$ এর জনক- আলবার্ট আইনস্টাইন।
- পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ১৯২১ সালে।
- মৃত্যুবরন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে।

### মার্টিন কুপার

- মার্টিন কুপার জন্মগ্রহন করেন- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৮ সালে; শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র।
- মোবাইল ফোনের উদ্ভাবক- মার্টিন কুপার, ১৯৭৩ সালে।

### লিওনার্ড ক্লেইনরক

- ইন্টারনেট প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন- লিওনার্ড ক্লেইরক। ১৯৬৯ সালের ২৯ অক্টোবর অ্যাপ্রানেটের মাধ্যমে প্রথম এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে উপাত্ত পাঠাতে সক্ষম হন। জন্ম হয় ইন্টারনেটের।

### পিথাগোরাস

- পিথাগোরাস ছিলেন- দার্শনিক ও গণিতবিদ।
- পিথাগোরাস জন্মগ্রহন করেন- গ্রিসে; খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ অব্দে।
- পিথাগোরাস প্রদান করেন- বিভিন্ন জ্যামিতিক সূত্র।
- পিথাগোরাস মারা যান- খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে।

### ভলতেয়ার

- ভলতেয়ার জন্মগ্রহণ করেন- ১৬৯৪ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৭৮ সালে।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- এসজ অব মোরালস, স্পিরিট অব নেশনস।

### সক্রেটিস

- সক্রেটিস জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯; এথেন্স, গ্রীস।
- জ্ঞানের পিতা বলা হয়- সক্রেটিসকে।
- 'I to die, you to live; which is better only God knows'? বলেছিলেন- সক্রেটিস।
- Virtue is knowledge তত্ত্বের প্রবক্তা- সক্রেটিস।
- Know Thyself (নিজেকে জান) উক্তিটি- সক্রেটিস।
- সক্রেটিস মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯।

### প্লেটো

- প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭; এথেন্স, গ্রিস।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৬।
- প্লেটোর গৃহশিক্ষক ছিলেন- সক্রেটিস।
- উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- 'দি রিপাবলিক', 'স্টেটসম্যান' ও 'ডায়ালগস'।
- সক্রেটিসের 'Virtue is knowledge' তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য প্লেটো যে একাডেমি গঠন করেন- এথেন্স একাডেমি।

### এরিস্টটল

- এরিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪; স্ট্যাগিরা, গ্রীস।
- 'ইতিহাস হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর সমাধিক্ষেত্র।' এই উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল।
- এরিস্টটলের গৃহশিক্ষক ছিলেন- প্লেটো।
- বিখ্যাত স্কুল অব ফিলোসফি সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা- এরিস্টটল।
- 'সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' এ উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল। এরিস্টটল যে শিক্ষা কেন্দ্রটি স্থাপন করেন- লাইসিয়াম।
- রচিত গ্রন্থগুলো হলো- দি পলিটিকস, দি ইথিকস, দি লজিক, দি রেটোরিক।
- তিনি মারা যান- খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দ।

### ইবনে খালদুন

- ইবনে খালদুন জন্মগ্রহণ করেন- ১৩৩২ সালে; তিউনিসিয়ার তিউনিসে।
- ইবনে খালদুন মৃত্যুবরণ করেন- ১৪০৬ সালে।
- 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থের রচয়িতা- ইবনে খালদুন।
- আসাবিয়া (সামাজিক সংহতি) প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা দেন- ইবনে খালদুন।
- তাঁর পুরো নাম- আবদুর রহমান ওয়ালী উদ্দীন ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খালদুন।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম- কিতাবুল ইবার।

### জ্যাঁ-জ্যাঁক রুশো

- জ্যাঁ-জ্যাঁক রুশো জন্মগ্রহণ করেন- ১৭১২ সালে; সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৭৮ সালে।
- ফরাসি বিপ্লবের অগ্রপথিক- জ্যাঁ-জ্যাঁক রুশো।
- 'Man is born free, everywhere he is in chain' উক্তিটি- রুশোর।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- ডিসকোর্স অন দি অরিজিন অ্যান্ড ফাউন্ডেশন অব ইনেকুয়ালিটি, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, ইমাইল।

### কার্ল মার্কস

- কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন- ১৮১৮ সালে; জার্মানি।
- 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের লেখক- কার্ল মার্কস।
- সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক- কার্ল মার্কস।
- 'আদিম সাম্যবাদ' প্রত্যয়টি যে সমাজবিজ্ঞানীর- কার্ল মার্কস।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৮৩ সালে; যুক্তরাজ্যে।



CamScanner

## ইবনে বতুতা

- ইবনে বতুতা জন্মগ্রহণ করেন- ১৩০৪ সালে; মরক্কোর তানজির শহরে।
- ইবনে বতুতা যখন বঙ্গে পর্যটনে আসেন তখন বাংলার শাসক ছিলেন- সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
- তাঁর পুরো নাম- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল লাওয়াতী আল তানজী ইবনে বতুতা।
- তিনি অন্য যে নামে পরিচিত ছিলেন- মাওলানা বদরুদ্দীন এবং শামসুদ্দীন নামে।
- যে দিল্লি সুলতানের আমলে ইবনে বতুতা ভারতে আসেন- মোহাম্মদ বিন তুঘলক।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৩৬৯ সালে (মতান্তরে, ১৩৬৮)।

## ক্রিস্টোফার কলম্বাস

- ক্রিস্টোফার কলম্বাস জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৫১ সালে; ইতালির জেনোয়া শহরে।
- কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন- ১৪৯২ সালে।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫০৬ সালে।

## ভাস্কো-দা-গামা

- ভাস্কো-দা-গামা জন্মগ্রহণ করেন- ১৪৬৯ সালে; পর্তুগালের সাইনিসে।
- যে ইউরোপীয় বণিক ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেন- ভাস্কো-দা-গামা।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৫২৪ সালে।

## মার্কো পোলো

- মার্কো পোলো জন্মগ্রহণ করেন- ১২৫৪ সালে; ইতালি।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৮ জানুয়ারি, ১৩২৪।
- তিনি ছিরেন ইতালিয়ান নাবিক।

## মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন- ১১ নভেম্বর ১৮৮৮ সালে; মক্কা, সৌদি আরব।
- ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম বিষয়ক বই 'India Wins Freedom' এর লেখক- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- তিনি মারা যান- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ সালে।

## মার্টিন লুথার

- মার্টিন লুথার ছিলেন- ধর্মযাজক।
- তিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১০ নভেম্বর, ১৪৮৩ সালে; জার্মানি।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৫৪৬ সালে।

## অমর্ত্য সেন

- বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক- অমর্ত্য সেন।
- জার্মানির 'বিশ্ব শান্তি ঐতিহ্য' পুরস্কার পান- ২০২০ সালে।
- বিশ্ব 'মানব উন্নয়ন সূচক' ধারণা প্রদান করেন- অমর্ত্য সেন।
- লিখিত গ্রন্থ- Home in the World, Poverty & Famine.
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১৯৯৮ সালে।

## হেরোডোটাস

- হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪, গ্রীসে।
- হেরোডোটাস মৃত্যুবরণ করেন- খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫।
- ইতিহাসের জনক- হেরোডোটাস।
- মিশরকে 'নীল নদের দান' আখ্যা দেয়- হেরোডোটাস।

## অ্যাডাম স্মিথ

- অর্থশাস্ত্র/অর্থনীতির জনক- অ্যাডাম স্মিথ।
- অ্যাডাম স্মিথ জন্মগ্রহণ করেন- ১৬ জুন, ১৭২৩; স্কটল্যান্ড।
- 'An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations' বইটির লেখক- অ্যাডাম স্মিথ।
- 'অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছিলেন- অ্যাডাম স্মিথ।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৭ জুলাই, ১৭৯০ সালে।

## জন লক

- জন লক জন্মগ্রহণ করেন- ১৬৩২ সালে; রিংটন (ইংল্যান্ড)।
- তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- এস কনসারনিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট, লেটারস অন টলারেশন।
- আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক- জন লক।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ২৮ অক্টোবর, ১৭০৪ সালে।
- 'State of Nautre' সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন- জন লক।
- রাষ্ট্রের উদ্ভব, সামাজিক চুক্তি মতবাদের কট্টর সমর্থক- জন লক হবস্।

## ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জন্মগ্রহণ করেন- ১৮২০ সালে, ইতালি।
- 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' হলেন- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১৩ আগস্ট, ১৯১০ সালে।
- আন্তর্জাতিক নার্স দিবস- ১২ মে।
- ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামটি জড়িত- ক্রিমিয়া যুদ্ধের সাথে।

## ডেভিড রিকার্ডো

- ডেভিড রিকার্ডো জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৭২ সালে, ব্রিটেন।
- 'পরম ব্যয় সুবিধা' তত্ত্বটি- ডেভিড রিকার্ডো।
- 'রিসিপ্রোকাল ডিমান্ড' তত্ত্বটি- ডেভিড রিকার্ডো।
- খাজনা তত্ত্বের প্রবক্তা- ডেভিড রিকার্ডো।
- তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩ সালে।

## মোয়াম্মার গাদ্দাফি

- ১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার ক্ষমতায় আসেন (ক্ষমতায় ছিলেন ৪২ বছর)।
- ন্যাটো বাহিনীর হাতে নিহত হন- ২০১১ সালে।
- লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ- গ্রীন বুক।

## ইমানুয়েল কান্ট

- বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক।
- গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের উদ্ভাবক।
- ইমানুয়েল কান্টের বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ- perpetual Peace.
- বিখ্যাত উক্তি- সংস্কৃতি হলো মানুষের ভিতরের দিক।

## নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- ব্রিটিশ শাসকের কাছে বঙ্গভঙ্গের দাবি পেশ করেন–নওয়াব সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এবং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি- নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ।

## হাজী শরীয়তউল্লাহ

- হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম মাদারীপুর জেলায়।
- পলাশির পরাধীনতার পর প্রথম বাংলার মুসলমানদের চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেন – হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন– ফরায়েজী আন্দোলন (এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফরিদপুর)।
- হাজী শরীয়তউল্লাহর নামে যে জেলার নামকরণ হয়েছে– শরীয়তপুর (পূর্বের নাম ইন্দ্রাকপুর)।
- হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন – দুদু মিয়া।
- জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহ্ আইনের পরিপন্থি উক্তিটি- দুদু মিয়ার।

## রাজা রামমোহন রায়

- রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন –১৭৭২ সালে (হুগলি জেলায়)।
- আধুনিক ভারতের জনক – রাজা রামমোহন রায়।
- সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচনা করেন – প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ।
- ভারতীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় – রাজা রামমোহন রায়কে।



CamScanner

- আত্মীয় সভা গঠন – ১৮১৫ সালে।
- ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় – ২ আগস্ট ১৮২৮।
- তিনি একাধারে সংস্কৃত,আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার - পণ্ডিত ছিলেন।
- মৃত্যুবরণ করেন - ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর (ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে)।

## মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন-মজলুম জননেতা হিসেবে (তার আরও উপাধি লাল মওলানা)।
- ভাসানী ঐতিহাসিক লং মার্চের নেতৃত্ব দেন-১৯৭৬ সালের ১৬মে
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৯-১৯৫৭) সভাপতি- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২
- তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন - ১৯৫৭ সালে।
- মাওলানা ভাসানী ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লংমার্চের নেতৃত্ব দেন- ১৯৭৬ সাল্লের ১৬ মে।
- মৃত্যুবরণ করেন -১৯৭৬ সালে (সমাধি টাঙ্গাইলের সন্তোষে)।

## নওয়াব আব্দুল লতিফ

- বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন – নওয়াব আব্দুল লতিফ
- মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন –নওয়াব আব্দুল লতিফ।
- তাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করেন - খান বাহাদুর।
- নীল কমিশন গঠনে যে মুসলিম মনীষীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল – নওয়াব আব্দুল লতিফ
- কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন – ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল।

## সৈয়দ আমীর আলী

- ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন– সৈয়দ আমীর আলী।
- সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৮৭৭ সালে।
- তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে সদস্য পদ লাভ করেন - ১৯০৯ সালে (তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এ সম্মানের অধিকারী হন)।
- The Spirit Of Islam বই রচনা করেন - সৈয়দ আমীর আলী।

## হাজী মুহাম্মদ মুহসীন

- মুন্নুজান খানমের সাথে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের সম্পর্ক– বৈপিত্রেয় ভগ্নী
- হাজী মুহসীন যার কাছ থেকে অঢেল সম্পত্তি লাভ করেন– নিঃসন্তান ভগ্নী মুন্নুজান খানমের।
- গরিব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির জন্য তিনি গঠন করেন - মুহসীন ট্রাস্ট।
- দানশীলতার জন্য তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন - বাংলার হাতেম তাই।

## শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন– ১৬ অক্টোবর ১৮৭৩, সাতুরিয়া (বরিশাল)।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী – এ.কে. ফজলুল হক।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন-১এপ্রিল ১৯৩৭
  ঋণসালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজন প্রথা বাতিল আইনের র্তক–এ.কে. ফজলুল হক (১৯৩৭ সালে)
  াংলায় ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন।
  র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন– শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ ১৯৪০।
- এ. কে. ফজলুল হককে শেরে বাংলা উপাধি দেওয়া হয় – লাহোরে।
- ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - ১৯৫৪ সালে।
- মৃত্যুবরণ করেন - ১৯৬২ সালে।

## হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে খ্যাত–হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- অবিভক্ত বা যুক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (২৪ এপ্রিল ১৯৪৬-১৩আগষ্ট ১৯৪৭)

## ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

- ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে।.
- যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সাথে কারো কোনো তুলনা নেই-রাগসঙ্গীত।
- ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যে যন্ত্র বাজাতেন-সরোদ।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বিখ্যাত শীষ্যের নাম – পণ্ডিত রবি শংকর।

## সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- বাংলাদেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি– সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

## তাজউদ্দীন আহমেদ

- তাজউদ্দীন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন– ২৩জুলাই ১৯২৫, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী–তাজউদ্দীন আহমদ (১০ এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন– তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন, ১৯৭২।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

## ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

- মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী ছিলেন – অর্থমন্ত্রী
- তিনি মুসলিম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার– ক্যাপ্টেন ছিলেন।
- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী নিহত হন – ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ (সমাধি তিন নেতার মাজার)।

## এ এইচ এম কামরুজ্জামান

- এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন-১৯৭৪ সালে।
- তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের - স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
- মৃত্যুবরণ করেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে।

## জগদীশ চন্দ্র বসু

- জগদীশ চন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন– ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮; রাড়িখাল, মুন্সিগঞ্জ।
- জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রটির নাম – ক্রিস্ট্যাল রিসিভার।
- উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন– জগদীশ চন্দ্র বসু।

## ড. কুদরত-ই-খুদা

- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন এর নাম–ড.কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ড. কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়– ২৬ জুলাই ১৯৭২।

## ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম

- বারডেম এর প্রতিষ্ঠাতা–ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম।
- বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি– ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম

## শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

- ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৮ সালে (বর্তমানে নাম– চারুকলা ইনস্টিটিউট।
- ১৯৪৩ –এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পটির নাম– দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র।
- সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় নিয়ে তৈরি জয়নুল আবেদিনের চিত্র কর্ম–মনপুরা-৭০
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালাটি অবস্থিত-ময়মনসিংহ।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- মনপুরা ৭০, ম্যাডোনা ৪৩, মই টানা, গাঁয়ের বধু, গরুর গাড়ি, সংগ্রাম, সাঁওতাল রমনী, ঝড়, রেবেল ক্রো।



CamScanner

## কামরুল হাসান

- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন– ২ ডিসেম্বর ১৯২১ (তিনজিলা গোরস্তান রোড, কোলকাতা) [ডাকনাম- পটুয়া]
- পটুয়া কামরুল হাসানের পৈতৃক নিবাস– নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে পোস্টারটির ক্যাপশন যে চিত্রশিল্পির- কামরুল হাসান।
- দেশ আজ বিশ্ব বেহায়াদের খপ্পরে স্কেচটির চিত্রশিল্পী– কামরুল হাসান।
- কামরুল হাসানের তিন কন্যা ও নাইওর চিত্রকর্ম অবলম্বনে যে দুটি দেশ ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে– যুগোশ্লাভ সরকার (১৯৮৫), বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে, নাইওর, তিন কন্যা, দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে, বিড়াল, নারীর প্রকৃতি।

## এস. এম সুলতান (লালমিয়া)

- এস. এম (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান জন্মগ্রহণ করেন-মাসিমদিয়া, নড়াইল
- শিশুস্বর্গ ও চারুপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন– এস. এম (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা করেন – এস. এম. (শেখ মুহাম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- ধানকাটা চিত্রকর্মটির শিল্পী– এস. এম. সুলতান।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- ধান মাড়াই, ধান ভানা, চর দখল, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, নদী,পারাপার,শাপলা তোলা ইত্যাদি।

## ফকির লালন শাহ

- লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন– ১৭৭২ সালে (১কার্তিক ১১৭৯) হরিশপুর, ঝিনাইদহ (মতান্তরে ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া)
- সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৯৮টি)

## ব্রজেন দাস

- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন – ৫ বার।
- ব্রজেন দাস জন্মগ্রহণ করেন– ৯ ডিসেম্বর ১৯২৭; বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।
- প্রথম বাঙালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন– ব্রজেন দাস (১৯৫৮ সালে)।
- ব্রজেন দাস স্বাধীনতা পদক লাভ করেন– ১৯৯৯ সালে (মরণোত্তর)।
- ব্রজেন দাস মৃত্যুবরণ করেন- ১ জুন ১৯৯৮।

## শাহ আবদুল করিম

- শাহ আব্দুল করিম খ্যাত– বাউল সম্রাট হিসেবে।
- গাড়ি চলে না, চলে না....; আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম; কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া.... প্রভৃতির গীতিকার ও সুরকার – শাহ আব্দুল করিম।

## ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা – ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
- এশিয়ার সপ্তম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন– ২০০৬ সালে ।
- ড. ইউনুসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– 'দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে' এবং 'Banker to the poor'.

## হীরালাল সেন

- হীরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৬৬ সালে, বগজুরী, মানিকগঞ্জ।
- বাংলা এবং উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় – হীরালাল সেনকে।
- হীরালাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়োস্কোপ কোম্পানির নাম– রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি।

## জওহরলাল নেহেরু

- তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৬৪)। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত নেহেরু বিশ্বাস করতেন, 'দেশে ভালো হয়, যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয়।'
- লেখক হিসেবেও নেহেরু ছিলেন বিশিষ্ট। ইংরেজিতে লেখা তার বিখ্যাত তিনটি বই– An Autobiography, Glimpses of World History, The Discovery of India.
- তাঁর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও দৌহিত্র রাজীব গান্ধী।

## এ.পি.জে. আবদুল কালাম আজাদ

- তিনি মূলত একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন এবং ভারতের ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশ যানবাহী রকেট উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁকে বলা হয় "Missile Man of India" ।
- তিনি ছিলেন- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ১১তম রাষ্ট্রপতি
- তার অনবদ্য অবদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৯৭ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' খেতাব প্রদান করেন।
- তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম- Wings of Fire

## ইন্দিরা গান্ধী

- ইন্দিয়া গান্ধী ছিলেন- ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
- তিনি ছিলেন- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় তবে ভারতের ৬ষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী।
- তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ সাল।
- ইন্দিরা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন- ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদে (উত্তর প্রদেশ)।
- তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাতার নাম কমলা নেহেরু।
- রবীন্দ্রনাথ তার নাম দেন- প্রিয় দর্শিনী।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ইন্দিরা গান্ধী।
- ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন- ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজের ২জন দেহরক্ষী (সাতওয়ান্ত সিং, বি আন্ট সিং) দ্বারা। এর পরেই ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য কমান্ডো বাহিনী National Security Gurd গঠন করা হয়। যা ব্লাক ক্যাট নামে পরিচিত।

## মাদার তেরেসা

- মাদার তেরেসা জন্মগ্রহণ করেন- ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট, মেসিডোনিয়া (আলবেনিয়) প্রজাতন্ত্রে একটি ক্যাথলিক পরিবারে।
- তার আসল নাম- অ্যাগনেস গোনঝা বোয়াজিউ।
- মাদার তেরেসা জন্মগ্রহণ করেন- ১০১০ সালে (আলবেনিয়া)।
- তিনি ভারতের কলকাতায় আসেন- ১৯২৮ সালে।
- মাদার তেরেসার আসল নাম- আগনেস গঞ্জা বয়াজু (আলবেনিয় বংশদ্ভূত)।
- তিনি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন- ১৯৪৮ সালে।
- তিনি কলকাতায় "মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৫০ সালে।
- তিনি তাঁর সেবাকার্যের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন- ১৯৭৯ সালের ১৭ অক্টোবর।
- তিনি ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভ করেন- ১৯৮০ সালে।
- মৃত্যুবরণ করেন- ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে (কলকাতায়)।

## রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

- ব্রিটিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দীর্ঘসময়ের রানি- দ্বিতীয় এলিজাবেথ।
- ক্ষমতায় ছিলেন- ৭০ বছর (১৯৫২-২০২২)।
- মৃত্যু হয়- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২।
- তিনি কমনওয়েলথের প্রধান ছিলেন।
- দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর- রাজা হন তৃতীয় চার্লস।

## বারট্রান্ড রাসেল

- বারট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল হলো যুক্তরাজ্যের- সাহিত্যিক ও দার্শনিক।
- বারট্রান্ড রাসেল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পায়- ১৯৫০ সালে।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থ- Proposed Roads to Freedom, Political Ideals, Power : A New Social Analysis.

## ইবনে খালদুন

- মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক- ইবনে খালদুন।
- তিনি জন্মগ্রহণ করে- তিউনিস (তিউনিসিয়া)।
- তার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ- মুকাদ্দিমা (কিতাবুল ইবার)।
- সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়- ইবনে খালদুনকে (মতান্তরে অগাস্ট কোৎ)।

## জালাল উদ্দিন রুমি

- জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন- ফার্সি ভাষার কবি।
- জালাল উদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করে- খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্যে।
- রুমির বিখ্যাত গ্রন্থ- মসনবী শরিফ।
- তিনি ইসলামি স্বর্ণযুগের কবি ছিলেন।

## মকবুল ফিদা হুসেন

- ভারতের বিখ্যাত চিত্র শিল্পী- মকবুল ফিদা হুসেন।
- তাকে ভারতের পিকাসো বলা হয়।
- উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা, মাদারইন্ডিয়া, পঞ্চইন্দ্রিয়।

**পরম ব্যয় সুবিধা, রিসিপ্রোকাল ডিমান্ড, তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা ডেভিড রিকার্ডো**

## বিভিন্ন তত্ত্ব এবং প্রবক্তা

| তত্ত্ব | প্রবক্তা |
|---|---|
| সমাজতন্ত্র | কার্ল মার্কস |
| সাম্যবাদ নীতি | কার্ল মার্কস |
| বিশ্বগ্রাম ধারণা (Globalization) | মার্শাল ম্যাকলুহান |
| কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব | ডালটন |
| বিগ ব্যাং থিওরি | জর্জ ল্যামেটর |
| দ্বি-জাতি তত্ত্ব | মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ |
| জনসংখ্যা তত্ত্ব | টমাস ম্যালথাস |
| আইন শাস্ত্র | হাম্বুরাবি |
| আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান | নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি |
| আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান | গ্যালিলিও |
| বিবর্তন বাদ | চার্লস ডারউইন |
| বৈজ্ঞানিক ইতিহাস | থুকিডাইডিস |
| আধুনিক অর্থনীতি | পল স্যামুয়েলস্ |
| বর্ণবাদ | জেমস্ হার্জগ |
| ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ/ বিভাজন তত্ত্ব | মন্টেস্কু |
| গ্রেসাম বিধি | স্যার টমাস গ্রেসাম |
| সামাজিক চয়ন তত্ত্ব | অধ্যাপক অমর্ত্য সেন |
| আমলাতন্ত্র | ম্যাকস ওয়েবার |
| অর্থের তত্ত্ব | জন লক |
| খাজনা তত্ত্ব | ডেভিড রিকার্ডো |
| দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্ব | অধ্যাপক রাগনার নার্কস |
| নিম খাজনা তত্ত্ব | জোসেফ মার্শাল |
| ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ | জন মিল |
| বীজগণিত | আল খাওয়ারিজম |
| আধুনিক গণতন্ত্র | জন লক |
| বংশগতি বিদ্যা | গ্রেগর জোহান মেন্ডেল |
| আধুনিক কম্পিউটার | চার্লস ব্যাবেজ |
| জ্যোতির্বিজ্ঞান | হিপ্পার্কাস |
| অর্থনীতি | এডাম স্মিথ |
| কল্যাণ অর্থনীতি | অমর্ত্য সেন |
| অপরাধ বিজ্ঞান | ল্যামব্রোস |

## বিখ্যাত উক্তি ও গ্রন্থসমূহ

| গ্রন্থ | লেখক |
|---|---|
| মহাভারত | বেদব্যাস |
| হর্ষচরিত | বানভট্ট |
| রামায়ণ | বাল্মীকি |
| মেঘদূত | কালিদাস |
| অর্থশাস্ত্র | কৌটিল্য |
| কিতাবুল রেহলা | ইবনে বতুতা |
| কিতাবুল হিন্দ | আল বেরুনি |

## বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত গ্রন্থ

| গ্রন্থের নাম | রচয়িতা |
|---|---|
| Home in the World | অমর্ত্য সেন |
| The Golden House | সালমান রুশদি |
| The Strategic Victory | ফিদেল কাস্ট্রো |
| The Ministry of Utmost Happiness | অরুন্ধতী রায় |
| The Indira Gandhi Years | প্রণব মুখার্জি |
| ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার | অং সান সুচি |
| ফার্স্ট বয়েদের দেশ | অমর্ত্য সেন |
| ডিসিশন পয়েন্টস | জর্জ ডব্লিউ বুশ (যুক্তরাষ্ট্র) |
| প্রণব মুখার্জি : দ্য অল সিজন ম্যান | মনমোহন সিং (ভারত) |
| মেইন ক্যাম্ফ (Mein Kampf) | হিটলার (জার্মানি) |
| My life (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ) | বিল ক্লিনটন (যুক্তরাষ্ট্র) |
| ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া | জওহরলাল নেহেরু (ভারত) |
| এ জার্নি | টনি ব্লেয়ার (ব্রিটেন) |
| The Museum of Innocence | ওরহান পামুক (তুরস্ক) |
| যুদ্ধ ও শান্তি (War & Peace), Anna karenina | লিও টলস্টয় |
| Imperialism the Hight stage of capitalism | ভি আই লেলিন |
| Political Ideals/Human Society in Ethics and Politics. | বার্ট্রান্ড রাসেল |
| The Old Man and The Sea. | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে |
| A God of Small Things | অরুন্ধতি রায় |
| The Clash of the Civilization | স্যামুয়েল হান্টিংটন |
| Brick Lane | মনিকা আলি |
| The Good Earth | পার্ল এস. বার্ক |
| Leviathan | থমাস হবস |
| The Social Contract | জ্যাঁ জ্যাক রুশো |
| Candide | ভলতেয়ার |
| Mother | ম্যাক্সিম গোর্কি |
| The Audacity of Hope. Dreams from My Father; A Promised Land | বারাক ওবামা |
| Living History | হিলারি ক্লিনটন |
| My Life | বিল ক্লিনটন |
| Wings of Fire | এ পি জে আব্দুল কালাম |
| India Wins Freedom | মাওলানা আবুল কালাম আজাদ |
| The Asian Drama | গুনার মাইডাল |
| Harry Potter | জে. কে রাউলিং |
| A Long Walk to Freedom, Conversation with Myself | নেলসন ম্যান্ডেলা |
| দ্যা অরিজিন অব স্পিস | রবার্ট চার্লস ডারউইন |
| ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি | জওহরলাল নেহেরু |
| ইলিয়াড, ওডিসি | হোমার |
| ইনকোয়ারি ইন টু দ্য ন্যাচার অ্যান্ড কজেজ অব দ্য ওয়েলথ অব নেশনস | অ্যাডাম স্মিথ |
| ইনটু ব্যাটিল, ম্যামোরিজ অব দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার | উইনস্টন চার্চিল |
| ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম | মাওলানা আবুল কালাম আজাদ |



CamScanner

| গ্রন্থের নাম | রচয়িতা |
|---|---|
| দ্যা প্রিন্স (The Prince) | ম্যাকিয়াভেলি |
| দ্যা সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট | রুশো |
| এমা, প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস, সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি, পারসুয়েশন | জন অস্টিন |
| মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ | মহাত্মা গান্ধী |
| এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম (A brief History of Time) | স্টিফেন হকিং |
| কমেডি অব এররস, হ্যামলেট, ওথেলো, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, মার্চেন্ট অব ভেনিস, ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, এন্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, জুলিয়াস সিজার, কিং লিয়ার | উইলিয়াম শেক্সপিয়ার |
| ওয়ার অ্যান্ড পিস, দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস, আননা কারেনিনা, রেসারেকশন, চাইল্ডহুড | লিও টলস্টয় |
| দাস ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট মেনিফেস্ট্রো | কার্ল মার্কস |
| অন কন্ট্রাডিকশন | মাও সে তুং |
| প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইড, দ্য ডকট্রিন অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অব ডিভোর্স | জন মিল্টন |
| ইসাবেলা, দ্য লাইট এঙ্গেল, ইভ অব সেন্ট অ্যাগানিস, এনডিমিয়ন | জন কিটস |
| এ ভয়েজ অব লিলিপুট, এ টেল অব টাব, ব্যাটল অব দ্য বুকস | জোনাথন সুইফট |
| রিপাবলিক, ডায়ালগস | প্লেটো |
| মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, দ্য ওয়াস্টল্যান্ড | টিএস ইলিয়ট |
| দ্যা উইসডম অব অ্যানসিয়েন্টস, দ্য এডভান্সমেন্ট অব লার্নিং | ফ্রান্সিস বেকন |
| ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান, দ্যা স্যানিটি অব আর্ট | জর্জ বার্নার্ড শ' |
| রুবাইয়াত-ই ওমর খৈয়াম | ওমর খৈয়াম |
| গীতাঞ্জলি, সোনার তরী, চোখের বালি, শেষের কবিতা, নৌকাডুবি | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সিন্ধু-হিন্দোল, মৃত্যুক্ষুধা। | কাজী নজরুল ইসলাম |

## সম্প্রতি আলোচিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের গ্রন্থ

| গ্রন্থের নাম | রচয়িতা |
|---|---|
| Bangladesh wins Freedom | মুসা সাদিক |
| Promise me dad, Promise to keep | জো বাইডেন |
| The Truths We Hold | কমলা হ্যারিস |
| A Promised Land | বারাক ওবামা (যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট) |
| The start up wife, The Bones fo Grace | তাহমিনা আনাম (মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কাহিনি নির্ভর উপন্যাস লেখেন) |
| রণাঙ্গনের ডায়েরি | মেজর জেনারেল মজিবুর রহমান |
| State of Teror | হিলারি ক্লিনটন ও লুইজ পেনি |
| The Christmass Pig | জে কে রাউলিং |
| Time Shelter | জর্জি গোসপদিনভ (২০২৩ সালে বুকার পুরস্কার পান) |
| মুজিবপিডিয়া (শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম জীবনীকোষ) | কামাল চৌধুরী |
| The Bench | মেগান মার্কেল |
| Victory City | সালমান রুশদী (ভারত) |
| উতল রোমন্থন (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ) | রেহমান সোবহান (বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ) |

| গ্রন্থের নাম | রচয়িতা |
|---|---|
| My Father, My Bangladesh | শেখ হাসিনা |
| এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ | মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন |
| Spare | জে আর মোররিঙ্গার (প্রিন্স হ্যারির স্মৃতিকথা) |
| The Light We Carry | মিশেল ওবামা (যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স লেডি) |
| Inner Truth of Sculpture, Sculpture Coming from Heaven | শামীম সিকদার (২০০০ সালে একুশে পদক পান) |
| Bangabandhu : The People's Hero | প্রকাশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ সরকার) |
| সত্য মামলা আগরতলা | কর্নেল শওকত আলী (আগড়তলা মামলার ২৬নং আসামী) |

## বিখ্যাত উক্তিসমূহ

| উক্তি | ব্যক্তি |
|---|---|
| দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর | হযরত মুহম্মদ (সাঃ) |
| মানুষ সামাজিক জীব | এরিস্টটল |
| যে ব্যক্তি সমাজে বাস করেনা সে হয় দেবতা না হয় পশু | এরিস্টটল |
| ইতিহাস হচ্ছে অভিজাত শ্রেণির সমাধি ক্ষেত্র | এরিস্টটল |
| জ্ঞানই পূণ্য | সক্রেটিস |
| Virtue is Knowledge and Education is the main thing to acquire virtue | প্লেটো |
| Man is born free, but he is everywhere in chains/ মানুষ স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত থাকে। | রুশো |
| Justice delayed is justice denied. | গ্লাডস্টোন |
| Imagination is more important than Knowledge | আইনস্টাইন |
| তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে উন্নত জাতি দেব/ Give me Good Mother, I will give you good nation. | নেপোলিয়ান |
| Impossible is a word to be found in a fool's dictionary. | নেপোলিয়ান |
| Give me blood and I promise you freedom | নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু |
| The country is good if its universities are good/ দেশ ভালো হয় যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয়। | পণ্ডিত নেহেরু |
| Culture is What we are and Civilization is what we use or have | ম্যাকাইভার |
| সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা | বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন |
| কাপুরুষেরা মরার আগে বহুবার মারা যায়, সাহসীরা একবার মৃত্যুবরণ করে | শেক্সপিয়ার |
| এককালীন শান্তি সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয় | মুসোলিনি |
| He prayeth best who loveth best, Both man and bird and beast | Samule Taylor Coleridge |
| I have a Dream | মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র |
| জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী | রুশো |
| গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা | লর্ড ব্রাইস |
| There is no opposition there is no democracy | আইভর জেনিংস |
| গণতন্ত্র মানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার | বার্কার. |
| নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার হতে বিতাড়িত করে | গ্রেসাম |



CamScanner

| উক্তি | ব্যক্তি |
|---|---|
| Man is the measure of all things. | প্রোটাগোরাস |
| Man is by birth a political animal. | এরিস্টেটল |
| Poets are the unacknowledged legislators of the world. | শেলী |
| সংস্কৃতি হল মানুষের ভিতরের দিক | দার্শনিক কান্ট |
| জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় | থমাস ম্যালথাস |
| I die, you to live which is better only God knows | সক্রেটিস |
| সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান | এরিস্টটল |
| আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে | লাস্কি |
| আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী | স্পেসার |
| আইন হল পক্ষপাতহীন যুক্তি | এরিস্টটল |
| সংসদীয় সরকার জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা | জেনিংস |
| 'তুমি যদি কোনো লোককে জানতে চাও, তাহলে তাকে প্রথমে ভালবাসতে শেখো' | লেলিন |
| 'অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজেকে খুঁজুন, নিজেকে জানুন,নিজের পথে চলুন।' | ডেল কার্নেগি |

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. স্পেসএক্স (SpaceX)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. ল্যারি পেজ B. মার্ক জাকারবার্গ C. টিম কুক D. ইলন মাস্ক

**Ans D Analysis** প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতা :

| নাম | প্রতিষ্ঠাতা | নাম | প্রতিষ্ঠাতা |
|---|---|---|---|
| স্পেস-এক্স | ইলন মাস্ক | ফেইসবুক | মার্ক জাকারবার্গ |
| গুগল | ল্যারি পেজ | অ্যাপল | টিম কুক (সিইও) |

**02. কোন দেশে আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. জার্মানি B. ইটালি C. ইংল্যান্ড D. অস্ট্রেলিয়া

**Ans A Analysis** আলবার্ট আইনস্টাইন বিখ্যাত জার্মান ইহুদি বিজ্ঞানী। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ১৯২১ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

**03. চে গুয়েভারার জন্ম কোন দেশে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. কিউবা B. বলিভিয়া C. আর্জেন্টিনা D. চিলি

**Ans C Analysis** বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারা ১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৭ সালে বলিভিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

**04. 'I have a Dream' নামক ভাষণটি কে দিয়েছিলেন?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র B. আব্রাহাম লিঙ্কন
C. মহাত্মা গান্ধী D. উইনস্টন চার্চিল

**Ans A Analysis** ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট দিনটি আমেরিকার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সেদিন 'I have a Dream' খ্যাত একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র; যিনি আমেরিকায় অ্যাফ্রো-আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা।

**05. 'অর্থশাস্ত্র' এর রচয়িতা কে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. মেগাস্থিনিস B. বানভট্ট C. আনন্দভট্ট D. কৌটিল্য

**Ans D Analysis** প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার | গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|---|---|
| ইন্ডিকা | মেগাস্থিনিস | অর্থশাস্ত্র | কৌটিল্য |
| হর্ষচরিত | বানভট্ট | কিতাবুল রেহালা | ইবনে বতুতা |

**06. 'দ্য ওয়েলথ অব নেশনস' গ্রন্থটির লেখক কে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. অ্যাডাম স্মিথ B. জন লক C. জন স্টুয়ার্ট মিল D. কার্ল মার্কস

**Ans A Analysis** বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ ও গ্রন্থকার:

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার | গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|---|---|
| ওয়েলথ অব নেশনস | অ্যাডাম স্মিথ | অন লিবার্টি | স্টুয়ার্ট মিল |
| সেকেন্ড ট্রিটিস অব গড | জন লক | দাস ক্যাপিটাল | কার্ল মার্কস |

**07. ফিদেল ক্যাস্ট্রো যে দেশের নাগরিক–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. পেরু B. কিউবা C. ব্রাজিল D. মেক্সিকো

**Ans B Analysis** ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১৯২৬ আগস্ট কিউবায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে কিউবান বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবার ক্ষমতা দখল এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি কিউবা কমিউনিস্ট দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৬৯-১৯৭৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৭৬-২০০৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২৫ নভেম্বর ২০১৬ কিউবাতেই মৃত্যুবরণ করেন এই সমাজতান্ত্রিক নেতা।

**08. স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিশেষ অবদান যে জ্ঞান শাখায়–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. গণিত B. জীববিজ্ঞান C. রসায়ন D. উদ্ভিদবিদ্যা

**Ans D Analysis** স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) একজন খ্যাতনামা বাঙালি পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ ও জীববিজ্ঞানী যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন 'গাছের প্রাণ আছে'। তিনি আরো ক্রেসকোগ্রাফ' নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

**09. গ্রেটা থুনবার্গ হলেন একজন–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. পরিবেশকর্মী B. নারীবাদী কর্মী
C. প্রাণী-অদিকারকর্মী D. মানবাধিকার কর্মী

**Ans A Analysis** গ্রেটা থুনবার্গ স্কুল পালিয়ে জলবায়ু পবির্তন রুখতে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে মাত্র পনের বছর বয়সে সুইডেনের পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোপ করেন।

**10. হোম ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড : আ মেমোয়ার গ্রন্থের লেখক–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. নিরদ সি চৌধুরী B. আনিসুজ্জামান C. দ্বিজেন শর্মা D. অমর্ত্য সেন

**Ans D Analysis** 'হোম ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড : আ মেমোয়ার' বইটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনের আত্মস্মৃতিকথামূলক বই। বইটি জুলাই মাসে ব্রেন্ডম হাইজ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। The country of First Boys, On Economic Inequality, Identity and Violence তাঁর বিখ্যাত বই।

**11. 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান'-উক্তিটি যার–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. স্পেন্সার B. বার্কার C. মিল D. লাস্কি

**Ans × Analysis** 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান' এই বিখ্যাত উক্তিটি অ্যালবার্ট ভেন ডাইসি'র। ভেন ডাইসি (১৮৩৫-১৯২২) বিট্রিশ আইন পণ্ডিত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি আইন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। আলবার্ট ভেন ডাইসিকে 'আইনের শাসন তত্ত্ব' এর প্রবক্তা বলা হয়।

**12. 'আদর্শ রাষ্ট্র' ধারণাটি-** [DU-7Clg: 2019-20]
A. প্লেটোর B. সেবেস্টের C. সক্রেটিসের D. সোলনের

**Ans A Analysis** রাষ্ট্র (State) বলতে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনকে বোঝায় যা কোনো একটি ভৌগোলিক এলাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্র সাধারণত একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। প্লেটো সর্বপ্রথম আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা দেন।

**13. 'নেলসন ম্যান্ডেলা' নামটির সঙ্গে জড়িত দেশ হলো-** [DU-7Clg: 2019-20]
A. দক্ষিণ আফ্রিকা B. নরওয়ে C. সুইডেন D. ইংল্যান্ড

**Ans A Analysis** নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারাবাস করেন, অধিকাংশ সময় রোবেন দ্বীপে।

**14. যেটির স্থপতি লুই আই কান-** [DU-7Clg: 2019-20]
A. শহিদ মিনার B. হাইকোর্ট C. জাতীয় সংসদ D. কার্জন হল

**Ans C Analysis** জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা। আইনসভার ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ও ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।

**15. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি হলেন-** [DU-7Clg: 2018-19]
A. জয়নুল আবেদিন B. হামিদুর রহমান
C. এস.এম. সুলতান D. সৈয়দ মঈনুল হোসেন

**Ans D Analysis** জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। সাভারে অবস্থিত সাতটি ত্রিভুজাকৃতির স্তম্ভ বিশিষ্ট এই সৌধের নকশা প্রণয়ন করেছেন স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন।



CamScanner

16. স্টিফেন হকিং একজন- [DU-7Clg: 2018-19]

A. পদার্থবিদ B. জ্যোতির্বিদ C. চিকিৎসক D. রসায়নবিদ

**Ans A Analysis** স্টিফেন উইলিয়াম হকিং, বিশিষ্ট ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য 'বিগ ব্যাং থিউরি'র প্রবক্তা স্টিফেন হকিং। 'A Brief History Time', 'The Theory Everything' দুটি বই তিনি লিখেছেন। দুরারোগ্য মটর নিউরন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৪ মার্চ ২০১৮ তিনি মারা যান।

17. অর্থশাস্ত্রের জনক হলেন- [DU-7Clg: 2019-20]

A. অ্যাডাম স্মিথ B. ডেভিড রিকার্ডো C. জন স্টুয়ার্ট মিল D. এরিস্টটল

**Ans A Analysis** বিভিন্ন শাস্ত্রের জনক: ইতিহাসের জনক- হেরোডোটাস; প্রাণিবিজ্ঞানের জনক- অ্যারিস্টটল; রসায়নের জনক- জাবির ইবনে হাইয়ান; বিজ্ঞানের জনক- থেলিস এবং দর্শন শাস্ত্রের জনক- সক্রেটিস।

18. দি রিপাবলিক গ্রন্থের লেখক হলেন- [DU-7Clg: 2018-19]

A. প্লেটো B. সক্রেটিস C. এরিস্টটল D. ম্যাকিয়াভেলি

**Ans A Analysis** প্লেটো বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। তিনি দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন এবং দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর ছাত্র ছিলেন। 'রিপাবলিক' গ্রিক দার্শনিক প্লেটো রচিত এক অমর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

19. অর্থশাস্ত্রের জনক হলেন- [DU-7Clg: 2018-19]

A. ডেভিড রিকার্ডো B. এরিস্টটল C. কৌটিল্য D. এডাম স্মিথ

**Ans D Analysis** অ্যাডাম স্মিথ ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৭৭৬ সালে An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations নামক গ্রন্থ লিখে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেন।

20. বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের কর ফাঁকি সম্পর্কিত সম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথিটি হলো- [DU-7Clg: 2017-18]

A. দি ডেইলি মেইল B. পানামা পেপারস
C. প্যারাডাইস পেপারস D. দি ডেইলি মিরর

**Ans C Analysis** প্যারাডাইস পেপার্স কেলেঙ্কারি বিশ্বের ১৮০টি দেশের রাজনৈতিক, সেলিব্রিটি ও বিত্তশালী মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন ও মালিকানা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের সম্ভার। যারা কর থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ট্যাক্স হেভেনে বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

21. Republic গ্রন্থের লেখক- [DU-7Clg: 2017-18]

A. প্লেটো B. সক্রেটিস C. এরিস্টটল D. রুশো

**Ans A Analysis** গ্রন্থ ও গ্রন্থাকার:

| গ্রন্থের নাম | লেখক | গ্রন্থের নাম | লেখক |
|---|---|---|---|
| My Life | বিল ক্লিনটন | The Politics | অ্যারিস্টটল |
| Farewell to Arms | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে | Tin Drum | গুন্টার গ্রাস |
| The Prince | ম্যাকিয়াভেলি | The Asian Drama | গুনার মিরডাল |

22. পাটের জিন বিন্যাসতত্ত্ব আবিষ্কার করেন- [DU-7Clg: 2017-18]

A. ড. মাহমুদুল হাসান B. ড. মাকসুদুল আলম
C. ড. মাহবুবুল আলম D. ড. মাকসুদুল ইসলাম

**Ans B Analysis** ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর একদল গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি উন্মোচিত হয় তোষা পাটের জিন নকশা। পরে তিনি ম্যাক্রোফমিনা ফাসিওলিনা নামের এক ছত্রাকের জিন-নকশা উন্মোচন করেন।

23. বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত- [DU-7Clg: 2017-18]

A. সুফিয়া কামাল B. ইলা মিত্র C. রাণী ভবানী D. বেগম রোকেয়া

**Ans D Analysis** বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে- মতিচূর, Sultana's Dream, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি।

24. দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা- [DU-7Clg: 2017-18]

A. নেলসন ম্যান্ডেলা B. রবার্ট মুগাবে
C. সক্রুমা D. জ্যাকব জুমা

**Ans A Analysis** নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী নেতা। যিনি বর্ণবাদের অবসান করে ১৯৯৪ সালের ১০ মে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। ১৯৯৩ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

25. শেখ সাদী ছিলেন একজন- [DU-7Clg: 2017-18]

A. চিত্রকর B. কবি C. পরিব্রাজক D. বিজ্ঞানী

**Ans B Analysis** বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি:

| কবি | ভাষা | দেশ |
|---|---|---|
| শেখ সাদী | ফার্সি | ইরান |
| ওমর খৈয়াম | ফার্সি | ইরান |
| হোমার | গ্রিক | গ্রিস |
| ইমরুল কায়েস | আরবি | সৌদি আরব |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যা দিয়েছিল?
A. টাইম B. নিউজউইক
C. দি ইকনমিস্ট D. ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি **B**

02. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বিশ্বকবি' আখ্যা দিয়েছিলেন কে?
A. কাজী নজরুল ইসলাম B. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
C. কবি জয় গোস্বামী D. লালন ফকির **B**

03. ১৯৪৩- এর মন্বন্তরের চিত্রকর্ম কে এঁকেছিলেন?
A. কাইয়ুম চৌধুরী B. জয়নুল আবেদিন
C. কামরুল হাসান D. মোহাম্মদ কিবরিয়া **B**

04. ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?
A. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় B. রাজা রামমোহন রায়
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **B**

05. উইনস্টান চার্চিল কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
A শান্তি B. সাহিত্য C. পদার্থ D. রসায়ন **B**

06. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থ কোনটি?
A. আমি মুজিব বলছি B. ওজারতির দুই বছর
C. বঙ্গবন্ধ অভিধান D. কারাগারের রোজনামচা **D**

07. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম-
A. ভানুসিংহ B. কালকূট C. চাণক্য D. বনফুল **A**

08. ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্রকর্ম কে এঁকেছিলেন?
A. আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী B. জয়নুল আবেদীন
C. কামরুল হাসান D. মোহাম্মদ কিবরিয়া **B**

09. কোন প্রতিষ্ঠানের জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন?
A. ভয়েস অব আমেরিকা B. ইউনেস্কো
C. টাইমস অফ ইন্ডিয়া D. বিবিসি। **D**

10. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হয় কোন সালে?
A. ২০১০ B. ২০১১ C. ২০১২ D. ২০১৫ **C**

11. বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রথম নারী মেজর জেনারেল হলেন-
A. গীতি সুসানে B. সুসানে গীতি
C. গীতি আরা সুসানে D. গীতি আরা **B**

12. "Virtue is Knowledge" উক্তিটি কার?
A. প্লেটো B. রাসেল C. অ্যারিস্টটল D. সক্রেটিস **D**

13. 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির আত্মজীবনী?
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী B. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
C. আবুল হাশিমা D. মতিলাল নেহেরু **B**

14. "চোখের বদলে চোখ নিলে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে"-এটা কার উক্তি?
A. নেলসন ম্যান্ডেলা B. মহাত্মা গান্ধী
C. মাদার তেরেসা D. কেনজাবোরো ওয়ে **D**



CamScanner

15. "নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ"- এটি কার উক্তি?
A. Lord Acton B. Lord Diplock
C. Lord Hulsbury D. Lord Oliver **A**

16. আমলাতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা কে?
A. ম্যাক্স ওয়েবার B. অ্যাডাম স্মিথ
C. কার্ল মার্ক্স D. রবার্ট গ্রেসমিথ **A**

17. 'গেটিসবার্গ ভাষণ' কে দিয়েছেন?
A. আব্রাহাম লিংকন B. জন এফ কেনেডি
C. টমাস জেফারসন D. জর্জ ওয়াশিংটন **A**

18. ড. মার্টিন লুথার কিং কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
A. যুক্তরাষ্ট্র B. যুক্তরাজ্য C. নরওয়ে D. ইতালি **A**

19. গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বাংলাদেশী মহিলা ক্রীড়াবিদের নাম-
A. সালমা খাতুন B. রাণী হামিদ
C. শারমীন আক্তার D. জোবেরা রহমান লীনু **D**

20. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদী ছিলেন-
A. তোফায়েল আহমদ B. মুহিতুল ইসলাম
C. এস.পি. মাহবুব D. শেখ ফজলুল সেলিম **B**

## PRIME TEST

01. কোন বিখ্যাত বিদেশি ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি (Poet of Politics) আখ্যা দিয়েছেন?
Ⓐ নিউজ উইক্স Ⓑ দি ইকোনমিস্ট Ⓒ টাইম Ⓓ গার্ডিয়ান

02. বাংলাদেশের কোন স্থপতি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছিল?
Ⓐ হামিদুর রহমান Ⓑ ফজলুর রহমান খান
Ⓒ নভেরা আহমদ Ⓓ জুলফিকার আলী খান

03. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন?
Ⓐ সৈয়দ আমীর আলী Ⓑ নওয়াব আব্দুল লতিফ
Ⓒ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ Ⓓ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

04. জনাব এফ. আর. খান বাংলাদেশের জন্য গৌরব, তিনি কী ছিলেন?
Ⓐ স্থপতি Ⓑ ক্যান্সার চিকিৎসক
Ⓒ আণবিক বিজ্ঞানী Ⓓ কম্পিউটার বিজ্ঞানী

05. সংগ্রাম চিত্রকর্মের শিল্পী-
Ⓐ এস এম সুলতান Ⓑ জয়নুল আবেদীন
Ⓒ কামরুল হাসান Ⓓ যামিনী রায়

06. দুর্ভিক্ষের উপর আঁকা বিখ্যাত ম্যাডোনা-১৯৪৩ ছবিটির চিত্রশিল্পী কে ছিলেন?
Ⓐ রফিকুননবী Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ জয়নুল আবেদীন Ⓓ হাশেম খান

07. গরুর গাড়ি চিত্রকর্মটি কার?
Ⓐ হাশেম খান Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ জয়নুল আবেদিন Ⓓ এস এম সুলতান

08. 'লালমিয়া' কোন শিল্পির ডাক নাম?
Ⓐ মোহাম্মদ কিবরিয়া Ⓑ মুর্তজা বশীর
Ⓒ এস এম সুলতান Ⓓ আমিনুল ইসলাম

09. জয়নুল আবেদীন কে ছিলেন?
Ⓐ চিত্রশিল্পী Ⓑ ভাস্কর
Ⓒ মৃৎশিল্পী Ⓓ কণ্ঠশিল্পী

10. 'দুর্ভিক্ষ' ছবিটি কোন শিল্পীর আঁকা?
Ⓐ আব্দুর রাজ্জাক Ⓑ জয়নুল আবেদিন
Ⓒ পাবলো পিকাসো Ⓓ রনবী

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | A | 02. | B | 03. | B | 04. | A | 05. | B |
| 06. | C | 07 | C | 08. | C | 09. | A | 10. | B |

অধ্যায় ১৯

# শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গণমাধ্যম

সাধারণ জ্ঞান

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- বাংলাদেশের বাউল সম্রাট বলা হয়- লালন ফকিরকে।
- বাংলাদেশের মরমী কবি নামে পরিচিত- হাছন রাজা।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক- নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- মাটির পুরুষ, ভাটির পুরুষ বলা হয়- শাহ আব্দুল করিমকে।
- শাক্ত গীতাবীলর জনক- রাম প্রসাদ সেন।
- গম্ভীরা বাংলাদেশের- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী অঞ্চলের গান।
- রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের গান হলো- ভাওয়াইয়া।
- ঘাটু গান হলো বাংলাদেশের- সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান।
- ঘেটুপুত্র কমালা চলচ্চিত্রের পরিচালক- হুমায়ুন আহমেদ।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করে- মির্জা গোলাম পীর।
- টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত- রাজশাহীর বাগা মসজিদ।
- উয়ারী বটেশ্বর অবস্থিত- নরসিংদীতে।
- তৌকির আহমেদের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র- জয়যাত্রা (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), হালদা (নদীকেন্দ্রিক), ফাগুন হাওয়ায় (ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক) ও অজ্ঞাতনামা (প্রবাসীকেন্দ্রিক)।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার- জহির রায়হান।
- জহির রায়হানের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র- স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট, বার্থ অব এ নেশন, এ স্টেট ইজ বর্ন।
- স্বাধীনতার পর জহির রায়হান নিঁখোজ হন- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- হীরালাল সেন।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক- আব্দুল জাব্বার খান।
- উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার- কাজী নজরুল ইসলাম।
- উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র- জামাই ষষ্ঠী।
- বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র- মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)।
- বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র- সঙ্গম (জহির রায়হান)।
- কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালক ছিলেন- ধূপছায়া চলচ্চিত্রের।
- কাজী নজরুল ইসলাম অভিনয় করেন- ধ্রুব চলচ্চিত্রে।
- জহির রায়হানের চলচ্চিত্র- জীবন থেকে নেয়া, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, আনোয়ার।
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র- মুক্তির গান, মুক্তির কথা, মাটির ময়না, কাগজের ফুল ইত্যাদি।
- অস্কারে মনোনীত বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র- মাটির ময়না (২০০২)।
- সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র- পাথের পাঁচালি, অশনি সংকেত, হিরোক রাজার দেশে, অপরাজিত, তিন কন্যা, গণশত্রু, চারুলতা ইত্যাদি।
- উপমহাদেশের প্রথম অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি- সত্যজিৎ রায় (১৯৯২)
- সত্যিজিৎ রায় অস্কার পুরস্কার পান- পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রের জন্য।
- ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র- সুবর্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার।
- হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র- আগুনের পরশমনি, শ্যামন ছায়া, আমার আছে জল ইত্যাদি।
- পদ্মা নদীর মাঝি চলচ্চিত্রের পরিচালক- গৌতম ঘোষ।
- হুমায়ুন আহমেদের যে দুই চলচ্চিত্র অস্কারে মনোনীত হয়- শ্যামল ছায়া, ঘেটুপুত্র কমলা।
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের লেখক- অদ্বৈত মল্লবর্মন।
- তিতাস নদীর পরিচালক- ঋত্বিক ঘটক।
- বাঘা বাঙালি চলচ্চিত্রের পরিচালক- আনন্দ।
- মাস্টার দ্য সূর্য সেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নিয়ে নির্মিত 'চিটাগং' এর পরিচালক- দেব্রত পাইন।
- ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কাহিনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চিত্র নদীর পাড়ে' এর পরিচালক- তানভীর মোকাম্মেল।
- 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্র এর পরিচালক- গৌতম ঘোষ (লালন ফকিরের জীবনী নির্ভর)।
- এস এম সুলতানের জীবন কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র- আদম সুরত।



CamScanner

- ফেলুদা চরিত্রের স্রষ্টা- সত্যজিৎ রায়।
- মানুষ মানুষের জন্য.... গানটির গীতিকার ও শিল্পী- ভূপেন হাজারিকা।
- ধন ধান্য পুষ্প ভরা... গানটির গীতিকার ও সুরকার- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
- কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...... গানটির গীতিকার- গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার।
- কফি হাউস গানটির শিল্পী- মান্না দে (প্রকৃত নাম- প্রবোধচন্দ্র দে)।
- গানটির কফি হাউসটি অবস্থিত- কলকাতায়।
- ও রে নীল দরিয়া ..... গানটির শিল্পী- আবদুল জাব্বার (গীতিকার- মুকুল চৌধুরী)।
- আমি বাংলার গান গাই... গীতিকার ও শিল্পী- প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
- নোঙর তোলো তোলো... গানটির গীতিকার ও সুরকার- নয়ম গহর ও সমর দাস।
- ইংল্যান্ডের রানি সুরসম্রাট হিসেবে খেতাব দেন- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কে।
- ওস্তাত আলাউদ্দিন খাঁ'র শাস্ত্রীয় সংগীতের বাহন- সরোদ।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র বিখ্যাত শিষ্য হলো- পণ্ডিত রবি শংকর।
- বারীণ মজুমদার হলেন- প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী।
- দেশের প্রথম সংগীত মহাবিদ্যালয় 'কলেজ অব মিউজিক' স্থাপিত- ঢাকায়।
- কলেজ অব মিউজিক স্থাপন করেন- বারীন মজুমদার
- সর্বপ্রথম ভাওয়াইয়া গান সংগ্রহ করে- স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন।
- পালাগান হলো- কাহিনীমূলক লোকগীতি।
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসংগীত- সাম্পানের গান।
- ফটিকছরির মাইজভান্ডারি গান হলো- পীর আহমদ উল্লাহ আধ্যাতিক ও অলৌকিকতা কেন্দ্রিক।
- শিবের বন্দনাগীতিকে বলা হয়- গম্ভীরা গান (শিবের অপর নাম গম্ভীর অনুসারে)।
- পালা গম্ভীরা হলো- নাট্যমূলক উপস্থাপন।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন- খান আতাউর রহমান।
- গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী নিয়ে আবর্তিত গানকে বলা হয়- গাজীর গান।
- ফরিদপুর অঞ্চলের নৃত্যকে বলা হয়- ধূপ।
- যশোর অঞ্চলের নৃত্যকে বলা হয়- বল।
- তানপুরা হলো- উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি যন্ত্র।
- বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন হলো- নাট্যদলসমূহের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন।
- টাঙ্গাইলের হাস্যরসাত্মক নাট্যাভিনয়রীতি হলো- সঙ্গযাত্রা।
- ১৯৪৩ এ বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চিত্র পঞ্চাশের মন্বন্তর হলো- জয়নুল আবেদিনের অঙ্কন।
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শেষ চিত্রকর্ম- দুই মুখ।
- সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চ অবস্থিত- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠ সংলগ্ন।
- জয়নুল আর্ট গ্যালারি স্থাপিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ।
- 'মুকুল ফৌজ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- 'মুকুল ফৌজ' সংগঠনটি- শিশুকিশোর ভিত্তিক।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' স্কেচ আঁকেন- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' স্কেচের ভিত্তি- স্বৈরশাসক এরশাদকে কেন্দ্র করে (১৯৮৮)।
- এস. এম সুলতানের ডাক নাম হলো- লাল মিয়া।
- এস. এম সুলতানের বিখ্যাত চিত্রকর্ম- হত্যাযজ্ঞা, জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি।
- এস. এম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত দুটি চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠান- শিশুস্বর্গ ও চারুপাঠ।
- বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলা হয়- সফিউদ্দিন আহমদকে।
- সফিউদ্দিন আহমদের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম- জলের নিনাদ, মেলার পথ ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের Knight in the order of Fine Arts and Humanities উপাধি পান- চিত্রশিল্পী শাহবুদ্দিন আহমদ।
- Knight in the order of Fine Arts and Humanities উপাধি দেয়- ফরাসি সরকার থেকে।
- এপিটাফ সিরিজ একেছেন- মুর্তজা বশীর।
- ট্যাপেস্টি শিল্পী হলেন- রশীদ চৌধুরী।
- মীনা কার্টুন এর স্রষ্টা- মুস্তফা মনোয়ার।
- দ্বিতীয় সাফ গেমসের প্রতীক এর নাম- মিশুক।
- মিশুক প্রতিকটি নির্মাণ করেন- মুস্তফা মনোয়ার।
- মীনা দিবস ঘোষণা করা- ২৪ সেপ্টেম্বরকে।
- টোকাই নামক কার্টুন এর স্রষ্টা- রফিকুন্নবী।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর অবস্থিত- আগারগাঁও।
- বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনের নাম- আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন।
- একাডেমি থেকে প্রকাশিত ৬টি পত্রিকা- উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ধানশালিকের দেশ, বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা একাডেমি জার্নাল, বার্তা।
- প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী হয়- ১৯৭৫ সালে।
- ঢাকা জাদুঘর এর উদ্বোধন হয়- ১৯১৩ সালে।
- ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন- নলনীকান্ত ভট্টশালী।
- জাতীয় জাদুঘর স্থাপনার নকশা করেন- স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- উদীচী হলো- বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য- আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।
- বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে- আবুল খায়ের লিটু (২০০০)।
- ধানমন্ডিতে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা করে- বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।
- উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হলো- বেঙ্গল গেজেট।
- উপমাহাদেশের প্রথম সাময়িক/মাসিক বাংলা পত্রিকার নাম- দিকদর্শন।
- উপমহাদেশের প্রথম সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার নাম- সমাচার দর্পণ।
- উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকার নাম- সংবাদ প্রভাকর।
- বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের ১ম পত্রিকা- রংপুর বার্তা (১৮৪৭)।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- লাঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
- দৈনিক নবযুগ এর সম্পাদক ছিলেন- মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
- মোসলেম ভারত নামক পত্রিকার সম্পাদক- মোজাম্মেল হক।
- বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম- দেশবার্তা।
- জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম- মানচিত্র।
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র- সমাচার দর্পণ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী দেন- ধূমকেতু।
- দেশবার্তা নামক বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়- লন্ডন থেকে (সম্পাদক- গাজীউল আমান'খান)।
- গ্রামবার্তা পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালে অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হয়।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিক হলো- ধূমকেতু, লাঙ্গল, নবযুগ।
- কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- গ্রাম বার্তা।
- চলিত বা কথ্য রীতির প্রথম মুখপত্র- সবুজ পত্র।
- বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে 'শিখা পত্রিকার' স্লোগান ছিল- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।
- বঙ্গবন্ধু যেসকল পত্রিকায় কাজ করেছেন- দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক, স্বদেশ, নতুন দিন।

## কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

| প্রকৃত নাম | ছদ্মনাম |
|---|---|
| কালীপ্রসন্ন সিংহ | হুতোম প্যাঁচা |
| প্যারীচাঁদ মিত্র | টেকচাঁদ ঠাকুর |
| চারুচন্দ্র চক্রবর্তী | জরাসন্ধ |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ভানুসিংহ ঠাকুর |
| কাজী নজরুল ইসলাম | ধূমকেতু |
| বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | বনফুল |
| মীর মশাররফ হোসেন | গাজী মিয়া |
| মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | হায়াৎ মাহমুদ |
| মধুসূদন মজুমদার | দৃষ্টিহীন |
| নীহার রঞ্জন | বানভট্ট |
| বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | যাযাবর |
| সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | নীল লোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক |

| প্রকৃত নাম | ছদ্মনাম |
|---|---|
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কমলাকান্ত |
| অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত | নীহারিকা দেবী |
| প্রবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শেখ আজিজুর রহমান | শওকত ওসমান |
| প্রমথ চৌধুরী | বীরবল |
| রাজশেখর বসু | পরশুরাম |
| জসীমউদ্দীন | তুজম্বর আলী/জমির উদ্দীন মোল্লা |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অনিলা দেবী |
| বিদ্যাপতি | মৈথিলী কোকিল |
| শামসুর রহমান | মৈনাক, মজলুম আদিব |
| সৈয়দ মুজতবা আলী | সত্যপীর, মুসাফির, প্রিয়দর্শী |
| বিমল ঘোষ | মৌমাছি |

## কবি সাহিত্যিকদের উপাধি

| প্রকৃত নাম | উপাধি |
|---|---|
| ভারতচন্দ্র | রায়গুণাকর |
| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | যুগসন্ধিক্ষণের কবি |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বিশ্বকবি |
| কাজী নজরুল ইসলাম | বিদ্রোহী কবি/জাতীয় কবি |
| রামনারায়ণ | তর্করত্ন |
| ঈশ্বরচন্দ্র | গদ্যের জনক, বিদ্যাসাগর |
| জীবনানন্দ দাশ | রূপসী বাংলার কবি |
| কাজেম আল কোরায়শী | কায়কোবাদ |
| মুকুন্দ দাস | চারণ কবি |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | সাহিত্য সম্রাট |
| গোবিন্দ চন্দ্র দাস | স্বভাব কবি |
| মুকুন্দরায় চক্রবর্তী | কবি কঙ্কন |
| মোজাম্মেল হক | শান্তিপুরের কবি/কাব্য কণ্ঠ |
| বেগম রোকেয়া | মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত |
| সুকান্ত ভট্টাচার্য | কিশোর কবি |
| ফররুখ আহমদ | মুসলিম রেনেসাঁর কবি |
| প্রমথ চৌধুরী | চলিত গদ্যের জনক |
| সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ছন্দের যাদুকর |
| হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | বাংলার মিল্টন |
| যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | দুঃখবাদী কবি |
| নজিবর রহমান | সাহিত্যরত্ন |
| জসীমউদ্দীন | পল্লীকবি |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অপরাজেয় কথাশিল্পী |
| বিষ্ণু দে | মার্কসিস্ট কবি |
| বিদ্যাপতি | কবিকণ্ঠহার |
| সুফিয়া কামাল | জননী সাহসিকা |
| বিহারীলাল চক্রবর্তী | ভোরের পাখি |
| জাহানারা ইমাম | শহীদ জননী |
| সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী | স্বপ্নতুর কবি |
| শামসুর রহমান | বাংলাদেশের প্রধান কবি |

## বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাস

| উপন্যাস | ঔপন্যাসিক |
|---|---|
| পথের পাঁচালী | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শেষের কবিতা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| হাজার চুরাশির মা | মহাশ্বেতা দেবী |
| দেবদাস | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| কবি | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| মেমসাহেব | নিমাই ভট্টাচার্য |
| অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী | আহমদ ছফা |
| চিলেকোঠার সেপাই | আখতারুজ্জামান ইলিয়াস |
| হাজার বছর ধরে | জহির রায়হান |
| তিতাস একটি নদীর নাম | অদ্বৈত মল্লবর্মণ |
| সূর্য দীঘল বাড়ি | আবু ইসহাক |
| লালসালু | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ |

## গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা

| নাম | সম্পাদক | সাল |
|---|---|---|
| বেঙ্গল গেজেট | জেমস অগাস্টাস হিকি | ১৭৮০ |
| দিকদর্শন (মাসিক) | জন ক্লার্ক মার্শম্যান | ১৮১৮ |
| সমাচার দর্পণ | উইলিয়াম কেরী | ১৮১৮ |
| বাঙ্গাল গেজেট (সাপ্তাহিক) | গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য | ১৮১৮ |
| সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | ১৮৩১ |
| তত্ত্ববোধিনী | অক্ষয় কুমার দত্ত | ১৮৪৩ |
| ঢাকা প্রকাশ | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার | ১৮৬১ |
| গ্রামবার্তা | কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার | ১৮৬৩ |
| বঙ্গদর্শন | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৮৭২ |
| সুধাকর (সাপ্তাহিক) | শেখ আবদুর রহিম | ১৮৯১ |
| সাধনা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৮৯১ |
| কোহিনুর | মোঃ রওশন আলী | ১৮৯৮ |
| সবুজ পত্র | প্রমথ চৌধুরী | ১৯১৪ |
| সওগাত | মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন | ১৯১৮ |
| মোসলেম ভারত (মাসিক) | মোজাম্মেল হক | ১৯২০ |
| ধুমকেতু | কাজী নজরুল ইসলাম | ১৯২২ |
| লাঙ্গল | কাজী নজরুল ইসলাম | ১৯২৫ |
| দৈনিক আজাদ | মোহাম্মদ আকরাম খাঁ | ১৯৩৫ |
| দৈনিক নবযুগ | কাজী নজরুল ইসলাম | ১৯৪১ |
| বেগম | নুরজাহান বেগম | ১৯৪৯ |
| সমকাল | সিকান্দার আবু জাফর | ১৯৫৪ |

## আন্তর্জাতিক শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গণমাধ্যম

- এশিয়ার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়- বুসানে (দক্ষিণ কোরিয়া)।
- চলচ্চিত্র তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ- The Birth of sixth Art (রিচিউটু ক্যানোড়ু)।
- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন- লুমিয়ার ব্রাদার্স (যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৯৫)।
- জাতির Fourth Estate (চতুর্থ স্তম্ভ) হিসেবে পরিচিতি- গণমাধ্যম (উক্তিটি করেন- অ্যাডমান্ড বার্ক)।
- বিশ্বে 'মিডিয়া মোঘল' নামে পরিচিত– রুপার্ট মারডক (অস্ট্রেলীয়-আমেরিকান নাগরিক)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম– টাইম ম্যাগাজিন (প্রতিষ্ঠা-১৯২৩)।
- 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা যে শহরে প্রকাশিত হয়– লন্ডন।
- 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– নিউইয়র্ক, USA।
- 'পিপলস ডেইলি' যে দেশের পত্রিকা– চীন।
- ইন্টারফ্যাক্স যে দেশের সংবাদ সংস্থা– রাশিয়ার।
- 'ফরবেস' যে দেশভিত্তিক বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সাময়িকী– যুক্তরাষ্ট্র।
- 'আল মানার' টেলিভিশন যে রাজনৈতিক দলের– হিজবুল্লাহ।
- ফ্লিটস্ট্রীট– সংবাদপত্র প্রকাশনা সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত রাস্তা (লন্ডন)।
- জামাল খাসোগী ছিলেন- ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক।
- বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থার নাম- এএফপি (AFP), ফ্রান্স।
- AFP -এর পূর্ণরূপ- Agency France Presse.



CamScanner

- AP- এর পূর্ণরূপ- Associated Press। (নিউইয়র্ক, আমেরিকা)
- আল-জাজিরা যে দেশভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল- কাতারের দোহাভিত্তিক।
- আল-জাজিরা যাত্রা শুরু করে- ১ নভেম্বর ১৯৯৬।
- রয়টার্স যে দেশভিত্তিক সংবাদ সংস্থা- ব্রিটেন, লন্ডন।
- রয়টার্সের প্রতিষ্ঠাতা- পল জুলিয়াস রয়টার্স (১৮৫১ সালে)।
- BBC-এর পূর্ণরূপ- British Broadcasting Corporation (1922)।
- বিবিসি (BBC) যে দেশভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম- ব্রিটেন।
- BBC বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে- ১১ অক্টোবর ১৯৪১।
- ন্যাম (NAM)-এর বার্তা সংস্থার নাম- ন্যাম নিউজ নেটওয়ার্ক (NNN)।
- CNN-এর পূর্ণরূপ- Cable News Network.
- সিএনএন (CNN) যে দেশভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল- যুক্তরাষ্ট্র।
- সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি যে দেশভিত্তিক সংবাদ সংস্থা- চীন।
- সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার পূর্বনাম- রেড চায়না নিউজ এজেন্সি।
- দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম এর চিত্রশিল্পী- মাইকেল অ্যাঞ্জেলো।
- মোনালিসা চিত্রকর্মটি সংরক্ষিত আছে- ফ্রান্সের লুভ্যর মিউজিয়াম।
- সানফ্লাওয়ার চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন- ভিনসেন্ট ভ্যানগগ (নেদারল্যান্ড)।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর নির্মিত চিত্রকর্ম- গোয়ার্নিকা (পাবলো পিকাসো)।
- অলিম্পিক মিউজিয়াম অবস্থিত- সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।
- মাদাম তুসোর জাদুঘর অবস্থিত- যুক্তরাজ্যের লন্ডনে (মোমের তৈরি মূর্তি)।
- বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি- লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উপমহাদেশে প্রথম জনসাধারণের জন্য ডাক সার্ভিস চালু হয়- ১৭৭৪ সালে।
- ব্রিটিশ ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়- ১৮৫৪ সালে।
- উপমহাদেশে প্রথম রেল ডাক চালু হয়- ১৮৫৩ সালে।
- ভারতবর্ষে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ হয়- সিন্ধু প্রদেশে ১৮৫২ সালে স্থানীয়ভাবে এবং সর্বভারতে ১৮৫৪ সালে।
- ডাকটিকিটের জনক- স্যার রোল্যান্ড হিল, ব্রিটেন।
- বিশ্বের যে দেশের ডাকটিকিটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না- ইংল্যান্ডের।
- বিশ্বে ডাক সংস্থা 'UPU' -এর পূর্ণরূপ- Universal Postal Union।
- বিশ্বের নতুন সপ্তাশ্চর্য ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন করে- নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন।
- প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে বাংলাদেশের যে যে ঐতিহ্য স্থান পায়- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন ও গঙ্গানদী।

## গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থা

| দেশ | সংবাদ সংস্থার নাম | দেশ | সংবাদ সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| রাশিয়া | তাস | অস্ট্রেলিয়া | ফেয়ারফ্যাক্স মিডিয়া |
| জাপান | কাইডো নিউজ | দক্ষিণ কোরিয়া | ওনহাপ |
| ইন্দোনেশিয়া | আনতারা | মিশর | মিডিল ইস্ট নিউজ এজেন্সি (মেনা) |
| ফিলিস্তিন | ওয়াফা | সিরিয়া | SANA (সানা) |

## বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা

| দেশ | পত্রিকা |
|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল |
| | লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস |
| রাশিয়া | দ্য মস্কো টাইমস |
| | দ্য মস্কো নিউজ |
| জার্মানি | ডেইলি টেলিগ্রাফ |
| জাপান | আশাহি শিম্বুন |
| | দি জাপান টাইমস |
| যুক্তরাজ্য | ফিন্যান্সিয়াল টাইমস |
| | গার্ডিয়ান |
| | ডেইলি স্টার |
| | ডেইলি মিরর |

## বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

| কবির নাম | ভাষা | দেশ |
|---|---|---|
| উইলিয়াম শেক্সপিয়ার | ইংরেজি | ব্রিটেন |
| হোমার | গ্রিক | গ্রিস |
| তুলসী দাস | হিন্দি | ভারত |
| শেখ সাদী | ফারসি | ইরান |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বাংলা | ভারত |
| দান্তে | রোমান | ইতালি |
| ভার্জিল | ল্যাটিন | ইতালি |

### মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশের ১০০ বছর পূর্তি

- মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- সংগ্রাহক ও সম্পাদক- অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন।
- এই গীতিকাগুলো হলো- একধরনের পালা গান।
- মৈমনসিংহ গীতিকা স্থান পেয়েছে- ১০টি গীতিকা।
- গীতিকা ১০টি হলো- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান, ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা- দ্বিজ কানাই।

| | |
|---|---|
| লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি | পরিচিতি: ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী এবং ইটালিয়ান পুনর্জাগরণের পথিকৃত। |
| **বিখ্যাত চিত্রকর্ম** | |
| মাইকেল অ্যাঞ্জেলো | পরিচিতি: ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং পুনর্জাগরণের পথিকৃত।<br>চিত্রকর্ম: দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম<br>ভাস্কর্য: ডেভিড, পিটা, মোজেস |
| ভিনসেন্ট ভ্যানগগ | জাতীয়তা: বিখ্যাত ডাচ চিত্রকর।<br>বিখ্যাত চিত্রকর্ম: পটেটো ইটারস, সানফ্লাওয়ার ও বেডরুম ইন আরলেন্স।<br>ফরাসি চিত্রকর বিখ্যাত চিত্র কর্ম সানরাইজ। |
| পাবলো পিকাসো | জীবনকাল: ১৮৮১-১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ, স্পেন।<br>পরিচিতি: বিখ্যাত স্প্যানিস চিত্রকর।<br>বিখ্যাত চিত্রকর্ম: গোয়ার্নিকা, The Young Ladies of Avignon.<br>গোয়ার্নিকা – স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভিত্তিতে তৈরি। |
| সালভেদর ডালি | জীবনকাল: ১৯০৪-১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।<br>জাতীয়তা: বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রকর।<br>বিখ্যাত চিত্রকর্ম: দি পারসিসটেন্স অব মেমোরি।<br>একজন পরাস্তবাদী চিত্রশিল্পী। |
| মকবুল ফিদা হোসেন | জীবনকাল: জন্ম: ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে।<br>মৃত্যু: ৯ জুন, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।<br>পরিচিতি: ভারতের 'পাবলো পিকাসো' নামে পরিচিত চিত্রশিল্পী।<br>বিখ্যাত চিত্রকর্ম: পঞ্চইন্দ্রিয়, ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা, মহাভারত টুয়েলভ, মাদার ইন্ডিয়া। |
| জয়নুল আবেদীন | ম্যাডোনা ৪৩, মনপুরা ৭০, গাঁয়ের বধু, সংগ্রাম, মই টানা, নবান্ন, বিদ্রোহী গরু, নৌকা, বীরমুক্তিযোদ্ধা, গুণটানা, গরুর গাড়ি, দুমকার ছবি, প্রসাধন, পাইন্যার মা, মই দেয়া (জল রং) ইত্যাদি। |
| পটুয়া কামরুল হাসান | তিন কন্যা, নাইওর, রায়বেঁশে নৃত্য, বাংলার রূপ, উঁকি দেয়া, জেলে, প্যাঁচা, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে। |
| এস.এম সুলতান | হত্যাযজ্ঞ, চরদখল (বোর্ডের উপর তেলরং), জমি কর্ষণ, প্রথম বৃক্ষরোপণ (First Tree Plantation), মাটি কাটা, ধান মাড়াই, যাত্রী, পৃথিবীর মানচিত্র ইত্যাদি। |



CamScanner

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. সংশপ্তক উপন্যাসের রচয়িতা –** [DU-7Clg: 2023-24]
A. জহির রায়হান B. শহীদুল জহির C. শহীদুল্লা কায়সার D. শাহাদুজ্জামান
**Ans C Analysis** 'সংশপ্তক' শহীদুল্লাহ কায়সারের একটি উপন্যাস। ১৯৬৪ সালে রচিত উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ আল মামুন নাট্যরূপ প্রদান করেন যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। সংশপ্তক শব্দের অর্থ 'হয় জয় না হয় মৃত্যু'।

**02. ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের প্রথম অধরা সাংস্কৃতি ঐতিহ্য–** [DU-7Clg: 2023-24]
A. রিকশাচিত্র B. বাউল সংগীত C. গম্ভীরা D. পটচিত্র
**Ans B Analysis** ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের অধরা সংস্কৃতির সংখ্যা মোট পাঁচটি। যেগুলো হলো-বাউল গান, জামদানি বুননশিল্প, মঙ্গল শোভাযাত্রা, শীতলপাটি বুননশিল্প ও ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র। এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পায় বাউল গান ২০০৮ সালে এবং সর্বশেষ স্বীকৃতি পায় ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর।

**03. ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যে চিত্রশিল্পী –** [DU-7Clg: 2023-24]
A. কামরুল হাসান B. সফীউদ্দিন আহমেদ
C. জয়নুল আবেদিন D. এস এম সুলতান
**Ans C Analysis** ম্যাডোনা-৪৩ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনের একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম। কালো কালি ও তুলিতে আঁকা হয়েছিল এই চিত্র। মূলত ১৯৪৩ সালে বাংলার যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে এই চিত্রকর্মটি করা হয়েছে।

**04. শার্লক হোমস চরিত্রটির স্রষ্টা কে?** [DU-7Clg: 2022-23]
A. জর্জ অরওয়েল B. আর্থার কোনান ডয়েল
C. সত্যজিৎ রায় D. মার্ক টোয়েন
**Ans B Analysis** বিখ্যাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার | গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|---|---|
| শার্লক হোমস | আর্থার কোনান ডয়েল | অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন | মার্ক টোয়েন |
| অ্যানিমেল ফার্ম | জর্জ অরওয়েল | ফেলুদা সমগ্র | সত্যজিৎ রায় |

**05. নিচের যেটি লোকশিল্প–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. তাঁতের শাড়ি B. ফুলদানি C. তৈলচিত্র D. জামদানি
**Ans A Analysis** লোকশিল্প হলো সাধারণ লোকের সৃষ্টি যার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। পটচিত্র, পতুলচিত্র, খেলনাচিত্র, নকশা পাটি, পাখা, নকশি কাঁথা, তাঁতের শাড়ী, দেবমূর্তি, নকশা পিঠা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প, মুখোশ, পালকি, বাঁশ ও বেতের শিল্প ইত্যাদি গ্রাম বাংলার গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প।

**06. এশিয়ার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. কানে B. সিঙ্গাপুরে C. চেন্নাইতে D. বুসানে
**Ans D Analysis** দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত 'বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' এশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব। ২০২১ সালে উৎসবের ২৬তম আসরে বাংলাদেশের 'রেহানা মরিয়ম নূর' 'নো ম্যানস ল্যান্ড' ও 'পায়ের তলায় মাটি নেই' তিনটি চলচ্চিত্র প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হয়।

**07. যে ভাষাবংশটি সবচেয়ে বড়–** [DU-7Clg: 2021-22]
A. ইন্দো-ইউরোপীয় B. চীনা-তিব্বতি C. দ্রাবিড়ীয় D. আফ্রো-এশীয়
**Ans A Analysis** ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান শাখা ২টি, কেন্তুম ও শতম। শতম শাখা আবার চার ভাগে বিভক্ত, যার একটি ভাগের নাম ইন্দো-ইরানীয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখার ভারতীয় অংশ থেকে ভারত উপমহাদেশের বেশিরভাগ ভাষার জন্ম হয়েছে।

**08. কোনটি বর্তমান বাংলা বছর?** [DU-7Clg: 2021-22]
A. ১৪১২ B. ১৪১৮ C. ১৪২৯ D. ১৪২৮
**Ans C Analysis** ইংরেজি সাল থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে বাংলা সাল বের হয়, যেমন ২০২২ – ৫৯৩ = ১৪২৯

**09. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র "রেহানা মরিয়ম নূর"-এর পরিচালক–** [DU-7Clg: 2020-21]
A. তানভির মোকাম্মেল B. তৌকীর আহমেদ
C. আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ D. আবু সাইদ
**Ans C Analysis** 'রেহানা মরিয়ম নূর' ২০২১ সালের আলোচিত চলচ্চিত্র যার পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ। চলচ্চিত্রটির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আজমেরী হক বাঁধন।

**10. লালন শাহ ছিলেন একজন–** [DU-7Clg: 2018-19]
A. গীতিকবি B. লোককবি C. মরমি কবি D. স্বভাব কবি
**Ans C Analysis** লালন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি। যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন, মরমি কবি বাউল সম্রাট ইত্যাদি নামেও পরিচিত। গান্ধীরও ২৫ বছর আগে, ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম, তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধি দেয়া হয়েছিল।

**11. বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা–** [DU-7Clg: 2017-18]
A. বাসস B. এএফপি C. এপি D. রয়টার্স
**Ans A Analysis** কতিপয় দেশের সংবাদ সংস্থা:

| দেশের নাম | সংবাদ সংস্থা | দেশের নাম | সংবাদ সংস্থা |
|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | এএফপি | যুক্তরাষ্ট্র | এপি |
| যুক্তরাজ্য | রয়টার্স | রাশিয়া | তাস |
| মিশর | মেনা | ইন্দোনেশিয়া | আনতারা |

## IQA IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

**01. নিচের কোন কোনটি বিশ্বের প্রথম সংবাদসংস্থা?**
A. রয়টার্স B. এএফপি
C. আল জাজিরা D. সিএনএন **B**

**02. 'ল্যুভর' যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?**
A. প্যারিস B. লন্ডন
C. নিউইয়র্ক D. টোকিও **A**

**03. 'রয়টার্স' কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?**
A. জার্মানি B. যুক্তরাষ্ট্র
C. কানাডা D. যুক্তরাজ্য **D**

**04. বাল্মীকি কোন ভাষার কবি?**
A. সংস্কৃত B. উর্দু
C. হিন্দি D. বাংলা **A**

**05. রামায়ণ রচনা করেন-**
A. বাল্মীকি B. কলহণ
C. পাণিনি D. অশবঘোষ **A**

**06. 'কিতাবুল ইবার'- এর লেখক কে?**
A. বার্ট্রান্ড রাসেল B. হেগেল
C. ইবনে খালদুন D. নীটশে **C**

**07. নীল বিদ্রোহের ওপর লিখিত নাটক কোনটি?**
A. জমিদার দর্পণ B. নীল দর্পণ
C. সৎ মানুষের খোঁজে D. এই সব দিন রাত্রি **B**

**08. 'কমলা রকেট' চলচ্চিত্রটি কার গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়?**
A. হুমায়ূন আহমেদ B. মোস্তফা কামাল
C. শাহাদুজ্জামান D. আনিসুল হক **C**

**09. "Impossible is a word to be found in a fool's dicionary"- এ উক্তিটি কার?**
A. Subash Chandra Bose B. Arlstotle
C. A.P.J Adul Kalam D. Nepoleon **D**

**10. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দী করে?**
A. ১৯৭৬ B. ১৯৪৫
C. ১৯২৬ D. ১৯২২ **D**



CS CamScanner

03. নিচের উত্তরগুলোর মধ্যে যেটি ডেটা স্টোরেজের সর্ববৃহৎ একক– [DU-7Clg: 2023-24]

A. জিবি B. কেবি C. টিবি D. এমবি

**Ans C Analysis** নিচে ডাটা স্টোরেজের এককগুলোর পরিমাণ দেওয়া হলো:

- ৮ বিট = ১ বাইট।
- ১০২৪ বাইট = ১ কিলোবাইট।
- ১০২৪ কিলোবাইট = ১ মেগাবাইট।
- ১০২৪ মেগাবাইট = ১ গিগাবাইট।
- ১০২৪ গিগাবাইট = ১ টেরাবাইট।
- ১০২৪ টেরাবাইট = ১ হেক্সাবাইট।

04. LED-এর পূর্ণরূপ কী? [DU-7Clg: 2022-23]

A. লাইট এমিটিং ডিভাইস B. লো এমিটিং ডায়োড
C. লাইট ইলেকট্রনিক ডায়োড D. লাইট এমিটিং ডায়োড

**Ans D Analysis** LED এর পূর্ণরূপ- Light Emitting Diode; এর বাংলা অর্থ 'আলো নিঃসরণকারী ডায়োড'। যে ডায়োডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে আলো নির্গত হয়, তাকে LED বলে। এটি একটি বৈদ্যুতিক উপাদান, তড়িৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়।

05. আউটপুট ডিভাইস কোনটি? [DU-7Clg: 2022-23]

A. প্রিন্টার B. মাউস C. স্ক্যানার D. কিবোর্ড

**Ans A Analysis** আউটপুট ডিভাইসগুলো হলো- প্রিন্টার, স্পিকার, মনিটর ইত্যাদি। ইনপুট ডিভাইসগুলো হলো কী- বোর্ড, স্ক্যানার, মাউস, ওয়েব ক্যাম বার কোড রিডার, ক্যামেরা ইত্যাদি।

06. —এনএফসি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। [DU-7Clg: 2021-22]

A. ক্রেডিট কার্ড B. টোল প্রদান
C. ওয়াইম্যাক্স D. বাস-ভাড়া পরিশোধ

**Ans C Analysis** NFC (Near Field Communication) হলো রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার করে ৪ সেন্টিমিটার থেকে সর্বোচ্চ ১০ সেন্টিমিটারের মধ্যে দুইটি ডিভাইসকে পরস্পরের মধ্যে তারবিহীন ডেটা যোগাযোগ করার প্রটোকল। মোবাইল ফোন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, টোল পরিশোধের কার্ড ইত্যাদি NFC এর উদাহরণ।

07. —হলো কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যক্তি শনাক্তকরণ কৌশল? [DU-7Clg: 2021-22]

A. বায়োমেট্রিক্স B. ভিশিং
C. স্লিকিং D. ক্রায়োসার্জারি

**Ans A Analysis** একজন ব্যক্তির পরিচয়কে ফিজিক্যাল অথবা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করার প্রযুক্তিকে বায়োমেট্রিক্স বলা হয়।

08. যেটি ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নয়– [DU-7Clg: 2020-21]

A. ওরাকল B. এমএস-এক্সেল
C. এমএস-একসেস D. এমএস-এসকিউএল সার্ভার

**Ans B Analysis** এমএস-এক্সেল বা Mircrosoft Excel হিসাব নিকাশের কাজে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত প্রোগাম। এমএস-এক্সেল ব্যবহার করে জটিল/সরল গাণিতিক ও পরিসংখ্যান জাতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। এক্সেলের ফাইলকে ওয়ার্ক বুক বলা হয়। যেখানে ২৫৬টি কলাম, ৬৫৫৩৫টি রো থাকে। কলাম ও রো এর সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি ঘরকে সেল বলে।

09. ডেটাবেইজকে সাধারণত কয়ভাগে ভাগ করা হয়? [DU-7Clg: 2020-21]

A. ২ B. ৩
C. ৪ D. ৫

**Ans A Analysis** ডেটাবেইস মানে তথ্য-উপাত্তের সমাবেশ। কম্পিউটারে তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য ডেটাবেইজ একটি তথ্য ভাণ্ডার। ডেটাবেইজ দুই প্রকার : (১) সাধারণ ডেটাবেজ (২) রিলেশনাল ডেটাবেজ।

10. পারসোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কের ব্যপ্তি সাধারণত হয়ে থাকে– [DU-7Clg: 2020-21]

A. ৫-১৫ মিটার B. ২-৮ মিটার C. ৩-১০ মিটার D. ৪-১২ মিটার

**Ans C Analysis** পারসোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) নিকটবর্তী ডিভাইসগুলো নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক। থমাস জিমারম্যান PAN এর ধারণা দেন। PAN এর ব্যপ্তি ১০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে ক্ষেত্র বিশেষ ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ল্যাপটপ, পিডিএ, মোবাইল ইত্যাদি ক্ষেত্রে PAN ব্যবহৃত হয়।

11. ডেটা যোগাযোগে নিচের যেটি রিসিভারের অন্তর্গত নয়– [DU-7Clg: 2020-21]

A. মডেম B. রাউটার C. সার্ভার D. মাইক্রোফোন

**Ans D Analysis** যার কাছে তথ্য প্রেরণ করা হয় বা তথ্য গ্রহণ করে তাকে গ্রাহক বা প্রাপক (Receiver) বলে। মডেম, সার্ভার, রাউটার ইত্যাদি যোগাযোগের ক্ষেত্রে রিসিভার হিসেবে কাজ করে।

12. অনলাইন ক্লাস পরিচালনার একটি উপযুক্ত অ্যাপলিকেশন হলো– [DU-7Clg: 2020-21]

A. এমএস আউটলুক B. জুমলা
C. টিকটক D. গুগল মিট

**Ans D Analysis** গুগল মিট (Google Meet) হলো গুগলের ব্যবসা ফোকাসড ভিডিও কনফারেন্সিং টুল। গুগল মিটে রয়েছে গুগল চ্যাটে ও গুগল হ্যাংআউটসের ভিডিও চ্যাট ফিচারসহ অসংখ্য এন্টারপ্রাইজ লেভেলের ব্যবহারযোগ্য ফিচার। বর্তমানে গুগল মিট ভিডিও কনফারেন্সিং টুল হিসেবে জনপ্রিয়।

13. কম্পিউটার 'বুট' নিতে পারে না যদি এতে না থাকে– [DU-7Clg: 2019-20]

A. কম্পাইলার B. লোডার
C. অপারেটিং সিস্টেম D. অ্যাসেম্বলার

**Ans C Analysis** কম্পিউটারে বুটিং এর কাজ হলো যে কোনো প্রোগ্রাম চলার জন্য যা যা দরকার তা আগে ফিজিকাল বা ভার্চুয়াল মেমুরিতে লোড করে নেওয়া। কম্পিউটার চলে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে। অপারেটিং সিস্টেমের প্রক্রিয়াই হলো Bootstrap যাকে সংক্ষেপে Boot বা Booting বলা হয়। অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী Boot Process সম্পন্ন করা হয়।

14. 'জাংক ইমেইল', —— নামেও পরিচিত– [DU-7Clg: 2019-20]

A. স্প্যাম B. স্পুফ C. স্লিফার ক্রিপ্ট D. স্পুল

**Ans A Analysis** জাঙ্ক মেইল হচ্ছে অযাচিত ই-মেইল অথবা যে মেইলটি কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ জ্যাঙ্ক মেইল।

15. —— এক ধরনের সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা কোনো ওয়েব পেজ দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়- [DU-7Clg: 2019-20]

A. ওয়েবসাইট B. হোস্ট C. লিংক D. ব্রাউজার

**Ans D Analysis** ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী যেকোনো ওয়েব পেইজ বা ওয়েবসাইটের যেকোনো লেখা, ছবি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুসন্ধান, ডাউনলোড কিংবা দেখতে পারেন।

16. যেটি কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ একক- [DU-7Clg: 2019-20]

A. জিবি B. কেবি C. এমবি D. টিবি

**Ans D Analysis** মূলত কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ একক পেটাবাইট। ১ পেটাবাইট = ১০২৪ টেরাবাইট। ১ টেরাবাইট = ১০২৪ গিগাবাইট।

17. ATM-এর পূর্ণরূপ হলো- [DU-7Clg: 2018-19]

A. Automatic Teller Macnine B. Automated Teller Machine
C. Automated Talking Machine D. Automatic Taking Machine

**Ans B Analysis** Automated Teller Machine বা ATM যা অটোমেটেড ব্যাংকিং মেশিন নামে পরিচিত একটি ইলেকট্রনিক টেলিযোগাযোগ ডিভাইস। এই যন্ত্রের ধারণা দেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী জন শেফার্ড ব্যারন।

16. কম্পিউটারের স্থায়ী মেমোরি হলো- [DU-7Clg: 2018-19]

A. রম B. র‍্যাম C. সিপিইউ D. জিআইইউ

**Ans A Analysis** রম হল এক ধরনের সংরক্ষণ মাধ্যম যা কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। রমে যে তথ্য থাকে তা পরিবর্তন করা যায় না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বলা হয়।



CamScanner

19. ইনপুট ডিভাইস যা নয়- [DU-7Clg: 2018-19]
A. প্রিন্টার B. কী-বোর্ড C. স্ক্যানার D. মাউস

**Ans A Analysis** ইনপুট ডিভাইস গুলো হলো- কী-বোর্ড, স্ক্যানার, মাউস, ওয়েব ক্যাম, বার কোড রিডার, ক্যামেরা ইত্যাদি। প্রিন্টার হলো আউটপুট ডিভাইস।

20. ওয়েব ব্রাউজারের দৃষ্টান্ত হলো– [DU-7Clg: 2018-19]
A. স্কাইপ B. ভাইবার C. ক্রোম D. ফেসবুক

**Ans C Analysis** ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যারের মাধ্যমে একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেকোন ওয়েবপেইজ বা ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড-ওয়েবের যেকোনো তথ্য দেখতে ও অনুসন্ধান করতে পারে। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, গুগল ক্রম, সাফারি ইত্যাদি হলো ওয়েব ব্রাউজার। স্কাইপ, ভাইবার ও ফেসবুক হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

21. কম্পিউটারের স্থায়ী মেমোরি– [DU-7Clg: 2017-18]
A. DOS B. ROM C. RAM D. USB

**Ans B Analysis** কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমোরিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) প্রধান বা মুখ্য মেমোরি (ROM), (ii) সহায়ক বা গৌণ মেমোরি (RAM) ও (iii) ক্যাশ মেমোরি।

22. কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস নয়– [DU-7Clg: 2017-18]
A. কী-বোর্ড B. স্ক্যানার C. মাউস D. প্রিন্টার

**Ans D Analysis** কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস সমূহ- কী বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, স্ক্যানার ইত্যাদি এবং কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস সমূহ- মনিটর, স্পিকার, প্রিন্টার, প্লটার ইত্যাদি।

## PRIME TEST

01. কোন কম্পিউটার-পদ্ধতি পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উপাত্ত ধারণ ও ব্যবহারের বর্ণনা দেয়?
Ⓐ GPS Ⓑ GIS
Ⓒ SPSS Ⓓ MIS

02. C ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট নেওয়ার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ scanf() Ⓑ main()
Ⓒ printf() Ⓓ input()

03. কোনগুলো সর্বজনীন লজিক গেইট?
Ⓐ AND, OR Ⓑ XOR, XNOR
Ⓒ NAND, NOR Ⓓ NOT, OR

04. Group Discussion Support System পরিচালনার মাধ্যম হচ্ছে –
Ⓐ ই-মেইল সার্ভিস Ⓑ a2i কর্মসূচি
Ⓒ জেলা ওয়েবপোর্টাল Ⓓ ভিডিও কনফারেন্স

05. কোন প্রযুক্তিটি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত নয়?
Ⓐ রোবোটিক্স Ⓑ টেলিগ্রাফ
Ⓒ থ্রি-ডি প্রিন্টিং Ⓓ আইওটি

06. কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কোনটি প্রথমে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ Cache Ⓑ RAM
Ⓒ DRAM Ⓓ ROM

07. Google Drive কী ধরনের স্টোরেজ?
Ⓐ প্রাইমারি Ⓑ নেটওয়ার্ক
Ⓒ ক্লাউড Ⓓ ভোলাটাইল

08. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন কোডটি ব্যবহার হয়?
Ⓐ UNICODE Ⓑ ASCII
Ⓒ BCD Ⓓ BARCODE

09. প্রোগ্রাম তৈরির ডিজাইন ধাপের পরবর্তী ধাপ কোনটি?
Ⓐ সমস্যা বিশ্লেষণ Ⓑ প্রোগ্রাম কোডিং
Ⓒ প্রোগ্রাম চালানো Ⓓ প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

10. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
Ⓐ অক্টাল Ⓑ ডেসিমেল
Ⓒ হেক্সাডেসিমেল Ⓓ সবগুলো

11. C ভাষায় 'B' কোন ডাটা টাইপের উদাহরণ?
Ⓐ integer Ⓑ float
Ⓒ character Ⓓ কোনোটিই নয়

12. Boolean algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
Ⓐ A + A = 1 Ⓑ A + A = 0
Ⓒ A + 1 = A Ⓓ A + 0 = A

13. হটস্পট কী?
Ⓐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা Ⓑ এক ধরনের সফটওয়্যার
Ⓒ তারবিহীন নেটওয়ার্ক Ⓓ কোনোটিই নয়

14. কোনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস নয়?
Ⓐ Hub Ⓑ Switch
Ⓒ Router Ⓓ TCP

15. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব?
Ⓐ $2^8$ Ⓑ $2^{16-1}$
Ⓒ $2^{15}$ Ⓓ $2^{16}$

16. C ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?
Ⓐ Arithmetic Ⓑ Relational
Ⓒ Logical Ⓓ Assignment

17. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$ কত বছর পর তার বয়স $(100011)_2$ হবে?
Ⓐ $(10010)_2$ Ⓑ $(10011)_2$
Ⓒ $(100110)_2$ Ⓓ $(100011)_2$

18. C প্রোগ্রামিংয়ে কোনটি ভুল ডাটা টাইপ?
Ⓐ short int Ⓑ long double
Ⓒ signed float Ⓓ signed char

19. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?
Ⓐ হাফ অ্যাডার Ⓑ ফুল অ্যাডার
Ⓒ এনকোডার Ⓓ কাউন্টার

20. কোন পদ্ধতি ডাটাবেজ থেকে ডাটা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ সর্টিং Ⓑ সিলেক্টিং
Ⓒ বায়েলিং Ⓓ ইনডেক্সিং

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.B | 02.A | 03.C | 04.D | 05.B | 06.D | 07.C | 08.A | 09.B | 10.D |
| 11.C | 12.D | 13.C | 14.D | 15.D | 16.C | 17.B | 18.C | 19.A | 20.B |



CS CamScanner

অধ্যায় ২২

# খেলাধুলা

সাধারণ জ্ঞান

## ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০২৬

- আয়োজক দেশ- ৩ টি। (কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্র)।
- প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করবে- ৪৮টি দেশ।
- মালদ্বীপকে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে- বাংলাদেশ।
- ১৬টি স্টেডিয়ামে মোট ৮০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

## ২৪তম ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০৩০

- আয়োজক - ৩ মহাদেশ (ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা)
- আয়োজক দেশ- ৬টি (মরক্কো, পর্তুগাল, স্পেন, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে)।
- প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩০ সালে।
- ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের ১০০ বছর পূর্তি হবে- ২০৩০ সালে।
- প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়- উরুগুয়ে।
- সর্বাধিক পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়- ব্রাজিল।

## বিশ্বের ক্রীড়া জগৎ

### ফুটবল

- ফুটবল খেলার জন্ম- চীনে।
- আধুনিক ফুটবল খেলার জন্ম– ইংল্যান্ডে ।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম- ফিফা (FIFA)।
- FIFA জন্মলাভ করে- ২১ মে ১৯০৪ (ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে)।
- ফিফার সদরদপ্তর অবস্থিত- জুরিখ, সুইজারল্যান্ডে।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় – ১৯৩০ সালে।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়– ১৩টি দেশ নিয়ে।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়নি– ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।
- আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের মাপ- দৈর্ঘ্যঃ ১২০ গজ, প্রস্থঃ ৯০ গজ।
- ফুটবলের পরিধি- ২৭-২৮ ইঞ্চি।
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত- ল্যাটিন আমেরিকা।

#### ব্যালন ডি'অর

- **বর্ষসেরা ফুটবলার**- রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)।
- **বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়**- লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সোলোনা)
- বর্ষসেরা স্ট্রাইকার- কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হ্যারি কেইন।
- বর্ষসেরা পুরুষ ক্লাব- রিয়েল মাদ্রিদ, স্পেন।
- বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিপার- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।
- বর্ষসেরা পুরুষ কোচ- কার্লো আনচেলত্তি।
- **বর্ষসেরা নারী ফুটবলার**- আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)।
- নারী ব্যালন ডি'অর চালু হয়- ২০১৮ সালে।

### ক্রিকেট

- ক্রিকেট খেলার জন্ম- ইংল্যান্ডে (ইংল্যান্ডের জাতীয় খেলা)।
- ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম– ICC।
- ICC প্রতিষ্ঠিত হয়- ইংল্যান্ডের লর্ডসে (১৯০৯ সালে)।
- ICC-এর বর্তমান সদরদপ্তর অবস্থিত – দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাতে)।
- ICC-এর বর্তমান চেয়ারম্যান– গ্রেগ বার্কলে।
- ICC-এর বর্তমান সদস্য দেশ– ১০৬টি (সর্বশেষ – তাজিকিস্তান, মঙ্গোলিয়া ও সুইজারল্যান্ড)
- আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য দেশ- ১২টি (সর্বশেষ- আফগানিস্তান, ২০১৭)।
- বাংলাদেশ আইসিসি'র- ১০ তম পূর্ণ সদস্য দেশ।
- ক্রিকেটের পিচের পরিমাপ- দৈর্ঘ্য ২২ গজ (৬৬ ফুট) ও প্রস্থ- ১০ ফুট।
- ক্রিকেট খেলার নিয়ম প্রবর্তন করে- ইংল্যান্ডের মেরিলবোন ক্লাব (১৭৮৮)।
- ক্রিকেট স্ট্যাম্পের উচ্চতা- ২৮ ইঞ্চি।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- ১৯৭৫ সাল থেকে।

### অলিম্পিক গেমস

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- অলিম্পিক গেমস।
- অলিম্পিক খেলাকে বলা হয়- Greatest Show on Earth।
- প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়- ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বে (গ্রিস)।
- আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয়- ১৮৯৬ সালে (গ্রিসের এথেন্সে)।
- আধুনিক অলিম্পিক এর মূলনীতি- ক্ষীপ্রতা, উচ্চতা ও শক্তি।
- অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয়- গ্রিসে (অনুষ্ঠিত হয়- ৪ বছর পর পর)।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রতিষ্ঠার সময়- ২৩ জুন ১৮৯৪ সালে (প্যারিস,ফ্রান্স)।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত- লুজান, সুইজারল্যান্ড।
- প্রথম আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৯৬ সালে।
- আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক- ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।
- আধুনিক অলিম্পিকের অপর নাম- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।
- শীতকালীন অলিম্পিক শুরু হয় – ১৯৮৪ সালে।
- অলিম্পিকের পতাকার ৫টি রং যে মহাদেশকে নির্দেশ করে- লাল (আমেরিকা), নীল (ইউরোপ), সবুজ (ওশেনিয়া), হলুদ (এশিয়া) ও কালো (আফ্রিকা)।
- এশিয়ায় সর্বপ্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- জাপানের টোকিওতে (১৯৬৪)।
- IOC এর পূর্ণরূপ- International Olympic Committee।
- IOC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৯৪ সালে।
- IOC এর বর্তমান সভাপতি- টোমাস বাখ (জার্মানি)।
- IOC এর সদরদপ্তর- লুজান, সুইজারল্যান্ড (দাপ্তরিক ভাষা- ইংরেজি, ফারসি)।
- অলিম্পিক পতাকার প্রথম উত্তলন হয়- এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে (১৯২০)।
- অলিম্পিকে মহিলাদের প্রথম প্রতিযোগিতা হয়- ১৯০০ সালে (প্যারিস)।
- আধুনিক অলিম্পিকের সবচেয়ে বেশি আসর বসে- লন্ডনে (৩ বার)।
- ওয়াটার পলো অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯০০ সালে (প্যারিস)।
- প্যারা অলিম্পিক আয়োজন করা হয়- প্রতিবন্ধীদের জন্য।
- বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে- ২৩তম (১৯৮৪ সালে)।

### ক্রীড়া জগতে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক- জামাল ভূঁইয়া।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- ১৫ জুন, ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন- শামীম কবির।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ যে দেশকে প্রথম পরাজিত করে- ১৯৯৮ সালে।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক- লিটন দাস (১৭৬ রান)।
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে- ২৬ জুন, ২০০০।
- বাংলাদেশ বিশ্বের- দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ।
- বাংলাদেশ অভিষেক টেস্ট খেলে- ভারতের বিপক্ষে।
- টেস্ট ক্রিকেট বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান- ৬৩৮।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম যে দেশের বিরুদ্ধে খেলেছিল- নিউজিল্যান্ড।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যে দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম জয়লাভ করে- স্কটল্যান্ড।
- ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- ঢাকায়।
- দাবায় গ্রান্ডমাস্টার উপাধি পায়- ৫ জন বাংলাদেশি।
- দাবা খেলার সর্বোচ্চ খেতাব- গ্রান্ডমাস্টার।
- বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ।
- বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু- ব্রজেন দাস।



CamScanner

- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা- কাবাডি (হা-ডু-ডু)।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে- ১৯৭৮ সালে।
- আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল শুরু হয়- ১৯৯৬ সালে।

**বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা**

| সংস্থা | সদর দপ্তর | প্রতিষ্ঠাকাল |
|---|---|---|
| আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) | লুজান, সুইজারল্যান্ড | ২৩ জুন, ১৮৯৪ |
| ফিফা (FIFA) | জুরিখ, সুইজারল্যান্ড | ২১ মে, ১৯০৪ |
| আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) | দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৫ জুন ১৯০৯ |

## ক্রীড়াজগতের বিভিন্ন খেলার প্রথম আসর

| প্রতিযোগিতা | প্রথম আসর | স্বাগতিক দেশ |
|---|---|---|
| গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক | ১৮৯৬ | এথেন্স, গ্রিস |
| শীতকালীন অলিম্পিক | ১৯২৪ | শামোনিক্স, ফ্রান্স |
| কমনওয়েলথ গেমস | ১৯৩০ | হ্যামিল্টন, কানাডা |
| এশিয়ান গেমস | ১৯৫১ | নতুন দিল্লি, ভারত |
| সাউথ এশিয়ান গেমস | ১৯৮৪ | কাঠমান্ডু, নেপাল |
| ফুটবল | ১৯৩০ | উরুগুয়ে |
| [illegible]কেট | ১৯৭৫ | ইংল্যান্ড |

## গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের জাতীয় খেলা

| দেশের নাম | খেলার নাম | দেশের নাম | খেলার নাম |
|---|---|---|---|
| ভারত | হকি, কাবাডি | মিশর | ফুটবল |
| বাংলাদেশ | কাবাডি | ইরান | ফুটবল, রেসলিং |
| ইংল্যান্ড | ক্রিকেট | ইরাক | ফুটবল |
| চীন | টেবিল টেনিস | ব্রাজিল | ফুটবল |
| জাপান | জুডো, সুমো | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ফুটবল, উটের দৌড় |
| স্পেন | ষাঁড়ের লড়াই | যুক্তরাষ্ট্র | ফুটবল, বেইসবল |
| নিউজিল্যান্ড | রাগবি | মালয়েশিয়া | সিলাট, গ্যাসিং, ব্যাটমিন্টন |
| আর্জেন্টিনা | পটো, ফুটবল | ইন্দোনেশিয়া | ফুটবল, ব্যাডমিন্টন |
| ইতালি | ফুটবল | নাইজেরিয়া | ফুটবল |

- **বিশ্ব ক্রিকেটে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ৪০০ রান করেন উইন্ডিজের ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা।**
- **বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে একই সময়ে তিন ফরম্যাটে অলরাউন্ডারের মর্যাদা অর্জন করেন সাকিব আল হাসান।**

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01. ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা –** [DU-7Clg: 2023-24]

A. ৪৬ B. ৪৭ C. ৪৮ D. ৪৯

**Ans C Analysis** ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে তিনটি দেশে। যথা- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। এই বিশ্বকাপে ইতিহাসের প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশগ্রহণ করবে।

**02. ২০২৪ সালে ৬ষ্ঠ সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়ানশিপে শিরোপা লাভ করে-** [DU-7Clg: 2023-24]

A. বাংলাদেশ B. ভারত
C. শ্রীলঙ্কা D. নেপাল

**Ans A Analysis** ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়ানশিপে শিরোপা জয়ী হয় বাংলাদেশ এবং রানার্স আপ হয় ভারত। টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ নেপাল। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় সুরভী আকন্দ প্রীতি।

**03. বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলে?** [DU-7Clg: 2022-23]

A. শ্রীলংকা B. জিম্বাবুয়ে C. ভারত D. ইংল্যান্ড

**Ans C Analysis** বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ১০ম দল হিসেবে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে ২৬ জুন ২০০০ সালে। ১৩ নভেম্বর ২০০০ সালে বাংলাদেশ অভিষেক টেস্ট ম্যাচ খেলে ভারতের বিপক্ষে (ফলাফল : বাংলাদেশ ৯ উইকেটে পরাজিত)। বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয়লাভ করে ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

**04. ২০২৪ সালের আইসিসি নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. বাংলাদেশে B. ভারতে C. নিউজিল্যান্ডে D. ইংল্যান্ডে

**Ans A Analysis** ২০০৯ সালে প্রথম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। ২০২০ সালে সর্বশেষ ৭ম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়াতে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩ সালে ৮ম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ২০২৪ সালে ৯ম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে এবং ২০২৬ সালে ১০ম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ডে।

**05. টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের যে ক্রিকেটার প্রথম ৫০০০ রান করেন–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. সাকিব আল হাসান B. তামিম ইকবাল
C. মাশরাফি বিন মর্তুজা D. মুশফিকুর রহিম

**Ans D Analysis** টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে এপর্যন্ত দুই জন ক্রিকেটার ৫,০০০ রান করার রেকর্ড করেন। প্রথম মুশফিকুর রহিম, দ্বিতীয় তামিম ইকবাল।

**06. ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক মহাদেশ হলো–** [DU-7Clg: 2021-22]

A. এশিয়া B. আফ্রিকা C. ইউরোপ D. উত্তর আমেরিকা

**Ans D Analysis** ২০২৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩ তম আসর অনুষ্ঠিত হবে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ৩টি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডাতে। এই বিশ্বকাপে ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। তিনটি দেশের মধ্যে ১৬টি শহরকে নির্বাচিত করা হয়েছে ম্যাচগুলো সম্পাদনের জন্য এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি শহর, মেক্সিকোর ৩টি ও কানাডার ২টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল।

**07. টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১ এ বাংলাদেশ প্রথম যে দলের মুখোমুখি হয়–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. ওমান B. পাপুয়া নিউগিনি C. স্কটল্যান্ড D. শ্রীলংকা

**Ans C Analysis** ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপের ৭ম আসর অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে। উক্ত আসরে বাংলাদেশ মোট ম্যাচ খেলে ৮টি এবং প্রথম ম্যাচ খেলে ১৭ অক্টোবর ২০২১ স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। উল্লেখ্য, উক্ত আসরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড।

**08. ২০২১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সাফ ফুটবলের আয়োজক দেশ ছিল–** [DU-7Clg: 2020-21]

A. মালদ্বীপ B. নেপাল C. ভুটান D. ভারত

**Ans A Analysis** ২০২১ সালের (১-১৬) অক্টোবর পর্যন্ত মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ১৩তম আসর। এই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সার্কভুক্ত ৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত এবং রানার্সআপ নেপাল। ২০২২ সালে সাফ নারী চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ।

**09. ২০২৩ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যে দেশে-** [DU-7Clg: 2019-20]

A. ভারত B. শ্রীলঙ্কা C. অস্ট্রেলিয়া D. বাংলাদেশ

**Ans A Analysis** ২০২৩ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ত্রয়োদশ আসর অনুষ্ঠিত হয় ভারতে আর চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

**10. ফিফা বিশ্বকাপ- ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে–** [DU-7Clg: 2018-19]

A. কাতারে B. জর্ডানে C. কুয়েতে D. ইরানে

**Ans A Analysis** ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ হচ্ছে কাতারে অনুষ্ঠিত ২২তম



CamScanner

11. The Spirit of Islam বইটির লেখক কে?
A. সৈয়দ আমীর আলী B. সৈয়দ নিসার আলী
C. নবাব আব্দুল লতিফ D. মওলানা আবুল কালাম আজাদ **A**

12. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
A. শংকর B. বেদব্যাস
C. বাল্মীকি D. পরমেশ্বর দাস **D**

13. সাদৃশ্য বিবেচনা করে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত: কৃষ্ণকুমারী::মুনীর চৌধুরী----
A. রক্তাক্ত প্রান্তর B. পথের পাঁচালী
C. নেমেসিস D. সিরাজউদ্দৌলা **A**

14. "যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"- এই বিখ্যাত কবিতাংশটি কোন কবির রচনা?
A. মধুসূদন দত্ত B. অন্নদাশংকর রায়
C. নির্মলেন্দু গুণ D. শামসুর রাহমান **B**

15. 'অন্যায় যে করে আর যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।' - কবিতার চরণটি কার?
A. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর B. কাজী নজরুল ইসলাম
C. সুকান্ত ভট্টাচার্য D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **D**

## PRIME TEST

01. লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির আঁকা 'লাস্ট সাপার' চিত্রকর্মটি ইতালির কোন শহরে রক্ষিত আছে?
Ⓐ রোম Ⓑ ফ্লোরেন্স
Ⓒ ভেনিস Ⓓ মিলান

02. ব্যাটল অব গঙ্গা এন্ড যমুনা চিত্রকর্মটি কোন চিত্রকরের?
Ⓐ সালভেদর ডালি Ⓑ ভিনসেন্ট ভ্যানগণ
Ⓒ পাবলো পিকাসো Ⓓ মকবুল ফিদা হোসেন

03. বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি কোনটি?
Ⓐ ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি Ⓑ লেনিন স্টেট লাইব্রেরি
Ⓒ ন্যাশনাল ডীন লাইব্রেরি Ⓓ ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

04. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেয়ালচিত্র হলো-
Ⓐ লাস্ট সাপার Ⓑ মোনালিসা
Ⓒ গুয়োর্নিকা Ⓓ রাতের পাহাড়

05. 'সানফ্লাওয়ার' কার বিখ্যাত চিত্রকর্ম?
Ⓐ পাবলো পিকাসো Ⓑ লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি
Ⓒ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো Ⓓ ভিনসেন্ট ভ্যানগগ

06. বিখ্যাত গোয়ার্নিকা চিত্রকর্মের শিল্পী-
Ⓐ লিওনার্দ্যো দ্যা ভিঞ্চি Ⓑ পাবলো পিকাসো
Ⓒ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো Ⓓ সালভেদর ডালি

07. কোন দেশে ল্যুভর মিউজিয়াম অবস্থিত?
Ⓐ যুক্তরাজ্য Ⓑ যুক্তরাষ্ট্র
Ⓒ রাশিয়া Ⓓ ফ্রান্স

08. 'দি ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড'-কার চিত্রকর্ম?
Ⓐ লিওনার্দ্যো দ্যা ভিঞ্চি Ⓑ ভ্যানগণ
Ⓒ মাইকেল এঞ্জেলো Ⓓ এস এম সুলতান

09. 'মনপুরা-৭০' কী?
Ⓐএকটি চিত্রকর্ম Ⓑ একটি গ্রাম
Ⓒ একটি উপন্যাস Ⓓ একটি বন্দর

10. 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী–
Ⓐ এসএম সুলতান Ⓑ জয়নুল আবেদিন
Ⓒ কামরুল হাসান Ⓓ যামিনী রায়

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | D | 02. | D | 03. | D | 04. | A | 05. | D |
| 06. | B | 07 | D | 08. | A | 09. | A | 10. | B |

অধ্যায় ২০ — সাধারণ জ্ঞান

# গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ

## বাংলাদেশের দিবসসমূহ

| তারিখ | দিবসের নাম |
|---|---|
| ১ জানুয়ারি | জাতীয় গ্রন্থ দিবস |
| ১০ জানুয়ারি | বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস |
| ১৯ জানুয়ারি | জাতীয় শিক্ষক দিবস |
| ২০ জানুয়ারি | শহিদ আসাদ দিবস |
| ২ ফেব্রুয়ারি | জাতীয় জনসংখ্যা দিবস |
| ২৪ জানুয়ারি | বাংলাদেশ গণঅভ্যূত্থান দিবস |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | সুন্দরবন দিবস |
| ২১ ফেব্রুয়ারি | মাতৃভাষা বা শহিদ দিবস |
| ২ মার্চ | জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস |
| ৭ মার্চ | বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিবস |
| ১১ মার্চ | রাষ্ট্রভাষা দিবস |
| ১৭ মার্চ | জাতীয় শিশু দিবস |
| ২৬ মার্চ | জাতীয় দিবস |
| ১৭ এপ্রিল | মুজিব নগর দিবস |
| ১৬ মে | ফারাক্কা লং মার্চ দিবস |
| ৭ জুন | ছয় দফা দিবস |
| ২৩ জুন | পলাশী দিবস |
| ১লা জুলাই | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস |
| ৩ জুলাই | জন্ম নিবন্ধন দিবস |
| ১৫ই আগস্ট | জাতীয় শোক দিবস |
| ১৭ই সেপ্টেম্বর | শিক্ষা দিবস |
| ৩ নভেম্বর | জেল হত্যা দিবস |
| ৪ নভেম্বর | সংবিধান দিবস |
| ৭ নভেম্বর | জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস |
| ১০ নভেম্বর | শহিদ নূর হোসেন দিবস |
| ২১ নভেম্বর | সশস্ত্র বাহিনী দিবস |
| ৩০ নভেম্বর | আয়কর দিবস |
| ১ ডিসেম্বর | মুক্তিযুদ্ধ দিবস |
| ৯ ডিসেম্বর | বেগম রোকেয়া দিবস |
| ১০ ডিসেম্বর | মুসক (মূল্য সংযোজন কর) দিবস |
| ১৪ ডিসেম্বর | শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস |
| ১৬ ডিসেম্বর | বিজয় দিবস |
| ১লা অগ্রহায়ণ | জাতীয় কৃষি দিবস |

## আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

| তারিখ | দিবসের নাম |
|---|---|
| ৮ মার্চ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস |
| ২১ মার্চ | বর্ণবৈষম্য দিবস |
| ১ মে | মে দিবস (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস) |
| ৩ মে | বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস |
| ৮ মে | বিশ্ব রেডক্রস দিবস |
| ১১ জুলাই | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস |
| ৮ সেপ্টেম্বর | বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস |
| ২ অক্টোবর | আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস |
| ৫ অক্টোবর | বিশ্ব শিক্ষক দিবস |
| ২৯ মে | আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস |
| ৫ জুন | বিশ্ব পরিবেশ দিবস |



CS CamScanner

| তারিখ | দিবসের নাম |
|---|---|
| ২০ জুন | বিশ্ব শরণার্থী দিবস |
| ৭ এপ্রিল | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস |
| ১ ডিসেম্বর | বিশ্ব এইডস দিবস |
| ১০ ডিসেম্বর | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস |
| ১৮ ডিসেম্বর | আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস |

### বাতিলকৃত ৮ দিবস

| তারিখ | দিবস | তারিখ | দিবস |
|---|---|---|---|
| ৭ মার্চ | ঐতিহাসিক ভাষণ | ১৫ আগস্ট | জাতীয় শোক দিবস |
| ১৭ মার্চ | জাতীয় শিশু দিবস | ১৮ অক্টোবর | শেখ রাসেল দিবস |
| ৫ আগস্ট | শহিদ শেখ কামাল জন্ম দিবস | ৪ নভেম্বর | জাতীয় সংবিধান দিবস |
| ৮ আগস্ট | ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জন্ম দিবস | ১২ ডিসেম্বর | স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস |

**Note: নতুন দুই দিবস:** (১) ১৬ জুলাই- জুলাই শহিদ দিবস।
(২) ৫ আগস্ট- জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস।

### পূর্তি উদযাপন

| | |
|---|---|
| ২৫ বছর | রজত জয়ন্তী |
| ৫০ বছর | সুবর্ণজয়ন্তী |
| ৬০ বছর | হীরক জয়ন্তী |
| ৭৫ বছর | প্লাটিনাম জয়ন্তী |
| ১০০ বছর | শতবর্ষ |
| ১৫০ বছর | সার্ধশত বর্ষ |
| ২০০ বছর | দ্বি-শত বর্ষ |

## PYQ — PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালিত হয় যে তারিখে– [DU-7Clg: 2021-22]
A. ৯ মার্চ B. ১১ মার্চ C. ১০ মার্চ D. ৮ মার্চ

**Ans D Analysis** ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নারী বস্ত্র শ্রমিকরা তাদের কাজের সম্মান আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে। ১৯০৯ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ১৯৭৫ সাল থেকে পালিত হচ্ছে।

02. বাংলাদেশে ৩ নভেম্বর যে দিবস হিসেবে পালিত হয়- [DU-7Clg: 2018-19]
A. জেলহত্যা দিবস B. মানবাধিকার দিবস
C. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস D. গণহত্যা দিবস

**Ans B Analysis** ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পূর্বে ঐ দিন রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করে।

03. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস– [DU-7Clg: 2017-18]
A. ১৪ নভেম্বর B. ১৪ ডিসেম্বর C. ৪ ডিসেম্বর D. ২৩ নভেম্বর

**Ans B Analysis** গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও তাৎপর্য:

| তাৎপর্য | দিবস | তাৎপর্য | দিবস |
|---|---|---|---|
| সংবিধান দিবস | ৪ নভেম্বর | জেলহত্যা দিবস | ৩ নভেম্বর |
| ছয় দফা দিবস | ৭ জুন | মুক্তিযোদ্ধা দিবস | ১ ডিসেম্বর |
| স্বাধীনতা দিবস | ২৬ মার্চ | মহান বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর |

## IQA — IMPORTANT QUESTION FOR DCU ADMISSION

01. 'জাতীয় কর দিবস' কবে পালিত হয়?
A. ১৩ সেপ্টেম্বর B. ১৪ সেপ্টেম্বর
C. ১৫ সেপ্টেম্বর D. ১৬ সেপ্টেম্বর C

02. রোকেয়া দিবস পালিত হয়-
A. ৯ ডিসেম্বর B. ১০ জানুয়ারি C. ১৫ ফেব্রুয়ারি D. ১০ এপ্রিল A

03. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে?
A. ১৬ ডিসেম্বর B. ৭ মার্চ C. ২৬ মার্চ D. ১৭ এপ্রিল C

04. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়?
A. ২৬ মার্চ B. ৭ মার্চ C. ১ ডিসেম্বর D. ১৬ ডিসেম্বর C

05. জেলহত্যা দিবস কবে?
A. ৩ অক্টোবর B. ২৬ মার্চ C. ২৫ মার্চ D. ৩ নভেম্বর D

06. ছয়দফা দিবস কবে?
A. ২৩ ফেব্রুয়ারি B. ৭ মার্চ C. ১৭ এপ্রিল D. ৭ জুন D

07. Which among the following is the international Day of peace?
A. 10th December B. 21st September
C. 5th October D. 6th October B

08. আন্তর্জাতিক যুব দিবস কবে?
A. জুলাই ১২ B. আগষ্ট ১২ C. সেপ্টেম্বর ১২ D. অক্টোবর ১২ B

09. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
A. ১৬ আগস্ট B. ১৫ ডিসেম্বর C. ১৫ নভেম্বর D. ১৫ সেপ্টেম্বর D

10. বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-
A. ৪ অক্টোবর B. ২৩ অক্টোবর C. ২৯ জুন D. ১১ ফেব্রুয়ারি A

11. আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস কত তারিখ?
A. ১৭ই ডিসেম্বর B. ১৮ই ডিসেম্বর
C. ১৯শে ডিসেম্বর D. ২০শে ডিসেম্বর B

12. মানবাধিকার দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?
A. ২৫শে জুন B. ১লা আগস্ট C. ১লা মে D. ১০ই ডিসেম্বর D

13. কত তারিখ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়?
A. মার্চের ৫ তারিখ B. মার্চের ৬ তারিখ
C. মার্চের ৭ তারিখ D. মার্চের ৮ তারিখ D

## PRIME TEST

01. আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় প্রতি বছর–
Ⓐ ৮ ফেব্রুয়ারি Ⓑ ৮ মার্চ Ⓒ ৮ এপ্রিল Ⓓ ৮ আগস্ট

02. জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অটিস্টিক সচেতনতা দিবস পালিত হয়–
Ⓐ ৪ মে Ⓑ ২ এপ্রিল Ⓒ ৪ এপ্রিল Ⓓ ২ মে

03. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?
Ⓐ ১৫ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৫ অক্টোবর Ⓒ ১৫ নভেম্বর Ⓓ ১৫ ডিসেম্বর

04. বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস কবে পালিত হয়?
Ⓐ ৭ মে Ⓑ ১৪ মে Ⓒ ১৭ মে Ⓓ ২১ মে

05. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস–
Ⓐ ৮ ডিসেম্বর Ⓑ ১০ ডিসেম্বর Ⓒ ১১ ডিসেম্বর Ⓓ ১৩ ডিসেম্বর

06. 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস' পালিত হয়–
Ⓐ ফেব্রুয়ারি ৭ Ⓑ মার্চ ৩ Ⓒ এপ্রিল ১৮ Ⓓ ডিসেম্বর ৭

07. কোনটি International Mother Earth Day?
Ⓐ ১৮ এপ্রিল Ⓑ ২০ এপ্রিল Ⓒ ২২ এপ্রিল Ⓓ ২৪ এপ্রিল

08. বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-
Ⓐ ৪ অক্টোবর Ⓑ ২৩ অক্টোবর Ⓒ ২৯ জুন Ⓓ ১১ ফেব্রুয়ারি

09. বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হয়?
Ⓐ ২৬ জুন Ⓑ ১ আগষ্ট Ⓒ ১ মে Ⓓ ২০ জুন

10. কোন তারিখে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হয়?
Ⓐ ৫ জুলাই Ⓑ ২১ মার্চ Ⓒ ৫ জুন Ⓓ ২১ জুন

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | B | 02. | B | 03. | A | 04. | C | 05. | B |
| 06. | B | 07 | C | 08. | A | 09. | D | 10. | C |



CamScanner

অধ্যায় ২১

# কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

সাধারণ জ্ঞান

⊙ আধুনিক কম্পিউটারের জনক- জন ভন নিউম্যান।
⊙ প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার- অ্যাডা অগাস্ট।
⊙ পারর্সোনাল কম্পিউটারের কারিগরি নাম- মাইক্রো কম্পিউটার।
⊙ 'কম্পিউটার মেমোরি' বলতে বুঝায়- তথ্য সংগ্রহের স্থান।
⊙ ইনপুট ডিভাইসসমূহ- কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, OCR, OMR, MICR, Joystick, Light pen, Punch card reader, ডিজিটাইজার, বারকোড রিডার, ওয়েবক্যাম, ডিজিটাল ক্যামরা, ট্র্যাকবল, টাচ প্যাড, মাইক্রোফোন, সেন্সর, ইলেকট্রনিক হোয়াইট বোর্ড।
⊙ অধিক ব্যবহৃত কী-বোর্ড বিন্যাস- QWERTY।
⊙ কী-বোর্ডে 'ফাংশন কী' রয়েছে- ১২টি।
⊙ আউটপুট ডিভাইসসমূহ- মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রজেক্টর, হেডফোন, প্লটার, ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট, ফিল্ম রেকর্ডার, মাইক্রোফিশ।
⊙ সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস হলো- মনিটর।
⊙ সিপিইউ বলতে বুঝানো হয়- মাইক্রোপ্রসেসরকে।
⊙ মাদারবোর্ডকে বলা হয়- PCB (Printed Circuit Board)।
⊙ কম্পিউটারে GUI শব্দটির পূর্ণরূপ- Graphical User Interface.
⊙ মানুষ ছাড়াই গবাদিপশু হতে দুধ সংগ্রহের কাজ করছে- অটোমেটিক মিলকিং। স্পেশালাইজড কম্পিউটার দিয়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
⊙ শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা নতুন ধারণা- ই-লার্নিং।
⊙ কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য সম্পাদানের অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলীকে বলা হয়- প্রোগ্রাম।
⊙ কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা হলো- মেশিন ভাষা।
⊙ মেশিনের ভাষায় ব্যবহৃত বিট হলো- 0, 1।
⊙ প্রথমবার অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়- ১৯৫১ সালে।
⊙ কম্পিউটারের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য সম্পাদনের অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলিকে বলা হয়- সফটওয়্যার।
⊙ Algorithm- এর চিত্ররূপকে বলে- Flow Chart।
⊙ কিছু উল্লেখযোগ্য ভাইরাস হলো- Aids, Bye Bye, Bd boy, Cindrella, CIH, I love you ইত্যাদি।
⊙ CIH ভাইরাস কম্পিউটারে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টি করে- ২৪ এপ্রিল ১৯৯৯।

## কম্পিউটারে প্রথম

| নামসমূহ | মডেল |
|---|---|
| প্রথম ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার, প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার | Mark-1 |
| প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার | ABC |
| প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার | ENIAC |
| প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রামবিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার | EDSAC |
| বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার | UNIVAC |
| ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার | TX-O |
| প্রথম মিনি কম্পিউটার | PDP-1 |
| ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটার | PDP-8 |
| IC ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার | B2500, B3500 |
| IC ভিত্তিক প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার | IBM system 360 |
| প্রথম পারসোনাল কম্পিউটার | Altair-8800 |

⊙ PDF বলতে বোঝায়- Portable Document File।
⊙ কম্পিউটারে চালু করার প্রক্রিয়াকে বলে- Boot।
⊙ MS Word-এ যে মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে- File।
⊙ ভাইরাস নামকরণ করেন- গবেষক ফ্রেডরিক কোহেন।
⊙ কম্পিউটার ভাইরাস ছড়ায়- গবেষক ফ্রেডরিক কোহেন।
⊙ কম্পিউটার ভাইরাস ছড়ায়- ফ্লপি ডিস্ক, হার্ড ডিস্ক, ফ্লাশ ডিস্ক, পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
⊙ লজিক গেইটে থাকে- এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট।
⊙ যে অপারেশনটি সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে- Bitwise OR।
⊙ NAND গেইটকে Universal gate বলা হয়।
⊙ অ্যাডারের ধরন- ২টি (হাফ অ্যাডার, ফুল অ্যাডার)।
⊙ একটি word যত বিট বিশিষ্ট হয়- ৮টি।
⊙ এক বা একাধিক রেকর্ড নিয়ে তৈরি হয়- টেবিল।
⊙ একই জাতীয় এনটিটিকে বলা হয়- এনটিটি সেট।
⊙ যে ফিল্ডের প্রতিটা ডেটা অদ্বিতীয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হবে- প্রাইমারি কী।
⊙ Database Management System কে সংক্ষেপে বলা হয়- DBMS।
⊙ ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেস সিস্টেম থাকে- মাত্র ১টি ডেটাবেস।
⊙ ডাটাবেজ টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে বলে- ইনডেক্সিং।
⊙ সকল নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক হলো- ইন্টারনেট।
⊙ কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান প্রযুক্তিকে বলা হয়- ইন্টারনেট।
⊙ ইন্টারনেটের জনক বলা হয়- Vinton Gray Cerf কে।
⊙ বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরি (Predecessor) বলা হয়- আরপানেট (ARPANET)-কে।
⊙ ARPANET এর পূর্ণরূপ- Advanced Research Projects Administration Network.
⊙ প্রথম নেটওয়ার্ক - ARPANET.
⊙ বাংলাদেশে প্রথম অফ-লাইন ই-মেইল চালু হয়- ১৯৯৪ সালে।
⊙ ইন্টারনেট একাউন্ট গ্রহণকারীদের বলা হয়- নেটিজেন।
⊙ ই-মেইল প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত প্রটোকল- SMTP।
⊙ ইন্টারনেট ব্যবহার করে টেলিফোন করার প্রটোকল- VOIP।
⊙ Web page লেখা হয়- HTML Language দ্বারা।
⊙ WWW এর পূর্ণরূপ- World Wide Web।
⊙ বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন- পিপীলিকা।
⊙ চরকি- বাংলাদেশের সার্চ ইঞ্জিন।
⊙ যে প্রটোকল ব্যবাহর করে ই-মেইল ক্লায়েন্টরা কারো কম্পিউটারে ই-মেইল ডাউনলোড করে- POP।
⊙ একটি e-mail পাঠানো যার সমতুল্য- Writing a letter।
⊙ ভুয়া ও অযাচিত mail জমা হয়- Spam-এ।
⊙ Wimax হলো- তারবিহীন ইন্টারনেট প্রযুক্তি।
⊙ উইকিলিক্স এর প্রতিষ্ঠাতা- জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ।
⊙ টেলেক্স এর মাধ্যমে পাঠানো হয়- শব্দ ও ছবি।
⊙ সার্ভারের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারকে বলা হয়- হোস্ট।
⊙ LAN বলতে বোঝায়- Local Area Network।
⊙ কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজন- মডেম।
⊙ নেটওয়ার্কের ডিভাইসমূহের জন্য একটি সাধারণ কানেকশন পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়- হাব (Hub)।
⊙ পোস্টম্যানের সাথে তুলনা করা হয়- রাউটারকে।
⊙ যে ডিভাইস একাধিক ল্যানের ভিতর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- ব্রিজ।
⊙ যে টপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবকটি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বলে- বাস টপোলজি।



CamScanner

- ⊙ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট- জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট।
- ⊙ রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়- ইনফ্রারেড।
- ⊙ Wi-fi 2.4 GH$_z$-5GH$_z$ ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
- ⊙ Wi-MAX সাধারণত বিস্তৃত- ১০-৬০ কিমি. পর্যন্ত।
- ⊙ Wi-MAX এর স্ট্যান্ডার্ড হলো- IEEE 802.16।
- ⊙ ব্লুটুথ উদ্ভাবন করেন- এরিকসন ১৯৯৪ সালে।
- ⊙ ব্লুটুথ এর স্ট্যান্ডার্ড হলো- IEEE 802.15।
- ⊙ ব্লুটুথ এর মাধ্যমে তৈরি করা যায়- PAN (Personal Area Network)।
- ⊙ ডেনামার্কের রাজা হারোল্ড ব্লুটুথ (Harold Bluetooth) এর নামানুসারে নামকরণ করা হয়- ব্লুটুথ।
- ⊙ একাধিক পিকোনেটকে একত্রে বলা হয়- স্কাটারনেট।
- ⊙ SMS এর পূর্ণরূপ- Short Message Service.
- ⊙ SIM এর পূর্ণরূপ- Subscriber Identity Module।
- ⊙ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে ব্যবসা করাকে বলা হয়- ই কমার্স।
- ⊙ Global Village এর মূলকথা হলো- বর্তমান বিশ্বকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি গ্রামে পরিণত করা।
- ⊙ CNN এর পূর্ণরূপ- Cable News Network।
- ⊙ গ্রিক শব্দ ক্রাউক হতে- ক্রায়ো শব্দের উৎপত্তি (অর্থ- বরফের মতো ঠান্ডা)।
- ⊙ Cryosurgery এর অর্থ- শৈত্য শল্য চিকিৎসা।
- ⊙ ক্রায়োসার্জারির অপর নাম- ক্রায়োথেরাপি বা ক্রায়োবোলেশন।
- ⊙ খেলার মাঠে আঘাতজনিত আহত খেলোয়াড়কে সুস্থ করার কাজে ব্যবহৃত হয়- ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি।
- ⊙ গ্রিক শব্দ "Bio" (জীবন) ও "metric" (পরিমাপ) থেকে উৎপত্তি হয়েছে- বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)।
- ⊙ বায়োমেট্রিক্স সিস্টেমে শনাক্তকরণে যে দু'ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা ব্যবহৃত হয় তা হলো- শারীরবৃত্ত ও আচরণগত।
- ⊙ বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে- এক ধরনের কৌশল বা প্রযুক্তি যার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক কাঠামো, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায়।
- ⊙ সকল ডিজিটাল মুদ্রা বা ভার্চুয়াল মুদ্রাকে বলে- ক্রিপ্টোকারেন্সি।
- ⊙ কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয়- সিলিকন দিয়ে।
- ⊙ প্লটার যে ধরনের ডিভাইস- আউটপুট।
- ⊙ সবচেয়ে বেশি স্পিড যে মেমোরি- রেজিস্টার মেমোরী।
- ⊙ E-banking এর সমার্থক হচ্ছে- ইন্টারনেট ব্যাংকিং।
- ⊙ ডেটাবেজ-এ যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়- এট্রিবিউট ও ফিল্ড।
- ⊙ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিমত্তামাফিক কাজ করার প্রবণতাকে প্রযুক্তি ও যন্ত্রনির্ভর করার প্রক্রিয়া হলো- আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
- ⊙ Artificial Intelligence (AI) ধারণাটির জনক- অ্যালান টুরিং।
- ⊙ ডোমেইন নাম হলো- ওয়েব সাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম।
- ⊙ Computer থেকে Computer-এ তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয়- Internet।
- ⊙ সার্চ ইঞ্জিন হলো- গুগল, ইয়াহু, বিং, এমএসএন, আসক, পিপীলিকা ইত্যাদি।
- ⊙ বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রথম যে উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়- সন্দীপ।
- ⊙ Bandwidth হলো- ডেটা প্রবাহের গতির হার।
- ⊙ ব্লু-টুথ কীসের উদাহরণ- Personal Area Network।
- ⊙ যে ধরনের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে কম পাওয়ার প্রয়োজন হয়- LEO (Low Earth Orbit)।
- ⊙ কম্পিউটার হ্যাকিং হতে রক্ষা করে- ফায়ারওয়াল।

## প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন জনক

| প্রযুক্তির নাম | জনক |
|---|---|
| উইকিপিডিয়া | জিমি ওয়েলস |
| অ্যাপল | স্টিভ জবস, রোনাল্ড ওয়েন, স্টিভ ওজনিয়াক |
| গুগল | ল্যারেন্স ল্যারি পেইজ ও সার্গেই ব্রিন |
| কাট-কপি-পেস্ট এর প্রবর্তক | মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ল্যারি টেসলার |
| Emoticon | স্কট ফাহলম্যান (USA) |
| ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব | টিম বার্নার্স লি |
| মাইক্রোসফট | বিল গেটস ও পল এলেন |
| উইকিলিকস | জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ |
| ইন্টারনেট | ভিন্টন জি কার্ফ |
| ই-মেইল | রে টমলিনসন |
| মোবাইল ফোন | ড. মার্টিন কুপার |
| টাচস্ক্রীন | জর্জ স্যামুয়েল হার্স্ট |

## দুইটি সাবমেরিন ক্যাবল

### SEA-ME-WE-4

- ⊙ পূর্ণনাম- South East Asia-Middle East-Western Europe-4।
- ⊙ কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়- ২১ মে ২০০৬ সালে।
- ⊙ সাবমেরিনটির দৈর্ঘ্য- ১৮,৫০০ কিমি.
- ⊙ ল্যান্ডিং স্টেশন- কক্সবাজার জেলার ঝিলংজার।

### SEA-ME-WE-5

- ⊙ পূর্ণনাম- South East Asia-Middle East-Western Europe-5।
- ⊙ বাংলাদেশে উদ্বোধন করা হয়- ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে।
- ⊙ এটি যুক্ত হওয়ার অতিরিক্ত জেবিপিএস ব্যান্ডউইথ লাভ করে- ১৫০০।
- ⊙ সাবমেরিনটির দৈর্ঘ্য- ২০,০০০ কিমি.।
- ⊙ ল্যান্ডিং স্টেশন- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা।

## জেনে রাখুন.....

- বাংলাদেশে প্রথম 5G চালু হয় ১২ ডিসেম্বর ২০২১ সালে।
- Gutenberg Galaxy এবং Understanding Media গ্রন্থের লেখক মার্শাল ম্যাক্লুহান।
- কম্পিউটারের মেমোরি তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে।
- মেমোরির ১ বাইট = ৮ বিট এবং ১ নিবল = ৪ বিট।
- ইনপুট-আউটপুট উভয় ডিভাইস হলো- প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম, টাচস্ক্রিন, ক্যামেরা।

## PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

01. মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করা যায় – [DU-7Clg: 2023-24]

A. ফ্ল্যাটবোর্ড
B. কালারবোর্ড
C. স্মার্টবোর্ড
D. প্যানেলবোর্ড

**Ans C Analysis** মাল্টিমিডিয়া বলতে বোঝায় কোন তথ্যকে অডিও, গ্রাফিক্স, ছবি, ভিডিও ও এনিমেশন এর মাধ্যমে প্রকাশ করা। প্রশ্নে উল্লিখিত অপশনগুলোর মধ্যে শুধু স্মার্ট বোর্ডেই এই কাজগুলো করা সম্ভব।

02. বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ল্যাপটপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান– [DU-7Clg: 2023-24]

A. মাইক্রোসফট
B. স্যামসাং
C. অ্যাপেল
D. আসুস

**Ans B Analysis** বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ল্যাপটপ হচ্ছে গ্যালাক্সি বুক-4। এটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান স্যামসাং।



CamScanner

অধ্যায় ২৪

# মৌলিক বিষয়াবলি (বোর্ড বই ভিত্তিক)

সাধারণ জ্ঞান

- মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করেন- আলফ্রেড বিনে।
- বুদ্ধি হলো- বিদ্যুতের মতো।
- মানুষ মনোযোগী হয়- নির্বাচিত বস্তুর ওপর।
- কোনো কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়- বাহ্যিক উদ্দীপক বেশি তীব্র হলে।
- মনোবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত- হারম্যান এবিংহস।
- মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করান- উইলহ্যাম উন্ড।
- শিক্ষণের একটি মাধ্যম হলো- সহায়ক শিক্ষণ।
- আবেগের মূলত দুটি দিক- গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক।
- যুথচারিতা একটি- সামাজিক প্রেষণা।
- হাইপো থ্যালামাসের যে স্থান তৃষ্ণা নিবারণ করে তা হলো- Water pegion।
- জৈবিক প্রেষণার উদাহরণ হলো- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা। জৈবিক প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হলো- ৬ প্রকার।
- Physiological Motives অর্থ হলো- জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রেষণা।
- মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা- ৯৮.৪° ফারেনহাইট।
- প্রেষণা আবর্তিত হয়- চক্রের আকারে। প্রেষণা চক্রে স্তর থাকে- ৪টি।
- পরিপক্কতার ফলে- মস্তিষ্কের বিকাশ হয়।
- থাইরক্সিন রসের আধিক্য- গলগণ্ড রোগ।
- ফিসার ও সালসাই এর মধ্যকার উঁচুস্থান- জাইরি।
- প্রাণিদেহের সবচেয়ে ব্যাপক ও বড়তন্ত্র- পেশিতন্ত্র।
- গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে।
- প্রাণীর অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন ও বাহিরের যোগাযোগ রক্ষা করে- স্নায়ুতন্ত্র।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- যথার্থতা প্রমাণ।
- ১৮৮১ সালে মস্তিষ্ক সম্পর্কিত কাজের জন্য নোবেল পান- রজার স্পেরী।
- মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি- দর্শন ও শারীরবিদ্যা।
- মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Psychology। আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞান- আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
- সকল ঘটনার সম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করা যায়- গাণিতিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে।
- প্রকৃতিক শ্রেণিকরণ যে ধরনের শ্রেণিকরণ- বিজ্ঞানসম্মত।
- পরিশেষ পদ্ধতি কোন সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত- অপনয়ন।
- অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র যেমন- ব্যাপক।
- অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কার করা যায়- কার্যকারণ সম্পর্ক।
- যুক্তিবিদ মিলের মতে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি- অভিজ্ঞতাভিত্তিক।
- অবরোহ অনুমানে অনুসারে গতি- নিম্নমুখী।
- অবরোহ অনুমানের একটি আদর্শ প্রক্রিয়া- সহানুমান।
- নিরীক্ষণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া- প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া।
- পরীক্ষণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া- কৃত্রিম প্রক্রিয়া।
- সহানুমানে প্রদত্ত বাক্য দুটিকে বলা হয়- আশ্রয় বাক্য।
- সহানুমানে অনুমিত বাক্যটিকে বলে- সিদ্ধান্ত।
- যে অরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তটি একটি মাত্র আশ্রয় বাক্য থেকে টানা হয় তাকে বলে- অমাধ্যম অনুমান।
- যে অবরোহ অনুমানে একাধিক আশ্রয় বাক্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয়, তাকে বলে- মাধ্যম অনুমান।
- সব সময় পদের জাত্যর্থ বা তার অংশবিশেষ হলো- লক্ষণ।
- পরিফিরির মতে যে উপজাতিটি সবচেয়ে ছোট- মানুষ।
- পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থের অবস্থা- কমে।
- পদের জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থের অবস্থা- কমে।
- একটি যুক্তিবাক্যে যে দুটি পদ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
- মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক আদর্শ হলো- সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।
- যৌক্তিক অনুমানের লক্ষ্য- সত্যকে অর্জন করা।
- প্রমাণ ও আবিষ্কারের বিজ্ঞান- যুক্তিবিদ্যা।
- যে প্রক্রিয়ায় যুক্তিপদ্ধতি উপস্থাপন করা হয় তাকে বলে- যুক্তিপদ্ধতি।
- যার মধ্য থেকে জগতের সমুদয় বিষয়াদির উদ্ভব তাকে বলে- সত্তা।
- যুক্তিবিদ্যাকে যুক্তি পদ্ধতির বিজ্ঞান বলেছেন- জেভন্স।
- যুক্তিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য- সত্যকে অর্জন করা।
- 'যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার বিজ্ঞান' উক্তিটি করেন- যোসেফ।
- এরিস্টটল সর্বপ্রথম অনুমানের যে দিক আলোচনা করেন- আকারগত।
- যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ- Logic.Logic শব্দটি- গ্রিক শব্দ।
- সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজকর্মের ভাষায়- Client বলে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড।
- বাংলাদেশ শিশু আইনে অনুচ্ছেদ আছে- ১০টি।
- 'A memory of solferino' বইটি- হেনরী ডুনান্টের।
- গার্লস গাইডের মূলমন্ত্র হচ্ছে- 'প্রস্তুত থাকো'।
- গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি করা হয়- ১৯৮৩ সালে।
- ড. ইউনূস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেন- চট্টগ্রামের জোবরা নাম গ্রামে।
- বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা- ব্যাডেন পাওয়েল।
- বহুমূত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন- ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
- বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত- 'দুর্যোগপ্রবণ দেশ' হিসেবে।
- বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সমিতির সদস্য পদ লাভ করে- ১৯৭৩ সালে।
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন হয়- ১৯৬১ সালে।
- জাতীয় কিশোর অপরাধ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৭৮ সালে।
- গ্রামীণ সমাজসেবার বর্তমান নাম- উপজেলা সমাজসেবা।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হয়- ১৯৮৯ সালে।
- মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওসকে এক সাথে বলে- গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল।
- সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় শক্তিশালী হাতিয়ার- আইন।
- 'PRSP' এর পূর্ণরূপ- Poverty Reduction Strategy Paper।
- যে চাহিদা মানুষের কর্মস্পৃহা পুনঃরুজ্জীবিত করে- চিত্তবিনোদন।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের সর্বোত্তম খাত হলো- শিক্ষা।
- অন্যান্য মৌল চাহিদা পূরণের মূল চাবিকাটি হলো- শিক্ষা।
- যে চাহিদা মানুষকে পরিপূর্ণ হিসেবে গড়ে তোলে- শিক্ষা।
- 'Education' শব্দটি এসেছে- ল্যাটিন Educere থেকে 'Educere' অর্থ- বিকশিত করা।
- যে চাহিদার ব্যবহার মানুষকে আদিম জীবন থেকে রক্ষা করেছে- বস্ত্র।
- আধুনিক সভ্য সমাজের সম্পর্ক বজায় রাখার অপরিহার্য উপকরন- বস্ত্র।
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি গঠন করা হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সমাজকর্ম সম্মেলন সংস্থার প্রধান অফিস- নিউইয়র্কে।
- ইংল্যান্ডের শ্রমিক আইন হয়েছিল- ১৩৪৯ সালে।
- কোন দেশকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়- ইংল্যান্ড।
- 'Social change' গ্রন্থটি- অগবার্নের।
- শহরের অপরাধ প্রবণতা ও সংক্রামকের সুতিকাগার- বস্তির নোংরা পরিবেশ।
- 'শিল্পবিপ্লব' কিসের বিকাশ ঘটায়- পুঁজিবাদী অর্থনীতির।
- কেমন জাতি মর্যাদাহীন- শ্রমবিমুখ জাতি।
- প্রতিটি মানুষের মাঝে আছে- সুপ্ত প্রতিভা।
- লক্ষ্য অর্জনের পথনির্দেশিকা হলো- নীতি। সভ্যতার দর্পণ হলো- গ্রন্থাগার।
- ইসলাম ধর্মে কাকে অধিক মহাপূণ্য বলা হয়- মানবসেবাকে।
- দর্শন বলতে বুঝায়- জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সামগ্রিক ব্যাখ্যা।
- পেশার মানদণ্ড নির্ধারণের মাপকাঠি হলো- মূল্যবোধ।
- IPA এর পূর্ণরূপ- International Phillanthropic Agencies।
- প্রাণিজগতের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে সবচেয়ে অসহায়- মানুষ।
- 'The Gultural background of personality' গ্রন্থটি- আর লিনটনের।
- মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বলে- মনোবিজ্ঞান।



CamScanner

- উৎপত্তিগত অর্থে মনোবিজ্ঞান- মন বা আত্মার বিজ্ঞান।
- সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়- The Science of Society।
- 'Anthropology' শব্দটির অর্থ- মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- আদিম মানুষের গোটা সাংস্কৃতি যে বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত- নৃ-বিজ্ঞান।
- যেটির পরিধি সমাজকল্যাণ থেকেও বেশি- নৃ-বিজ্ঞান।
- সমন্বয়ধর্মী ব্যবহারিক বিজ্ঞান- সমাজকল্যাণ।
- কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটি- গাজীপুরের কোনাবাড়িতে।
- BRAC- Bangladesh Rural Advancement Committee।
- BRAC স্থাপিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- BRAC এর প্রতিষ্ঠাতা- ফজলে হাসান আবেদ।
- প্রথম পল্লি উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- পল্লি পুনর্গঠন ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়- ১৯২০ সালে।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ- অজ্ঞতা ও অশিক্ষা।
- ইভটিজিং এর বাংলা প্রতিশব্দ- 'নারীকে উত্যক্তকরণ'।
- আমাদের দেশে নগরায়ন-শিল্পায়ন জোরদার হয়- ১৯৪৭ এর পর থেকে।
- Urbanization এর প্রতিশব্দ- নগরায়ন (প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু)।
- পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন- শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।
- মানবীয় জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে- শিল্পায়ন।
- কৃষির অগ্রগতিতে অপরিসীম গুরুত্ব- শিল্পায়নের
- কৃষিজাত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে অন্য জাতের পণ্য উৎপাদন হলো- শিল্পায়ন।
- চাচাতো এবং খালাতো ভাই-বোন হলো- প্যারালাল কাজিন।
- মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন হলো- ক্রসকাজিন।
- গ্রামীণ সমাজের প্রথম অর্থনৈতিক সম্পদ- ভূমি।
- প্রথম লৌহ শিল্পে ব্যবহার করে- এশিয়া মাইনরের হিটটিটা।
- জাভা মানবের উৎস ইন্দোনেশিয়া।
- অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত গবেষণা হচ্ছে- প্রত্নতত্ত্ব।
- মানুষের সমগ্র জীবনাচরণ হলো- সংস্কৃতি।
- বিশ্বের সব ধরনের মানুষের মধ্যেই রক্তের গ্রুপ রয়েছে- ৪ প্রকার।
- বর্তমান চীনা মঙ্গোরয়েডগণ উত্তরপুরুষ বলে বিবেচিত- পিকিং মানবের।
- আর্কটিক ও গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা- এস্কিমো।
- ককেশীয় ও মঙ্গোলীয়দের মাঝামাঝি পড়ে- পলিনেশীয়রা।
- ককেশীয়দের একটি উপ-নৃগোষ্ঠী হলো- অস্ট্রেলীয়।
- ইংরেজি 'Race' শব্দটি বাংলা পরিভাষা- নৃগোষ্ঠী।
- বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য দেখিয়েছেন- অগবার্ন।
- মানুষের ইঙ্গিত লক্ষ্য ও নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত- প্রগতি।
- স্বয়ংক্রিয়, অচেতন বেং অপরিকল্পিত প্রক্রিয়া- বিবর্তন।
- কাঙ্ক্ষিত বা বাঞ্ছিত পরিবর্তনই- সামাজিক প্রগতি।
- কোনো কিছুর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলতে বুঝায়- ট্যাবুকে।
- কারাগারে প্রেরণ না করে চারিত্রিক সংশোধনের নাম- প্রবেশন।
- ইংরেজি 'Deviation' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো- বিচ্যুতি।
- 'শাসক শ্রেণি হলো উৎপাদন যন্ত্রের মালিক'- মার্কসের মতে।
- বস্তুত ক্ষমতার সঙ্গে বৈধতা যুক্ত হলে তাকে বলে- কর্তৃত্ব।
- নৃবিজ্ঞানীদের মতে আদি পরিবার হলো- মাতৃপ্রধান পরিবার।
- রাষ্ট্রের প্রতীক, পরিচারক, প্রতিনিধি হলো- সরকার।
- জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব- রাষ্ট্রের।
- একটি রাজনৈতিক সংগঠন হলো- রাষ্ট্র।
- এরিস্টল দাসকে উল্লেখ করেছেন- জীবন্ত সম্পত্তি হিসেবে।
- পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে- অষ্টদশ শতাব্দীর শেষে।
- জাতীয় সম্পদ বা সম্পত্তি হলো- জনগণের সম্পত্তি।
- শ্রেণি ভেদাভেদ নেই- আইন ও ধর্মে।
- ইউরোপীয় সামন্তপ্রথার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে- দ্বাদশ শতাব্দীতে।
- ভারতীয় সমাজের দাস ছিল- গৃহদাস।
- শ্রেণির ভিত্তি হচ্ছে- অর্থনৈতিক বা আয়ের বৈষম্য।
- সর্বপ্রথম শ্রেণি বৈষম্য দেখা যায়- দাসনির্ভর সমাজে।
- গ্রিক ভাষায় 'পলিজিনি' অর্থ- অনেক মহিলা। 'পলিয়ানড্রী' অর্থ- বহুপুরুষ।
- সুনাগরিক গড়ার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান- পরিবার।
- কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায়- সামন্তবাদের উদ্ভব ঘটে।
- কোন অঞ্চলে সহজেই ধর্মীয় চিন্তায় উন্মেষ ঘটে- গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে।
- সামাজিক অনুশাসন বা বিধানের নামান্তর হচ্ছে- প্রথা।
- সামাজিকীকরণ একটি- আজীবন প্রক্রিয়া।
- সমাজের তুলনায় সম্প্রদায়ে অধিকতর বিদ্যমান- সংহতি।
- 'Theory of surplus value' এর প্রবক্তা- মার্কস। বিবর্তনবাদের মূল প্রবক্তা হলো- চার্লস ডারউইন।
- মার্কসের সমস্ত দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু- দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।
- সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন- ইবনে খালদুন।
- আসাবিয়া শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Social Solidarity।
- আধুনিক সমাজতন্ত্রের জনক- কার্ল মার্কস।
- আমলাতন্ত্রের ধারণার উৎপত্তি- অষ্টাদশ শতাব্দীতে।
- আমলাতন্ত্রের ধারণার জন্ম- ফরাসিতে।
- জনমত শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- রুশো।
- জনমতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম- সংবাদপত্র।
- গণতন্ত্রের বাহন হলো- রাজনৈতিক সংস্কৃতি।
- ব্রিটেনের আইনসভার নিম্নকক্ষকে বলা হয়- হাউজ অব কমন্স; উচ্চকক্ষের নাম- হাউজ অব লর্ড।
- 'বিশ্বাস কর, মান্য কর এবং যুদ্ধ কর'- একনায়কতন্ত্রের আদর্শ।
- সেন্ট অগাষ্টিন, টমাস অ্যাকুইনাস- মধ্যযুগের দার্শনিক।
- 'মানব জন্মগতভাবেই রাজনৈতিক জীব' উক্তিটি- এরিস্টটল'র।
- কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র' উক্তিটি- এরিস্টটল'র।
- জনগণের সার্বভৌমত্বই- আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি।
- রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্পর্শমণি বলা হয়- সার্বভৌমত্বকে।
- NGO এর পূর্ণরূপ- Non Governmental Organizatin।
- রাশিয়াতে একদলীয় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়- ১৯১৭ সালে।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো- রাজনৈতিক দল।
- জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে ঘোষণা রয়েছে- ৩০টি।
- যুক্তরাষ্ট্রে 'তথ্য অধিকার' আইনটি পাশ হয়- ৪ জুলাই, ১৯৬৬ সালে।
- ই-গর্ভনেন্স শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়- ১৯৯০ সালের শেষের দিকে।
- ই-গভর্নেন্সের মূল বাধা- শাসন ও বিরোধী দল।
- আইনের স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে পার্থক্য- ত্রিমাত্রিক সমগ্রতা।
- Eassy of Liberty গ্রন্থের লেখক- John Stuart mill।
- স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ- Liberty।
- মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক উভয়বিধ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে- নৈতিকতা।
- মূল্যবোধের উপাদান হলো- নীতি, মান, বিশ্বাস।
- নীতিশিক্ষা বা নীতিশাস্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Ethics।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে- ১৯৮৯ সালে।
- সুশাসন (Good Governance) হলো- নাগরিক সেবার রক্ষাকবচ।
- জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত নাগরিক যেকোনো রাষ্ট্রের- সম্পদ।
- জর্জ বার্নার্ডশ যে দেশের নাগরিক- আয়রল্যান্ড।
- পৌরনীতি একটি প্রবাহমান- সমাজবিজ্ঞান।
- পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল শর্ত- অর্থ সংস্থান।
- ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হলে তাকে বলে- উদ্বৃত্ত বাজেট।
- যে কর সরাসরি ক্রেতাকে বহন করতে হয়- পরোক্ষ কর (VAT)।
- VAT যে ধরনের কর- পরোক্ষ কর (কর হারের ভিত্তিতের- তিন প্রকার)।
- বাংলাদেশে প্রথম EPZ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৩ সালে।
- BEPZA প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য- প্রতিকূল।



CamScanner

- তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা- ডেভিড রিকার্ডো।
- দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি ও অর্থমূল্য ক্রমাগত হ্রাসকে বলে- মুদ্রাস্ফীতি।
- অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস হলো- নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ, এনজিও, পুঁজিবাজার ইত্যাদি।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো- ৩টি।
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনপ্রিয় মতবাদ- ডাল্টনের মতবাদ।
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র- $M = \frac{A - O}{O}$।
- 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন' কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৭১ সালে।
- উফশী চাষ- উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ।
- দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা- শতকরা ৬০ জন।
- জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়- ১৯৫০ সালে।
- কীট-পতঙ্গ কত শতাংশ সফল নষ্ট করে দেয়- ১০ ভাগ।
- উন্নত বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাড়ানো যায়- ১৫-২০ ভাগ।
- বাংলাদেশের কৃষি মূলত পরিচিত- মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা নামে।
- উন্নত দেশে বিমাকে কি হিসেবে গণ্য করে- Economic Friend।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কি বলা হয়- নিকাশ ঘর।
- কোন ব্যাংক হুন্ডি বাট্টা করে- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- যে ব্যাংক কৃষকদের ঋণ দেয় তাকে বলে- কৃষি ব্যাংক।
- ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস- ব্যাংক, NGO।
- ঋণের মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তি কয়টি- তিনটি। ঋণের উৎস- ২টি।
- অর্থের মূল্য কিসের ওপর নির্ভরশীল- পণ্যসামগ্রীর দাম।
- কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের দামের গড়কে বলে- দামস্তর।
- অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বলা হয়- বিনিয়োগ।
- আয় থেকে ভোগব্যয় বাদ দিলে থাকে- সঞ্চয়।
- দ্রব্যের দাম হবে- প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান।
- দেশের সব লোকের আয় হিসাব করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হলে তাকে বলে- আয় পদ্ধতি।
- মোট দেশজ উৎপাদনকে সংক্ষেপে বলা হয়- GDP।
- নিট জাতীয় আয়কে সংক্ষেপে বলে- NNI।
- মোট জাতীয় উৎপাদনকে সংক্ষেপে কী বলে- GNP।
- 'ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।' বলেছেন- ডেভিড রিকার্ডো।
- নিট খাজনার অন্য নাম- অর্থনৈতিক খাজনা।
- 'ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে আয় হতে তাকে খাজনা বলে' উক্তিটি- অধ্যাপক মার্শালের।
- স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করে উৎপাদন করাকে বলে- ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।
- স্টক এক্সচেঞ্জ দ্বারা যে শেয়ার বেচাকেনা হয় তাকে বলে- শেয়ার বাজার।
- শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে- স্টক এক্সচেঞ্জ।
- শেয়ার লেনদেনকারী ফার্মকে বলে- ব্রোকারেজ হাউস।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকের সংখ্যা- ২-৫০ জন।
- সাধারণ অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা- ২-১০ জন।
- ব্যাংকিং অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা- ২-২০ জন।
- 'সকলের তবে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'- যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি- সমবায় প্রতিষ্ঠান।
- যে ধরনের কারবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে- সমবায় কারবার।
- যে ধরনের কারবারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য লোপ পায়- সমবায় কারবার।
- সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হলো- ডাক বিভাগ, টেলিভিশন, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।
- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন হলো- উৎপাদনের ৪টি উপাদান।
- মূলধন যোগানের উৎস- ২টি।
- যে মূলধন একবার ব্যবহার করলেই হয়ে যায় তাকে বলে- চলতি মূলধন।
- সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ- কমবে।
- বাংলাদেশের শ্রমিক সংঘের অবস্থা- দুর্বল।
- মজুরিকে 'শ্রমের দাম' হিসেবে অভিহিত করেছেন- অর্থনীতিবিদ সোলসম্যান।
- 'চুক্তি অনুসারে নিয়োগ কর্তা শ্রমিককে শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মজুরি বলে'- উক্তিটি করেছেন- অধ্যাপক বেনহাম।
- সাধারণ অর্থে মজুরি- শ্রমিকের পারিশ্রমিক।
- প্রান্তিক আয়ের সূত্রটি- $MR = f(\Delta RT/\Delta Q)$।
- যে বাজারে অধিক সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে তাকে বলে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য- পাট, চা; স্বর্ণ, রূপা।
- অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বুঝায়- উপযোগ সৃষ্টি।
- কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের মূল্যই হলো- গড় আয়।
- দীর্ঘমেয়াদে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কেমন হয়- বেশি হয়।
- যোগান রেখা সাধারণত হয়- বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী।
- দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের অবস্থা- বৃদ্ধি পায়।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- চাহিদার স্থিস্থিাপকতা- তিন প্রকার।
- পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিস্থিাপকতা- ঋণাত্মক।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- ধনাত্মক।
- যেসব দ্রব্যের বিকল্প নেই তাদের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদারেখা- ডানদিকে উর্ধ্বগামী।
- ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিই হলো- বাজার চাহিদা।
- গিফেন দ্রব্যগুলো হলো- মোটা চাল, ডাল, আলু, মোটা কাপড়।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশক বিধিকে বলে- চাহিদা বিধি।
- দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- এডাম স্মিথ অর্থনীতিকে বলেছেন- সম্পদের বিজ্ঞান।
- এডাম স্মিথ অর্থনীতি যে গ্রন্থে আলোচনা করেছেন- Wealth of Nation।
- বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করে- ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল সম্পদের মালিক- রাষ্ট্র।
- অর্থব্যবস্থায় যে 'অদৃশ্য হস্ত' সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম- দাম ব্যবস্থা।
- মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো- অভাব পূরণ।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায় হলো- উৎপাদন।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শেষ পর্যায় হলো- ভোগ।
- সমুদ্রের একই জায়গায় প্রতিদিন জোয়ার সংঘটিত হয়- ২ বার।
- চন্দ্র পৃথিবীকে কত দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে- ২৭ দিন।
- অষ্টমী তিথিতে যে জোয়ার হয় তাকে বলে- মরা কটাল।
- পানির নিয়মিত প্রবাহ হচ্ছে- সমুদ্রস্রোত।
- সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির প্রধান কারণ- বায়ু প্রবাহ।
- পৃথিবীর যে গতি সমুদ্রস্রোতের জন্য দায়ী- আহ্নিক গতি।
- পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতপ্রবণ গ্রাম- ভারতের মৌসিনরাম।
- মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বেশি উপযোগী- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর।
- উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিবাত চীন ও জাপানে পরিচিত- টাইফুন নামে।
- অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ- প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত।
- ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রে- ৩২ ডিগ্রিকে হিমাঙ্ক ধরা হয়।
- তাপের সর্বোত্তম বাহক- জলীয় বাষ্প।
- বায়ুমণ্ডলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ ঘটে- ট্রপোস্ফিয়ার স্তরে।
- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ- ০.০৩ শতাংশ।
- বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ- প্রায় ২০.৭১ শতাংশ।
- বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ- ৭৮.০২ শতাংশ।
- ভঙ্গিল পর্বতের সর্বোচ্চ অংশকে বলে- উর্ধ্বভাজ।



CamScanner

- চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে- মার্বেল পাথর হয়।
- গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হয়ে- নিসে পরিণত হয়।
- চুনাপাথরের উপাদান- ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যে জাতীয় শিলা দেখা যায়- চুনাময় শিলা।
- যে শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায়- পাললিক শিলায়।
- যে আগ্নেয় শিলা কংক্রিটের কাজের জন্য আদর্শ- ব্যাসল্ট।
- আগ্নেয় শিলার আরেক নাম- প্রাথমিক শিলা।
- আগ্নেয় শিলার উদাহরণ- টাফ ও ব্রেসিয়া।
- বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হলে তাকে বলে- শিলা।
- প্লাস্টার অব প্যারিস প্রস্তুতে যে খনিজ ব্যবহৃত হয়?- জিপসাম।
- দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ হলো- খনিজ।
- খনিজের কাঠিন্য মাপার যন্ত্রের নাম- মোহস।
- অধাতব খনিজ হলো- চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম, গ্রাফাইট ইত্যাদি।
- জ্বালানি খনিজ হলো- তেল, গ্যাস, কয়লা।
- অশ্মমণ্ডলের পরের স্তরের নাম- গুরুমণ্ডল।
- পৃথিবীর উপরের পাতলা ও কঠিন শিলাস্তরকে বলে- ভূত্বক।
- পৃথিবীর একেবারের উপরের অংশকে বলে- ভূত্বক।
- ভূ-পৃষ্ঠের কত শতাংশ পানি- ৭১ শতাংশ।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়- ২০০৯ সালে।
- ISP এর পূর্ণরূপ- Internet Service Provider.
- নেতৃত্ব হলো এক ধরনের আধিপত্য- বলেছেন কিম্বল ইয়ং।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের 'বিকল্প সরকার' বলা হয়- বিরোধী দলকে।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন- জি.এ. অ্যালমন্ড।
- মানুষের অভাবের তুলনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের অপ্রতুলতা- দুষ্প্রাপ্যতা।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়- খনিজ।
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমারেখা- ৯০° পূর্ব।
- জাপান যে জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত- নাতিশীতোষ্ণ।
- সমগ্র ওশেনিয়া মহাদেশ ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত- অস্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া এবং পলিনেশিয়া।
- বসতি গড়ে উঠার সাংস্কৃতিক নিয়ামক- কৃষি।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত- গ্রামভিত্তিক।
- কাঁচ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়- সিলিকা ($SiO_2$) বালি।
- বর্তমান যুগকে বলা হয়- যান্ত্রিকত যুগ।
- বিশ্বের বৃহৎ গ্রাফাইট উৎপাদক দেশ- চীন (দ্বিতীয়- ভারত)।
- 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়- পামির মালভূমিকে।
- ঋতু পরিবর্তন ঘটে- বার্ষিক গতির ফরে।
- সমুদ্র তীরে প্রাচুর্য থাকে- নাইট্রোজেনের।
- VGF এর পূর্ণরূপ- Vulnerable Group Feeding.
- অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মৌলিক উৎস হলো সংবেদন।
- চক্ষুগোলকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ- অক্ষিপট।
- চক্ষুর প্রধান অংশ হলো- রেটিনা।
- 'নীলজল নীতি' হলো- একটি সাম্রাজ্যবাদী নীতি।
- 'নীলজল নীতি'র প্রবর্তক- আল বুকার্কি (পর্তুগিজ)।
- ভারতে 'ওয়াবি আন্দোলনের' কেন্দ্রবিন্দু ছিল- সিতানা।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য স্কট মনক্রিফ কমিশন গঠন করে- লর্ড কার্জন।
- রুশ বিপ্লব নিয়ে 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি লিখেন- জন রীড।
- মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের কৃষি ব্যবস্থাপনা চালু ছিল- ম্যানর পদ্ধতি।
- 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস' গ্রন্থের লেখক- ইবন আল কুতিয়া।
- স্পেনকে বলা হয়- আইবেরীয় উপদ্বীপ।
- বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা- আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর।

## মূল্যবোধ, সুশাসন ও নৈতিকতা

- 'সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ- Good Governance.
- জনমতকেও আইনের উৎস বলেছেন- ওপেনহাইম।
- যুক্তরাষ্ট্র 'ই-গভর্নেন্স আইন' পাস হয়- ২০০২ সালে।
- ন্যায়পাল বা OMBUDSMAN এর পদ প্রথম সৃষ্টি হয়- সুইডেনে (১৮০৯)।
- Soul of/Father of Science বলা হয়- মনোবিজ্ঞানকে।
- যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে- আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে।
- সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো- সমাজ।
- নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান- সত্যতা ও নিষ্ঠা।
- নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিকাশভূমি- সমাজ।
- শিশুর মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হলো- পরিবার।
- মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোদে বেশি প্রভাব ফেলে- ধর্ম।
- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ডকে বলে- মূল্যবোধ।
- "মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি বা সমাজিক দলের অভিপ্রেস ব্যবহার সুবিন্যস্ত প্রকাশ" বলেছেন- এম. ডব্লিউ পামফ্রে।
- মূল্যবোধের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ উপাদান হলো- নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
- ADB সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে- ১৯৯৫ সালে।
- UNDP সুশাসনের মূলনীতি প্রকাশ করে- ১৯৯৭ সালে।
- সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি।
- ই-গভার্নেন্স এর কার্যক্রম বিভক্ত- চার ভাগে।

**১৯৮৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে।**

### PYQ PREVIOUS YEARS' QUESTIONS

**01.** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বড় কারণ হলো – **[DU-7Clg: 2023-24]**

A. আমদানি হ্রাস
B. রপ্তানি বৃদ্ধি
C. উৎপাদন হ্রাস
D. মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি

**Ans D Analysis** মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে টাকার মূল্য কমে যাওয়া। অর্থাৎ পূর্বে যে টাকা দিয়ে যতটুকু দ্রব্য ক্রয় করা যেত, বর্তমান একই পরিমাণ টাকা দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় কারণ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি।

**02.** নিচের কোনটি উৎপাদনের উপকরণ নয়? **[DU-7Clg: 2022-23]**

A. ভূমি
B. শ্রম
C. মূলধন
D. পরিকল্পনা

**Ans D Analysis** কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় তাদের উৎপাদনের উপকরণ বা উপাদান বলা হয়। উৎপাদনের উপকরণকে প্রধানত ৪টি। যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

**03.** GDP-এর পূর্ণরূপ কোনটি? **[DU-7Clg: 2022-23]**

A. গ্রস ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট
B. গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট
C. গ্রস ডিসট্রিক্ট প্রোডাক্ট
D. উপরের কোনটিই নয়

**Ans B Analysis** GDP এর পূর্ণরূপ- Gross Domestic Product. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক অর্থবছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে GDP বা মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়। এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও আয় অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও আয় বাদ যাবে।



CS CamScanner

04. অর্থনীতিতে 'মাইক্রো' এবং 'ম্যাক্রো' শব্দ দুটি কে প্রথম ব্যবহার করেন? [DU-7Clg: 2022-23]

A. অ্যাডাম স্মিথ B. র‍্যাগনার ফ্রিশ
C. আলফ্রেড মার্শাল D. অমর্ত্য সেন

**Ans B Analysis** বিভিন্ন শাস্ত্র ও প্রবর্তক :

| প্রবর্তক | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| র‍্যাগনার ফ্রিশ | মাইক্রো বা ব্যাষ্টিক অর্থনীতিশাস্ত্র |
| মেনার্ড কেইন্স | ম্যাক্রো বা সামষ্টিক অর্থনীতিশাস্ত্র |
| অ্যাডাম স্মিথ | ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্র, জিডিপি তত্ত্ব, মুক্তবাজার অর্থনীতি |
| আলফ্রেড মার্শাল | নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতি |
| অমর্ত্য সেন | কল্যাণ অর্থনীতি এবং সামাজিক চয়ন তত্ত্ব |

05. স্বাধীনভাবে বসবাস যে ধরনের অধিকারের অন্তর্গত– [DU-7Clg: 2021-22]

A. সামাজিক B. রাজনৈতিক
C. ব্যক্তিগত D. নৈতিক

**Ans A Analysis** সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধিকার নিম্নরূপ-
১. জীবনের অধিকার বা আত্মরক্ষার অধিকার।
২. ব্যক্তিস্বাধীনভাবে সমাজে বা রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার।
৩. চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার।
৪. সভা-সমিতির অধিকার।
৫. চলাফেরার অধিকার।
৬. সম্পত্তির অধিকার।
৭. ধর্ম পালনের অধিকার।

06. সরকার কি ধরনের প্রতিষ্ঠান? [DU-7Clg: 2021-22]

A. অর্থনৈতিক B. প্রজাতন্ত্রী
C. রাজনৈতিক D. সামাজিক

**Ans C Analysis** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব- (ক) জনমত গঠন, (খ) সরকার গঠন, (গ) ভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ, জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন।

07. নাগরিকের জাতীয় দায়িত্ব হলো– [DU-7Clg: 2021-22]

A. বিশ্বশান্তি রক্ষা B. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
C. কর প্রদান D. জ্ঞানচর্চা

**Ans C Analysis** নাগরিকের জাতীয় দায়িত্বসমূহ–
(ক) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য
(খ) আইন মান্য করা।
(গ) সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।
(ঘ) সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা।
(ঙ) নিয়মিত কর প্রদান করা।
(চ) রাষ্ট্রের সেবা করা।
(ছ) সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

08. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ– [DU-7Clg: 2021-22]

A. অর্থের যোগান হ্রাস
B. মুদ্রানীতি
C. অর্থের যোগন বৃদ্ধি
D. ঋণব্যবস্থাপনা

**Ans C Analysis** মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াকেই সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থনীতির পরিভাষায়, মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে গেলে এবং পণ্য সেবার সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

09. সুশাসনের স্তম্ভ নয় যা– [DU-7Clg: 2020-21]

A. স্বচ্ছতা
B. অংশগ্রহন
C. কেন্দ্রীকরণ
D. আইনের শাসন

**Ans C Analysis** সুশাসন (Good Governance) ধারণাটি বিশ্বব্যাংক উদ্ভাবিত। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক তাদের একটি সমীক্ষায় সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করে। ২০০০ সালের দিকে বিশ্বব্যাংক মনে করে সুশাসন ৪টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে : দায়িত্বশীলতা (Responsibility), স্বচ্ছতা (Transparency), আইনের শাসন (Rule of Law) এবং অংশগ্রহণ (Participation)।

10. গণতন্ত্রের সূতিকাগার ছিল– [DU-7Clg: 2019-20]

A. স্পার্টা B. এথেন্স
C. ক্রিট D. সিসিলি

**Ans B Analysis** বাংলা 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি ইংরেজি Democracy থেকে এসেছে। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Demokratia থেকে। আর Demokratia শব্দটি উৎপত্তি Demos ও Kritia থেকে। গ্রিক শব্দ Demos অর্থ জনগণ আর Kritia অর্থ শাসনক্ষমতা বা কর্তৃত্ব। যুক্তরাজ্যে আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৫ জুন ১২১৫ ম্যাগনাকার্টা চুক্তির মাধ্যমে।

11. স্থানীয় সরকারের অংশ নয়– [DU-7Clg: 2019-20]

A. পৌরসভা B. সিটি কর্পোরেশন
C. জজ কোর্ট D. উপজেলা পরিষদ

**Ans C Analysis** বাংলাদেশে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ হলো:
- জেলা পরিষদ।
- উপজেলা পরিষদ।
- সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ।

12. রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো– [DU-7Clg: 2019-20]

A. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড B. জনসংখ্যা
C. সরকার D. সার্বভৌমত্ব

**Ans D Analysis** রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের চারটি উপাদান আছে- জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

13. —— একটি যোগাযোগ-বাহন- [DU-7Clg: 2019-20]

A. স্বপ্ন B. ভাষা
C. ঘুম D. নীরবতা

**Ans B Analysis** ভাব প্রকাশের প্রবণতা মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। তাই ভাষাকে যোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

14. 'মহাযান' প্রত্যয়টি যে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত– [DU-7Clg: 2019-20]

A. শিখ B. বৌদ্ধ
C. জৈন D. হিন্দু

**Ans B Analysis** মহাযান হল বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি অধুনা প্রচলিত শাখা সম্প্রদায়ের অন্যতম। মহাযান বলতে সকল চেতন সত্ত্বার কল্যাণ কামনায় পরিপূর্ণ বোধির অনুসন্ধানে বোধিসত্ত্বের পথও বোঝায়।

15. বৌদ্ধসভ্যতার নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে– [DU-7Clg: 2018-19]

A. ওয়ারী বটেশ্বর B. পাহাড়পুর
C. সিলেট D. বাগেরহাট

**Ans B Analysis** পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রী ধর্মপালের তৈরি এ বিহার ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন। এর অবস্থান নওগাঁ, বাংলাদেশ।

16. 'বিষণ্ণতা' একটি —— সমস্যা- [DU-7Clg: 2018-19]

A. শারীরিক B. মানসিক
C. সামাজিক D. অর্থনৈতিক

**Ans B Analysis** ডিপ্রেশন বা বিষন্নতা খুবই সাধারণ কিন্তু মারাত্মক ধরনের মানসিক ব্যাধি যা মানুষের অনুভূতি চিন্তা চেতনা ও কাজকর্মের উপর নেতিকবাচক প্রভাব ফেলে।



CamScanner

17. হিজরি সন প্রবর্তন করেন- [DU-7Clg: 2017-18]
A. হযরত আবু বকর (রা.)
B. হযরত ওমর (রা.)
C. হযরত ওসমান (রা.)
D. হযরত আলী (রা.)

**Ans B Analysis** হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর শাসনকাল ৬৩৪-৬৪৪ সাল পর্যন্ত। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা ছিলেন যথাক্রমে হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)।

18. সেরিকালচার হলো– [DU-7Clg: 2017-18]
A. উপজাতীয় সংস্কৃতি
B. সিরীয় সংস্কৃতি
C. কীটনাশক
D. রেশম কীটের চাষ

**Ans D Analysis** বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা:

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ্যানাটমি | অঙ্গসংস্থান বিদ্যা | এপিকালচার | মৌমাছি চাষ বিদ্যা |
| এভিকালচার | পাখিপালন বিদ্যা | হর্টিকালচার | উদ্যান বিদ্যা |
| নিউরোলজি | স্নায়ু বিদ্যা | ফিলাটেলি | ডাকটিকেট বিদ্যা |
| পিসিকালচার | মৎস্য চাষ বিদ্যা | সিসমোলজি | ভূকম্পন বিদ্যা |

19. ভ্যাট একটি– [DU-7Clg: 2017-18]
A. প্রত্যক্ষ কর
B. সম্পূরক শুল্ক
C. ভোক্তা কর
D. উন্নয়ন কর

**Ans C Analysis** কর সাধারণত দুই ধরনের যথা:
(i) প্রত্যক্ষ কর (আয়কর, সম্পদ কর) ও (ii) পরোক্ষ কর (ভ্যাট)।

20. একটি রাষ্ট্রের উপাদান- [DU-7Clg: 2017-18]
A. ৩টি
B. ৪টি
C. ৫টি
D. ৬টি

**Ans B Analysis** রাষ্ট্রের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো: নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সার্বভৌমত্ব ও সরকার।

## PRIME TEST

01. একটি দেশে ন্যায়পালের উপস্থিতি কী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক?
Ⓐ কার্যকর আইন বিভাগ Ⓑ কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতাকাঠামো
Ⓒ জনকল্যাণমূলক সুশাসন Ⓓ ন্যায়বিচার

02. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ প্রদানকারী হচ্ছেন –
Ⓐ ম্যাক্স ওয়েবার Ⓑ সিডনি ভারবা
Ⓒ প্লেটো Ⓓ ম্যাকিয়াভেলি

03. কোন ব্যয় রেখা অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল?
Ⓐ TVC Ⓑ TFC
Ⓒ AFC Ⓓ AC

04. একটি দেশের 'উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা'তে পরিবর্তন ঘটে না–
Ⓐ পার্শ্ববর্তী দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পেলে
Ⓑ অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হলে
Ⓒ উন্নত প্রযুক্তির সূচনা হলে
Ⓓ আবিষ্কৃত নতুন খনি থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি পেলে

05. মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব কোনটি?
Ⓐ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি Ⓑ বেকারত্ব হ্রাস
Ⓒ সুদের হার হ্রাস Ⓓ প্রকৃত আয় হ্রাস

06. 'মানব উন্নয়ন সূচক'-এর মৌলিক নির্দেশক–
Ⓐ মাথাপিছু জাতীয় আয় Ⓑ সুদের হার
Ⓒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার Ⓓ প্রতিরক্ষা উন্নয়ন বাজেট

07. কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান নয়?
Ⓐ রাজস্ব Ⓑ ব্যয়
Ⓒ লাভ Ⓓ ঋণ

08. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) কয়টি?
Ⓐ ১৬টি Ⓑ ১৭টি
Ⓒ ১৮টি Ⓓ ১৯টি

09. ভূগোলবিদগণ প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে প্রকাশ করার জন্য পৃথক শাখা হিসেবে কোন ভূগোলের আত্মপ্রকাশ ঘটান?
Ⓐ গাণিতিক Ⓑ আঞ্চলিক
Ⓒ মানব Ⓓ প্রাকৃতিক

10. প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
Ⓐ পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবয়ব Ⓑ নগর সম্পর্কিত
Ⓒ অর্থনৈতিক বিষয় Ⓓ মানব বসতি

11. ভূগোলের কোন অংশে ভূত্বকের ইতিহাস ও গঠন অনুসন্ধান করা হয়?
Ⓐ জীবভূগোলে Ⓑ পরিবেশবিদ্যায়
Ⓒ ভূমিরূপতত্ত্বে Ⓓ জলবায়ুবিদ্যা

12. ভূগোলের কোন অংশে পানি নিয়ে আলোচনা করা হয়?
Ⓐ বারিতত্ত্বে Ⓑ হিমবাহ তত্ত্বে
Ⓒ জলবায়ু তত্ত্বে Ⓓ ভূমিরূপ তত্ত্বে

13. কোনটি সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়?
Ⓐ জনসমষ্টি Ⓑ স্থায়িত্ব
Ⓒ ঐক্য Ⓓ অভিন্ন ভাষা

14. কোনটি সামাজিকীকরণের উপাদান নয়?
Ⓐ অনুকরণ Ⓑ শিক্ষণ
Ⓒ বিচ্ছিন্নকরণ Ⓓ চিহ্নিতকরণ

15. অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে কোনটি মানবজ্ঞানের ত্রয়স্তর সূত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়?
Ⓐ ধর্মতাত্ত্বিক স্তর Ⓑ বস্তুগত স্তর
Ⓒ অধিবিদ্যাগত স্তর Ⓓ দৃষ্টবাদী স্তর

16. জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি?
Ⓐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বৈষম্য Ⓑ চলাফেরার বৈষম্য
Ⓒ শ্রমমূল্যে বৈষম্য Ⓓ বয়সভিত্তিক বৈষম্য

17. পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের জনক কে?
Ⓐ এরিস্টটল Ⓑ আল ফারাবি
Ⓒ জর্জ বুল Ⓓ বার্ট্রান্ড রাসেল

18. ব্যুৎপত্তিগত/শব্দতত্ত্ব বিশ্লেষণে যুক্তিবিদ্যা হলো-
Ⓐ যুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞান Ⓑ ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কিত বিজ্ঞান
Ⓒ অনুমানে বিজ্ঞান Ⓓ সূত্র ও নিয়মের বিজ্ঞান

19. যুক্তিবিদ্যা প্রধানত কোন ধরনের বিজ্ঞান?
Ⓐ বর্ণনামূলক Ⓑ আদর্শমূলক
Ⓒ তত্ত্বমূলক Ⓓ প্রয়োগমূলক

20. কোনটিকে "সব বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান" বলা হয়?
Ⓐ কম্পিউটার বিজ্ঞান Ⓑ গণিত
Ⓒ যুক্তিবিদ্যা Ⓓ নীতিবিদ্যা

### Answer Sheet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.D | 02.B | 03.B | 04.B | 05.D | 06.A | 07.C | 08.B | 09.D | 10.A |
| 11.C | 12.A | 13.D | 14.C | 15.B | 16.B | 17.A | 18.B | 19.B | 20.C |



CamScanner